মাওলানা মওদূদীঃ

একটি দুর্লভ সংগ্রহ

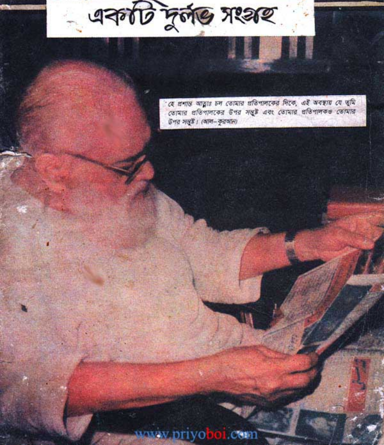

হে প্রশান্ত আত্মাঃ চল তোমার প্রতিপালকের দিকে, এই অবস্থায় যে তুমি তোমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকও তোমার উপর সন্তুষ্ট। (আল-কুরআন)

www.priyoboi.com

মাওলানা মওদূদীঃ একটি দুর্লভ সংগ্রহ

ভাষান্তর ও সম্পাদনায়ঃ
মুহাম্মদ শফিউল্লাহ
ও
মওলানা হোসাইন আহ্‌মদ

প্রকাশ কালঃ
১৮ই জামাঃসানি ১৪১২ হিং
১০ই পোষ ১৩৯৮সাল
২৫ই ডিসেম্বর ১৯৯১ইং

(সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রকাশনায়ঃ
আব্দুল মোমেন নাছেরী
নছর প্রকাশনী, ৭,৮/ত ব্লক ১২,
মীরপুর, ঢাকা–১২২১

কম্পিউটার কম্পোজঃ
আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/ক এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

প্রাপ্তিস্থানঃ
আশা বুক কর্নার
৪৩৫/ক এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭
মূল্যঃ সাদাঃ ৭০·০০ টাকা
নিউজঃ ৫০·০০ টাকা

MOULANA MAUDUDEE: AKTEE DURLAUVE SHANGRAHA EDITED & TRANSLATED by Muhammad Sahfiullah & Moulana Hossain Ahmad. Published by Moulana Abdul Moomen Nasary, Nasar Prakashoni, 7,8/TA Block, 12 Mirpur, Dhaka-1221. Price- White: Tk * News: Tk

www.priyoboi.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

- নিয়তের বিশুদ্ধতা ৬
- মাওলানার উর্ধ্বমুখী বংশ পরম্পরা ১০
- মওলানার সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জি ১২
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৯
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ৩১
- এখনো পর্যন্ত মাওলানা যে সব গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হয়নি ১৩৫
- নিজ লেখার আয়নায় মাওলানা মওদূদী ৩৭
- নিজ পত্রাবলীর আয়নায় মাওলানা মওদূদী (রঃ) ৪৯
- মাওলানা মওদূদীর রসিকতা ৬০
- উস্তাদ গৃহে মাওলানা মওদূদী ৬৫
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বই পুস্তকের তালিকা ৭৪

www.priyoboi.com

তৃতীয় অধ্যায়

সূচী | পৃষ্ঠা

- বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী ১৩৪
- আল্লামা মুহাম্মদ কুতুব (মিসর) ১৩৪
- মুফতি আতীকুর রহমান (ভারত) ১৩৭
- ইউসুফ হাশেম আল-রেফায়ী (কুয়েত) ১৩৯
- শেখ আবদুল আজিজ আল মুবারক (প্রধান বিচারপতি, সংযুক্ত আরব আমীরাত) ১৪০
- প্রফেসার হামিদুল্লাহ (ফ্রান্স) ১৪৪
- ডঃ ইসমাইল রাজী আল-ফারুকী (আমেরিকা) ১৪৬
- আল্লামা আয়তুল্লাহ ইয়াহ্য়া নূরী (ইরান) ১৪৫
- মাওলানা ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতায় কুঠারাঘাতকারী ১৪৮
- তিনি এমন একটি বাতি যা নিজ দীপ্ততায় উজ্জ্বল ১৬০
- মাওলানা মওদূদীর মর্যাদা ও তাঁর মৌল অবদান ১৭১
- পূর্ণিমার চাঁদ ১৭৭
- দীপ্তিমান বিজলী ১৭৮
- উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ রহমত স্বরূপ ১৮৩
- আলোর মিনার ১৮৭

www.priyoboi.com

জানার আগ্রহই সৃষ্টি করবে না বরং ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণার প্রেরণাও সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি। আশা করি সম্মানিত পাঠকমহল গ্রন্থখানি সেই আলোকেই পাঠ করবেন।

মুহাম্মদ আবদুল মোমেন নাছেরী
প্রকাশক।

ঋণী হয়ে রইলাম

"মওলানা মওদূদীঃ একটি দুর্লভ সংগ্রহ" গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য এগিয়ে এসেছেন, ফুরফুরা সিলসিলার অন্যতম খলিফা মিরশ্বরাই হাদী ফকীরহাটের পীর হযরত মওলানা আবু নছর মুহাম্মদ আজিজুল হক সাহেবের পুত্র বন্ধুবর মওলানা আবদুল মোমেন নাছেরী। এ জন্য মওলানা নাছেরী সাহেবকে অবশ্যয় ধন্যবাদ জানাতে হয়।

মুহাম্মদ শফিউল্লাহ্

www.priyoboi.com

১৯৬৬ঃ সর্বদলীয় কনফারেন্সে তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে প্রস্তাব পাস, মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর,(এপ্রিল) রাবেতার সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে তথ্যবহুল আরবী ও ইংরেজী ভাষায় মাওলানার রচিত পুস্তিকা বিতরণ।

১৯৬৭ঃ গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (P.D.M) এর প্রতিষ্ঠা, রাবেতার বৈঠকে যোগদানে মাওলানাকে বাঁধা দান, চাঁদ দেখার (ঈদের) মাসআলাকে কেন্দ্র করে মাওলানাকে গ্রেফতার।

১৯৬৮ঃ সরকার ও বিরোধীদের সাথে দ্বন্দ্ব চলাকালীন সময়ে চিকিৎসার জন্য মাওলানার লন্ডন যাত্রা(১৫ই সেপ্টেম্বর)। বৃটেনের মুসলমান কর্তৃক লন্ডনের হিলটন হোটেলে মাওলানাকে উষ্ণ সমর্ধনা প্রদান।

১৯৬৯ঃ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আইয়ুবখান কর্তৃক আহুত গোলটেবিল বৈঠকে মাওলানার যোগদান, মরক্কো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে মাওলানার যোগদান।

১৯৭০ঃ নির্বাচনী প্রচার অভিযান তুঙ্গে উঠে (১৮ই জানুয়ারী) ঢাকার পল্টনে মাওলানার জনসভায় গুন্ডাদের হামলা, মাওলানার ঘোষণা অনুযায়ী সারা পাকিস্তানে "শওকতে ইসলাম" দিবস (২৬শে আগস্ট) পালিত। জামায়াতের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাওলানার ঐতিহাসিক ভাষন, আঞ্চলিক দলগুলো নির্বাচনে জয় লাভ করলে পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মাওলানার সতর্কবানী।

১৯৭২ঃ ৭ই জুন তাফহীমুল কুরআনের রচনা সমাপ্তি, অক্টোবরে তার পূর্ণ প্রকাশ,(১লা নভেম্বর) একাধারে একত্রিশ বৎসর জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন করার পর লাগাতার অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে জামায়াতে ইসলামীর আমিরের দায়িত্ব থেকে মাওলানা অব্যাহতি নেন।

১৯৭৯ঃ ২২শে মে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার আমেরিকা গমন, (৪ঠা সেপ্টেম্বর) বাফেলো হাসপাতালে মাওলানার মুত্রাশয়ে দ্বিতীয় অপারেশন, (৮ই সেপ্টেম্বর) হৃদপিন্ডের গতি সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়, অবস্থা একটু উন্নতির দিকে যাওয়ার পর ২১শে সেপ্টেম্বর পূনারায় অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তিনি

www.priyoboi.com

সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন(২২শ সেপ্টম্বর) পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বাফেলো হাসপাতালে মাওলানার ইন্তেকাল।

(ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না-ইলাইহি রাজিউন)

উল্লেখ্য, মাওলানার সংক্ষিপ্ত জীবন নির্দেশিকাটি ১৯৭৯ সালের দৈনিক জসারতের মাওলানা মওদূদী সংখ্যা থেকে গৃহীত।(করাচী)

❑ মহিলারা যেন নিজেদের দ্বীনকে পুরুষদের কাছে ছেড়ে না দেয়। তারা পুরুষদের পরিপূরক নয়, বরং তারা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। পুরুষদের মত মেয়েদেরকেও আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের কাজ-কর্মের জন্য নিজেদেরকেই হিসাব দিতে হবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মহিলা নিজ নিজ কবর থেকেই উঠবেন। বাপ; ভাই অথবা স্বামীর কবর থেকে উঠবে না। নিজেদের আমলের হিসাব দেওয়ার সময় তারা এ বলে ছাড়া পাবে না যে, আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার পুরুষদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারা নিজেরাই তাদের জীবনের জিম্মাদার এবং তাদেরকে আল্লাহর সামনে গিয়ে একথার উত্তর দিতেই হবে যে, সে দুনিয়াতে কিভাবে চলাফেরা করেছে এবং কি ধরণের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে।

–সাইয়েদ মওদূদী

www.priyoboi.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)—এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর লেখা ও রচনাসমূহ শুধুমাত্র গভীরতা উন্নতমানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আকর্ষণীয় রচনাশৈলীর কারণেই উল্লেখযোগ্য নয়। বরঞ্চ মাওলানা এমন একজন সুপন্ডিত লেখক, যাঁর লিখিত বই পুস্তকের সংখ্যা অধিক এবং সেগুলি সর্বস্তরের লোকজনের নিকট সমাদৃত। এ জন্যেও তাঁর লিখিত বই পুস্তক ভিন্ন গুরুত্বের দাবীদার। তিনি ষাটটির ও অধিক সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া ও মাওলানা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও রচনা করেছেন, যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা আঠার হাজারেরও (উর্দ্ধতে) অধিক। মাওলানার জন সাধারণের সামনে পেশকৃত ভাষণ, বক্তৃতা, আলোচনা এবং কোরআনও হাদীসের দার্সকে যদি পুরাপুরিভাবে তাঁর লেখার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাঁর লেখার পৃষ্ঠা সংখ্যা তার দ্বিগুণের ও বেশী হবে।

সাইয়েদ মওদূদীর লেখার বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও ব্যাপক। কোরআন-হাদীস, ফেকাহ সংক্রান্ত তথ্যবলী, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে তিনি সুচিন্তিত ও যুক্তিসংগত দৃষ্ঠিভঙ্গী পোষন করেই ক্ষান্ত হননি; বরঞ্চ প্রত্যেকটি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এ কারণেই আমরা তাঁকে পৃথিবীর ঐ সমস্ত লেখকদের মধ্যে গণ্য করতে পারি যাঁরা নিজেদের অধিক রচনার আধিক্য, দক্ষতা ও পান্ডিত্যের কারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সাইয়েদ মওদূদীর সকল বই পুস্তকের আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয় বলে আমরা নিম্নে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করছি।

তাফহীমুল কোরআন

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এমন কিছু গ

www.priyoboi.com

আছে যেগুলো নিজ নিজ বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক গুরুত্বের দাবী রাখে। বিশেষভাবে তাফহীমুল কোরআন মাওলানার সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে স্বীকৃত। তাফহীমুল কোরআন হচ্ছে কোরআনে হাকীমের অনুবাদও তাফসীর। এইটি ছয় খন্ডে (উর্দূতে) সমাপ্ত করা হয়েছে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাওলানার ৩৯ বছর বয়সে সর্বপ্রথম এ তাফসীর লেখা শুরু হয়। অতঃপর মাসিক তরজমানুল কোরানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কোরআনের একটি বিরাট অংশ মাওলানা জেলখানায় অবস্থানের সময় রচনা করেন। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে মাওলানাকে নজর বন্দী করার পর প্রথম খন্ড জেলখানাতে সম্পন্ন করা হয়। এ তাফসীরটি দীর্ঘ ৩০ বৎসর চার মাসপর ১৯৭২ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয় আর সর্বশেষ খন্ডটি ১৯৭২ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়।

এ বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কোরআন প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেক বড় বড় মনীষী অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আমরা প্রবন্ধের কলেবর বড় হওয়ার আশংকায় মাত্র কয়েকজন মনীষীর উক্তি এখানে উল্লেখ করছি।

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সাইয়েদ মওদূদীর সাথে অনেক বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন। তিনি তাফহীমুল কোরআন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সাইয়েদ সাহেবের তাফহীমুল কোরআনের সুখ্যাতি দুনিয়া যতদিন টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ ততদিন বাকী থাকবে। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম শুধুমাত্র গ্রন্থকার রচিত ভাষায় এ তাফসীর পড়ার জন্য উর্দূ ভাষা শিখেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের মতে এ তাফসীরটি MADE EASY। বিচারপতি বদিউদজ্জামান কায়কাওয়াজ এবং ডঃ তনযীলুর রহমান তাফহীমুল কোরআনের আইনগত বিধি বিধান এবং ফেকহী তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আইন বিশেষজ্ঞরা তাফহীমুল কোরানের মাধ্যমে জ্ঞান পিপাসা নিবারণে যে সহায়তা পান, তার কারণে আজকে সুপ্রিমকোর্ট ও হাই কোর্টের আঙ্গিনায় তাফহীমুল কোরআনের লেখকের প্রশংসা করা হয়।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) তাফহীমুল কোরআন লেখার লক্ষ্য উদ্দেশ্য

www.priyoboi.com

আলোচনা করতে গিয়ে তার ভূমিকায় বলেন, আমার মতে দক্ষ আলেম এবং পন্ডিতদের জন্য নতুন করে তাফসীর লেখার প্রয়োজন নেই। তাঁদের চাহিদা মিটানোর জন্য অনেক আগ থেকেই তাফসীরের জ্ঞান-ভান্ডার তৈরী হয়ে আছে। তাই আমার তাফসীর লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সকল লোকদের খেদমত করা, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। যাদের পক্ষে কোরআনের সুপ্রশস্ত জ্ঞানভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়া সাধারণত সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই আমি ঐ সকল তথ্যবহুল তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। যে গুলো তাফসীর শাস্ত্রে বড় গুরুত্বের দাবীদার হলেও আমার উদ্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদের জন্য অপ্রয়োজনীয়। সর্বপ্রথম মাওলানা মরহুমের খেয়াল ছিল তাফসীরটি মাত্র দুই খন্ডে সমাপ্ত করা। আর সেজন্য তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের খন্ডসমূহে যে টীকা লেখেছেন, সেগুলো অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রচনার কাজ যতই অগ্রসর হতে লাগল টীকা ততই বিস্তারিত হতে চলল। অবেষে তাফসীরটি বড় বড় ছয়টি খন্ডে (উর্দূতে) সমাপ্ত করা হয়। তাফহীমুল কোরআন নিঃসন্দেহে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ তফসীরের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে প্রথমতঃ ইলমী আলোচনাগুলো থাকা সত্বেও তার ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল এবং বর্ণনাভঙ্গী সর্বসাধারণের নিকট অতি আকর্ষণীয়। আর কোরআনের মূল ভাষায় যে স্পিরিট নিয়ে কথা বলা হয়েছে মাওলানার অনুবাদেও তা বহাল রাখার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আর এ জন্যই তিনি কোরআনের শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে পারিভাষিক অনুবাদ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ কোরআন পাঠকের মন মগজে যে সকল সন্দেহ ও প্রশ্ন উদয় হয়ে থাকে সেগুলো দূরীভূত করার জন্য সফল প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। তাফহীমুল কোরআনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি সূরার শুরুতেই তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে এবং সূরাটি মূল আলোচ্য বিষয় তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ও শানে নযুল এক কথায় সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে, তারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ফলে সূরাটির নিগুঢ় রহস্য পাঠকের সহজেই উদঘাটিত হয়ে যায়। মূলতঃ এজন্যই এ তাফসীরটি আধুনিক শিক্ষিত ও আলেম সমাজের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছে।

www.priyoboi.com

আল জিহাদু ফিল্ ইসলাম

এটি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সর্বপ্রথম রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি তিনি মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহারের একটি ভাষণ এবং গান্ধীজীর একটি অভিযোগের কারণে মাওলানা এ কিতাব লেখতে উদ্যোগী হন। গান্ধীজীর অভিযোগটি ছিল-"ইসলাম যে শক্তির জোরে বিজয়ী হয়েছে তা হচ্ছে তরবারী এবং আজও তরবারীই তার মূল শক্তি"। প্রথমে এ কিতাবটির কিছু অংশ আল জমিয়ত পত্রিকায় তেইশ-চব্বিশ কিস্তিতে প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার পত্রিকায় তার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯২৭ সালের ১৫ই জুন বইটির রচনা সম্পন্ন হয়। ১৯৩০ সালে দারুল মুসান্নেফীন আজমগড় থেকে তা বই আকারে প্রথমবার প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে উক্ত বইয়ের কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাওলানা এ কিতাবটি সাতটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন।

প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামী জেহাদের মর্ম কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইসলাম প্রচার ও তরবারী

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ইসলামী আইন, যুদ্ধ ও সন্ধি

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ অন্যান্য ধর্মে যুদ্ধ

সপ্তম অধ্যায়ঃ আধুনিক সভ্যতায় যুদ্ধ

মাওলানা মওদূদী এই কিতাবটিতে কোরআন হাদীস ও গুরুত্বপূর্ণ অরবী কিতাব এবং নানা ধর্ম গ্রন্থাদির যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনাসহ বিবিধ তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। এতে যুবক মওদূদীর প্রখর মেধা ও প্রশস্ত জ্ঞান পরিধির প্রমাণ মেলে।

www.priyoboi.com

দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি)

এ কিতাবটি মাওলানার জনপ্রিয় কিতাব সমূহের মধ্যে অন্যতম। ইসলামের শিক্ষাগুলোকে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে এ কিতাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে দ্বীনি শিক্ষা হিসেবে যা প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে ছাত্রদেরকে কতিপয় বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে পড়ানো হয় কিন্তু তুলনামূলকভাবে আকায়েদসহ কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তেমন একটা মৌলিক জ্ঞান দান করা হয় না। ফলে, ছাত্ররা লেখা পড়া শেষ করার পরে ইসলামের দাবীকি? ইসলাম কি চায়? এবং কেন চায়? তা বুঝতে পারে না। ইসলামের আকীদা বিশ্বাস সমূহ মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে কি ধরণের সম্পর্ক রাখে, কেউ যদি মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার উপকারিতা কি? আর না করলে-তার অপকারিতা কি, এসব বিষয়গুলোর সঠিক উপলব্ধি আকিদা বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আকিদা বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেকহী মাসয়ালা মাসায়েলের শিক্ষা কোন উপকারে আসবে না। কেননা ঈমান ব্যতিত আমল মূল্যহীন। আর ঈমান তখনই আসবে যখন আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক বুঝ অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর এ কিতাবটি প্রচলিত দ্বীনি শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে ইসলামের পরিপূর্ণ ও বাস্তব শিক্ষা প্রদানকারী একটি অনন্য বই।

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ত্রিশটির ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় বইটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। এ কিতাবটি পাক ভারত উপমহাদেশসহ বিভিন্ন আরব দেশে বিশেষ করে জর্ডানের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর যে সমস্ত কিতাব পড়ে অনেক অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, এ কিতাবটি সেগুলোর অন্যতম। মাওলানা এ পুস্তিকাটির রচনা মাত্র পনের দিনে শেষ করেন।

ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

এটি হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর লিখিত অন্যতম বই। এ বইতে মাওলানা জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের একটি

www.priyoboi.com

তাত্ত্বিক আলোচনা করার পর জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরোধিতা করেছেন। বিশিষ্ট দার্শনিক টমাস মেলথাসের ঐতিহাসিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত থিওরীরও এ বইতে সমালোচনা করা হয়েছে। সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এ জন্ম নিয়ন্ত্রণের কারণে সৃষ্ট সমস্যা সমূহ নিয়ে মাওলানা এ বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত বইটির প্রথম সংস্করণ ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

রাসায়েল ও মাসায়েল

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর আরেকটি অবিস্মরণীয় অবদান হচ্ছে রাসায়েল ও মাসায়েল। এ বইটি ঐ সমস্ত প্রশ্নোত্তর সমষ্টি যেগুলো বিভিন্ন সময়ে মাওলানার কাছে করা হত এবং মাওলানা তরজমানুল কোরআনে সেগুলোর উত্তর প্রকাশ করতেন।

রাসায়েল ও মাসায়েল (মুল উর্দূতে) চারটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। এ বইটিতে সর্বমোট চারশত এগারটি প্রশ্নের উত্তর আছে। তার মধ্যে একশত চারটি ইলমে তাফসীর ও হাদীস সংক্রান্ত, তিরানব্বইটি ফেকহী মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত, পনেরটি বিভিন্ন মত বিরোধপূর্ণ মাসআলা সংক্রান্ত, আটান্নটি সাধারণ মাসআলা সংক্রান্ত, আটাশটি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে, ছয়ত্রিশটি রাজনীতি সংক্রান্ত, আটত্রিশটি জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে, দশটি লেন-দেনের মাসআলা সম্পর্কে এবং উনত্রিশটি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে।

এ বইতে খতমে নবুওয়াত দজ্জাল, ইমাম মাহদী, আইন ব্যবসা, পোষাক-পরিচ্ছেদ, দাঁড়ি, নির্দিষ্ট কোন ইমাম মান-না মানা, যুদ্ধ অপরাধী, অনিসলামী পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া, তাকদীর, শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ, মুরতাদের শাস্তি, একাধিক বিবাহ, কোরআনের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাওলানা আলোকপাত করেছেন এবং সেগুলো সম্পর্কে এ কিতাবে মাওলানা নিজস্ব ইজতেহাদী রায় প্রকাশ করেছেন। তাই আমরা এ বইকে ইসলামী তথ্যসমূহের এনসাইক্লোপেডিয়া বলে অবিহিত করতে পারি।

ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন

যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী

www.priyoboi.com

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম হচ্ছে "ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন।" এ বইটি ১৯৪০ সালে বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সম্পাদিত মাসিক আল ফুরকান পত্রিকার শাহ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যায় প্রবন্ধ আকারে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এ কিতাবের শুরুতে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করা হয়। অতঃপর মুসলিম মিল্লাতের সংস্কার ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা, প্রকারভেদ এবং সেগুলোর পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এবং মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহাসিক সংস্কারকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ মাওলানা এতে তুলে ধরেছেন। বইটির শেষে মাওলানা একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত করেছেন, যে পরিশিষ্টের মাধ্যমে তার এ কিতাবের উপর আরোপিত অভিযোগ সমূহের উত্তর দেন। ইলহামের হাকীকত, তাছাউফ ও মাহাদীর পরিচয় এবং দ্বীনের পুণরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ এ উত্তরগুলোর মাধ্যমে তিনি আরো স্পষ্ট করে দেন।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষের 'বুজর্গ'দের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা শরীয়তের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, মুর্খ থেকে শুরু করে আলেম পর্যন্ত সবাই 'বুজর্গ'দেরকে ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করে। এজন্য তারা এ কিতাবের সমালোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, মাওলানাকে অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তারা মাওলানার বিরোদ্ধে এই বলে অপবাদ দিয়েছেন যে, তার অভিযোগ থেকে বুজর্গ রা পর্যন্ত রেহাই পাননি। তারা অপবাদ দিয়েছেন যে, মাওলানা মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবান্তর। মাওলানা মওদূদী (রঃ) এখন আমাদের নিকট নেই, দুনিয়াবাসী দেখেছেন তিনি ঐ সবকিছুর দাবী করেছেন কিনা। মূলতঃ মাওলানার প্রতি অবাস্তব অভিযোগ দিয়ে অভিযোগকারীরা চাঁদের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। সুবিখ্যাত পন্ডিত আলেম মাওলানা মঞ্জুর নোমানী এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক "আলফোরকান"-এর শাহ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যায় "তাজদীদ ওর এহয়ায়ে দ্বীন" প্রবন্ধটি উল্লেখ করে লেখেছেন যে, ইসলামের হাকীকত এবং ইসলামের দাবী বুঝা ও বুঝানোর ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর উপর আল্লাহর খাস রহমত আছে। আমাদেরকে তাঁর চিন্তাধারা নিরপেক্ষ মন

www.priyoboi.com

নিয়ে এবং স্বাধীন চিন্তা শক্তি দিয়ে মূল্যায়ন করতেহবে। মাওলানা মঞ্জুর নোমানীর একথাগুলো বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দা

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর কঠোর আঘাতকারী এ বইটি মাওলানার অতুলনীয় অবদান। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাসিক তরজমানুল কোরআনে ধারাবাহিকভাবে পর্দার উপর মাওলানা বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৯৪০ সালে স্বল্প ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ তা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হয়। ১৯৬৬ সালের মধ্যে এ গ্রন্থের এগারতম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। তা ছাড়াও এ বইয়ের আরবী অনুবাদ আরব বিশ্বে অর্ভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করেছে এবং বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এ কিতাবটিতে ইসলামে পর্দার হুকুম কি? শুধু তার বর্ণনাই দেওয়া হয়নি; বরঞ্চ নারীর মর্যাদা ও অধিকার, বিভিন্ন যুগে নারীসমাজের ঐতিহাসিক অবস্থান এবং এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বচ্ছ ও বিস্তরিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্বামী স্ত্রীর অধিকার

মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ কিতাবে বিবাহ বন্ধনের উদ্দেশ্য,তার ইসলামী বিধি-বিধান, নেকাহ ও তালাকের মাসআলা সমূহ এবং পাশ্চাত্যের বিবাহ প্রথা ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিশদ আলোচনা করেছেন। এবং একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিবাহ সাদীর ব্যাপারে ইসলাম যে পথ অবলম্বন করার কথা বলেছে, সেটিই সর্বোৎকৃষ্ট পথ।

এ বইটি ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৯৩৫ সালে মাসিক তরজমানুল কোরআনে তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

খুতবাত (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা)

মাওলানার এ গ্রন্থটি অত্যধিক জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহের অন্যতম। মূলতঃ এ কিতাবটি দারুল ইসলামে (পাঠান কোর্ট) জুমার প্রদত্ব খুতবাসমূহের সমষ্টি। এটি ১৯৪০ সালে খুতবাতনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এ

www.priyoboi.com

কিতাবটির বিষয়বস্তু প্রায় রেসালায়ে দ্বীনীয়াতের (ইসলাম পরিচিতি) মতই। "ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা", ও ইসলাম পরিচিতির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যটুকু রয়েছে, তা মাওলানা ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার ভূমিকাতে নিজেই আলোচনা করেছেন। মাওলানা বলেন এর আগে আমি আমার লিখিত "ইসলাম পরিচিতি" বইটিতে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসসমূহের যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সংক্ষিপ্তভাবে শরীয়তের বিধি-বিধান আলোচনা করেছি আর "ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষায়" দুইটি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে একটি হচ্ছে দ্বীনের প্রাণ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসলামে এবাদতসমূহের মর্ম। আমি আশা করি যে ব্যক্তি ইসলাম পরিচিতি এবং "ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা" এ বই দুইটি পড়বে তার জন্য ইসলামের উপর চলা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

এ কিতাবটির বিভিন্ন অধ্যায়কে পৃথক পৃথকভাবেও প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, নামায রোজার হাকীকত, হজ্জের হাকীকত, যাকাতের হাকীকত এবং জেহাদের হাকীকত "FUNDAMENTAL OF ISLAM" নামে এ বইটির ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।এ কিতাবটির ১৯৭০ সালের আগে বিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি পড়েও অনেক পথভ্রষ্ট লোক হেদায়েতের আলো পেয়েছে।

খালাফত ও মুলুকিয়ত

এটি সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর বহুল আলোচিত একটি বই। মাওলানা মওদূদী (রঃ) যে একজন ইতিহাস বেত্তা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এ বইটি।

ইসলামে খেলাফতের প্রকৃত নমুনা কি এবং কোন মৌলনীতির ভিত্তিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধীরে ধীরে কিভাবে খেলাফতের স্থান রাজতন্ত্র দখল করে নিয়েছিল, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে মাওলানা বইটিতে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। যদিও অন্যান্য লেখক উপরোক্ত বিষয়ে কিছুনা কিছু লেখেছেন। তবুও এত বিস্তারিত ও প্রামাণ্য দলীল আকারে তাত্ত্বিক ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ইতিপূর্বে আর হয়নি।

আর যদি বইটিকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি অবদান মনে করা হয়, তবে

www.priyoboi.com

তা অবাস্তব হবেনা। কিন্তু অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাক–ভারত উপমহাদেশের কতিপয় আলেম এ কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা বিষয়বস্তু বুঝতে না পেরে মাওলানাকে মুবারকবাদ দেওয়ার পরিবর্তে নিন্দাবাদ জানিয়েছেন এবং এ বই লেখার কারণে তাঁর প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ আরোপ করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, এ বইতে নাকি মাওলানা মওদূদী (নাউজু বিল্লাহ) ছাহাবায়েকেরামকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। অথচএ বিষয়ে অভিযোগকারীরা অন্যান্য মনীষীদের লেখা বই–পুস্তকগুলো যদি দেখতেন তবে এ ধরণের মিথ্যা অভিযোগের অবতারণা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতনা।

কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর গুরুত্বপূর্ণ বই সমূহের মধ্যে এটি ভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী। এ বইটিতে কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা তথা ইলাহ, রব, ইবাদত এবং দ্বীন–এর মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) এ বইতে উপরোক্ত পরিভাষাগুলোর মর্ম সম্পর্কে যে মতটি পোষণ করেছেন তা খুব গুরুত্বের দাবীদার। তিনি বলেছেন, ইবাদত শুধু অর্চনা বা উপাসনার নাম নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে এবাদত। আর দ্বীন কোন নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বীন হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র তার অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাখ্যায় সাইয়েদ মওদূদীর সুক্ষ্ম চিন্তাধারা ফুটে উঠে। মাওলানা অনিসলামী সরকারের আনুগত্যকেও শির্ক মনে করতেন। আলেমদের একটি দল মাওলানার এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে বলেছেন মাওলানা এ ব্যাপারে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এই যে, নীতিগতভাবে মাওলানা তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গীর উপর যেসব আকাট্য দলীল দাঁড় করেছেন, সেগুলির উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। কেননা গায়রুল্লাহ্‌র আনুগত্য করা শির্ক চাই সেটা গোপন হোক অথবা প্রকাশ্য। তাকে শির্ক বলতেই হবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র

এ কিতাবটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লেখা হয়, যখন মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করার আন্দোলন শুরু করেন। মূলতঃ এ

www.priyoboi.com

বইটি মাওলানার ঐতিহাসিক দু'টি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি ছিল ১৯৪৮ সালের ৫ই জানুয়ারীর এবং দ্বিতীয়টি ছিল একই সালের ১৯শে ফেরুয়ারীর। মাওলানা ভাষণ দুইটি দিয়েছিলেন লাহোর আইন কলেজ মিলনায়তনে।

প্রথম ভাষণ ইসলামী আইনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় ভাষণে পাকিস্তানে ইসলামী আইন চালু করার পদ্ধতি কি তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং বর্তমান শাসনব্যবস্থার ত্রুটি–বিচ্যুতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম কথা

এ কিতাবে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) সভ্যতা কাকে বলে এবং ইসলামী সভ্যতা কি তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। মাসিক তরজমানুল কোরআনে ধারাবাহিকভাবে এ বইটি প্রথমে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে মাওলানা মওদূদী যখন নজরবন্দী হয়েছিলেন, তখন এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

সূদ

আধুনিক অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টিকারী এ বইটি সাইয়েদ মওদূদীর এক অদ্বিতীয় অবদান। বইটি বাংলায় ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদএবং "সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নামে দুইটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

এ বইতে সাইয়েদ মওদূদী পুজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য বর্ণনা করার পর ইসলামী অর্থনীতির মৌলনীতি আলোচনা করেছেন। অতঃপর সূদহারাম হওয়া সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যায়ে এসেতিনি ইসলামী বিধি–বিধানের ভিত্তিতে বর্তমান যুগে সূদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিবাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সীরাতে সরওয়ারে আলম

এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়কের সর্বশেষ রচিত বই। তাফহীমুল কোরআনের রচনা শেষ করার পর মাওলানা হুজুর (সাঃ)–এর

www.priyoboi.com

সীরাত অতঃপর তাফহীমুল হাদীস লেখার ইচ্ছা রাখতেন। কিন্তু তাঁর জীবন নক্ষত্র পৃথিবীর আকাশ থেকে খসে যাওয়ায় তিনি আর সে সুযোগ পাননি। সাইয়েদ মওদূদীর শেষ জীবনে তিনি সীরাতে সরওয়ারে আলম রচনার কাজে হাত দেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় সীরাতে সওয়ারে আলমের দুইটি খন্ড প্রকাশিত হয় প্রকৃত পক্ষে মাওলানা মওদূদী হুজুর (সাঃ)–এর সীরাত এবং হাদীস সংক্রান্ত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর লেখাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন, যেগুলো একত্রিত করা হলে অনেক বড় বড় গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে। সীরাতে সরওয়ারে আলম ও ঠিক সেভাবে তৈরী হয়েছে। বইটির প্রথম খন্ড (যাতে হুজুর (সাঃ)–এর জন্মের পূর্বের অবস্থার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে) পুরোপুরি তৈরী করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব নঈম ছিদ্দীকী এবং আব্দুল ওয়াকিল আলাবী। তাঁরা মাওলানার লেখা থেকে বইটাকে বর্তমান অবস্থায় সাজিয়েছেন এবং মাওলানা মওদূদী (রঃ) সেটা দেখার পর তাতে কোনরকম পরিবর্তন–পরির্ধন করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। আর দ্বিতীয় খন্ড ও ঠিক এভাবেই সাজান হয়েছে। কিন্তু তার বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন জায়গায় শূন্য থাকার কারণে মাওলানা তাতে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন এবং বইটিকে ধারাবাহিকভাবে পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত বই হিসেবে তৈরী করেছেন। এ দ্বিতীয় খন্ডে হুজুর (সাঃ)–এর জন্ম থেকে মদীনা হিজরত পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন অবস্থার উপর আলোচনা অন্তভূক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় খন্ডের কাজও মাওলানা অনেকদুর এগিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাওলানা একাধারে অসুস্থ্য থাকার কারণে তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে মাওলানার ছেলে আহমদ ফারুক মওদূদী বলেন, মাওলানা সর্বশেষ অসুস্থ হয়ে আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সীরাত গ্রন্থটির কাজ সমাপ্ত করার জন্য দৈনিক দশ ঘন্টা করে সময় ব্যয় করতেন। মাওলানা এ গ্রন্থের বাকী দুই খন্ডের জন্য প্রয়োজনীয় নোট তৈরী করে রেখেছেন। যাতে তাঁর মৃত্যুর পর যে কেউ একাজ সহজে সম্পন্ন করতে পারে।

আল্লাহর রহমতে মাওলানার সুযোগ্য উত্তরসূরীরা তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

www.priyoboi.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)—এর বাংলা ভাষায়

অনূদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকাঃ

তাফসীরঃ

(১) তরজমাই কুরআান মজিদ
(২) তাফহীমুল কোরআান– প্রথম খন্ড থেকে ১৯তম খন্ড পর্যন্ত
(৩) তাফহীমুল কোরআানের সার-সংক্ষেপ ৩০ পারা
(৪) তাফহীমুল কোরআানের সার-সংক্ষেপ ১ম পারা

ইসলামী জীবনদর্শনঃ

(১) ইসলাম পরিচিতি
(২) তৌহিদ রেসালাত আখেরাত
(৩) ইসলামের জীবনপদ্ধতি
(৪) ঈমানের হাকীকত
(৫) ইসলামের হাকীকত
(৬) নামাজ-রোজার হাকীকত
(৭) হজ্জের হাকীকত
(৮) যাকাতের হাকীকত
(৯) জিহাদের হাকীকত
(১০) একমাত্র ধর্ম
(১১) শান্তি পথ
(১২) ইসলামে শক্তির উৎস
(১৪) ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম কথা
(১৪) কোরবানীর শিক্ষা

www.priyoboi.com

(১৫) ইসলামঃ বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ব্যবস্থা (১ম ও ২য় খন্ড)
(১৬) ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোন
(১৭) আল–জিহাদু ফিল ইসলাম
(১৮) ইসলাম ও জাহেলিয়াত
(১৯) ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
(২০) ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
(২১) ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

ইসলামী রাজনীতি, আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাঃ
(১) ইসলামী আইন কি ও কেন?
(২) রাসায়েল ও মাসায়েল (প্রথম খন্ড)
(৩) ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন
(৪) ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি
(৫) খেলাফত ও রাজতন্ত্র
(৬) মৌলিক মানবাধিকার
(৭) ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ
(৮) ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার
(৯) ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র
(১০) কোরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা
(১১) জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি
(১২) উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান (১ম খন্ড)

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনঃ
(১) ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
(২) ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
(৩) সত্যের সাক্ষ্য

www.priyoboi.com

(৪) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ
(৫) ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি
(৬) ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী
(৭) মুসলমানদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত কর্মসূচী
(৮) ইসলামী বিপ্লবের পথ
(৯) ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী
(১০) জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বৎসর
(১১) দায়ী ইলাল্লাহ, দাওয়াত ইলাল্লাহ
(১২) ভাঙ্গা ওগড়া
(১৩) একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন
(১৪) মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা
(১৫) মুহাররমের শিক্ষা
(১৬) বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যজোট আন্দোলন
(১৭) মুসলিম বিশ্বের পূনর্গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা
(১৮) আজকের দুনিয়ায় ইসলাম
(১৯) জামায়াতী জীবনে আত্মশুদ্ধি

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থাঃ

(১) অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
(২) আল-কোরআনের অর্থনৈতিক শিক্ষা
(৩) ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
(৪) সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
(৫) ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

(১) শিক্ষা ব্যবস্থাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন

www.priyoboi.com

(২) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা
(৩) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া

দাম্পত্য জীবন ও নারীঃ
(১) পর্দা ও ইসলাম
(২) স্বামী স্ত্রীর অধিকার
(৩) ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ
(৪) মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী

তাজকিয়াই নাফস্ ঃ
(১) হেদায়াত
(২) আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি
(৩) দোয়া ও দরুদ
(৪) ইসলামী এবাদতের মর্মকথা
(৫) ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা

সীরাতঃ
(১) সীরাতে সরওয়ারে আলম (১ম ও ২য় খন্ড)
(২) খতমে নবুওয়াত
(৩) নবীর কোরআনী পরিচয়
(৪) নবুওয়াতে মুহাম্মদী (সাঃ)
(৫) আদর্শ মানব
(৬) সাহাবায়ে কোরামের মর্যাদা
(৭) ইসরা ও মে'রাজের মর্মকথা

www.priyoboi.com

বিবিধঃ

১। একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাতকার
২। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মওদূদী(রঃ)
৩। বিকালের আসর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড
৪। পত্রাবলী ১ম খন্ড
৫। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একত্রিশটি প্রশ্নের জবাব
৬। কাদিয়ানী সমস্যা
৭। লন্ডনের ভাষণ
৮। পত্রালাপঃ মাওলানা মওদূদী ও মরিয়ম জামিলা

প্রকাশের পথেঃ

১। রাসায়েল ও মাসায়েল ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড
২। পত্রাবলী দ্বিতীয় খন্ড
৩। ইসলামঃ বুদ্ধিভিত্তিক জীবনবিধান (৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড)
৪। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান (২য় খন্ড)
৫। মুরতাদের শাস্তি
৬। বহু বিবাহ প্রসঙ্গে

অনুবাদ চলছেঃ

১। ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা
২। যুগজিজ্ঞাসার জবাব
৩। সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা
৪। সীরাতে সরওয়ারে আলম(৩য় খন্ড)
৫। রাসায়েল ও মাসায়েল (৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড)
৬। রেডিও বক্তৃতা

www.priyoboi.com

সৌজন্যেঃ মাওলানা মওদূদী একাডেমী ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত মাওলানার রচিত গ্রন্থের তালিকা।

মাওলানার যে সমস্ত গ্রন্থাবলীর বাংলায় অনুবাদ হয়নিঃ

১। ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ
২। আদাবিয়াতে মওদূদী
৩। আসুন এ পৃথিবী পরিবর্তন করে দেই
৪। একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া
৫। ফজায়েলে কুরআান
৬। হিন্দুস্তানে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যত
৭। ইসলাম আওর খান্দানী মনসুবা বন্দী
৮। মখলুত এন্তখাব
৯। মাসআলায়ে জবর ওয়কদর
১০। মাসালায়ে মিলকিয়াতে যমীন
১১। মুসলমান ইন্ডিকরসেশন ওয়ার্ড ফেকটর্স্ বিস্পনসিবল ফর্ডিস্কুড ইন্ডিটেনশান
১২। পলিটিকেল থটস ইন আরলী ইসলাম
১৩। সালাজেকা (১ম ও ২য় খন্ড)

www.priyoboi.com

নিজ লেখার আয়নায়ঃ
মাওলানা মওদূদী

তৌহিদ

আমাকে বলুন– এ বিশাল শৃংখলা, এ অদ্ভুত ধরণের নিয়মতান্ত্রিকতা, এ পরিপূর্ণ নৈপুন্যতা, এ জমীন ও আসমানের অসংখ্য ও অসীম সৃষ্টিরাজি ও শক্তিসমূহের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য কোন শক্তির প্রভাবে বিদ্যমান। কোটি কোটি বছর থেকে পৃথিবী এভাবেই চলে আসছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এ জমিনে বৃক্ষ জন্মাচ্ছে, বহুকাল পূর্ব থেকে প্রাণীজগত সৃষ্টি হয়ে আসছে। আর জানা নেই যে, কবে থেকে মানুষ এ জমির উপর জীবন যাপন করছে। কখনো এ রকম দুর্ঘটনা ঘটেনি যে, চন্দ্র জমির উপর খসে পড়েছে অথবা পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এমন অবস্থা কখনো সৃষ্টি হয়নি যে, দিন ও রাতের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এমন অবস্থা কখনো সৃষ্টি হয়নি যে, দিন ও রাতের মধ্যে পার্থক্য করা যায়নি। পানি কখনো তার মিষ্টতা হারায়নি। উষ্ণতা কখনো আগুন থেকে লুপ্ত হয়নি। কিসের কারণে এ সবকিছু একটি শৃংখলায় আবদ্ধ হয়ে আছে? তার উত্তর নিজের মনের কাছে জিজ্ঞেস করুন। সে কি এ সাক্ষ্য দেয় না যে, একটি মাত্র আল্লাহ মহাবিশ্বের রাজাধিরাজ। দশ–বিশজন নয় দুইজন আল্লাহ্ও যদি এ মহাবিশ্বের পরিচালক হত, তবে এ শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে মহাবিশ্ব কখনো চলতে পারত না। সাধারণ একটি বিদ্যালয় পর্যন্ত যদি দুই হেড মাষ্টারের অস্তিত্ব সহ্য করতে না পারে, তবে এত বিশাল আকাশ, এ বিরাট পৃথিবীর রাজত্ব দুই খোদার খোদায়ী কিভাবে সহ্য করবে।

রেসালত

তোমরা যে সকল লোকদেরকে বদান্যতার সাথে ইতিহাস সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করছ, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা হচ্ছেন ইতিহাসেরই সৃষ্ট। মানব

www.priyoboi.com

ইতিহাসে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হচ্ছেন সে পরিপূর্ণ মানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)।

ইতিহাসের আয়নায় এ আশ্চর্য ধরণের মানুষটিকে সুমহান ব্যক্তিত্বের এত সুউচ্চে দেখায় যে, মানব ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আগমণকারী সকল বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সামনে আনা হয়, তাহলে তাদেরকে মনে হবে সূর্যের আলোর সামনে জোনাকীর টিপ টিপে আলো।

দুনিয়ার বড় বড় মনীষীদের মধ্যে এমন কোন মনীষী পাওয়া যায় না, যার সৃজনশীল যোগ্যতা মানব জীবনের দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পেরেছে। হয়ত কেউ চিন্তাধারা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী, এবং কেউ চিন্তাধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী। কারো যোগ্যতা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধ অথবা কোন মনীষীর মেধাশক্তি অত্যন্ত প্রখর। কেউ বা চরিত্র অথবা আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করেছেন, কেউ আবার সামাজিক রাজনৈতিক দিকটি গ্রহণ করেছে। আবার কেউ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন। মোট কথা, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এক একজন মনীষি এক-একটি দিক নিয়ে একমুখী হয়ে গেছেন। সকল দিক পরিপূর্ণভাবে কোন মনীষির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার ব্যতিক্রম। একমাত্র তিনিই সে একক ব্যক্তিত্ব, যাঁর মধ্যে সকল মানবীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণতা সমন্বিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি হন একদিকে দার্শনিক, তবে অন্যদিকে তিনি বৈজ্ঞানিকও। তিনি তাঁর নিজের দর্শনকে জীবনে বাস্তবায়িত করে গেছেন। তিনি যেমনি একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, তেমনিভাবে একজন সুদক্ষ সমর নায়কও। তিনি যেমনি ছিলেন সংবিধান রচনাকারী তেমনি ছিলেন একজন চরিত্রের শিক্ষকও। তিনি ছিলেন একজন ধর্মনেতা আবার ছিলেন আধ্যাত্মিকতার ইমাম। তাঁর দৃষ্টি ছিল সমগ্র মানব জীবনের উপর বিস্তৃত, এমনকি মানব জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জিনিসের ব্যাখ্যা তিনি দিয়ে গেছেন। খাওয়া-দাওয়ার আদব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান ও হেদায়াত দিয়েছেন। আবার নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলে দুনিয়ার মানুষের সামনে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

www.priyoboi.com

* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে তাঁর পরিবেশের সৃষ্ট বলা চলে না, বরঞ্চ আমরা যখন তাঁর অবদানসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কাল এবং স্থানের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর চিন্তাধারা সময় ও পরিবেশের বন্ধন ছিন্ন করে হাজার হাজার শতাব্দীর কালো পর্দা খন্ড-বিখন্ড করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি মানব জাতিকে প্রতিটি যুগ এবং পরিবেশের প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মানব জাতির জন্য এমন চারিত্রিক হেদায়ত ও বাস্তব বিধি-বিধান দিয়েছেন, যেগুলো সকল পরিবেশে সর্বকালে সমভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণীয়। তিনি মানবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এমন এক পথ প্রদর্শক, যিনি ইতিহাসের সাথে এগিয়ে চলেন এবং প্রত্যেক যুগেই তাঁকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক বলে মনে হয়।

আল- কোরআনুল হাকীম

কোরআন এ কারণেই সম্মানিত যে, দুনিয়ায় মানব রচিত কোন গ্রন্থই তার মোকাবিলা করার শক্তি রাখে না। অদ্বিতীয় সাহিত্য ও আকার্ষণীয় বর্ণনাভঙ্গীর কারণে কোরআন হচ্ছে একটি অসাধারণ ও অলৌকিক গ্রন্থ। তাছাড়া শিক্ষা ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের কারণেও কোরআনের মর্যাদা সর্বোচ্চ।

কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল সে যুগেও কোরআনের সমকক্ষ দু'টি বাক্য রচনা করতে স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা অক্ষম ছিলেন। শুধু সে যুগে নয় আজ পর্যন্তও কারো পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। তার কোন তত্ত্ব বা বক্তব্য কোন যুগে অবাস্তব বা ভুল সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। বাতিল শক্তি না তার সামনে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে না পিছন থেকে আক্রমণ করে তাকে নিঃশেষ করতে পেরেছে আর এ কারণেও আল কোরানকে মহান বলতে হয়।

মানুষ যতবেশী তাকে পথ নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করবে, ততবেশী লাভবান হবে এবং যতবেশী তাকে মানা হবে, ততবেশী দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত হবে।

যারা আল কোরআনকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বরচিত গ্রন্থ বলে অপবাদ

www.priyoboi.com

দেয়, তারাও ভাল করে জানে যে, এটা হযরত (সাঃ)–এর রচিত গ্রন্থ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

আখেরাত

যে শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার উপর বিশ্ব চলে আসছে, তার উপর ভিত্তি করে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মানুষের চরিত্র ও কর্মের ফল সম্পূর্ণভাবে এ দুনিয়াতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এ সংক্ষিপ্ত জীবনে মানুষ যে সকল কাজ–কর্ম করে থাকে তার ফলাফল ভোগ করার জন্য হাজার কেন, লাখ–লাখ বছরের প্রয়োজন। কিন্তু কুদরতী বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে মানুষকে এত লম্বা জীবন দেওয়া হয় না।

তাই এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মানুষের রক্ত মাংসের এ শরীরের জন্যই দুনিয়া। তার স্বভাব সুলভ কাজ–কর্ম ও চারিত্রিক উপাদানের উপযুক্ত ফলাফলের জন্য এ দুনিয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই তার জন্য এমন একটি জগতের প্রয়োজন যেখানে কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হয়, যেখানকার জীবন হবে অনন্ত ও অসীম এবং মানুষের কর্মের ফলাফল পুরাপুরি ভোগ করার সুযোগ থাকবে, যেখানে সোনা–দানার পরিবর্তে সততা ও নেকীর মূল্যই দেওয়া হবে, যেখানে আগুন শক্তি ঐ সকল লোকদেরকেই জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হবে, যারা চরিত্রের দিক থেকে শাস্তির উপযুক্ত। সেখানে শুধু সৎ কর্মশীলরাই শান্তিতে বসবাস করবেন। আর দুঃখ–দুর্দশা ঐ সকল লোকদের ভাগে পড়বে, যারা দুনিয়াতে দুশ্চরিত্রের অধিকারী ছিল। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি এবং প্রকৃতি এ ধরণের একটি জগতেরই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

* ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখেরাত একটি ধারাবাহিক জীবনের দুইটি স্তর। প্রথম স্তরটি হচ্ছে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের আর দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে প্রতিদান ও ফলাফলের। সুতরাং মানুষ দুনিয়ায় যেভাবে চলবে, আখেরাতে তেমন ফল ভোগ করবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে আপনার মন–মগজ ও আমলকে এমনভাবে তৈরী করা, যাতে আপনি প্রথম স্তরে তথা দুনিয়াতে ভালভাবে চলেন। যাতে করে দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে অর্থাৎ আখেরাতে সঠিক ও উপযুক্ত ফলাফল ভোগ করতে পারেন।

www.priyoboi.com

এবাদত

যারা বলেন–শুধুমাত্র তস্‌বীহ্‌, তাহ্‌লীল, নামাজ–রোজা এবং খান্‌কাহ্‌ পর্যন্তই এবাদত সীমাবদ্ধ, তারা ভুলই বলে থাকেন। একজন প্রকৃত মুমিন শুধু ঐ সময়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করে না, যখন সে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর বার মাসে একমাস রোজা রাখে, বৎসরে একবার যাকাত দেয় এবং জীবনে একবার হজ্জ করে। বরঞ্চ তার গোটা জীবনটাই এবাদত। যখন সে লেন–দেনে হারাম উপায়সমূহ হতে বিরত থাকবে ও হালাল রুজিতে তুষ্ট থাকবে, তখন কি সে এবাদত করে না? যখন একজন মুমিন লেন–দেন, মুয়ামালা–মুআশরাতে অত্যাচার, মিথ্যাচার ও ধোকাবাজী থেকে পরহেজ করে ন্যায় নীতি ও সত্যবাদিতার পথে চলে, তখন তার জন্য এটা কি এবাদত হয় না। যখন সে কাজ–কর্মে, কথা–বার্তায় আল্লাহর বিধি–বিধান মেনে চলে এবং নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে, তখন কি তার প্রতিটি কথা ও কাজ এবাদতের মধ্যে গন্য হয় না? অবশ্যই।

দ্বীন

দ্বীন হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের নাম। শরীয়ত হচ্ছে সে রাষ্ট্রের সংবিধান। আর সংবিধানের বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করে চলার নামই হচ্ছে এবাদত।

ইসলাম ধর্ম প্রচলিত ধর্মসমূহের ন্যায় শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়। বরঞ্চ ইসলাম হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃতিগত ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মে সত্য ও ন্যায়নীতির যত সামান্য পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম ইসলামেরই প্রভাব। কারণ, ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্যই এসেছিল। যুগে যুগে মানব সমাজের বিভিন্ন অংশ মতভেদ ও ফেরকাবাজি করে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

ইসলাম হচ্ছে গোটা মানব জীবনের জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সফল ব্যবস্থাপনা। এর সকল কার্যক্রম যা গৃহীত ও নির্ধারিত হয় সে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীরই আলোকে। এ বিশেষ চিন্তাধারা এবং কার্য ব্যবস্থার সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে "ইসলাম" আর সেটিই হচ্ছে ইসলামের কৃষ্টি কালচার ও সভ্যতা। এখানে কৃষ্টি কালচার, সভ্যতা, ধর্ম এবং মজহাব ভিন্ন জিনিস নয়। বরঞ্চ সবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে একটি জিনিস অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইসলাম।

www.priyoboi.com

ইলম

ইলম হচ্ছে জানার নাম এবং জানার পরে আমল করার নাম। কারণ, ইলম ছাড়া একজন মানুষ রাহ্মণ হতে পারে, কেন না সে রাহ্মণের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সে রাহ্মণই থাকবে। ইলম ছাড়া একজন লোক "জাট" (হিন্দুদের একটি কৃষক সম্প্রদায়ের নাম) হতে পারে। কারণ সে জাট হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে এলম ছড়া একজন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। কারণ মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। কেননা মুসলমান হওয়া যায় একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এ কথা জানবে না যে, হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) শিক্ষা কি? আর তাঁর উপর ঈমান কিভাবে আনতে হবে এবং সে অনুযায়ী কিভাবে আমল করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান হতে পারে না। আর কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞাতার্থ হয়ে ঈমান না আনে, তখন কিভাবে মুসলমান হবে?

* মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে ইলম ও আমল ব্যতীত আর কোন পার্থক্য নেই। যদি কোন লোকের এলেম ও আমল একজন কাফেরের ন্যায় হয় অথচ সে নিজে বলতে থাকে আমি মুসলমান, তবে তার এ দাবীটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

একজন কাফের যে রকম কোরআন পড়ে না এবং জানে না যে, এতে কি লেখা আছে, আর একজন মুসলমনরই যদি একই অবস্থা হয়ে থাকে, সে মুসলমান বলে নিজেকে কিভাবে দাবী করবে?

জিহাদ

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় আল্লাহর দ্বীন শুধু এটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না যে, আপনি তাকে নিজের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, তাকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে কেবল তার আনুষ্ঠানিকতা পালন করে যাবেন। আপনি যদি এ দ্বীনকে বাস্তবিকই সত্য মনে করে থাকেন, তবে আপনার জন্য এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, এ দ্বীনকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনার সকল শক্তি–সামর্থ ও যাবতীয় কলাকৌশল কাজে লাগাবেন, হয়ত এ দ্বীনকে আপনি প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বেন নতুবা এদ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপনার জীবন শেষ

www.priyoboi.com

করে দিবেন। আর এটিই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি যার মাধ্যমে আপনার ঈমান ও বিশ্বাসের সত্যতা যাঁচাই করা যেতে পারে।

শাহাদাত

আম্বিয়া (আঃ) দ্বারা যারা সত্যের জ্ঞান ও হেদায়তের পথ পেয়েছেন তারা মূলতঃ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। আর সত্যের সাক্ষ্যের যে দায়িত্ব আম্বিয়াদের উপর অর্পিত হয়েছিল, সে দায়িত্ব এখন উম্মতের উপর আবর্তিত। নবীগণের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে উম্মাহর অবস্থান হচ্ছে এই যে, তারা যদি সত্যের সাক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করে, অথচ মানুষ সংশোধন না হয়, তাহলে তারা কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান পাবে। আর যারা সংশোধন হয়নি তারা খোদায়ী জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। মুসলিম উম্মাহ যদি সত্যের সাক্ষ্যের দায়িত্ব পালনে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি করে, অথবা হকের পরিবর্তে বাতিলের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে সর্বপ্রথম পাকড়াও করা হবে।

সাধারণতঃ সত্যের সাক্ষ্য দুই ধরণের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ মৌখিক সাক্ষ্য, দ্বিতীয় কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য। মৌখিক সাক্ষ্য হচ্ছে-আমরা মুখে এবং কলমের সাহায্যে দুনিয়ার সামনে সে সত্যটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিব, যা আম্বিয়া (আঃ)-এর নিকট থেকে আমরা পেয়েছি। নিজের মন-মগজের সমস্ত শক্তি কাজের উদ্দেশ্যেই আমরা নিয়োজিত করবো। আর আমলী সাক্ষ্যের মর্ম হচ্ছে এই যে, আমরা নিজের জীবনে উপরোল্লেখিত বিধিবিধানকে বাস্তবায়ন করে মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করব। দুনিয়াবাসী শুধু আমার মুখের ভাষা থেকে সেগুলোর সত্যতার বর্ণনা না শুনে বরঞ্চ স্বচক্ষে আমাদের জীবনে সেগুলির সৌন্দর্য, বরকত এবং কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে।

সামাজিক সুবিচার

"ইসলামেও সামাজিক সুবিচার আছে" যারা এ ধরণের শ্লোগান দেয় তারা আসলে একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভুল কথা বলে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শুধু ইসলামেই সামাজিক সুবিচার নিহিত রয়েছে। ইসলাম হচ্ছে সে সত্য দ্বীন যা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, গোটাজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। বিশ্ব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং

www.priyoboi.com

কোনটি সুবিচার ও কোনটি অবিচার তা নির্ধারণ করার কাজ একমাত্র মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের। অন্য কাউকে সুবিচার ও অবিচারের মানদন্ড ঠিক করার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং অন্য কারো মধ্যে সুবিচার ও অবিচারের মানদন্ড নির্ধারণের যোগ্যতা ও সত্যিকার ক্ষমতা পাওয়া যায় না।

বীর পুরুষদের জন্যই ইসলাম

এটা আজ নতুন আওয়াজ নয়, যা মুনাফেকদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। এ আওয়াজ মুনাফেকী রোগের পরিচয়বহন করে, তাদের খাতিরে শুরুতেও আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত পরিবর্তন করা যায়নি আজকে ও পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং তা কিয়ামত পর্যন্তও পরিবর্তন করা যাবে না। এ দ্বীন ভীরু এবং কাপুরুষদের জন্য অবতীর্ণ হয়নি, প্রবৃত্তির দাস এবং দুনিয়ার গোলামদের জন্য ও অবতীর্ণ হয়নি। বাতাসের গতিতে উড়ে যাওয়া খড়-কুঁটাদের জন্যও অবতীর্ণ হয়নি, পানির স্রোতে ভেসে যাওয়া পোকা-মাকড়ের জন্যও অবতীর্ণ হয়নি এ দ্বীন।

মূলতঃ ইহা অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য, যারা বাতাসের গতি পরিবর্তন করে দেওয়ার হিম্মত রাখে, যারা সমুদ্রের স্রোতের সাথে লড়াই করে স্রোতের গতি পরিবর্তন করে দেওয়ার সাহস রাখে, যারা আল্লাহর রঙকে দুনিয়ার সকল রঙ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করে এবং এ রং দ্বারা গোটা দুনিয়াকে রঙ্গীন করার হিম্মত রাখে। মূলতঃ সে-ই মুসলমান যে সমুদ্রের স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্য সৃষ্ট হয়নি।

নারী

ইসলামী সমাজে নারীর জন্য রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা, যার নজীর দুনিয়ার অন্য কোন সমাজে পাওয়া যায় না। মুসলিম নারী দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে বৈষয়িক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে ইজ্জত ও উন্নতির উচ্চ স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম, যেমনিভাবে পুরুষরা সক্ষম। নারীর নারীত্ব ইসলামী সমাজে উন্নতির পথে কোন বাধা নয়। বিংশ শতাব্দীর এ লগ্নে এসে দুনিয়া আজ ইসলাম থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ এখনো পর্যন্ত সে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি, যে স্তরে পৌঁছেছে ইসলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা

www.priyoboi.com

নারী সমাজকে যা কিছু দিয়েছে, তা নারী হিসেবে দেয়নি, বরং পুরুষ বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নারী সমাজ এখনো তাদের দৃষ্টিতে ঠিক সেরকম লাঞ্ছিত ও অবহেলিত যে রকম তারা ছিল জাহেলী যুগে (আয়্যামে জাহেলিয়াতে)। ঘরের কর্ত্রী। স্বামীর স্ত্রী এবং সন্তানের মা হওয়া একজন প্রকৃত নারীর জন্য এখনো কোন সম্মানের বিষয় নয়। বর্তমানে সম্মান যদি থাকে তবে তা হচ্ছে পুরুষ সাদৃশ নারীর জন্য, যারা শারীরিক দিক থেকে নারী কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার দিক থেকে পুরুষ, যারা কৃষ্টি-কালচার এবং সামাজিকতায় পুরুষদের কাজ করে বেড়ায়। বস্তুতঃ ইহা নারীত্বের সম্মান নয় বরং পুরুষেরই সম্মান।

জীবনের একটি ক্ষেত্রে নারীরা দুর্বল এবং সে ক্ষেত্রে পুরুষেরা অগ্রগামী। আবার অন্য একটি ক্ষেত্রে পুরুষেরা দুর্বল, কিন্তু নারীরা সবল। তোমরা অভাবী নারীদেরকে পুরুষদের মোকাবেলায় ঐ ক্ষেত্রে নিয়ে আসছ, যে ক্ষেত্রে তারা দুর্বল। এর অনিবার্য ফল দাঁড়াবে এ যে, নারীরা সর্বদা পুরুষদের তুলনায় নিম্নস্তরে থাকবে।

তোমরা যতই প্রচেষ্টা চালাও না কেন এরিস্টোটল, ইবনে সিনা, কেনত, হেগেল, সেক্সপিয়র, সিকান্দার, নেপোলিয়ান, সালাহউদ্দীন আয়ুবী এবং নেজামুলমূলক প্রমুখ মনীষীদের মত একজন পুরুষও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না। দুনিয়ার সকল পুরুষ একত্রিত হয়ে যতই চেষ্টা করুক না কেন তারা তাদের মধ্য থেকে একজন সাধারণ মাও সৃষ্টি করতে পারবে না।

এরাই বিকৃত দাস

যে সকল লোকেরা নিজেদের চিন্তাধারা, চরিত্র, সামাজিকতা, জীবিকা নির্বাহ এবং শিক্ষায় মোট কথা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মুসলমান নয় এবং মুসলমান হিসেবে থাকতে চায় না, নামকা ওয়াস্তে তাদের মুসলমান থাকাতে ইসলামের কোন লাভ নেই। তারাতো খোদার পুজারী নয়, প্রবৃত্তিরই পুঁজারী। যদি দুনিয়াতে মূর্তিপুঁজারীরা বিজয়ী হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে তারা মূর্তি পূঁজা করবে। আর যদি উলঙ্গপানার পুঁজারীরা বিজয়ী হয়, তবে উলঙ্গপনার গড্ডালিকা প্রবাহেই ভেসে যাবে। যদি দুনিয়া নাপাকি খেতে শুরু করে দেয়, নিঃসন্দেহে তারা বলবে, নাপাকিই পবিত্র, আর পবিত্রতা হচ্ছে অপবিত্র। তাদের মন-

www.priyoboi.com

মানসিকতা গড়ে উঠেছে কেবল গোলামীর জন্যই। আজকে ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব চলছে, তাই তারা নিজের ভিতর থেকে বাহির পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করছে। কাল যদি হাবশীদের রাজত্ব হয়ে যায় তবে তারা নিঃসন্দেহে হাবশী হয়ে যাবে, নিজেদের চেহরার উপর কালি লেপন করবে। নিজেদের ঠোঁটগুলো মোটা করবে, চুলকে কোঁকড়া করার চেষ্টা করবে। এ জাতীয় গোলামদের প্রয়োজন ইসলামে মোটেও নেই।

উন্নতি

একটি জাতিকে জীবিত, শক্তিশালী এবং মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে তিনটি জিনিস। নিয়ম- নীতি, বিধি-বিধান ও সভ্যতা । এ তিনটি জিনিস অর্থাৎ বিধি-বিধানের পরিশুদ্ধতা, সে বিধি-বিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং জীবনে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, জাতীয় জীবনে তার পরিপূর্ণ কার্যকরিতা ঐ স্তম্ভসমূহের ন্যায় যেগুলোর উপর একটি বিল্ডিং প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে জাতির মধ্যে এতিনটি জিনিস পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাবে, তারা দুনিয়ার উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে, তাদের কালিমা বুলন্দ হবে। খোদার জমিনে তাদের মহর চালু থাকবে, মস্তকসমূহ তাদের হুকুমের সামনে ঝুঁকে যাবে এবং তারা সম্মানিত হবে, যদিও তারা ঝুপড়িতে বসবাস করে এবং ছেড়াফাটা কাপড় পরিধান করে, তাদের কোন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় না থাকে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে তারা একেবারে পিছিয়ে থাকে।

তোমরা যে সকল জিনিসকে উন্নতির সামগ্রী মনে করছ, সেগুলো হচ্ছে কেবল দালানের নক্শা, তার স্তম্ভ নয় জরাজীর্ণদেওয়ালের উপর সোনার পাথরও যদি তোমরা ছড়ায়ে দাও তবে সে দেওয়াল সক্ষম হবে না সে সোনার পাথর ধরে রাখতে, বরং তা ধ্বংসের ইতিহাস হয়ে থাকবে।

বড় অত্যাচার

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সবচাইতে ধ্বংসকারী ফল হচ্ছে আমাদের চিন্তাধারার পরাজয় এবং চারিত্রিক অবনতি। যদি সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদেরকে

www.priyoboi.com

লুট করে নিঃশেষ করে দিত অথবা আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের বংশসমূহকে দুনিয়া থেকে নিস্তনাবুদ করে দিত তবুও এত বড় অত্যাচার হত না, যত বড় জুলুম তারা আমাদের উপর করেছে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের কৃষ্টি-কালচার এবং চারিত্রিক কলুষতা ইত্যাদির প্রসার ঘটিয়ে।

সাম্য

মহান আল্লাহ সমতার ভিত্তিতে তাঁর নিয়ামতসমূহ বন্টন করেননি, বরং স্বীয় হেকমতের ভিত্তিতে একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। সৌন্দর্য, মাধুর্য, সুস্থতা, শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিগত যোগ্যতা, জন্মের পরিবেশসহ এ ধরণের অন্যান্য সকল জিনিস, সকল মানুষ সমানভাবে পায়নি। রিজিকের ব্যাপারেও তাই। খোদার ফিতরাত স্বয়ং এ কথার দাবীদার যে, মানুষের মধ্যে রিজিকের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকুক। তাই ঐ সকল চেষ্টা-তদবীর যেগুলো মানুষের মধ্যে একটি কৃত্রিম সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য চলছে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও থিওরীতে ভুল বিদ্যমান। ইসলাম যে সাম্যের কথা বলে তা রিজিকের ক্ষেত্রে সাম্য নয়, বরং রিজিক আহরণের চেষ্টা-পরিশ্রমের ক্ষেত্রে সাম্য।

সিনেমা

নগ্ন ছায়াছবি, সাহিত্যের নামে প্রেমের সুড়সুড়ি, উলঙ্গ নাচ, এবং যৌন উত্তেজনাপূর্ণ ফিল্ম এগুলো কি? এসব মানুষের যৌন উত্তেজনার আগুন নেভানোর ভান করে সমাজে চালু করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে যৌন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার সামগ্রী, যেগুলি একটি ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বক্ষে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। আর নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য তারা এগুলোর নাম দিয়েছে চিত্তবিনোদন। এ অপসংস্কৃতি ঘুনের মত সাংঘাতিকভাবে পাশ্চত্য জাতিগুলোর জীবন শক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এ অপসংস্কৃতির ঘুনের আক্রমণের পর কোন জাতি আজ পর্যন্ত ধ্বংসলীলার প্রবল থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। এটা সকল দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে যা মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জীবন ও উন্নতির জন্য দিয়েছেন।

www.priyoboi.com

অবনতি

এটা দেখে আমার মনে খুব দুঃখ হয় যে, মুসলমানদের চারিত্রিক অবনতি এ পর্যন্ত পৌছে গেছে যে, তাদের গ্রামে-গঞ্জে, জনপদে আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত সীমালংঘনকারীরা বুক ফুলিয়ে আনন্দে ঘুরা-ফেরা করছে আর রাব্বুল আলামীনের হুকুমের অনুগত বান্দাহ্রা, তার আনুগত্যের প্রতি আহবানকারীরা হিংসা, বিদ্রুপের পাত্র হয়ে আছে। দূষিত ময়দানে যদি কোথাও থেকে একটু মাত্র সুঘ্রাণ আসে তখন সুষ্ঠু মস্তিস্কের অধিকারীরা সেদিকে আকৃষ্ট হয়, আর তাদের মন চায় গোটা ময়দান এ ধরণের হয়ে যাক। কিন্তু আফসুস ঐ সকল রুগ্ন ঘ্রাণ শক্তিধারীদের উপর যারা এ সুঘ্রাণ পেয়ে নাক ছিটকায় আর তারা চায় এ সামান্য সুঘ্রাণটুকুও যেন এ ময়দানে না থাকে। এটা হচ্ছে তারই আলামত যে ময়দানে কলোষতা তাদের মস্তিস্কের অভ্যন্তর পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। তাই তাদের কাছে এখন দুর্গন্ধ ভাল লাগছে আর সুঘ্রাণ খারাপ মনে হচ্ছে।

❑ নবী করীম (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও ছালাম পাঠ করা শুধুমাত্র বৈধ নয় বরং বিরাট ছওয়াবের কাজও। এ দরুদ ও সালাম আরবীতেও হতে পারে কিংবা অন্য কোন ভাষায়ও হতে পারে। তা গদ্যাকারেও হতে পারে, পদ্যাকারেও হতে পারে। তবে ফিল্মী কায়দায় হযরত (সাঃ)-এর উপর না'ত পড়া হুজুরের মর্যাদার পরিপন্থী। – সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)

www.priyoboi.com

নিজ পত্রাবলীর আয়নায় মওলানা মওদূদী

আজিযম

১৯৭৬ সালের ঈদুল ফিতরের কয়েকদিন আগে সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র দশ পয়সার একটি পোস্টকার্ডে শুধু এতটুকু লিখেছিল : আমার শ্রদ্ধেয়!

"আচ্ছালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক।"

ছাত্রটি স্কুলের শিখানো নিয়মানুযায়ী চিঠিতে তারিখ এবং চিঠির শেষে দোয়া প্রার্থী লেখে নীচে নিজের নাম লিখেছে আর ঠিকানায় প্রাপকের নাম-ঠিকানা না লেখে প্রাপকের একটি ছবি লাগিয়ে দেয়-এ ছবিটি সে হয়ত কোন খবরের কাগজ থেকে কেটে নিয়েছিল। অতঃপর চিঠিটি ডাকের হাওলা করে দিল।

কিছুদিন পর সে ছাত্রটি ঈদমোবারকের সাদা কার্ডের উত্তর যখন পেল, তখন তার আশ্চর্য ও আনন্দের কোন সীমা থাকল না। সে চোখ দিয়ে আপ্লুত দৃষ্টিতে উত্তরটি বার বার পড়ছিল। আর এ মহান ব্যক্তির নামটি সে বার বার স্মরণ করছিল, যে নামের ব্যক্তিটি কোন রাজা বাদশাহকে ও খাতির করেন নি, যিনি কোন ক্ষমতা ও প্রতাপ দেখে শংকিত হননি। তিনি একটি মাসুম বাচ্চার প্রতি এত স্নেহশীল যে, তার ঈদকার্ডের উত্তর পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। এ মহান ব্যক্তিটি হচ্ছেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। আর এ ছাত্রটি হচ্ছে— মুরগা, রাওলপিন্ডি, গভর্ণমেন্ট ইলেট হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ফারুক আহমদ শরীফ। তাকে যখন বলা হত তার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত লেখতে তখন সে মাওলানার উত্তর পাওয়ার মুহূর্তটিকে উল্লেখ করে বলত আমি ভাবতেও পারিনি যে, এতবড় সম্মানী ব্যক্তি আমার মত একটি ছোট ছেলের ঈদ কার্ডের উত্তর দেবেন। ফারুক আহমদ শরীফ মাওলানার বিভিন্ন উক্তিগুলোকে তার কথা ও বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। সে গর্ব করে বলত আমি সেই ছেলে, যাকে সাইয়েদ মওদূদী পর্যন্ত আজিযম বলে(আমার প্রিয়) সম্বোধন করেছেন।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮ ইংরেজী সোমবার মাওলানা মওদূদীকে জাতীয়

www.priyoboi.com

নিরাপত্তা আইনের ৩ নং ধারায় গ্রেফতার করা হয়, ২৮শে মে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে সময়ে বন্দী থাকা অবস্থায় মাওলানা মারাত্মক ভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি গ্রেফতারের পূর্বে হাকীম মোঃ শরীফ সাহেবের নিকট চিকিৎসা করতেন। গ্রেফতারের পরেও তাঁর কাছে চিকিৎসা চালু ছিল।

মাওলানার পেশাবের রাস্তায় পাথর জমেগিয়েছিল। যার কারণে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এমনকি একদিন ফায়সালাবাদ জেলে মাওলানার পেশাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর চিকিৎসকের কাছে লিখেছিলেন– আপনার সাথে সামনা–সামনি আলাপ আলোচনা করে চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারলে খুবই ভাল হত। কিন্তু আইনে তার কোন সুযোগ নেই। তবে এটুকু করতে পারি যে, আমি সরকারের কাছে আমার চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। কিন্তু যালিমের কাছে নত হওয়া এবং তার কাছে করুণা চাওয়া আমার নীতি পরিপন্থী। আমি জান দিতে পারি, তবে করুণা ভিক্ষা করতে পারি না। তাই আপনি আমার অনুপস্থিতিতে যতটুকু চিকিৎসা করতে পারেন, ততটুকু করবেন।

২০শে

জানুয়ারী

১৯৪৯ ইং

নতুন সেন্ট্রাল জেল

মুলতান

১৯৪৮ সালে বন্দী থাকা কালীন সময়ে মাওলানার অসুস্থতা এত চরম আকার ধারণ করেছিল যে, তা তাঁর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজনদের জন্য চিন্তার কারণহয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাওলানার প্রাইভেট চিকিৎসক হাকীম মোঃ শরীফ সাহেব(১৭ই মার্চ ১৯৪৯ইং) এক চিঠিতে মাওলানার রোগের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, তখন মাওলানার অবস্থা সামান্য উন্নতির দিকে ছিল। সে চিঠির উত্তরে মাওলানা লিখেছিলেন–

আপনার চিঠি দ্বারা বুঝতে পারলাম আপনি আমার অসুস্থতা নিয়ে বেশী

www.priyoboi.com

চিন্তিত এ সহমর্মিতাও হৃদ্যতার জন্য আপনার শুকরিয়া আদায় করছি। আমার স্বাস্থ্যের জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার স্বাস্থ্য বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, এ ধরণের ভাল অবস্থা আমার ভাগ্যে খুব কমই হয়ে থাকে। শরীরের ওজন বেড়ে গেছে, খাওয়া ও বেড়ে গেছে, ঘুমও এত হয় যে, বিগত পাঁচ বৎসরে এত সুন্দর ঘুম আর হয়নি। ব্রেইনও শরীরের পরিশ্রম আগের চেয়ে অনেক বেশী করি। কিন্তু আগের তুলনায় ক্লান্ত অনেক কম হই। তার করাণও আছে। সম্ভবত বর্তমানে পৃথিবীতে আমার চেয়ে নির্ঝঞ্জাট ব্যক্তি আর কেউ নেই। কেননা সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনের জন্য আমার কোন চিন্তা নেই। আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে হাওলা করে দিয়ে এসেছি। জাতির জন্যও আমার কোন চিন্তা নেই, এজন্য যে, এক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার সবটুকু বর্তমান শাসক গোষ্ঠি তাদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। জামায়াত এবং ইসলামের দাওয়াত নিয়েও আমার কোন চিন্তা নেই। কারণ আমি বন্দী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছ থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছি। সাথে সাথে এও বিশ্বাস করি যে, আমার বন্দী অবস্থার কারণে এ কাজ কোন রকম ক্ষতিগ্রসথ হবে না বরঞ্চ উপকৃত হবে। এখন এতকিছুর পর আপনি বলুন, আমার চাইতে এত সুখী ও নিশ্চিন্ত আর কে হতে পারে? আল্লাহ আমাকে এখানে গভীর গবেষণা ও অধ্যয়ন করার যে সুযোগ দিয়েছেন, তা আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। আমি যার জন্য অনেক চিন্তা করেছিলাম। আজ-কাল সে নিয়ামত দ্বারা আমি উপকৃত হচ্ছি।

১৭ই মার্চ ১৯৪৯ই

নিউ সেন্ট্রাল জেল, মুলতান

১৯৪৮ সালে বন্দীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে মাওলানা বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা খুবই মর্মাহত হন। মাওলানার চিকিৎসক হাকীম মোঃ শরীফ সাহে এক চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন। নিজ চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে মাওলানা উত্তরে লেখেছিলেনঃ

আমার বন্দীর মেয়াদ বৃদ্ধি করার কারণে আপনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

www.priyoboi.com

এটাতো চিরন্তন বন্ধুত্বের একটি নিদর্শন। কিন্তু একটা কথা নীতিগতভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং সৃষ্টির সাথে নিজের লেনদেন ও আচার ব্যবহার ঠিক রাখে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর পথে কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। মানুষের কাছে প্রকাশ্যভাবে যেটি খারাপ মনেহয় সেটিও তার জন্য কল্যাণকর। একথা আপনি যদি হৃদয়ঙ্গম করে নেন তবে ইনশাআল্লাহ আপনার মনেও প্রশান্তি চলে আসবে, যা আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার এসেছে। ইহা নিছক কোন সুধারণা নয় বরঞ্চ ইহা বাস্তব সত্য আমি সমাজ সংস্কারমূলক যে কাজ করেছি, তার সামনে পাথরের পাহাড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরঞ্চ কলুষতা, কপটতা, কঠোরতা ও নোংরামীই বড় বাধা। আমি আল্লাহর মেহেরবানীতে এ নোংরামীকে পরিষ্কার করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। আর এ নোংরামীকে পরিষ্কার বা সরাতে গিয়ে সামান্য যা অপবিত্রতা আমার উপর পড়া শুরু হয়েছিল, সেগুলোকে আমি ধৈর্যের সাথে বরদাস্ত করেছিলাম। কিন্তু আমার আল্লাহ আমার দ্বারা এধরণের কাজ করানো পছন্দ করেন নি। তাই তিনি আমাকে নীরব শান্ত জেলের কোনে নিয়ে এসে আরামের সাথে বসিয়ে রেখেছেন। এখন অপবিত্রের বোঝা ঐ সমস্ত মানুষের মাথায় তুলে দেওয়া হচ্ছে যার অপবিত্রতা তারাই সৃষ্টি করেছিল। এ কাজটি এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। এখন অপবিত্রতার একটি মাত্র স্তুপ পরিষ্কার হয়েছে। এখনো আরো কয়েকটি স্তুপ বাকী আছে। বরঞ্চ তার মূলস্তুপ এখনো রয়েগেছে। আর তা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে বাহিরে নিবেন না। আর যখন একাজটি শেষ হওয়ার কাছাকাছি আসবে তখন মানুষ আমাকে তাদের মধ্যে পাবে।

[মাওলানার জেলখানার
পত্রাবলী, পৃঃ ৬৩]

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান

১৯৪৮ সালে যখন বার বার কারাবরণের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছিল, তখন মাওলানার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের চিন্তা-উদ্বেগ চরম আকার ধারণ করেছিল। হাকীম মোহাম্মদ শরীফ সাহেব উদ্বেগ প্রকাশ করে মাওলানার

www.priyoboi.com

কাছে একটি চিঠি লিখেন। মাওলানা উত্তরে লেখেনঃ

আমার নজরবন্দীর মেয়াদ বৃদ্ধি আপনাদেরকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটা এমন কোন জিনিস নয় যে, যার জন্য আপনি অথবা আমার অন্যকোন বন্ধু অস্থির হয়ে পড়বেন। আমার এখানে শত আল্লাহর বান্দা আছেন যে, যারা চুরি ডাকাতি, হত্যার মত মারাত্মক অপরাধ করেছে ও তার কারণে তাদেরকে বছরের পর বছর কারাগারের অস্থির জীবন বরণ করে নিতে হচ্ছে। তাদের জন্য এখানেও কোন আরাম নেই এবং পরকালেও কোন মুক্তি নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ এ জাতীয় কষ্ট কয়েক মুহূর্তের এ দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য বরদাস্ত করে যাচ্ছে। তাই আমাদের জন্য কি এটা শোভা পায় যে, আমরা যা কিছু নিজের জন্য নয় বরং আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য করছি এবং সেগুলোর মাধ্যমে আমরা পরকালে উত্তম বিনিময় পাওয়ারও আশা রাখি। এ অবস্থাতে কোন প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম আমরা বরদাস্ত করব না। এ সামান্য কষ্টে আমরা অস্থির হয়ে পড়ব? আমিতো মনে করি নফসের বান্দাদের তুলনায় আল্লাহর বান্দারা যদি দ্বিগুণ চারগুণ বেশীও দুঃখ-দুর্দশা ও মুসিবতের সম্মুখীন হন, তবে তাতে তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পর্যন্ত না পড়া উচিৎ।

(জেলখানার পত্রাবলী পৃঃ৭৩)

সেন্ট্রাল জেল মুলতান

১৯৪৮ সালে মাওলানা বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর বড় ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী সাহেবের নিকট ১৫ই মে ১৯৪৯ সালে একটি চিঠি লিখেনঃ

সামনে আপনি যখন আসবেন, আপনার বাচচা দুটকেও সাথে করে নিয়ে আসবেন এবং হাজী মিয়া (মাওলানার ভাতিজা) আসতে চাইলে তাকেও নিয়ে আসবেন। আমি প্রথমে বাচ্চাদেরকে এজন্যই আনতে নিষেধ করেছিলাম যে, বাচ্চাদের মন-মগজে এখানকার খারাপ পরিবেশ দুষ্ট প্রভাব ফেলার আশংকা ছিল। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করার পর এটা স্থির করেছি যে, তাদেরকে এ জায়গা অবশ্যই দেখানো উচিৎ। এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, বর্তমানের চেয়ে

www.priyoboi.com

ভবিষ্যৎ বংশধররা বেশী বিকৃত হতে পারে এবং তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের চেয়েও অনেক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার লোকের প্রয়োজন হবে। আমি আমার ছেলেমেয়েদেরকে বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য প্রতিপালন করতে চাইনা, বরং সাত্যের সেবা ও অসত্যের প্রতিরোধের জন্যই তাদেরকে লালন–পালন করতে চাই।

মাওলানার বড়বাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী মাওলানার মুক্তির জন্য আইনগত চেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে মাওলানা এ সম্পর্কে ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে তাঁর বড় ভাইয়ের নিকট একটি চিঠি লেখেন–

আপনারা যখন আমাকে জেল থেকে বের করার চেষ্টা প্রচেষ্টার কথা বলেন, তখন তা থেকে আমি আপনাদেরকে শুধু একারণেই নিষেধ করিনা যে, আপনাদের বিশেষ করে মুহতারামা মায়ের অন্তরে ব্যথা ও আঘাত পাওয়াটাকে আমি মোটেও পছন্দ করি না। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে আমি একাজকে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় মনে করি। আপনাদের জন্য এটাই উত্তম যে, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখতে থাকবেন, এ শুরুর পরিনামটা কি দাঁড়ায়। আমার আজীবনের গবেষণা ও অধ্যয়ন আমার কাছে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দুনিয়াতে কখনো ঐ সমস্ত শক্তি জীবিত থাকতে পারে না, যারা কেল্লায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ ময়দান ছেড়ে দিয়ে মন নিয়ে খেলা করা এবং কেল্লার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাপুরুষতার স্পষ্ট প্রমাণ। আর আল্লাহ এ পৃথিবীর জমিনকে কাপরুষদের কর্তৃত্বের জন্য তৈরী করেন নি। আমার গবেষণা ও অধ্যয়ন এটা ও বলে দেয় যে, যাদের কর্মতৎপরতা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং জালিয়াতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যাদের জন্য বাস্তবতায় ও সত্যের আলোকে আসা আশংকাজনক, যাদেরকে নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষা করার জন্য পুলিশী ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। এ জাতীয় চরিত্রের অধিকারী কাপরুষদের অস্তিত্ব বেশী দিন টিকে না এটা বিবেক–বুদ্ধির পরিপন্থী, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী, এমনকি হাজার বছরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমানিত হয় যে, এ সমস্ত নড়–বড়ে বিষয়ের উপর টেক লাগিয়ে ক্ষনিকের জন্য তারা যতই শক্তিশালী হউক না কেন,তারা বেশী দিন টিকতে পারে না। আমি নিজের জন্য নয় বরঞ্চ এ সমস্ত লোকদের খাতিরেই এটা চাচ্ছিলাম যে, তারা একটু সচেতন হোক এবং সাদা সিধা ও সৎলোকদের মত কাজ করুক। তাই আমি

www.priyoboi.com

তাদেরকে বাহিরেও বুঝানোর চেষ্টা করেছি এবং ভিতর থেকেও করছি। কিন্তু এখন দেখছি দুনিয়ার হাজার বার পরীক্ষিত বোকামিকে তারা প্রমান করতে বদ্ধ পরিকর। তাদেরকে তা করতে দিন।

[জেলখানার পত্রাবলী পৃঃ ৭৭]

আমি আগেকার যুগের ইমামগণের হাদীছ, ফেকাহ ও তাফসীর অধ্যয়ন করে উপকৃত হয়েছি এবং তাদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত রেখেছি। কিন্তু আমি কারো কথা বা মতামত শুধু শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে মেনে নিই না যে, অমুক মহান ব্যক্তি একথা বলেছেন। বরং নিজের চক্ষু দিয়ে দেখি এবং নিজের মেধা দিয়ে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে কথা আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়, তা মেনে নিই আর যা ভুল প্রমানিত হয়, তা বর্জন করি। [জেলখানার পত্রাবলী পৃঃ৮৯]

স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইলম আমার কাছে নেই। এ ব্যাপারে আমি খুব সামন্য জ্ঞান রাখি। শুধু অনুমান করে কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে কোন এলেমদার লোক আপনি পেলে, তার কাছে ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে নিবেন। নতুবা এটা নিজের নিয়ম বানিয়ে নিবেন যে, যখন কোন ভাল খাব দেখবেন, তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যেন তার ভাল দিকটা প্রকাশ পেয়ে যায়, আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার মন্দ দিক থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।(জেল খানার পত্রাবলী পৃ ১১৫)

১৯৪৮ সালে বন্দী থাকাকালীণ সময়ে সরকারী মহল থেকে মাওলানার উপর এমন অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ চাপিয়ে প্রচার করা হচ্ছিল যে, দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও মাওলানার প্রতি খারাপ ধারণা জন্মাতে শুরু করে। সুরেশ কাশ্মীরী সাহেবের নির্ভরযোগ্যতা, সম্মান ও মর্যাদা দেশের নাম করা কবি সাহিত্যিকগণ ও প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাওলানা বন্দী থাকা কালে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মাওলানা এবং জামায়াতে ইসলামীর উপর অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হয়। এ সমস্ত অভিযোগ খন্ডন করার সকল প্রচেষ্টার পথে প্রবলভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সুরেশ কাশ্মীরী সাহেব সে সময়ে মাওলানার কাছে একটি

www.priyoboi.com

অভিযোগ সম্পর্কে চিঠির মাধ্যমে প্রশ্ন করেন। মাওলানার তাঁর উত্তরে নিম্নলিখিত চিঠিটি দেন–

আমার ভাই! আমি এখন এমন একটি অবস্থানে আছি – আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহ খন্ডন করাতো দূরের কথা অধিকাংশ সময়ে এটা জানাও আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে যে, বাহিরে আমার উপর কি ধরণের ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে। ইহা একটি বিরল সুযোগ। এ সুযোগে আমার উপর আক্রমণ করা তাদের জন্য খুবই উপকারী।

তাই তারা এর দ্বারা উপকৃত হোক। মানুষের গোশত এত স্বাদ যে, যখন তা ফ্রি বন্টন করা হয়, তখন আমাদের বর্তমান পরিবেশে এমন ভাল লোক খুব কমই পাওয়া যাবে যারা ঐ গোশত দ্বারা উপকৃত হতে সামান্য চিন্তা করবে।

"সাহারায়ী সাহেব" যাকিছু বলেছেন, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ তিনি আমাকে জানেন না। জানলেও তিনি যা করেছেন তাই তাঁর কাজ। কিন্তু যে আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন আমি নাকি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা পেশ করেছি এবং কায়েদে আজমকে গালি দিয়েছি। এতে বাস্তবে আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি। কারণ এ ধরণের প্রশ্ন আপনার মুখ থেকে বাহির হবে তা কল্পনাও করিনি। সম্মানিত ভাই! এত হীন অপবাদ থেকে অনেক দূরে ছিল না যে তা শুনার সাথে সাথে আপনি......(তুমি পবিত্র, এটা হচ্ছে মস্ত বড় অপবাদ) বলে দিতে পারেননি? এবং আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ না করে পারেন নি? আর যদি তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন মনে করতেন, তবে আমার কাছে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমিত কোন অপরিচিত লোক নই। অন্তত সতেরো আঠারো বৎসর যাবৎ "তরজমানুল কোরআন" প্রকাশ করে আসছি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনায় আমার লিখিত হাজার হাজার পৃষ্ঠা মওজুদ রয়েছে, যেগুলো নিঃসন্দেহে হাজারো লাখো মানুষ পড়েছেন এবং পড়ছেন। পাকিস্তান ও ভারতে হাজার হাজার মানুষ এমনও আছেন যারা নিজ কানে আমার বক্তব্য শুনেছেন। হাজার হাজার মানুষ এমনও আছেন যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। স্বয়ং লাহোরে আমি অনেক বৎসর ধরে আছি। কেন একথা ঘোষণা করলেন না যে, যে ব্যক্তি আবুল আ'লাকে একজন গালিগালাজকারী অথবা বেহুদা আলাপকারী মানুষ হিসেবে জানেন অথবা তাঁকে মুসলমান ও ইসলামের শত্রু হিসেবে জানেন, তিনি যেন এ সমস্ত অভিযোগের

www.priyoboi.com

উপর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেন। আপনি কেন আমার পুরানা সাথী–সঙ্গীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন না যে, তারা কখনো আমার মুখ থেকে বেহুদা কথা বা গালিগালাজ শুনেছেন কি না। বরং যে সমস্ত লোক আমাকে একের পর এক গালি দিয়ে আসছে এবং আজকেও গালি দিচ্ছে, তাদেরকে আপনি কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করে নিবেন যে, আমি তাদেরকে কখনো তাদের গালি গালাজের উত্তরে গালি গালাজ দিয়েছি কিন। এ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ যদি দুনিয়াতে না থাকত তবে আপনার জন্য উচিৎ ছিল আমার কাছে জিজ্ঞেস করা। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার মন্ত্র পেশ করা আবার তাও আমার মুখ থেকে! বন্ধু, কিছুক্ষনের জন্য দ্বীন–ধর্মের প্রশ্ন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে শুধুমাত্র বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন যে, একথা কি বিবেক বুদ্ধি মেনে নিতে পারে যে, ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে একটি নৌকাতে উঠেছে আর সে নৌকাটাকে ছিদ্র করে দিয়ে তাদেরকে ডুবিয়ে মারবে। সেকি এটা কামনা করবে যে, সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রী তার ঐ করুণ পরিনতি হোক, যা সে নিজ চক্ষে পূর্ব পাঞ্জাবে নিজ জাতির বোন ও কন্যাদের ক্ষেত্রে দেখেছে। এ ধরণের অদ্ভুত প্রশ্ন আমার কাছে না করে আপনি জেল খানার ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন যে, আবুল আ'লা এ জেলখানায় কয়েদী থাকাকালীন অবস্থায় কোন দিন পাগল হয়ে গেছে? আমি যদি জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত না হই তবে কি আত্মমর্যাদাবোধ, ভাল স্বভাব, লজ্জা–শরম সবই আপনাদের ভাগে চলে গেছে? আমার মধ্যে তার নাম গন্ধও নেই?

(জেল খানার পত্রাবলী পৃঃ১২৩–১২৫)

*হে প্রশান্ত আত্মাঃ তোমার প্রতি পালকের দিকে চল এরূপ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিনতির জন্য সন্তুষ্ট আর তোমার প্রতিপালকও তোমার উপর সন্তুষ্ট। (আল–কোরআন)

www.priyoboi.com

একটি পবিত্র স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

মুকাররাম ওয়া মুহতারাম, জনাব মওলানা সাহেব,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আপনার সাথে আমার অনেক দিনের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রকাশের খাতিরে আরজ করছি যে, ভারত বিভক্তির পূর্বে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌতে আপনার সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অতঃপর করাচিতে মওলানা জুফর আহমদ আনসারীর বাড়ীতেও আপনার সাথে মুলাকাতের সুযোগ হয়েছে। এই চিঠি খানার কারণ কোন ইলমী বা দ্বীনি মাসয়ালা নয়, বরঞ্চ একটি পবিত্র স্বপ্ন, যে স্বপ্নটি হুজুর পুরনূর (সঃ)–এর মহিমান্বিত জিয়ারতের সাথে সম্পৃক্ত। স্বপ্নটি এই -

আমি আমার শাগ্রিদ সায়্যেদ নেছার আলী এবং তাঁর ছেলে তারেক আলীর সাথে বসে খৃষ্টানদের ইতিহাস বলছিলাম। হঠাৎ শূন্য থেকে একটি পবিত্র সুঘ্রাণ পেলাম। এই ঘ্রাণ পেয়ে আমি একেবারে নীরব হয়ে যাই। আমার কানে আওয়াজ আসল যে, সাবধান! কোন রকম বেআদবী যেন না হয়। রাসূল (সঃ) তাশরীফ এনেছেন। আমরা তিনজন চোখ তুলে তাকালাম আর এই দৃশ্যটা দেখলাম -

রাসূল (সঃ) অবস্থান করছে আর আপনি (মওলানা আবুল আ'লা মওদূদী) হুজুরের পিছনে বিনয় ও আদবের সহিত দাঁড়িয়ে। আমাদের জন্য অনুমতির ঘোষনাও আপনি (মওলানা মওদূদী) দিচ্ছেন। রাসূল (সঃ)–এর চেহারা মুবারক এবং পবিত্র ঠোঁটে উজ্জল মুসকি হাঁসির ছাপ (স্বপ্ন শেষ)।

মেহেরবানী করে এই পবিত্র স্বপ্নের ইশারা ইঙ্গিত ও অর্থ জানাবেন। ফকত্ ওয়াস সালাম

ইতি

শাকীল আহমদ জিয়া

১৭ই নভেম্বর–১৯৭২ ইং

www.priyoboi.com

উত্তরঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আবুল আ'লা মওদূদী ফোনঃ ৫২৫০৭
৫–এ জেলদার পার্ক ইছরা
তাং ২৭–১১–৭২ ইং
লাহোর পাকিস্তান

মুহতারামী ওয়া মুকাররামী

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্‌। আপনার চিঠি পেয়েছি। এই স্বপ্নটি শুধু বরকতময় নয় আমার জন্য সৌভাগ্য এবং সুসংবাদের বিষয়ও। আল্লাহ্‌র শুকর আদায় করেন যে, হুজুর (সঃ)–এর জিয়ারতের সৌভাগ্য আপনার নছিব হয়েছে। আর আমিও শুকর করছি যে, আপনার মত একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব আমাকে হুজুর (সঃ)–এর দরবারে দেখেছেন।

বিনীত

আবুল আ'লা

www.priyoboi.com

মাওলানা মওদূদী (রঃ)—এর রসিকতা

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) জীবন, চিন্তাধারা, কর্মধারা, চাল-চলন, এবং স্বভাব-চরিত্র ছিল ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত এবং আয়নার মত স্বচ্ছ, নির্মল ও নিষ্কলুষ। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে দূর ও নিকট থেকে তাঁকে যারা দেখেছেন, তারাই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর গগনচুম্বী মানবতায় ও মহত্বে, তাঁর সরলতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে। দূর থেকে যারা তাঁকে মনে করেছেন কাঠমোল্লা, সংকীর্ণমনা, আলাপ-আলোচনায় তাঁকে মনে হয়েছে বিশাল সমুদ্রের মত; তাদের মনে হয়েছে এটা দূরে নিক্ষেপ করার মত নয়। মূলতঃ এটা ছিল কাছে টেনে আনার আকুল বাসনা। এত বড় জ্ঞানী-গুণীর বিনয় নম্র ও নিরহংকার ব্যবহার অনেকের কাছে এক বিরাট বিস্ময়। মাওলানার অন্তরটি ছিল সদা উৎফুল্ল। তাই মাওলানা আলাপ-আলোচনায় বড় রসিকতা করতেন।

মানুষ শয়তান

একবার এক বন্ধু মাওলানাকে চিঠি লিখে জানালেন-তাঁর স্ত্রীর উপর খবিস জ্বীনের প্রভাব পড়েছে। তাই সে খুবই কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। তিনি মাওলানাকে কোন তদবীরের মাধ্যমে খবিস জ্বীনের প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য আবেদন জানালেন। মাওলানা উত্তরে লিখেছেন, আল্লাহ আপনার সাহায্য করুন এবং আপনারা দুইজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। দুঃখের বিষয় জ্বীন ও শয়তান তাড়ানোর কোন ইলম আমার জানা নেই। আমার জ্ঞান শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ যে "জ্বীন শয়তান বলতে একটা প্রাণী পৃথিবীতে আছে এবং স্বয়ং মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে।" আজ পর্যন্ত আমি যা কিছু শিখেছি এবং আমল করেছি তা এসব শয়তানকে প্রতিহত করার জন্য। তাই দোয়া করা ছাড়া আপনাকে আমি আর কিছু করতে পারছি না। আপনি এ ক্ষেত্রে জ্বীন তাড়ানোর কোন বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করুন।

অন্যান্য প্রাণী

একটি দাওয়াতে এক ব্যক্তি একটি হাঁড় নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, মাওলানা তাকে লক্ষ্য করে বললেন জনাব অন্যান্য প্রাণীর জন্যও কিছু রেখে দিন।

www.priyoboi.com

তবে এটা অসম্ভব

একবার মাওলানার এক বন্ধু মাওলানার সামনে তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদদানকারী এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বললেন, লোকটা এত জঘন্য মিথ্যা কথা বলে, যা শুনে অবাক লাগে। তার ভিত্তিহীন কথাগুলো শুনে মন কেঁপে উঠে। সবচাইতে বেশী আশ্চর্য লাগে, নিজেতো সে মিথ্যা কথা বলে আবার তার আশ-পাশের লোকদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে তাদেরকেও মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। মাওলানা বললেন, প্রত্যেক অসৎ লোকের পিছনে কিছু বোকা লোক জড়ো হয়। কেউ যদি চায়-দুনিয়াতে শয়তানের জন্য কিছু বাকী না থাকুক, তবে এটা অসম্ভব।

উচ্ছিষ্ট

ছেলে সন্তান হয়নি এমন একজন বন্ধুর মাওলানার সাথে যখনই সাক্ষাৎ হত, তখনই সন্তান কামনা করে মাওলানার নিকট দোয়া চাইতেন। মাওলানা লোকটাকে একদিন রসিকতা করে বললেন-আপনি আমার উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিবেন। তাতে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে। তখন পাশে উপবিষ্ট জনাব ফকির হোসেন সাহেব মাওলানার সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন-মাওলানা! ইনিত আপনার উচ্ছিষ্ট পরে খাবেন। আপনি আগে তার উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিন।

এ লোকও আমাকে ভাল বলে

এক ব্যক্তি মাওলানাকে এসে বললেন-আপনি বাজেটের উপর যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার যে অংশে আপনি সমালোচনা করেছেন, তা বাদ দিয়ে আর বাকী অংশগুলো যেখানে বাজেটের প্রশংসা রয়েছে, সেগুলোকে নিউজ এজেন্সীর মাধ্যমে খুব প্রচার করা হয়েছে। মাওলানা শুনে বললেন-ভাই! এ সমস্ত লোকদের অবস্থা এরকম যে, আপনি যদি তাদেরকে বলেন-ওহে ভাল মানুষ! এ ধরণের হীন কাজ করবেন না। এরা আপনার বাক্যের দ্বিতীয় অংশকে বাদ দিয়ে প্রথম অংশকে মানুষের সামনে এনে এই বলে বেড়াবে যে, দেখুন-এ লোকও আমাকে ভাল মানুষ বলে।

www.priyoboi.com

পনির

একবার এক বৈঠকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ নেতা জনাব পনিরুদ্দীন সাহেবের প্রসংগ উঠলে, মাওলানা বললেন–বাঙালী বড়া মাহের হ্যা। উয়ো দ্বীন কী পনির ভী নিকাল ল্যতিহ্যা। (বাঙালীরা খুব দক্ষ, তারা দ্বীনের পনির পর্যন্ত বের করে নিয়ে আসে)।

তামাক খোর সাপ

কম্বলপুরের এক বন্ধুর কাছে মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন–আপনাদের এলাকায় নাকি তামাক উৎপাদন বেশী হয়? সে লোক হাঁ বোধক উত্তর দিলেন। মাওলানা বললেন–তামাক খেতে নাকি সাপ ঢুকে না। সে লোকটি বললেন–না হুজুর, তামাক ক্ষেতেও সাপ থাকে। এমনকি সেখানে কৃষকদেরকে সাপ দংশনও করে। তামাক গাছগুলো স্তুপ করে রাখা হলে সেখানে পর্যন্ত সাপ ঢুকে যায়। মাওলানা বললেন–ওঃ তাহলে সেগুলো তামাকখোর সাপ।

জাতি ভঙ্গ

লাহোরে সাধারণ সাক্ষাতের সময় এক ব্যক্তি মাওলানাকে বললেন–মাওলানা! শুনেছি কাশ্মীর সমস্যা নাকি এবার জাতিসংঘে আলোচ্যসূচী হয়ে আসছে? মাওলানা বললেন–হ্যাঁ, তখন জাতিসংঘ জাতিভঙ্গ হয়ে যাবে।

একটি বাক্য

লন্ডনের নিউটনের এক যুবক মাওলানার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ লাহোরে অবস্থান করে আসছেন। আপনি কি পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারেন? মাওলানা বললেন, একটি বাক্য খুব সহজেই বলতে পারি। যুবকটি জিজ্ঞেস করল সে আবার কোন বাক্য? মাওলানা বললেন–"হ্যান ম্যে কি করা।"

মুখাপেক্ষী নন

মাওলানার বিশিষ্ট সঙ্গী শেখ সাদেক হোসাইন মাওলানার সামনে একবার এ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, আল্লাহ পাক আমাদের জীবনের বিনিময়ে আপনার জীবন বৃদ্ধি করে দিক। তখন মাওলানা বললেন, এক বান্দার জীবন কমিয়ে আর এক বান্দার জীবন বৃদ্ধি করতে হবে–আল্লাহ তো এত মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহর কাছে কোন জিনিসের কমতি নেই।

www.priyoboi.com

দুধ ভাই

লাহোর জেলখানায় একবার দুধের একটি ডিব্বা থেকে মাওলানা দুধ খাচ্ছিলেন। সে ডিব্বার উপর একটি মেয়ের ছবি ছিল। মালিক নসরুল্লাহ খান মাওলানাকে বললেন–মাওলানা! আপনি কি এ মেয়েটির দুধ খাচ্ছেন? মাওলানা তৃরিৎ উত্তরে বললেন–আলহামদুলিল্লাহ। মালিক সাহেব তাহলে আপনি আমার দুধ ভাই হয়ে গেলেন (এ ডিব্বার দুধ চাতে মিশ্রিত করে সকলেই পান করছিলেন।)

পশ্চিমা সংস্কৃতি

প্রচন্ড গরমের দিনে করাচীতে মাওলানা এক বৈঠকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেখানে লোকজনের এত ভিড় ছিল যে, কক্ষে লোক ধরছিল না। টেবিলে ফ্যানের মুখ ছিল মাওলানার দিকে। গরমে মানুষের অস্থির অবস্থা আঁচ করতে পেরে মাওলানা একজনকে বললেন–এ পাংখাটাকে পশ্চিমা সংস্কৃতি শিখিয়ে দিন। যাতে সকলেই উপকৃত হতে পারে।

এক কাপই পান করি

আইয়ুব খানের পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে চরম আন্দোলন চলছিল। সে সময়ে মাওলানা করাচীতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে চা পানের পূর্বে তাঁর সামনে রাখা একটি কাপ হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখলেন। দেখার পর মেজবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন–জনাব এটা দিয়ে কাজ চলবে না। আমাকে একটা বড় কাপ দিন। আমি শুধু এক কাপ চাই পান করি। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মাওলানা পূনরায় বললেন, আমি আগে দুই–তিন কাপ চা পান করতাম। আইয়ুব খান যখন পারিবারিক আইন চালু করলেন, তখন থেকে এক কাপই পান করি।

কোটি কোটি টাকা

জামায়াতে ইসলামীর এক লোক মাওলানাকে বলল–জনৈক মৌলবী সাহেব খুব জোর গলায় একথা বলে বেড়াচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা পায়। মাওলানা মুসকি হেঁসে বললেন–ভাই এটাকে গণীমতের মাল মনে করবেন যে, এ সমস্ত লোকেরা যখন আপনাদের নাম নেয়, তখন লাখ বা কোটির সাথেই নেয়। তারা আপনাদেরকে শ' বা হাজার দিয়ে বিক্রয় করে ফেলে না।

www.priyoboi.com

গেইট বন্ধ করে দিন

করাচীতে ডঃ ইফতেখার আহমদ সাহেবের বাসায় মাওলানার দাওয়াত ছিল। সেখানে এক ব্যক্তি বাইর থেকে আসতে আসতে বলল–আজ তো বিরানীর সুঘ্রাণ রাস্তা পর্যন্ত পাগল করে দিয়েছে। মাওলানা একটু মুচকি হেঁসে বললেন ডঃ সাহেব, গেইট বন্ধ করে দিন। বিরানীর সুঘ্রাণ পেয়ে তো একজন ভিতরেই চলে এসেছে।

গোটা দুনিয়াটা মাথার উপর

একটি মোটর সাইকেল বিকট শব্দ করে হৈ চৈ তুলে দিয়ে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিল। মাওলানা তা দেখে বললেন–খুব ছোট মনের গাড়ী। সে বহন করে মাত্র দুই একজন মানুষ। অথচ যেভাবে শুর–গুল করছে, তাতে মনে হয় গোটা দুনিয়াটা মাথার উপর উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাগের খানী

জামায়াতে ইসলামীর একজন বিশিষ্ট নেতা মাওলানা বাকের খান সাহেব একবার জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে আসলে, মাওলানা ছালাম দিয়ে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করার পর বললেন–খান সাহেব! আপনার বাগের খানীর কি অবস্থা?

www.priyoboi.com

মওলানা মওদূদী (রঃ) এর সম্মানীত ওস্তাদবৃন্দ

❑ সাইয়েদ জাকের আলী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান সাহেবের নিকট অর্জন করেন। এবং উনিশ শত চৌদ্দ থেকে একুশ ইংরেজী পর্যন্ত তার ভাই আবুল খায়ের মওদূদী (রঃ)–এর সাথে সে যুগের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা নিয়াজীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা মওদূদী (রঃ) তাঁর নিকট মান্তেক কালাম শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি ইলম হাসিল করেন। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) একবার বলেছেন, আমি যুক্তিবিদ্যা অর্জন করেছি মাওলানা আব্দুস সালাম নিয়াজীর নিকট। মাওলানা আব্দুস সালাম নিয়াজী বলতেন আমার আড়াই জন শাগ্‌রিদ্‌ আছে, তারা হচ্ছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী (রঃ) আর অর্ধেক হচ্ছে অন্যান্যরা। মরহুম নিয়াজী সি,পি (ভারত) প্রদেশের এক গ্রামে বসবাস করতেন। মাওলানা নিয়াজীর পিতা মাওলানা আব্দুস সুবহান এবং পিতাসহ মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব। তিনি কাদেরিয়া সিলসিলার বড় বুজর্গ ছিলেন। তাঁর জন্মের তিন মাস পূর্বে পিতা ইন্তেকাল করেন। এবং মায়ের কোলেই তিনি লালিত পালিত হন। মাওলানা নিয়াজীর তিনবৎসর বয়সে তাঁর মা ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর দেখা শুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁর দাদা। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বৎসর সাতমাস হয়, তখন তাঁর দাদাও ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মিরাটের এক ভদ্র মহিলা। তিনি তাঁকে মিরাটে নিয়ে যান। এবং সেখানকার দ্বীনী প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা খায়রাবাদে ভর্তি করিয়ে দেন। আট বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কোরআনের হেফজ শেষ করেন। তিনি ফারসী কিতাবগুলি মাওলানা খায়ের মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ আজিম সাহেবের নিকট শেষ করেন। কিছুদিন পর তিনি দিল্লীতে আসেন, সেখানে মাওলানা হোদায়েতুল্লাহ্‌ খুরাসানীর নিকট ইলম শিক্ষা করেন। সেখানে শিক্ষা শেষ করার পর তিনি রামপুরা চলে যান এবং চার বৎসর মাওলানা আব্দুল হক রামপুরীর নিকট ইলম শিক্ষা করেন। অতপর তার মামাতো ভাই আবুল খায়ের খায়রাবাদীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা করেন এবং এরই

www.priyoboi.com

মাধ্যমে মাওলানা মরহুম আব্দুল সালাম নিয়াজী কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা জীবন শেষ করেন। অতপর দিল্লীতে হাকীম আজমল খান সাহেবের পিতা হাকীম মোহাম্মদ খান সাহেবের নিকট ডাক্তারী জ্ঞান অর্জন করেন এবং স্যার আরলল্ডকে তিনি আরবী ভাষা শিখিয়ে দেন, বিনিময়ে তিনি তাঁর কাছ থেকে ইংরেজী ভাষা শিখে নেন। "ডকটর হরিমন"-এর নিকট তিনি ফ্রান্স ও জার্মান ভাষা শিখেন এবং বিনিময়ে তাকে আরবী ভাষা শিখান। অতপর পন্ডিত ভগৎ মহারাজের নিকট সংস্কৃৎ ভাষা শিখেন। মাওলানা মরহুম নিয়াজী সাহেব উর্দু, আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, ফেরিস, জার্মান, লেটিন, সংস্কৃৎসহ প্রায় বিশটিরও বেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

মাওলানা মরহুম নিয়াজী সাহেব নিজের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছিলেনঃ "আমি দিল্লীতে মাদ্রাসা আমিনিয়ায় প্রধান শিক্ষক ছিলাম। একদিন সকালে ছাত্রদেরকে মানতেকের কিতাব "ছোগরা-কোবরা" পড়াচ্ছিলাম এমনি সময়ে এক মজযুব ব্যক্তি এসে বলতে লাগলেন "মোল্লা এসো" "মোল্লা এসা" আমি যখন সামনের দিকে তাকালাম তখন সে লোকটি বললেন দুই মহিলা থেকে কোন বাচ্চা হয়? এ গুলি তুমি কি পড়াচ্ছ? তোমাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজে চলে যাও। একথাগুলি আমার অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলল এবং আমাকে খুবই প্রভাবিত করল। এতেকরে আমার অবস্থা এত পরিবর্তন হয়ে গেল যে, আমি সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে লোকটির সঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হলাম। লোকটি আমাকে দূরে একটি জঙ্গলে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে দুটি বোতল দেখতে পেলাম। সেখান থেকে একটি বোতল আমার হাতে দিয়ে পান করার জন্য আদেশ করলেন। আমি শরার মনে করে পান করতে অস্বীকৃতি জানালাম। কিন্তু বোতলগুলি থেকে এত সুঘ্রাণ অসছিল যে, আমার জীবনে এত সুঘ্রাণ কোথাও পাইনি। অতপর আমি মজযুবের মত হয়ে গেলাম। প্রায় দশ থেকে বার বৎসর পর্যন্ত ঐ মজযুবী হালেই ছিলাম এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ছুটাছুটি করতাম। সে মজযুবটি ছিল বিখ্যাত বুজর্গ মুতাওয়াক্কেল শাহ। আরেকদিনের ঘটনা মুতাওয়াক্কেল শাহ এসে আমার হাত ধরে বেরেলীতে শাহ নিযাম হাসানের খেদমতে হাজির করে বললেন। প্লেটটি মেজে ঘসে পরিস্কার করে এনেছি, এখন এটাকে ঝালাই করুন এবং কাজে লাগান। মুতাওয়াক্কেল শাহ আসার সাথে সাথেই নিজাম হাসান শাহ দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন

www.priyoboi.com

এবং সাথে নিয়ে নিজের আসনে বসতে দিলেন। নিজামশাহ আমাকে বাইয়াত দিলেন এবং আমাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমি সেখানে থাকাকালীন অবস্থায় তার সাথেই খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা করতাম।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) নিজ শায়খ জনাব হযরত মাওলানা আব্দুসসালাম নিয়াজীর সাথে দীর্ঘ সাত বৎসর ছিলেন। জনাব তাহের মিয়ার বর্ণনা মতে মাওলানার পিতা উনিশশত তের সনে ইলম অর্জনের জন্য ছোট্ট মওদূদীকে তার বড় ভাই আবুল খায়ের মওদূদীর সাথে নিয়াজী সাহেবের নিকট দিয়ে যান।

মাওলানা মওদূদী একদিন শেখ এর নিকট বললেনঃ

আজ আমি পড়বোনা। তাহলে তুমি কি করবে? নিয়াজী সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তখন ছোট্ট মওদূদী বললেন ঘুড়ি উড়াবো। মাওলানা (যদিও মাওলানা জীবনে কোন দিন ঘুড়ি উড়াইনি)।

মাওলানা নিয়াজী সাহেব তখন খাদেমকে বললেন ভাল, দেখে একটি ঘুড়ি, একটি চর্খা ও ভাল সুতো নিয়ে আস। খাদেম তাই করল। মাওলানা নিয়াজী সাহেব ঘুড়ি ও চর্খা নিয়ে ছাদে উঠতে লাগলেন। ছোট্ট মওদুদী এ অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে গেলেন এবং ভাবলেন যে, সত্য কথাটি বলেই দিই, তবে আমাকে আর বেশী লজ্জা পেতে হবে না। মওদূদী আরজ করলেন, হুজুর আমি জীবনে কোনদিন ঘুড়ি উড়াইনি, আমি এটা এমনিতেই বলেছি। তখন শায়খ বললেন, যদি কোন কবীরা গোনাহও করে আস, সত্য বলবে। কখনো মিথ্যা বলবে না। এবং যখন কোন কাজ ধরবে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পিছ পা হবে না। তিনি একথা বলার পর মওদূদী হুজুরের সাথে ছাদে উঠে গেলেন। নিয়াজী সাহেব মওদূদীকে আধা ঘন্টা ঘুড়ি উড়ানো শিখানোর পর মওদূদী সাহেব তা ভালকরে রপ্ত করলেন। অতপর তিনি মওদূদী সাহেবের হাতে চর্খা দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর নিয়াজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন কোন আওয়াজ আসছে নাকি? মওদূদী বললেন জ্বী, আসছে। তিনি বললেন এটা কুদরতী আওয়াজ। মূলতঃ শায়খ নিয়াজী ঘুড়ির মাধ্যমে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবকে ইলমে তাছাউফের পরিপূর্ণ সবক দিয়ে দিলেন।

দিল্লীতে এক পন্ডিত গীতা এবং সংস্কৃত ভাষায় বড়ই অভিজ্ঞ ছিল।

www.priyoboi.com

এদিকে মাওলানা নিয়াজী সাহেবও গীতা ও সংস্কৃত বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এমন কি নিয়াজী সাহেব গীতা থেকে এভাবে উদ্ধৃতি দিতেন যে, মনে হত গীতা যেন তার পুরাটাই মুখস্থ। তাই ঐ পন্ডিত নিজের কিছু ভক্তসমেত মরহুম নিয়াজীর নিকট প্রায় সময় আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনাও করতেন এবং সময়ে সময়ে পন্ডিত সাহেব অলৌকিক কিছু ঘটনাও দেখাতেন। একদিন মাওলানা নিয়াজী সাহেব পন্ডিতের নিকট জিজ্ঞেস করলেন জনাব আপনি এ কামালিয়াত কিভাবে অর্জন করেছেন? তখন ঐ পন্ডিত বলল নিজের হুশকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর আমার নফস আমার অধীনে হয়েগেছে এবং প্রত্যেকটি কাজ আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করি। শায়েখ নিয়াজী বললেন ইসলামের ব্যাপারে আপনার নফস কি বলে? পন্ডিত বললেন মাওলানা, একথা বলবেন না। মাওলানা নিয়াজী বললেন আপনি নফসের খেলাপ করেন একথা বলে আমাদেরকে আপনি ধোকা দিচ্ছেন, এখন কথা এসেগেছে কিন্তু আপনি উত্তর দিচ্ছেন না। তখন সে পন্ডিত তার অনুসারীদেরকে নিয়ে মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে মাওলানার কথার উত্তর দিলেন। আল হামদু লিল্লাহ। এ ঘটনায় হিন্দুদের মধ্যে একটি বিরাট হৈ চৈ পড়েগেল। মাওলানা নিয়াজীর হাতে প্রায় ছয়ত্রিশ হাজার অমুসলিম কল্যানের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, কাদিয়ানী, খৃষ্টান ইত্যাদি ছিল।

মাওলানা আব্দুসসালাম নিয়াজীর এলমী মর্যাদার একটি বাস্তব ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এ ঘটনার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় মরহুম নিয়াজী সাহেব ছিলেন যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মহান পন্ডিত এবং কামেল ইনসান। একদিন মদীনা মোনাওয়ারার এক ব্যক্তি মাওলানা নিয়াজী সাহেবের নিকট রাত দশটার এসে উপস্থিত হয়ে বাহিরে দরজার কড়া নাড়লেন। নিয়াজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন আপনি কে? উত্তর এল আমি আব্দুর রহমান বিন আল হাসান মাদানী। মাওলানা বললেন তাশরীফ আনুন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন নিয়াজী সাহেব তাকে খুবই সম্মান করলেন এবং তার হাতে পায়ে চুমু খেলেন (তিনি সরকারে দু'আলম (সাঃ) এর দেশ থেকে এসেছেন) আর বললেন কিভাবে তাশরীফ আনলেন কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন? সম্মানিত মেহমান উত্তরে বললেন, আমার একুশটি এলমী প্রশ্নের উত্তরের জন্য এসেছি। মাওলানা নিয়াজী সাহেব বললেন আপনি মুফতি কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন?

www.priyoboi.com

মেহমানঃ গিয়েছিলাম। তিনি এব্যাপারে মক্তবের শিশু।

নিয়াজী সাহেবঃ আপনি হেসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর কাছে গিয়েছিলেন?

মেহমানঃ জি, তিনি ইতিহাস এবং ভূগোল ভালই জানেন তাকে যে প্রশ্নই করা হয় তিনি ইতিহাস ও ভূগোল দিয়েই তার উত্তর দিতে চান।

নিয়াজী সাহেবঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট গিয়েছিলেন?

মেহমানঃ জি, মাওলানা আযাদ সাহেব প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী তবে উত্তর দিতে পারেননি।

ইতিমধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান বিন আল-হাসান মাদানীর আগমনের খবরটি দিল্লীর ওলামা মহলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। এবং বড় বড় আলেমরা নিয়াজী সাহেবের দরবারে আসতে লাগলেন, যিনিই আসতেন রুমাল বিছায়ে বসে যেতেন মাওলানা নিয়াজীর হুজরার ভিতরে ও বাহিরে বড় বড় আলেমে দ্বীনদের সমাবেশ পরিবেশ বেহেশতী করে তুলল। মাওলানা আশেক আহমদ মাওলানা মীর্জা সাহেব ও মাওলানা তাহের মিয়া, মাওলানা নিয়াজীর পাশে বসা ছিলেন মেহমান প্রশ্নকরা শুরু করে দিলেন মাঝে মধ্যে মাওলানা নিয়াজীর চেহারা লাল হয়ে উঠত। তখন মনে হত যে, শায়খ নিয়াজীও হয়ত উত্তর বিতে পারবেন না। যখন প্রশ্নপত্র শেষ হল তখন শেখ নিয়াজী বললেন বেটা, মদীনা মোনাওয়ারা থেকে এসেছ তাই তোমার প্রতি লক্ষ্য করছি। নিয়াজী সাহেব আরো বললেন বাছা, একুশটি কেন এ ধরনের দুই শতেরও বেশী প্রশ্ন হতে পারে। তিনি প্রশ্নগুলি লিখাইতে আরম্ভ করলেন এবং সাত দিন পর্যন্ত একাধারে প্রশ্নগুলি লেখালেন লেখা শেষে ঘোষণা করলেন ইনশাআল্লাহ আগামী কাল থেকে উত্তর আরম্ভ করা হবে। যথাসময়ে উত্তর আরম্ভ হল এবং উত্তর দেওয়ার ধারা এগার দিনে সমাপ্ত হল। প্রতিদিন বাদ ফজর উত্তর আরম্ভ হত এবং রাত দশটা পর্যন্ত নামাজ ও খাওয়া বাদে বিরতিহীনভাবে চলত। উত্তরের মাঝে মধ্যে ইবনে হাসান মাদানীর চেহেরায় খুশীর ভাব ফুটে উঠত এবং আনন্দে তিনি মাওলানা নিয়াজরি হাত ধরে চুমু খেতেন।

উত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর ইবনে হাসান মাদানী নিয়াজী সাহেবের নিকট

www.priyoboi.com

আরজ করলেন হুজুর আমি এলম হাসিলের জন্য আপনার নিকট কিছু দিন থাকতে চাই। মাওলানা নিয়াজী উত্তরে বললেন আমি, একটি ভাড়া বাসায় থাকি, আপনাকে থাকতে দেওয়ার মত আমার নিকট কোন জায়গা নেই। এছাড়াও আপনার জন্য খাওয়া আনার নেয়ার কোন লোক নেই। আবার তিনি এ শর্ত ও দিয়েছিলেন যে, বাদ ফজর পড়ব। যদি বাদ ফজর আসতে না পারেন তবে আমার কাছে পড়া সম্ভব হবেনা। মাওলানা ইবনে আল্‌–হাসান মাদানী তিনটি শর্তই মেনে নিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ তিন বৎসর পর্যন্ত নিয়াজী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন।

অনেকেই বলতেন মাওলানা আব্দুস সালাম নিয়াজীর মত জ্ঞানের সমুদ্র হিন্দুস্তানীদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয়। মাওলানা আব্দুর রহমান ইবনে আল–হাসান মাদানী বলতেন, আমি আরব আজমের বহু দেশ সফর করেছি। বহু লোকের আমি সাক্ষাৎ পেয়েছি, বহু আলেমে দ্বীনের খেদমতে আমি গিয়েছি, কিন্তু কোথাও দেখিনাই এলমের এ মহা সমুদ্রের মত কোন ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিকভাবেও মাওলানা নিয়াজীর মর্যাদা ছিল। অতি সুউচ্চ। মাওলানা আব্দুস সালাম নিয়াজী ছিলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)–এর মহান শিক্ষক। নিয়াজী সাহেব একশত বৎসরেরও বেশী বয়সে উনিশ শত চৌষট্টি ইংরেজীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তার উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মর্যাদা নসীব করুন। অল ইন্ডিয়া সংবাদ অনুযায়ী মাওলানা আব্দুস সালাম নিয়াজী সাহেবের জানাযায় প্রায় তের লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করেছিল।

** মাওলানা আব্দুস্ সালাম নিয়াজী মরহুম সম্পর্কে লিখিত এ প্রবন্ধটি, সাইয়েদ আবু তাহের মিয়ার বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। জনাব তাহের মিয়া মাওলানা নিয়াজী সাহেবের খেদমতে উনিশ শত তেত্রিশ থেকে উনিশ শত চৌষট্টি ইংরেজী পর্যন্ত দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর নিয়োজিত ছিলেন। এবং জাহেরী বাতেনী সবরকমের ইলম শিক্ষা তাঁর নিকট সমাপ্ত করেন। মাওলানা নিয়াজী সাহেব সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলো তেমন তথ্যবহুল ছিল না। জনাব তাহের মিয়ার মতে প্রবন্ধগুলির লেখক, মাওলানা নিয়াজী মরহুমের জীবনের সমগ্র দিক তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। আফসুস! সমসাময়িক বাহ্‌রুল উলুম সম্পর্কে (জ্ঞানের সমুদ্র) কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল জীবনীগ্রন্থ এ পর্যন্ত লিখিত হয়নি, যার মাধ্যমে এ মহান আলেমের কোরবানী ... সমাজে প্রকাশ পেত এবং অবিভক্ত হিন্দুস্তানে তিনি কি অবদান রেখেছেন এবং জ্ঞানজ... ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কত বড় বড় মহান ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছেন, তা জানা যেত।

www.priyoboi.com

* এছাড়াও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) মাওলানা আশফাকুর রহমান সাহেবের নিকট হাদীসের দাওরা শেষ করেন। উপরন্তু মাওলানা শরীউল্লাহ সাহেবের নিকট তাফসীরে বায়জাবী, হোদয়া, গুমোহাওয়াল অর্থাৎ ইলমে মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন। তিরমিজী ও মুয়াত্তা হাদীছ গ্রন্থগুলোর ও পুরোপুরি সবক তাঁর কাছে গ্রহণ করেন।

* জামায়াত ইসলামীর ইতিহাস, ১ম খন্ড পৃঃ ৭
প্রণেতাঃ আব্বাস আলী খান।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বই-পুস্তকের তালিকা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সম্পর্কে প্রকাশিত বই-পুস্তকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। আমরা এখানে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে লিখিত কতগুলো উল্লেখযোগ্য বই-পুস্তকের তালিকা পেশ করছিঃ-

বাংলা ভাষায়

	বই	লেখক
১।	মাওলানা মওদূদী	আব্বাস আলী খান
২।	বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী (১ম খন্ড)	ঐ
৩।	বিকালের আসর (১ম ও ২য় খন্ড)	ঐ
৪।	আলেমে-দ্বীন মাওলানা মওদূদী	অধ্যাপক গোলাম আযম
৫।	ছোটদের মাওলানা মওদূদী	শেখ আনছার আলী
৬।	আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা	জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতী
৭।	মাওলানা মওদূদীর উপর আরোপিত প্রশ্নের জবাব	এ,কিউ,এম, আবদুল হাকিম
৮।	সত্যের আলো	মাওলানা বশীরুজ্জামান

www.priyoboi.com

৯। জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা কেন	মাওলানা নূরুল ইসলাম (ফাজেলে দেওবন্দ)
১০। ভুল সংশোধনের ভুল সংশোধন	মাওলানা আবদুর রউফ
১১। ভুল সংশোধন	মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী)
১২। মাওলানা মওদূদী ও ইসলাম	গাজী মোহাম্মদ ইসহাক
১৩। মওদূদী পন্থীদের জবাব	আবুল হাসান যশোরী (হাটহাজারী মাদ্রাসা)
১৪। কোরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী	মোঃ আসেম
১৫। মওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি	অধ্যাপক গোলাম আজম

অন্যান্য ভাষায়

বই	লেখক
১। মাওলানা মওদূদী পর এ'তেরাজাত্কাএলমী জায়েযা	মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ (লাহোর)
২। মাওলানা মওদূদীঃ আপনি আওর দোসরাঁউ কী নজর মে	ঐ
৩। খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত পর এতেরাজাত্কা তাজযিয়া	মাওলানা গোলাম আলী (লাহোর)
৪। মাওলানা মওদূদী কি তাহ্বীরাঁউ মে ইসলামী রিয়াসত্ কা তাসাউর	সাইয়েদ রিয়াদ আহমদ (বৃটেন)
৫। তাহ্রীকে ইসলামী	অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ (করাচী)
৬। তাযকিরাতে জিন্দান	ঐ

www.priyoboi.com

৭। দ্বীনী আদাব	ঐ
৮। আবুল আ'লা মওদূদী (ইংরেজী)	আজিজ আহমদ রেজা
৯। ইসলাম আওর পাকিস্তান (ইংরেজী)	এথ্‌কা, নিউইয়র্ক
১০। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান (ইংরেজী)	দি মিড্‌ল ইস্ট জার্নাল
১১। মাওলানা মওদূদী কী নযরিয়াহ (ইংরেজী)	সাউথ এশিয়ান পলিটিকস্‌
১২। চন্দে জাদীদ মুসলমানোঁ কি নজর মে হাদীছ কী হায়সিয়ত (ইংরেজী)	ইন্ডিরিলেজন
১৩। মাওলানা মওদূদী আওর তাছাউফ	মাওলানা শেখ আহমদ (দেওবন্দ)
১৪। মাওলানা মওদূদীঃ ইসলামী কানুন আওর দস্তুর (ইংরেজী)	করাচী
১৫। তাহ্‌রীকে ইসলামীঃ আপনে লিটারেচারকে আয়না মে	আসাদ গীলানী (করাচী)
১৬। মেজাজ শেনাসে রাসূল	তুলূয়ে ইসলাম (করাচী)
১৭। মওদূদী কোন হে	মরিয়ম জমিলা (লাহুর)
১৮। মাওলানা মওদূদী এক তাআরুফ	নঈম ছিদ্দীকী (লাহুর)
১৯। পাকিস্তান মে জামায়াতে ইসলামী কি পালিসি আউর নজরিয়াতকে চন্দ পাহ্‌লু	(ফ্রান্স ভাষা)
২০। মাওলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া কী কিতাব ফেত্‌নায়ে মওদূদিয়াত পর এক বেলাগ তবসরা	আবুল আছর আফাকী (সরগোদাহ)
২১। হক্‌পুরুস্ত ওলামা কে মওদূদিয়াত সে নারাজগী কা আস্‌বাব্‌	আহমদ আলী (লাহোর)
২২। মওদূদী মসলক পর নক্‌দ ওয়া নজর –সাহাবা মি'য়ারে হক হ্যঁ	সৈয়দ আমীনুল হক (লাহোর)

www.priyoboi.com

২৩। মওদূদী আওর জমহুরিয়াত	মাহমুদ আহমদ জাফর (সিয়ালকুটী)
২৫। তাবীর কি গল্‌তী	ওয়াহেদুদ্দীন খান (দিল্লী)
২৬। আছহাবে রসূল (ছঃ) কা আদেলানা দ্যাফা	সাইয়েদ নূরুল হাসান বুখারী (লাহোর
২৭। ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমুন আওর জামায়াতে ইসলামী	ইডেন বার্গ
২৮। মাওলানা মওদূদী আওর রেওয়ায়তী উসুল পছন্দী (ইংরেজী)	আজিজ আহমদ (মিডেল ইষ্ট জার্নাল)
২৯। তাজকারাতে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী	করাচী
৩০। এ্যাতেরাফে আজমত	করাচী

www.priyoboi.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

www.priyoboi.com

মাওলানা মওদূদীর সুনিপুণ কর্মধারা

মুহাম্মদ আমিন, রিয়াদ, সৌদী আরব

মহান ব্যক্তিদেরকে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে না। বরং তাঁরাই পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, তাঁরাই পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটান, তাঁরাই পরিবেশ-পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, কোন মহান ব্যক্তির জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব, চিন্তাধারার পদমর্যাদা এবং কার্যক্রমের মহত্বের অনুমান একমাত্র ঐ পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকেই মূল্যায়ণ করা সম্ভব, যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে তাঁর কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়। তাই মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর দাওয়াত এবং দাওয়াতের কর্মকৌশল সঠিকভাবে বুঝা তখনই সম্ভব, যখন আমরা এটা জানতে পারব যে, যে সময় সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন, সে সময়ে ইসলামী বিশ্ব, বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল? সেখানকার জ্ঞানী-গুণী ও এবং শাসকদের কর্মতৎপরতা কি ছিল? এবং জনসাধারণ অপমানের কোন অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর দীপ্ততার পরিমাণ করা যায় না। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে তা হচ্ছে এই যে, হিজরী চুতর্দশ শতাব্দীর শেষাংশে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যখন দাওয়াতে দ্বীনের কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তখন ইসলামী বিশ্বের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। শতাব্দীর পর শতাব্দীর চলে আসা খেলাফতের অবশিষ্ট অংশটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং এই করুণ মুহূর্তে ইসলামের জন্য কাঁদার মত লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামের চরম শত্রু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর বুদ্ধিজীবী সমাজও ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্বাক। এবং সাধারণ জনগণের এ করুণ পরিস্থিতি বুঝার

www.priyoboi.com

অনুভূতিটুকুও ছিল না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত অব্যাহত ছিল। আলেম সমাজ তাদের দায়িত্ব-মর্যদা ভুলেগিয়েছিল; শুধু তাই নয় বরং তারা শুধু মসজিদে নামাজ চালু থাকা এবং তাদের মত কিছু আলেম তৈরী করাকেই ইসলামের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমত মনে করতেন। মসজিদে নামাজ পড়ার যে অনুমতিটুকু ছিল, তাতে অসচেতন লোকেরা মনে করে বসল যে, ইসলাম সম্পূর্ণ স্বাধীন।

মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে "আলেমে দ্বীনদের" নেতৃত্ব খতম করে দিয়ে পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়া লোকদেরকে তথায় আনা হয়েছিল। মুসলিম জনসাধারণের চারিত্রিক অবস্থা এত নিম্নে নেমে এসেছিল যে, তারা ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। তাদেরকে অন্ধের মত যেদিক ইচ্ছে, সেদিকে নিয়ে যাওয়া হত। অথচ যে সুমহান দ্বীনে ইসলাম আরবের বেদুইনদেরকে পারস্য ও রোম সম্রাটের সাথে টক্কর দেওয়ার সাহস যুগিয়ে ছিল, এবং তাদের মিথ্যা খোদা তথা দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমাকে খন্ড-বিখন্ড করে গোটা দুনিয়ার নেতৃতেবর মুকুট মুসলমানদেরকে পরিয়ে ছিল, সে ইসলামের নাম উচ্চারণ কারীরা ছিলেন পদে পদে হেয় প্রতিপন্ন। তারা ভিন্ন জাতির লোকদের সামনে মাথা নত করতে লজ্জাবোধ করত না। এবং ইসলামী আইনকে বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনের সাহায্যে বিচার চাওয়াতেও তারা অস্থিরতা বোধ করত না। তৎকালীন মুসলিম সমাজের চিত্র আল্লামা ইকবালের এ কবিতায় যথার্থরূপে অংকিত হয়েছিল। আল্লামা ইকবাল বলেন, অর্থাৎ আজকে মানুষ মনে করে এ কোরানে রয়েছে দুনিয়াকে ত্যাগ করার শিক্ষা অথচ এ আলকোরানই মুমিনকে একদিন বানিয়েছিল বিশ্ব জাহানের শাসক ও নেতা।

এছিল তৎকালীন অবস্থা, যে সময়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) তার দাওয়াতী কাজ শুরু করেন।

একটু কল্পনার চক্ষু খুলুন আর কিছুক্ষণের জন্য মাওলানা মওদূদী সাহেবকে ভুলে যান, এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য পঞ্চাশ বছর পিছে চলে যান এবং সে সময়ের চিত্র অংকন করুন, যখন মাওলানা মওদূদী (রঃ) ছিলেন একটি আন্দোলন নয় বরং একটি ব্যক্তির নাম। তখন মাওলানার চিন্তাধারা কি ছিল? এখানে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকত্ব এবং স্বনির্ভরতা ছিল। এই চিন্তাধারা তিনি কারো

www.priyoboi.com

কাছ থেকে নকল অথবা ধার করে গ্রহণ করেন নি। যদিও সে সময়ে মিসরের শহীদ শেখ হাসানুল বান্না ঠিক মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর ন্যায় একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তবুও ঐতিহাসিক সত্য যে, তখন পর্যন্ত আরব জাহানের সাথে মাওলানা মওদূদীর জ্ঞান ও চিন্তাধারার কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। এটা শুধু একটি ঐতিহাসিক এবং বাস্তব ঘটনা যে, ইসলামী বিশ্বের দুই ভিন্ন প্রান্তে একই পরিবেশ পরিস্থিতিতে এবং সে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে একই ধরণের দৃষ্টি ভঙ্গী পোষণ করার ফলে একই সময়ে একই চিন্তাধারার দুইটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই কথাটির প্রতি সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রঃ)ও ইঙ্গিত করেছেন, অন্যদিকে একথাও বলা সম্ভব নয় যে, সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রাথমিক জীবনের ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পুণরুজ্জীবনের আওয়াজ অনুসরণ করেছেন। যেমনটি প্রফেসর সারওয়ার সাহেব তার একটি বইতে অভিযোগ করেছেন। কারণ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের চিন্তাধারার কেন্দ্র বিন্দুতে যথাযথ ও পরিপূর্ণ ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কখনো ছিল না। মাওলানা আযাদের পরবর্তী রাজনৈতিক ও ইলমী জীবন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অনুরূপভাবে (মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বাধীন) স্বাধীনতা কামীদের "খেলাফতে ইলাহিয়া" আওয়াজের পিছনেও কোন সুশৃংখল চিন্তাধারা কার্যকর ছিল না। আর তারা কখনো খেলাফতে এলাহিয়ার সুনির্দ্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচীও কর্মপদ্ধতি প্রনয়ন করতে সক্ষম হননি। উক্ত স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলনের স্বরূপ ছিল এরকম যে, তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে ছিল এমন কতগুলি সুপন্ডিত সুমধুর কন্ঠের অধিকারী অনলবর্ষী বক্তা যারা বক্তৃতার জোরে জনমত গঠন করে ইংরেজদেরকে তাড়ানোর হক আদায় করেছিলেন। তাই সময় ও সুযোগ তাদেরকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে দিয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর মৌলিকত্ব ও স্বনির্ভরতার আলোচনা।

আমি প্রকৃতপক্ষে যে কথা বলতে চাচ্ছি-তা হচ্ছে এই যে, মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর চিন্তাধারার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? আর তিনি যে দাওয়াতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কি করে তার প্রতি তিনি এত ঝুঁকে পড়লেন, এবং কোন্ প্রেরণায় এ কাজের জন্য তিনি আজীবন নিজের জান-মাল

www.priyoboi.com

কোরবাণী করেছেন? মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর মধ্যে এ ধরণের চিন্তাধারা কিভাবে এসেছিল, তিনি নিজেই তার আলোচনা করেছেনঃ "আমি সুদীর্ঘ সময় সমস্ত কাজ ত্যাগ করে শুধু ইসলামের গভীর অধ্যায়নের জন্য নিজেকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলাম। এবং মুসলমানদের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে একাধারে গভীর চিন্তাভাবনা করেছিলাম।" অতপর আল জমিয়রত পত্রিকার সম্পাদনার ভার মাওলানার হাতে আসে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহার সাহেব তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আল্লাহর কোন বান্দাহ হিন্দুদের এ প্রোপাগন্ডার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে পারবে যে ইসলাম রক্তপাত এবং খুন খারাবীর ধর্ম।"

মাওলানা মওদূদী আলজমিয়াত পত্রিকাতে হিন্দুদের অপপ্রচারের উত্তরে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেছিলেন যেগুলো পরে "আলজিহাদু ফিল ইসলাম" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। ইসলামী জিহাদের সঠিক স্পিরিটের উপর গবেষণা চালিয়ে এবং সে উদ্দেশ্যে গভীর অধ্যয়ন করে মাওলানা মরহুম এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম এবং তার অনুসারীগণ আজকের যুগে পরাধীন ও পরাজিত অথচ ইসলাম ফিতরাতের দ্বীন এবং খোদায়ী দ্বীন হওয়ার কারণে মোটেও পরাজিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। বরং নিঃসন্দেহে তা বিজয়ী হয়ে থাকার উপযুক্ত। কিন্তু এ দ্বীনকে যারা বিজয়ী করবে তারা গাফলাতের নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে।

তাই আজ থেকে এদ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং ইসলামী শিক্ষা যথার্থভাবে দলীল প্রমাণ সহকারে নতুনভাবে তুলে ধরার অতীব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধুম্রজাল থেকে মুসলমানদেরকে বের করে এনে এবং ইসলামের শত্রুদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে মুসলমানদেরকে অবহেলার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে সৈন্যবাহিনীর মত সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করে এ অর্ডার দেওয়া দরকার যে, জড়বাদ এবং খোদাদ্রোহীতার কেল্লাগুলি বিজয় করে সেখানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে কালেমায়ে তায়্যেবার বিজয় ঝান্ডা উড়াও।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) আলজিহাদু ফিল ইসলাম বইটি রচনা করার সময় এ ধরণের সংগ্রামী চিত্র অংকন করেছিলেন এবং তিনি নিজেই সে প্লান অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেন। আল হামদু লিল্লাহ, মাওলানা নিজেই তাঁর জীবনে এ কাজের সুফল প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তথচ তিনি যখন তাঁর নক্সা তৈরী

www.priyoboi.com

করছিলেন, তখন সফলতাতো দূরে থাক তা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। আমি (প্রবন্ধকার) একবার মাওলানা মরহুমের কাছে জিজ্ঞাস করেছিলাম যে, আপনি যখন একাজ একাকী শুরু করেছিলেন। তখন কি আপনার মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে, এটা সফলতা অর্জন করবে? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ আমার মধ্যে এ বিশ্বাস না থাকলে কি একাজ শুরু করতাম? অন্য এক জাগায় তিনি বলেছিলেন, আগামী দিন সূর্য উদিত হবে, এটা যেমন সত্য ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে, সেটা তার চেয়েও বেশী সত্য। যখন মাওলানা মওদূদী (রঃ) চিন্তা গবেষণার পর তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেন, তখনই অভিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধফ্রন্টের নকশাও তৈরী করলেন এবং চিন্তা করে দেখলেন যে, কোন কোন ফ্রন্টে লড়তে হবে। প্রকৃত পক্ষে মাওলানা মরহুমের দাওয়াতী কৌশল ও কর্মপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে একজন সেনাপতির যুদ্ধ তৎপাতার ন্যায় সুশৃংখল ও সুসংহত। এখন তাঁর যুদধফ্রন্টের নকশাটাও দেখুনঃ

প্রথম ফ্রন্ট জনসাধারণ ঃ এ শ্রেণীর লোকদের কাছে ইসলামের সঠিক ও পরিপূর্ণ রূপ এবং দ্বীনের যথাযথ শিক্ষা পৌছানোর সাথে সাথে এটাও তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল যে, ইসলাম তাদের নিকট কি দাবী করে এবং তাদের মধ্যে কি ধরণের পরিবর্তন আনতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন করতে পারে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গঃ এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোক ইংরেজদের গোলামী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করাকে সর্বশেষ লক্ষ্যবস্তু মনে করত। এ যুদ্ধের জয় অথবা পরাজয়ের পর মুসলমানরা তাদের সঠিক লক্ষ্য তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত কতটুকু পৌছতে পারবে।

তৃতীয় ফ্রন্ট আলেম সমাজঃ এ সম্মানিত লোকেরা তাদের দ্বীনি কর্তব্যও দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিলেন এবং দুনিয়ার ইমামতির পরিবর্তে নামাজের ইমামতির উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা কিছু লোককে, যে সকল কিতাব নিজেরা পড়েছেন, সেগুলি পড়িয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন।

চতুর্থ ফ্রন্ট বাতিল ফিরকাঃ এ সকল লোকেরা শিরক বিদাআতে লিপ্ত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত অথবা হাদীস অস্বীকার করত,

www.priyoboi.com

অথবা তারা ছিল মিথ্যা নবীর অনুসারী। এখন একটু দেখুন যে, মাওলানা মরহুম এ সমস্ত ফ্রন্টে কিভাবে আক্রমণ করেছেন, কিভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং কিভাবে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন।

প্রথম ফ্রন্ট সাধারণ জনগণ

মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ বাস্তবতা ভাল করে উপলব্ধি করেছিলেন যে জনসাধারণ ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, তাদের অধিকাংশই নামাজ রোজা ইত্যাদি এবাদতের মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করে। তারা আরো মনে করে, ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এ ধ্যান-ধারণা এক কথায় দ্বীনের সঠিক ও পরিপূর্ণ বুঝ তাদের মধ্যে নেই। তাদের মধ্যে অমুসলিমদের রসম-রেওয়াজ এখনো রয়েগেছে। আবার কিছু লোক তাছাউফের ব্যাপারে সীমা লংঘনে লিপ্ত। অনুরূপভাবে এমনও কিছু লোক আছে, যারা শিরকও বেদাআতকে আসল দ্বীন মনে করে। তাছাড়া অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত লোক পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। দ্বীন-ইসলাম তাদের নিকট কতগুলি পুরাতন কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র এবং মৌলবীদের কিছু ঘটনা মাত্র, যেগুলি চরম উন্নতির এ বিংশ শতাব্দীতে অচল।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ সমস্ত দুর্বলতা ও ভুল ধারণাকে সামনে রেখে উপরোল্লেখিত সকল স্তরের লোকদের জন্য এমন এক সাহিত্য ভান্ডার সৃষ্টি করেছেন যা মানুষের বিবেকের কাছে আপীল করে, অন্তরকে অনুগত বানিয়ে দেয়। সে সাহিত্যের দলীল-প্রমাণ অকাট্য এবং বর্ণনা ধারা অতি সহজ। একদিকে সাধারণ লোকদের জন্য মাওলনা খুতবাত, (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা) নামাজ-রোজার হাকীকত, হজ্ব ও যাকাতের হাকীক, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, পর্দা, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ভাঙ্গাগড়া ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বইপুস্তক লেখেছেন অন্যদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত আধুনিক শিক্ষিত লোকদের জন্য তানকীহাত তাফাহীমাত (ইসলাম বুদ্ধিভিত্তিক জীবন বিধান), রাসায়েল-মাসায়েল, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, সীরাতে সারওয়ারে আলম, বিশেষ করে তাফহীমুল কুরআন ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে বিরাট অবদান রেখেছেন। এ সমস্ত বই-পুস্তকে রয়েছে। আকীদা-বিশ্বাসের যাবতীয় রোগের

www.priyoboi.com

চিকিৎসা এবং সেগুলি পাঠকের অন্তরে সঠিক বুঝ ও সচেতন অনুভূতি সৃষ্টি করে। আবার তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করে একটি সুশৃংখলা পন্থায় বিশ্বসমাজে তা ছড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণ করা ও সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর জন্য তিনি যাবতীয় উপায় অবলম্বন করেছেন। যেমন পেশাদার আলেমদের বক্তৃতার চিরাচরিত পন্থা থেকে সরে গিয়ে তিনি কথা বলার এবং বক্তব্য পেশ করার একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যার বৈশিষ্ট হচ্ছে আবেগ প্রবণতা হতে দূরে থেকে কোনরকম রং ঢং ছাড়াই সহজ-সরলভাবে শ্রোতাদের নিকট নিজের মনোভাব পৌছিয়ে দেওয়া, এছাড়া ও যেখানে জামায়াতে ইসলামীর শাখা উপশাখা গঠিত হয়েছে সেখানে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক কোরআন হাদীছের দারসের ব্যবস্থা করা হয়। জামায়াতের নিষ্ঠাবান কর্মীরা জনসাধারণের নিকট দ্বীনের দাওয়াত নিয়মতিভাবে প্রকাশ করে দাওয়াতী কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করছেন।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ

মাওলানা মওদূদী (রঃ) শুধু দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েলে যদি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তবে তাঁর এত বিরোধিতা হতনা এবং তিনি এত সমালোচনার পাত্রও হতেন না। পেশাদার রাজনীতিকরা এই বলে তাঁ বিরোধিতা করেছেন যে, তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রকে নিজের কেন্দ্র মনে করেন এবং অন্যান্য আলেমদেরকে তার জন্য আনফিট মনে করেন। আলেমরাও এ বলে অভিযোগ করেছেন যে, মাওলানা মওদূদী ক্ষমতালোভী এবং গদীর পিছ পড়েছেন। রাজনীতি হচ্ছে একটি শয়তানী খেল, যা হতে মুত্তাকী পরহেজগ আলেমদেরকে দূরে থাকা উচিত।

অথচ বাস্তবতার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়,তবে এটা স্বীকার করতেই হবে মাওলানা দ্বীন ও দুনিয়ার পরস্পর বিপরীতমুখী এ ধরনের ধ্যান-ধারণা থে উম্মতকে বের করে নিয়ে এসেছেন। তিনি আলেমদের নিকট এ আবে রেখেছেন যে, তারা যেন মসজিদ ও খানকার বাহিরেও আসেন এবং ন্যায়- ও কল্যাণের ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার ক মাওলানা বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে একটি একক ধর্ম এবং একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। আর একজন মুসলমান একাজ কিছুতেই করতে পারে না যে, সে

www.priyoboi.com

জীবনের একটা অংশ শয়তানের আনুগত্যের জন্য নির্ধারিত রাখবে। মাওলানা মওদূদী (রঃ) রাজনীতিতে পা দিয়ে তার সমালোচক ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উত্তম আদর্শ পেশ করেছেন। কারণ তিনি টাকার লোভে বিক্রয় হননি। বিরোধিতার মুখে দমে যান নি, বাতিলের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নি, জনগণের সাথে মিথ্যা ওয়াদা দেননি। জনগনের টাকা আত্মসাৎ ও শোষণ করেন নি। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে মাওলানা নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাবান আনুগত্যশীল, রাজনীতিকদের এমন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যে সংগঠন শৃংখলা ও ন্যায়-নীতির দিক থেকে এত শক্তিশালী যে, অন্য কোন রাজনৈতিক দল তার মুকাবেলায় দাঁড়াতে পারছেনা এবং তা আদৌ সম্ভব নয়। তার কারণ, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির রয়েছে সীমিত ও স্বার্থ মিশ্রিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রঃ) রাজনীতিকে এবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু রাজনীতি ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা, সেহেতু রাজনীতিকে এবাদত মনে না করার কোন সংগত কারণ নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি মাওলানার ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি কখনো নাশকতামূলক কোন কাজ করেননি এবং গোপনে সামরিক অভ্যূত্থানেও বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ সুগমে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকেই এ পদ্ধতিতে কাজ করার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন এবং এভাবে সফলতা অর্জন করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সময় যতই যাচ্ছে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও সত্যতা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেমন তুরস্কে মিল্লী সালামত পাটি, মিসর ও জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বিশেষগণের ক্ষমতা লাভ একথাকেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করেছে যে, জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিঃস্বার্থ সাহায্য এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীবাহিনী ছাড়া ভাল লোক ক্ষমতায় গেলেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে পারে না।

মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর একক সুসঙ্গবদ্ধ শক্তিশালী সংগঠন থাকা সত্ত্বেও তিনি একলা চলো নীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেননি। এবং ইসলামী শাসন ও গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা তিনি সমমনা ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে নিয়ে কাজ করেছেন এবং আন্দোলনে ভাল

www.priyoboi.com

ফলাফল অর্জনের জন্য যথসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই সম্মিলিত গণতান্ত্রিক চেষ্টা প্রচেষ্টার ফল হচ্ছেএই যে, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য তাগুতী শক্তি বাহির থেকে সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বিপ্লব সাধন করতে পারেনি। আয়ুব খান এবং বিশেষ করে ভুট্টো উভয়ে সমাজ বিকৃত করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও আল্লাহর অশেষ রহমতে খোদাদ্রোহীতা, ধর্মহীনতা ও শির্কের ধ্বজাধারী শক্তিগুলি বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মাওলানা (রঃ) "এক দেশ এক জাতি" চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং ধারাবাহিক লেখার মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক জাতি সত্তার ছবি অংকন করেছেন। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী আইন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেছেন এবং সেটাকে যেভাবে কার্যনীতির কেন্দ্রবিন্দু বনিয়েছে,তা আজ ইতিহাসের একটি অংশ। আবার তিনি যেহেতু দ্বীন ও নেজামে জিন্দেগীকে অবিভাজ্য সত্ত্বা মনে করতেন, সেহেতু তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জামায়াতে ইসলামী তথাকথিত কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং একটি মৌলিক সংগঠন যা গোটা জীবন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠন মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, হাসপাতাল পরিচালনা করে, বন্যার সময় দুর্গত মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং গরীব ছাত্র অভাবী লোকদেকে আশ্রয়স্থল বানিয়ে দেয়। কৃষক ও শ্রমিকদেরকে তাদের দাবী আদায় করিয়ে দেয় এবং তাদেরকে অত্যাচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। তরুণ সমাজ ও ছাত্রদেরকে বিকৃতি থেকে বাঁচানোর জন্য সে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বাহিরেও এ সংগঠন ইসলামকে প্রসারিত করার এবং ইসলামের সঠিক বুঝ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সংগঠন ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী দেখতে চায়; নিছক রাজনীতি এর উদ্দেশ্য নয়।

তৃতীয় ফ্রন্ট আলেম সমাজ

উলামা ফ্রন্টের মাঝে কাজ করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। কারণ অসচেতনকে সচেতন করা সহজ, সচেতন হয়েও যারা বুঝতে চায় না, তাদেরকে বুঝানো বেশ কঠিন। তাই মাওলানা নিজের সঙ্গী সাথীদেরকে সর্বদা এ কথা বলতেন যে,

www.priyoboi.com

যারা আলেম নয়, তারা যেন আলেমসমাজে কাজ না করে। এমনকি মাওলানা নিজেও এ ব্যাপারে খুবই সর্তক থাকতেন। আলেম সমাজের একটি অংশ মাওলানা এবং জামায়াতের সাথে ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সে সময়ে মাওলানা বা জামায়াতের সাথে বিরোধীতা করতেন। এর অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ মাওলানা ও জামায়াতের দাওয়াত তাদের কাছে আচমকা ও অপরিচিত মনে হয়েছে। সুদীর্ঘকাল থেকে মানুষের মন-মগজে এভুল ধারণা জমে গিয়েছিল যে, ইসলাম হচ্ছে নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি এবাদত অনুষ্ঠানের নাম। আর তাকওয়া হচ্ছে লম্বা জামা ও পাগড়ী পরা, দাঁড়ী রাখা এবং তাহাজ্জুদসহ বিভিন্ন নফল এবাদত করার নাম। কিন্তু ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা এবং নিজের কামনা-বাসনা ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করার কথা জনসাধারণের নিকট বটেই আলেম সমাজের নিকটও অদ্ভুত মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণঃ হচ্ছে কিছু কিছু আলেমের দুঃখ এখানেই যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) তাদের কোন মাদ্রাসা থেকে ফারেগ হওয়া ছাড়া কিভাবে এতবড় আলেম হয়ে গেলেন!

তৃতীয় কারণঃ কিছু সংখ্যক আলেম ইসলাম বিদ্বেষীদের নিকট বিক্রীত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তারা মাওলানা মওদূদীর বিরোধীতা করতেন। আবার কিছু সংখ্যক আলেম এ আলেমদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েও বিরোধীতা করতেন।

চতুর্থ কারণঃ হচ্ছে আমাদের আলেম সমাজের দলাদলীর হীন প্রবণতা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। প্রত্যেক দল নিজেদের মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠা করে একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ সৃষ্টি করে রেখেছেন। এ গ্রুপগুলোর অধিকাংশ শুধু তাদের মাদ্রাসা মসজিদ এবং তাদের দ্বীনী এলাকার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করেন। তাদের এলাকা, তাদের মসজিদ, তাদের মাদ্রাসা, তাদের খানকার বাহিরে যারা আছেন তাদেরকে তাঁরা গোমরাহ বা ফাসেক, অন্তত ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। এতদসত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী এবং তার সাথীরা আলেমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে মাওলানা কিছুটা সফল ও হয়েছেন। ভারত বিভাগের পূর্বে মাওলানা মওদূদী (রঃ) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে মিলে কাজ করেছেন।

www.priyoboi.com

কিন্তু যখন "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ" কংগ্রেসের খপ্পরে পড়ে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং "মুসলমানদের জাতিসত্তা ভিন্ন" এ বাস্তাব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধীতা করেছেন, তখন মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর বিরোধীতা না করে থাকতে পারেননি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আলেমরা মাওলানার যে বিরোধিতা করেছেন তার পিছনে কোন সঙ্গত এলমী মতবিরোধ ছিল না। অথবা মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর ভ্রষ্টতার কারণে তারা এ বিরোধীতা করেননি। সত্য কথা বলতে কি, তারা ছিলেন স্বার্থবাদী রাজনৈতিক লোকদের হাতের পুতুল এবং ফিরকাবাজী মনোভাবাপন্ন। মূলতঃ এজন্য তারা মাওলানার বিরোধীতা করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোন ন্যায়পরায়ণ ও দ্বীনের সঠিক সমঝদার ব্যক্তির সন্দেহ করার অবকাশ থাকতে পারে না। দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে মাওলানা নীতি ছিল কোরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী। মাওলানা অহংকার আত্মগৌরবে কখনো লিপ্ত হননি। আর যখনই তার ভুল-ভ্রান্তিকে দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ধরে দেওয়া হয়েছে তখনই তিনি সংশোধনের ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ করেননি।

মাওলানা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও ধৈর্যশীল। যার কারণে তাঁর প্রতি অবৈধভাবে প্রদত্ত কাফের ও গুমরাহীর ফতোয়াসমূহের বাদ-প্রতিবাদে তিনি জড়িয়ে পড়েননি। তিনি এ সকল ফতোয়া থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে সংস্কার ও সমাজ নির্মাণ কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। যে কিছু সংখ্যক আলেম-মাওলানার লিখিত তাফহীমুল কোরআনকে কোরআনের রাজনৈতিক তাফসীর বলে অভিযোগ করেছেন এবং এ অভিযোগও করেছেন যে, মাওলানার ইসলামী চিন্তাধারা রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তারা যথার্থ বলেন নি। এ অভিযোগ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ও উত্তর হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবনের যে ক্ষেত্রগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাওলানা অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সেগুলোকে ইসলামী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ প্রমাণ করেছেন। আর যে সমস্ত চিন্তাধারা ও আকিদা বিশ্বাসকে তারা মাত্রারিক্তিও প্রয়োজনের বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যেগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে সীমা লংঘণ করে ফেলেছেন, (যেমন তাছাউফ) সেগুলির ব্যাপারে মাওলানা তথ্যবহুল পর্যালোচনা করেছেন এবং শরীয়তে সেগুলির যথাযথ অবস্থান ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন।

www.priyoboi.com

চতুর্থ ফ্রন্ট বাতিল ফেরকা

আমাদের দেশে বহু সংখ্যক লোক শিরক ও বেদাআতে লিপ্ত। এবং তারা তাদের বাতিল আকিদা বিশ্বাসকেই আসল দ্বীন মনে করে। তাদের আকিদা বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা তুলেধরা এবং তাদের সমর্থক আলেমদের (?) গঠনমূলক সমালোচনা করা, ভিমরুলের বাসায় ঢিল ছোঁড়ারমত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবুও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এ ব্যাপারে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং বিশেষ করে যে তাফসীর তিনি লেখেছেন, সাধারণতঃ তা পড়ার পর আকীদা-বিশ্বাসের গোমরাহী খতম হয়ে যায়। সরকারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আইন প্রণয়ন করা এবং দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে শুধু কোরআনকেই মানে হাদীসকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। (তৎকালীন পাকিস্তানে "মুনকেরানে হাদীস", নামে একটি দল ছিল যারা হাদীস মানত না)। এর কারণ স্পষ্ট আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের সনদকে শুধু কোরআন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার আকীদাতে বিশ্বাসী, আর এ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে জিনিসকে ইচ্ছা তারা ইসলাম বলে এবং যে জিনিস ইচ্ছা ইসলাম থেকে খারিজ করে। এ ধরণের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামকে অস্বীকার করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী (রঃ) প্রাণপন সংগ্রাম করেছেন। মাওলানার লিখিত বই "সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা" এ বিষয়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বই এবং তাতে হাদীস অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত আকীদার দাঁত ভাঙ্গা জবাব রয়েছে।

মিথ্যানবীর দাবীদার

মীর্জা গোলাম আহমদের যে সমস্ত অনুসারী উমহাদেশে আছে, তারা নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ভ্রান্ত মতবাদ প্রসারিত করার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তাদের শিকড় গেড়ে রেখেছে। মাওলানা এদের বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রাম করেছেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেছেন। এমনকি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে "একশান" চলাকালে এক সামরিক আদালত মাওলানা মওদূদী (রঃ) কে ফাঁসী দেওয়ার হুকুম জারী করেন। (অবশ্য তা কার্যকরী করতে তারা সক্ষম হয়নি।) কিন্তু মাওলানার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে বাধ্য হয়ে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যা লঘু ঘোষণা করা হয়

www.priyoboi.com

এবং এ ঘোষণাটি ছিল তাদেরকে দমানোর জন্যএকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বলয় একেবারে ভেঙ্গে যায়নি বরং রীতিমত ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ইসলাম বিদ্বেষী বাতিল শক্তিগুলির ন্যায় তারাও মাওলানা মওদূদী (রঃ)কে এবং তার লিখিত বই পুস্তকসমূহকে তাদের পথের কাঁটা ও শক্তিশালী শত্রু মনে করত। যতদিন পর্যন্ত মাওলানা জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি তাদের হীন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে গেছেন। এবং যতদিন মাওলানার বইপুস্তক এ দুনিয়াতে থাকবে ততদিন ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য তা সাংঘাতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

অতঃপর একটু লক্ষ্য করুন, মাওলানা এ সমস্ত ফ্রন্টে সংগ্রাম করার জন্য কি ধরণের রনকৌশল অবলম্বন করেছেন এবং কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

সংগঠন

মাওলানা মওদূদী (রঃ) প্রথমেই চিন্তা করেছিলেন যে, কল্যাণ ও সত্যকে বিজয়ী করার জন্য কল্যাণের পক্ষের শক্তিগুলিকে একত্রিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। একজন মানুষের একক চিন্তা ও কর্ম তার জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও মিল্লাতের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত চিন্তা, কর্মতৎপরতা এবং প্রচেষ্টা ছাড়া কোন উপায় নেই সমসাময়িক সংগঠনসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টির ফলে মাওলানার এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, সমাজ সংস্কার এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য উড়ে এসে জুড়ে বসা একটি দল অথবা একটি সমাবেশ কিছুতেই যথেষ্ট নয়।

নবী করীম (সাঃ) এর উত্তম আর্দশ আমাদের সামনে পরিস্কার। তিনি সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য একদল লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মধ্যে একটি সমাজ বিপ্লবের যোগ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদেরকে শিষা–ঢালা প্রাচীরের মত দূর্ভেদ্য করেছিলেন। আবার হুজুর (সাঃ) ছিলেন এমন একজন মহান প্রশিক্ষক যার হাতে তাম্র স্বর্ণে পরিণত হত এবং কাঁটা পরিণত হত ফুলে।

যে সমস্ত লোকেরা মনে করে বা বলে থাকে যে, জামায়াতে ইসলামীর রুকনীয়তের (সদস্য) পরিকল্পনা মাওলানা মওদূদী (রঃ) সাহেব কমিউনিস্ট দর্শন থেকে গ্রহণ করেছেন, তারা এ ক্ষেত্রে চরম ভুলের মধ্যে রয়েছে।

www.priyoboi.com

আসলে এ পরিকল্পনা অবিকল ইসলামী পরিকল্পনা এবং ইহা আম্বিয়া (আঃ)-এর কর্মপদ্ধতি। বদর যুদ্ধে ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তিস্থাপনকারীগণের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন। সাধারণ জনগণকে জাগিয়ে বিপ্লবের একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বিপ্লবের চিন্তাধারা ও তার বাস্তবায়ন এবং তাকে শক্তিশালী করা মুখের শ্লোগান অথবা রাস্তাঘাটের লোকেদের নিয়ে মোটেই সম্ভব নয়। বরং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সুদক্ষ, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এমন একদল কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, যারা বিপ্লবের পথে জান দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তাই মাওলানা মওদূদীর (রঃ) প্রথম দিন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর জন্য সংবিধানের যে খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে তিনি একশত একটাকা দিলেই সদস্য (রুকন) হয়ে যেতে পারবে, অন্যান্য দলের মত এ ধরণের ধারা-উপধারাকে স্থান দেননি। বরং তিনি যে জিনিসকে জামায়াতের রুকন (মেম্বার) হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন তা হচ্ছে তাকওয়া, দাওয়াতের মর্ম উপলব্ধি এবং সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকার।

রুকনদের সংখ্যা হিসেব করলে জামায়াতে ইসলামী অনেক ছোট সংগঠন। কিন্তু একবাক্যে সকলেই মন থেকে স্বীকার করে যে, সাংগঠনিক শক্তি ও মজবুতির দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী হচ্ছে এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ সংগঠন। ইসলাম বিরোধীদের চোখে এ দলটি কাঁটার মত যন্ত্রণাদায়ক। এ দলটিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করেছে। (এখানে তার ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই) কিন্তু আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করেছেন-তিনি তার প্রজ্জ্বলিত নূরকে কিছুতেই নিভাতে দিবেন না।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) জামায়াতে ইসলামীকে ঈমান এবং দাওয়াতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত করেছেন, এবং এ দুটি জিনিসকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। সাপ্তাহিক বৈঠককে তিনি অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বরং জামায়াতের অধিকাংশ কর্মী রুকনদেরকে সপ্তাহে দুইবার বৈঠক করতে হয়, একটি সাধারণ সভা, অপরটি সাংগঠনিক বৈঠক। এবং তাদের থেকে দাওয়াতী কাজ ও নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্ম ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বের ব্যাপারে লিখিত রিপোর্ট নেওয়া হয়। মওলানা নিজের সাথী-সঙ্গীদেরকেও জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট সরাইকে পারস্পরিক এহ্‌তেসাবের শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের জন্য শিক্ষা

www.priyoboi.com

শিবির ও শিক্ষা বৈঠক-এর ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে প্রতিটি শহর, জেলা, বিভাগ, শাখা-উপশাখার দাওয়াতী কাজের বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং দাওয়াতী কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে জামায়াতের প্রকাশনা, সাহিত্য সাময়িকীসহ যাবতীয় মাধ্যম নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়।

কাজ বন্টন

মাওলানা মওদূদী (রঃ) সংগঠনভুক্ত লোকদের শক্তি, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। সংগঠনে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিক যোগদান করেন, তাদেরকে সাহিত্য বিভাগে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কল-কারখানার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেদের মধ্যে কাজ করেন। এভাবে কৃষকরা ও তাঁতীরা নিজেদেরকে সংগঠিত করেন। ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন। তেমনিভাবে মহিলারাও মহিলা সমাজে কাজ করে থাকেন এবং উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিত ও দার্শনিকরা রচনা ও বই-পুস্তক লেখার কাজে নিয়োজিত হন। ভাষাবিদরা অনুবাদের কাজ করে থাকেন এক কথায় জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সংগঠনের লোকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এভাবে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ কারণেই শত্রুরা জামায়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ (তালিম ও তরবিয়ত)

জামায়াতের আন্দোলন তখনই সফল হতে পারে যখন প্রত্যেক রুকন, কর্মী ও সমর্থককে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে যাবতীয় বিষয়ে সতর্কতার সাথে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হবে। জামায়াতের সাপ্তাহিক বৈঠকসমূহ এবং সেগুলিতে কোরআন পড়া ও পড়ানো, দাওয়াতী কার্যক্রমের রিপোর্ট পর্যালোচনা শিক্ষা শিবির, শিক্ষা বৈঠক ও বার্ষিক সভা-সম্মেলনের ব্যবস্থা রাখা, দাওয়াতী ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামসমূহের অংশ বিশেষ। এভাবে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে অনেক মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেগুলিতে দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং ছাত্রাবাসগুলিতে ইসলামী পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হয়।

www.priyoboi.com

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মাওলানা মওদূদী (রঃ) লেখেছেন যে, যখন তিনি জাতীয় ও সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াতী কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর বড় ভাই তাঁকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের জাতির অবস্থা এমন যে, তারা মোহাম্মদ আলী জওহারের ন্যায় বুজর্গ লোকের বিরুদ্ধে পর্যন্ত "খেলাফত আন্দোলনে"র চাঁদা আত্মসাতের অভিযোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এমন কি এ জাতীয় অভিযোগ থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ বেরলবী পর্যন্ত রেহাই পাননি। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মাওলানা মওদূদী (রঃ) নিজের বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার বলে জামায়াতে ইসলামীর বায়তুলমালকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেনি। মাওলানার অর্থনৈতিক পলিসির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। প্রথমটি হচ্ছে তিনি আজীবন জামায়াত থেকে কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন নি, কোন বেতন-ভাতাও নেননি। বরং তার লিখিত অধিকাংশ বই-পুস্তক জামায়াতের জন্য ওয়াকফ্ করে দিয়েছেন এবং এভাবে তিনি দ্বীনি আন্দোলনকে বিপুলভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। এ বইগুলি জনপ্রিয় হওয়ার কারণে জামায়াত সেগুলি থেকে আর্থিকভাবে বড় সহযোগিতা পাচ্ছে।

অপরটি হচ্ছে-মাওলানা জামায়াতের ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল কর্মী, সহযোগী ও হিতাকাংক্ষীকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যেন নিজেদের দ্বীনী দাওয়াতী কাজের জন্য নিজেরাই সাহায্য করেন। যে সমস্ত দল ধনীদের কাছ থেকে বড় অংকের চাঁদা নেয় এবং এসব চাঁদা যারা দেয় প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই একে অন্যের স্বার্থ রক্ষাকারী। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ ধরণের পলিসিকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতেন। আর এ কারণেই জামায়াতের বায়তুলমালের সিংহভাগ নিজেদের কর্মী-সমর্থকদের থেকে সংগৃহিত হয়। যারা এ বলে জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, জামায়াত বিপুল পরিমাণে বিদেশী সাহায্য পায় প্রকৃতপক্ষে তাদের অভিযোগ মিথ্যা ও অবান্তর। কেন না, যে সরকার জামায়াত বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশ হতে অর্থ-সাহায্য আসা কতটুকু সম্ভব, তা সকলেরই জানার কথা। 'বিদেশ থেকে সাহায্য আসে' একথা যদি সত্য হত তবে এত কড়াকড়ি চেকের মধ্যে জামায়াতের বায়তুলমাল ফান্ড ভেঙ্গে যেত। অথচ বায়তুলমাল ফান্ড দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে।

www.priyoboi.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাওলানার ভূমিকা

মাওলানা মওদূদী (রঃ) সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত এবং বিজয়ী করার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়ী। একথায় কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে, একটি বিপ্লবের আহবান সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম পৃথিবীর যে কোন ভূখন্ডে উহার ভিত্তি স্থাপন করা ও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যেমনটি সাধন করেছিলেন স্বয়ং হুজুর (সাঃ) মদীনায় ইসলামী সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করে। মদীনার বিপ্লবের উপর ভিত্তি করেই গোটা বিশ্বে সেই বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাই মাওলানা মওদূদী (রঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লব সাধন করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তার সাথে সাথে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং একথা অন্তরে গেঁথে রেখেছিলেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং তার লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তকগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। ফলে পাশ্চাত্য ও আরব জাহানসহ সারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাওলানার চিন্তাধারা ও যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এমনকি বর্হিদেশে তিনি তার চেয়েও বেশী জনপ্রিয়। তিনি "রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী"র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ফিলিস্তিন সমস্যা, ইরান বিপ্লব, ইরিত্রিয়ার মুসলমানদের সমস্যা, মরু মুসলিম সমস্যা, আফগান মুজাহেদীনদের জিহাদ এবং ভারতসহ অন্যান্য যে সমস্ত দেশে মুসলিম সংখ্যালঘু সমস্যা রয়েছে, মাওলানা মওদূদী (রঃ) সেগুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিটি প্লাটফর্মে যথাসাধ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তার অক্লান্ত পরিশ্রম ভুলার মত নয়। বর্হিবিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সঠিকস্পিরিট সৃষ্টি করার জন্য তার অনেক অবদান দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন আফ্রিকায় "ইসলামিক ফাউন্ডেশন", বৃটেনে "ইউকে ইসলামিক মিশন", আমেরিকা ও কানাডায় "A.M.S.A." জাপানে "ইসলামিক সেন্টার" প্রভৃতি ইসলামী সংস্থা, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান ইসলামের পয়গামকে নিয়মিতভাবে সুশৃংখল পদ্ধতিতে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীর ও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানে, লেবাননে এবং বাংলাদেশে

www.priyoboi.com

জামায়াতে ইসলামী নামের দ্বীনী সংগঠনটি ইসলামকে বাস্তবায়ন ও বিজয়ের রূপ দেওয়ার জন্য সম্ভব সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রঃ) কান্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাদেরকে মাওলানা মরহুম বিভিন্ন বই-পুস্তক ও লেখার মাধ্যমে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন এবং জুগিয়ে যাচ্ছেন। আর একথাও বলা বাহুল্য যে, সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর এ আন্তর্জাতিক ভূমিকার প্রভাব দিন দিন দ্রুত গতিতে শুধু বেড়েই চলছে।

সমাজ কল্যাণমূলক কাজ

সমাজ কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই মাওলানার নীতি ছিল এই যে, এ সমস্ত কাজকে ঈমানের অঙ্গ মনে করতে হবে। একজন মুসলমান শান্তিতে বসবাস করবে এবং তার প্রতিবেশী বিপদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করবে, এটা কোন মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। তাই যখনই এবং যেখানেই প্রাকৃতিক বিপদ, মহামারী অথবা উদ্বাস্তুদের আগমণ ঘটেছে তখনই মাওলানা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী তাদের সহযোগিতার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন এবং নিজেদের সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়-উপাদান ও সহায়-সম্বল সংগ্রহ করে আল্লাহর বান্দাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের প্রতি খোলা মনে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছেন। ভূমিকম্প, বন্যা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কাশ্মীরের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে এবং আফগান উদ্বাস্তুদেরকে সম্ভবপর সকল সহযোগিতা প্রদান করে মাওলানা ও তার জামায়াত এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জামায়াতে ইসলামী রোগীদের সেবা পরিচর্যা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব ছাত্রদের জন্য বই পুস্তক প্রদানসহ বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে থাকেন এবং জামায়াতে ইসলামীর আঞ্চলিক সংগঠনগুলো গরীব-মিসকীন ও অসহায়দের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে।

এগুলি হচ্ছে এমন কিছু কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতার খতিয়ান যেগুলির মাধ্যমে মাওলানা (রঃ) দাওয়াতী কাজকে এভাবে সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত করেছেন যে, আজকে তিনি আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর

www.priyoboi.com

চিন্তাধারা, সংগঠন, তাঁর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা–কর্মীগণ ও মনীষীগণ বর্তমান আছেন এবং তাদের ধারাবাহিকতা যতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ার বুকে চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করার জন্য জান দিয়ে হলেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এ মিশন অব্যাহত রাখবেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সে কথাটিরই প্রতিধ্বনি তুলেই চলছে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবয়ের শহীদ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন– আমরা পিঠ দেখানোর লোক নই, আমাদের খুন পিছন দিক থেকে ঝরে না, বরং আমরা অটল থেকে মোকাবিলা করার এবং বুকে আঘাত খাওয়ার লোক এবং আমাদের রক্ত আমাদের সামনেই ঝরবে।

*হে প্রশান্ত আত্মাঃ তোমার প্রতি পালকের দিকে চল এরূপ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিনতির জন্য সন্তুষ্ট আর তোমার প্রতিপালকও তোমার উপর সন্তুষ্ট। (আল–কোরআন)

www.priyoboi.com

মাওলানা মওদুদী ও কংগ্রেসঃ–

-------------------ডঃ আহমদ সাঈদ কুরাইশী

যুগশ্রেষ্ঠ নেতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর (রঃ) সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে যে, তিনি বর্তমান যুগের খোদাদ্রোহিতা ধর্মহীনতা এবং পাশ্চত্য ধ্যাণ-ধারণার চরম উন্নতির মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার সত্যবাদীতার এমন ব্যাপক অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন যে, আজকে কোন নাস্তিক বা ধর্মহীন বুদ্ধিজীবী একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে ও যদি বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে সে মুসলমান পূর্ণ আস্থার সাথে ইসলামকে সর্বোকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে পেশ করতে পারেন। অথচ সে ধর্মহীন লোকটির অধিক জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকা সত্বে ও উক্ত মুসলমানকে একথা বিশ্বাস করাতে কোন মতেই সক্ষম হবে না যে, ইসলামের চেয়ে ও উন্নত কোন জীবন ব্যবস্থা হতে পারে। ইসলামের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের এ ব্যাপক অনুভূতি সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে সাইয়েদ মওদুদী (রঃ) এর এমন একটি অবদান যা বর্তমানে ও মেনে নেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে ও মেনে নেওয়া হবে। এবং সায়েদ মওদুদী (রঃ) এর মহত্বকে বাড়া-বাড়ি ও হীনমন্যতার গন্ডি থেকে বের করে এনে ঐতিহাসিকগণ তাকে শ্রদ্ধা পোষণ করবেন এবং বিংশ শতাব্দীর সংস্কারক হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্টায় তাকে স্থান দিবেন।

মাওলানা মওদুদী (রঃ)এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে, উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতকে মুক্তির সঠিক পথ সর্ম্পকে তিনি অবহিত করেছেন। আর তা করেছেন এমন এক যুগে যখন মুসলমানরা অবনতির সর্বশেষ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মুসলিম সমাজের জ্ঞানী-গুনী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এমনকি আলেম সমাজ পর্যন্ত দ্বীনের সঠিক অনুভূতি থেকে বেখবর ছিলেন। তারা পাশ্চাত্য ধ্যাণ-ধারণার প্রভাবাধীন হয়ে মুক্তির পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেসের ক্রীড়নক হয়ে উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের পরিচয়টুকু নিজেদের অসচেতনতার দরুন মুছে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। সাইয়েদ মওদুদীর (রঃ) মাঠে নামলেন এবং ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে এধরণের ষড়যন্ত্রগুলোকে সম্পূর্নরূপে প্রকাশ করে দিলেন। আবার সে সময়ে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন মুসলিমলীগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিমলীগকে সুবিস্তৃত করার জন্য চেষ্টা সাধনা করতে

www.priyoboi.com

ছিলেন। সে সময়ের অধিকাংশ মুসলিম নেতৃবৃন্দ, জাতীয়তাবাদী সংগঠন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে নেহেরু গান্ধীর প্রতারনামুলক আচরণে নিজেরাই মুসলমানদের কবর রচনা করতে সচেষ্ট হযেছিল। এ ধরণের সংগীন মুহুর্তে সাইয়েদ মওদুদী ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রোপাগান্ডা ধুলিস্যাতে উড়িয়ে দেন। আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, কংগ্রেসের প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে কায়েদে আজম প্রদত্ত ভাষণ সমুহের মধ্যে যে সমস্ত উত্তর রয়েছে তাছাড়া মুসলিমলীগের অন্য কোন নেতার বক্তৃতায় কংগ্রেসের প্রোপাগান্ডার মোকাবেলা তেমন একটা করতে পারেনি। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ চেহেরার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে আসল রূপ লুকায়িত ছিল, তা প্রকাশ করে দিতে একমাত্র মাওলানা মুওদুদীই সক্ষম হয়েছিলেন। কায়েদে আজামের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত পশ্চিমা-সভ্যতার ধ্বাধারীরা সাইয়েদ মওদুদীর এই বলে দুর্নাম করেছে যে, তিনি কংগ্রেসের সাহায্যকারী। আর এ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের শিকার হয়ে অনেক পাকিস্তানী মনে করেছেন যে। সাইয়েদ মওদুদী কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন।

আসুন, ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে সায়েদ মওদুদীর লেখার আয়নায় কংগ্রেসকে দেখুন। তাহলে বুঝা যাবে ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী ধর্মহীন কংগ্রেসের সাথে মাওলানার সম্পর্ক কেমন ছিল বা কিধরণের ছিল?

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮-ইংরেজীতে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন-আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, আমার ধর্মীয় স্বকীয়তা ও সম্রম নষ্ট হয়েগেছে। কারণ আমি কংগ্রেসের সাথে বুঝা-পড়া ও সমঝোতা করার চেষ্টা করেছি। আমি এ সমস্যার সমাধানের জন্য এত অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছি যে, একটি ইংরেজী পত্রিকা লেখেছে-মিষ্টার জিন্নাহ হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ প্রশ্ন থেকে কখনো হটে আসেন নি। কিন্ত গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমি আমার জন্য সবয়েচে বেশী ব্যথিত হয়েছি। কারণ হিন্দু নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক মনমগজ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয়েগেছে যে, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়েগেছে। (হায়াতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ-১৯১)

কায়েদে-ই-আজমের উক্ত উক্তি দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েগেছে যে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্টিত হওয়া পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকার পরিকল্পনা

www.priyoboi.com

থেকে তিনি নিরাশ ছিলেন না। বরং তাকে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করতেন। প্রথম গোল টেবিল কনফারেন্সের পর কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করে তুলেন। ফলে তা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ মওদুদী (রঃ) প্রথম থেকেই কংগ্রেসের পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভংগীর সম্পূর্ন বিরোধ ছিলেন। যখন হিন্দু সম্রাজ্য বাদের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস মুসলমানদের কে তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণে আবদ্ধ করে ধর্মীয় স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র নিঃশেষ করে দেওয়ার বিভিন্ন যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তখন মওলানা তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন।

১৯৩৫-৩৬ ইং পর্যন্ত সময়ে সৈয়দ মওদুদী (রঃ) বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে সুপ্ত মুসলিম মিল্লাতকে তাদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ধরে দেন এবং তাদেরকে মুক্তির পথে ফিরে আসার আহবান জানান, তাদেরকে ব্যবহারকারী কুমতলব সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। (এই সমস্ত বিষয়ে লিখিত মওলানার প্রবন্ধগুলো পরবর্তী সময়ে "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাশ" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়) এই বইতে মওলানা যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মওলানা ভারত বিভক্তি আন্দোলনে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছিলেন অথচ ইসলাম বিরোধীরা (কমিউনিষ্ট) ও ধর্ম বিদ্বেষীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মওলানার বিরুদ্ধে প্রপগন্ডা চালিয়ে এই মিথ্যা অভিযোগ ছড়িয়ে দেন "যে মওলানা ছিলেন কংগ্রেসের সহযোগী।"

সৈয়দ মওদুদী (রঃ) উক্ত বইতে যে বিষয়ে লিখেছেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করেন। খেলাফত আন্দোলন ব্যার্থ হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ১৫ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানরা যে ধরনের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ছিল। তা দেখে আমার মনে বড় ব্যাথা লাগত। কিন্তু ময়দানে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী অভিজ্ঞ ও প্রবাবশালী লোক থাকার কারণে আমি এ ব্যাপার মুখ খোলা থেকে বিরত ছিলাম। আমার ধারনা ছিল এ সমস্ত জ্ঞানী লোকেরা অবস্থার চরম অবনতি অবশ্যই অনুভব করবেন এবং উহা দুর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমান হিসেবে তাদের যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সে ধরনের ব্যবস্থা তারা নিবেন। কিন্তু দিনের পর দিন যেতে লাঘলো অথচ তারা কোন ব্যবস্থা নিলেন

www.priyoboi.com

না। অবস্থা এ পর্যন্ত গড়ালো যে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের শেষ পর্যায় এসে গেছে। অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন যে, এখনো যদি এই জাতি ভুল পথে অগ্রসর হয় তবে ধ্বংসের অতল সগহ্বরে পড়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকবে না। (মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাস–৩৫–৩৬ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত বিষয় গুলো সৈয়দ মওদূদী (রঃ) কোন দৃষ্টিকোনে প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন তা তিনি নিজেই তার উক্ত বইয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন– আমি এ সব বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামী হিন্দুস্তানের প্রকৃত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার উপর শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং একজন মুসলামান হিসেবে ও গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করেছি তাই ইহা অসম্ভবের কিছু নয় যে একজন ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক অথবা সামাজিক দৃষ্টিভংগীর অধিকারী ব্যক্তি আমার এ বর্ণনার সাথে দ্বিমত পোষন করবে না। তবে আমি এ ধারণা কিছুতেই করতে পারিনা যে একজন মুসলমান হিসেবে যে ব্যক্তি এ অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করবে যে আমার সাথে কখনো দ্বিমত পোষণ করবে। এ সকল আলোচনায় আমি ঐ সমস্ত লোকদেরকে লক্ষ্য করে দৃষ্টিভংগী পোষন করেছি যারা প্রথমেও মুসলমান ছিলেন এবং শেষ পর্যায়েও মুসমান। যারা শুধু হিন্দুস্তানী অর্থ্যৎ প্রথমে হিন্দুস্তানী ছিলেন এবং তারা সবকিছুই হতে পারেন। এ ধরণের লোকদের সাথে আমার আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই। তারা এক জাহাজের মুসাফের আমি অন্য জাহাজের। তাদের ও আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সর্ম্প ভিন্ন। তাদের শুধু হিন্দুস্তানী হওয়ার দকি থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক আজাদী প্রয়োজন। চাই সে স্বাধীনতায় মুসলমান থাকতে পারুক আর না পারুক তাতে তাদের কিছু আসে যায়না, কিন্তু আমার প্রয়োজন সে স্বাধীনতার, যার মাধ্যমে আমি ইসলামী শক্তিকে সুসংহত করতে পারবো। নিজের জীবনের সকল সমস্যাকে একজন মুসলমান হিসেবে সমাধান করতে পারবো। হিন্দুস্তানে বসবাসকারী মুসলিম জাতিকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দেখতে পারবো। (মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাস)।

সৈয়দ মওদূদী (রঃ) বিগত দেড় দুইশত বৎসরের উপমহাদেশের মুসলিম উম্মার অবনতির কারণ সমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে কংগ্রেসী মুসলিম নেতাদের প্রপগান্ডা সম্পর্কে বলেন, গত দেড় দুইশত বৎসরের এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে

www.priyoboi.com

যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুরা যা কিছু করেছে ও করতে চেয়েছে তাদের সে অপকর্ম সাধন করার জন্য স্বয়ং মুসলমানদের এক দুইজন নয়। হাজার হাজার ও লাখ লাখ বিশ্বাস ঘাতক ও গাদ্দার তাদের হাতে পেয়েছে। যারা ভাষণের মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে এমন কি তরবারী এবং বন্দুক দিয়ে পর্যন্ত নিজের ধর্ম এবং জাতির লোকদের বিরোধীতায় দুশমনদের সাহায্য সহযোগিতা ও সেবা করেছে। আমাদের কানগুলো যখন আমাদের স্বজাতীয় লোকদের মুখ থেকে কমিউনিজমের প্রচার শুনে অথবা সম্মিলিত হিন্দু স্থানী জাতিয়তাবাদে ঝুকে পড়ার দাওয়াত শুনে আর এ কথাও শুনে যে, ইসলামী সভ্যতা কোন ভিন্ন সভ্যতা নয়। তখন আমাদের স্মৃতি শক্তি একথা মনে করিয়ে দেয় যে, এ ধরণের আওয়াজ তখন ও আমাদের কানে আসত। যখন ফেরাংগীদের গোলামীর ফাদ আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কা-শমাকাশ)-৫৭-৫৮ পৃষ্টা)।

মুসলিম উম্মার চারিত্রিক অবনতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি যে গুলো ইংরেজ সম্রাজবাদিদের শাসন তাদের মধ্যে সৃষ্টি করছিল তাদের আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেসে যাওয়ার আহবানকারী মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ মওদূদী (রঃ) প্রশ্ন করে বলেন এই সব দুর্বলতা নিয়ে মুসলিম জাতি যখন কংগ্রেসে যোগদান করবে এবং মুসলিম জনসাধারণের সাথে কংগ্রেসের অমুসলিম কর্মিদের সাথে সম্পর্ক কায়েম হবে তখন দেশ স্বাধীন করার আন্দালনের সাথে আর কোন কোন ধরনের আন্দোলন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে..... মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুসলমানদের দল থেকে কি ভাবে নেতৃত্ব তৈরী করা যাবে........যারা ইসলামের সভ্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুপ্রথা চালু করার ব্যাপারে এবং বিভিন্ন ধরণের আইন প্রনয়ণে অংশগ্রহণ করবে, এই সব প্রতিকুল অবস্থায় আপনাদের কাছে কোন শক্তি আছে? যার মাধ্যমে আপনারা মুসলিম মিল্লাত কে ইসলামী স্যভতার সীমারেখার মধ্যে এবং তাদের কে ইসলাম বিরোধী সমস্ত প্রভাব থেকে বাচাতে পারবেন। (মুসলাম আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাস ৬২ পৃষ্ট)।

একটু পরে গিয়ে মওলানা কংগ্রেসী মুসলমান ও আলেমগনের প্রপাগন্ডা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আপনারা যদি ঐ সমস্ত অধিকার আদায় করতে চান যেগুলোর নিশ্চয়তা কংগ্রেসে সংবিধানের মাধ্যমে দিয়েছে তাহলে আপনারা প্রতারনার স্বীকার হয়েছেন। আপনাদের সভ্যতা ভাষা পার্সোনাল ল এবং ধর্মীয়

www.priyoboi.com

অধিকার প্রকৃতপক্ষে এই গুলো ব্যাতিত সম্ভব নয়। আপনারা উন্নত পলিসি অবলম্বন করে সরকার গঠনে শক্তিশালী অংশিদার হবার চেষ্টা করবেন। যদি আপনা এই ব্যাপারে অবহেলা করেন আর সরকারী ক্ষমতা অমুসলিম দের হাতে চলে যায় তবে মনে রাখবেন যে, কোন সংবিদান আপনাদের কে (মুসলমান হিসেবে) ধ্বংস থেকে বাচাতে পারবে না। ফেরাংগী সরকার ও আপনাদের অনেক অধিকার মেনে নিয়েছিল কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন কোন কারণে তারা আপনাদের কে অধিকার থেকে বঞ্চিতকরেছে? ফেরাংগীরা এ দাবী কখন ও মুসলিম জাতির কাছে করেনি যে হে মুসলমানরা তোমরা তোমাদের আচার আচরন পরিবর্তন করে ফেল, পোশাক পরিচ্ছদের ধরন পাল্টিয়ে ফেল, ঘরবাড়ী নকশা পরিবর্তন করে ফেল, নিজেদের চরিত্র বদলে ফেল, নিজেদের বেশভুষা পরিবর্তন করে ফেল, ছেলেমেয়েদের কে খ্রীষ্টান বানাও, নিজেদের বেগম সাহেবোদের মেম সাহেবে পরিনত কর এবং নিজেদের কৃষ্টিকালচার সংস্কৃতি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গোটা জীবনকে আমাদের ধাচে সাজাও। এই সকল দাবী তো তারা আপনাদের কাছে করেনি। তবে কোন কারণে ঐ সমস্ত কাজ আপনারা করে বসলেন।

গভীর ভাবে চিন্তা করুন। এগুলোর কারণ অমুসলিমদের শাসন ছাড়া আর কিছু আছে? (মুসলিম আওর মওজুদা-৭২-৭৮ পৃষ্টা)

কংগ্রেসী প্রপাগন্ডার জাল চিন্ন ভিন্ন করে সৈয়দ মওদুদী (রঃ) একজন মুসলমানের সঠিক পথ কোনটি তা উল্লেখকরে বলেন মুসলমানদের জন্য মাতৃভূমি স্বাধীন করার তাগিদে লড়াই করে ফেরাংগী অমুসলিমদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে অমুসলিম হিন্দুদের নিকট ক্ষমতা তুলে দেওয়া সম্পুন হারাম। আর তাদের জন্য এই ও হারাম যে, ক্ষমতা হাতকে প্রতিহত করার জন্য ফিরিংগী অমুসলিমদের ক্ষমতা বহাল রাখতে সহযোগীতা করাও তাদের জন্য হারাম। ইসলাম আমাদের কে এই তিন পথে চলা থেকে বিরত থাকতে নিদের্শ দিয়েছে। এখন যদি আমরা মুসলমান হিসাবে থাকতে চাই এবং হিন্দুস্তানে ইসলামের দুর্দশা দেখতে না চাই যা ঘটেছিল স্পেন এবং সিসিলিতে। তবে আমাদের সামনে একটাই মাত্র পথ; আর তা হচ্ছে আমরা হিন্দুস্তানের আজাদী আন্দোলনের মোড় কুফরী হুকুমাত থেকে ইসলামী হুকুমতের দিকে ফিরিয়ে দিব এবং এ উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য আমরা এত ভয়ানক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব যে, যার ফলে

www.priyoboi.com

আমরা হয়তো সফল হব অথবা মৃত্যুবরণ করব। হয়তো দেহ থেকে জান চলে যাবে অথবা আমরা আমাদের মাসুক কে পর। আমরা হিন্দুস্তানে স্বাধীনতার বিরোধী নই। বরং স্বাধীনতা কর্মীদের তুলনায় আরো বেশী অগ্রামী এবং এই জন্যই যুদ্ধ করা নিজেদের উপর ফরজ মনে করি। তবে দেশ পূজারীদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ন ভিন্ন। তারা চায় এমন স্বাধীনতা যার ফলে হিন্দুস্তানীদের মুক্তি আসে। পক্ষান্তরে আমরা চাই এমন স্বাধীনত যার ফলে হিন্দুস্তানীদের সাথে সাথে মুসলমানদের ও মুক্তি আসে।

কংগ্রেসের সপক্ষে দুই শ্রেনীর মুসলিম অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাদের একশ্রেণী এই ধারণা রাখত যে, এমন ফিরিংগীদের কে বিতাড়নের সময় এবং কংগ্রেস তার স্থলাভিষিক্ত হবে। এই জন্য তারা কংগ্রেসের দৃষ্টিভংগীর সাথে একমত ছিলেন। যাতে তারা কংগ্রেসের সাথে তাফাদারীর পুরস্কার পেতে পারে। আর দ্বিতীয় শ্রেনীর লোকেরা ধর্মহীন দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়ার কারণে তারা ইসলাম কে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছিল। শুধু তারা নামে মাত্র মুসলমান ছিল। তাদের নাম আপনারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে পাবেন। এ ছাড়াও মুসলমানদের আর একটি উপদল কংগ্রেসকে সাহায্য করত। কিন্তু তারা ছিল নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী। তাদের চিন্তাধারা এই ছিল যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত আছে এবং তারা সঠিক আছে। তাই তাদের সংগে যোগ দেওয়া সংগত। প্রথম দুই শ্রেণী সম্পর্কে সাইয়েদ মওদুদী (রঃ) লিখেছেন, দেশ পূজারিদের যে স্বাধীনতা উদ্দেশ্য, তার জন্য লড়াই করা কি অর্থ হতে পারে। আমরা ইংরেজদের গোলামী থেকে দেশ পূজারীদের গোলামীকে আরো বেশী অভিশপ্ত মনে করি। নামধারী মুসলমানরা মীর জাফর এবং মীর সাদেকদের থেকে ভিন্নতর নয়। উভয়ের গাদ্দারীর মধ্যে কোন পাথক্য নাই (মুসলমান আওর মওজুদাঃ ৮০ পৃষ্ঠা)

কংগ্রেস নেতাদের বিচক্ষণতার উপর যে সমস্ত মুসলমানরা আস্থা রাখতেন সে সমস্ত মুসলমানদের আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ মওদূদী বলেন, জাহেলিয়াতের এই পরকিল্পনা যার মাধ্যমে কংগ্রেস তাদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং এ জাহেলী পরিকল্পনার আলোকে কংগ্রেস নেতা নেহেরু বিজনেরর এক সবাবেশে ভাষণ দানকালে বলেনঃ কংগ্রেস কোন ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামায় না। কংগ্রেস এর ধর্মে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং সে এরূপ করবেও না। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস

www.priyoboi.com

হিন্দুস্তানের ধর্মসমূহের স্বাধীনতা, ধর্মীয় লোকদের সংস্কৃতির স্বাধীনতা, কৃষ্টি-কালচারের স্বাধীনতা এবং ভাষার স্বাধীনতার রক্ষক। এই হচ্ছে জাহেলীয়াতের সেই পরিকল্পনা, যে পরিকল্পণার আওতায় মুসলমানদের একটি অংশ এই ধরণের ঘোষণাকে যথেষ্ট মনে করেন। আর মুসলমানদেরকে এই বলে পরামর্শ দেয় যে, এই জাতীয় ঘোষণার উপর নির্ভর করে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

কংগ্রেস নেতৃত্বতো অমুসলিম। ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের ঠিক ততটুকু ধারণা যতটুকু তারা উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব (দুভাগ্য বশতঃ যার সাথে ধর্মীয় নেতৃত্ব মিলে যাচ্ছে) এ ব্যাপারে এত অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে যে, যা দেখে মনে বড় ব্যাথা লাগে। যদিও স্বাধীনতা রক্ষা করার এ সমস্ত ঘোষণা সম্পূর্ণ ধোকাবাজী। (আমি সামনে অধ্যায় সমূহে স্বয়ং কংগ্রেসের লেখা এবং কংগ্রেসের ইসলামী বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বিষয়বস্ত দ্বারা তা প্রমাণ করব) তবুও এগুলোকে তাদের আন্তরিক ঘোষণা বলে যদি মেনেও নেওয়া হয় তখনও এটা বুঝা অত্যন্ত বোকামী হবে যে, এ ঘোষণা দ্বারা আমাদের জাতির সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।(মুসলমান আওর মওজুদা...১২১ পৃষ্টা) কংগ্রেসের ধোকাবাজি প্রমান করতে গিয়ে মওলানা আরও একটু পরে লিখেছেন, এই জাতিপুজার আন্দোলন যা এখন দেশ স্বাধীন করার নামে চলছে প্রকৃত পক্ষে ইহা আমাদের জাতিগত উদ্দেশ্য পূরণ করতে সহায়ক নয়। সে আন্দোলন পান্টা ঐসব ক্ষতিকর দিকগুলোকে পরিপূর্ণ মাত্রায় পৌছে দিচ্ছে, যেগুলো ফিরিংগী শাসকরা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। বিগত দেড় শত বা দুই শত বৎসর পর্যন্ত বিজাতীয় গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকার কারণে আমাদের মুসলিম জাতির মধ্যে যে মূর্খতা, দৈন্যতা, এবং চারিত্রিক অবনতি, সামাজিক বিশৃংখলা, সংস্কৃতিক পথভ্রষ্টতা এবং ইসলামী সভ্যতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার মত যত খারাবীর সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো দূর করার ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতার কথা দূরে থাক বরং উল্টা সে দুর্বলতাগুলির সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের নিকট থেকে স্বার্থ উদ্ধার করতে চাচ্ছে। আমাদের আভ্যন্তরীন খারাবীগুলোকে তাদের সফলতার মাধ্যমে মনে করছে। এই আন্দোলন আমাদের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এর সাথে অংশগ্রহণ করার অর্থ আমরা নিজেদের জাতীয়তা ও সভ্যতা ধ্বংস করে দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করা। কংগ্রেস তাদের অপপ্রচারের শক্তি বলে এ ধরণের ধারণা ছড়াচ্ছে যে, যারা তাদের এ আন্দোলনের বিরোধীতা করছে তারা ইংরেজ

www.priyoboi.com

সম্রাটের দালাল। এটা একটি নিরেট ধোকা। যা সূর্যের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য পুজারী হচ্ছে তারাই যারা দেশের মুক্তির জন্য এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করছে যেগুলো দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমর্থন করতে পারছে না এবং এ বোকামী দ্বারা তারা প্রকাশ্যভাবে ফরিংগী শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছে অথচ তারা এ বোকামীর অভিযোগ ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি ছুঁড়ে মারছে, যারা দেশকে মুক্ত করার জন্য জানবাজি রাখতেও প্রস্তুত কিন্তু নিজেদের জাতীয়তা ও সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য কিছুতেই প্রস্তুত নয়(মুসলমান আও মওজুদা ১২৪-২৫ পৃঃ)

সাইয়েদ মওদুদী (রঃ) "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ-মাকাস"(মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত) নামক বইটির প্রথম খন্ডে উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতকে শুধু তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেননি বরং ঐ সকল লোকদেরকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন' যারা মুসলমানদের জাতীয়তা ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য চেষ্টারত।

মওলানা তাদের অজুহাতগুলোকে অকাট্য দলিল প্রমান দ্বারা উঁড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৩৮ সালে মওলানা মুহতারাম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিপিবদ্ধ করে "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাস" দ্বিতীয় খন্ড শিরোনামে বই আকারে প্রকাশ করেন এমনি এক সময়ে যখন মুসলিম মিল্লাত তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার এক নতুন দিগন্ত রচনা করার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তখন কংগ্রেসের অপপ্রচারের দাঁতভাংগা জবাব দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত বই লিখে মওলানা এমন একটি অবদান রাখলেন যার জন্য মুসলিম উম্মাহ চিরদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য। মূলতঃ শক্তিশালী এবং মজবুত দলিল প্রমান দিয়ে কংগ্রেসকে পিছু হটানোর মতো ক্ষমতা মহান স্রষ্টা সাইয়েদ সাহেবকে দান করেছিলেন।

সাইয়েদ মওদুদী (রঃ)-এর আজাদী সংগ্রাম চলাকালে লিখিত বিভিন্ন বইয়ের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যে, সাইয়েদ মওদুদী (রঃ) সেই একক ব্যক্তিত্ব যিনি কংগ্রেসের স্বরূপ ও তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতকে সাম্রাজ্যবাদীদের সেই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কতিপয় আলেম ও মুসলমানের সাহায্য দিয়ে কংগ্রেস যেই জালে মুসলমানদেরকে ফাঁসাতে চেয়েছিল, কংগ্রেসের হাত থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে যে সকল মহান নেতা মৌলিক ভূমিকা পালন

www.priyoboi.com

করেছেন তাদের মধ্যে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং আল্লামা ইকবালের সাথে সাথে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর নামও প্রথমেই আসে। আর এটা হচ্ছে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর গুরত্বপূর্ণ অবদান। যার কারণে তিনি আজ পর্যন্ত মুসলমানদের একটি ধর্মীয় ফেরকার কাছে সমালোচনার পাত্র হয়ে আছে। এই গোষ্ঠীকে উপমহাদেশের মুসলমানেরা চিনে। কিন্তু আশ্চার্যের কথা হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সাধনাকারী মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের প্রপাগন্ডা ধুলিস্মাৎ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য অকাট্য দলিল প্রমান ও প্রভাবশালী যুক্তির মাধ্যমে যে মহান ব্যক্তি আন্তরিক সহযোগিতা করে গেছেন সেই মহান ব্যক্তিত্বকে পাকিস্তানের ইসলাম বিদ্বেষী ও স্বার্থপর কিছু মহল কংগ্রেসের রক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। তাদের এই হীন প্রচেষ্টার কারণে পাকিস্তানীদের মনমগজে একটি মিথ্যা ধারণা বসিয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু সত্যকে কখনো মিথ্যা পরাজিত করতে পারে না সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। ইতিহাস এটা প্রমান করে ছাড়বে যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের এমন একটি করুণ মহুর্তে যখন মুসলিম মিল্লাত তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাদের এই প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য শত্রুদেরকে দাঁত ভাংগা জবাব দিয়ে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) যে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন চিরকাল মুসলিম মিল্লাত তার এই ইহসানে ডুবে থাকবে।

ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করার দাবীতে আন্দোলন করার অপরাধে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হলে এক বক্তৃতায় সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) সরকারের এই হীন ষড়যন্ত্র ও প্রপাগন্ডার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন–, "জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের দল, এবং অখন্ড ভারতের সমর্থক তাই এরা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। পাকিস্তানের হাজারো এমনকি লাখো ব্যক্তি আছেন যারা আমাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষ করে "মুসলমান আওর মাওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ এবং মাসালায়ে কওমিয়াত" (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) বইগুলো যারা পড়েছেন, তারা ভাল করেই জানেন যে, আজকের কংগ্রেস বিরোধী বড় বড় নেতারা কংগ্রেসী আন্দোলনের ক্ষতিকর দিকসমুহ এবং একজাতিত্বের ভ্রান্তি সমুহ সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। আমি সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদেরকে

www.priyoboi.com

এগুলো সম্পর্কে সচেতন করেছিলাম। একজাতিত্বের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে আমার চেষ্টা ও ভূমিকা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের চেয়ে বেশী না হলেও অন্ততঃ কম হবেনা। তাই ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞলোকেরা ছাড়া আর কে এ কথা বিশ্বাস করতে পারে যে, আমি কংগ্রেস ও তার অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সমর্থক।"

পরিশেষ

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)এর উপরোক্ত কথা গুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" এবং মাসালায়ে কওমিয়াত বইগুলো পড়ে, তবে সে এই সিদ্ধান্ত না নিয়ে পারবে না যে, উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের হেফাজতের ইতিহাসে সাইয়েদ মওদূদীর (রঃ) নাম "স্বর্ন অক্ষরে লেখা থাকার উপযুক্ত" সাইয়েদ মওদূদীর (রঃ) বই পুস্তক পড়লে কেউ কংগ্রেসের সমর্থক থাকতে পারে না এটা ছিল সাইয়েদ মওদূদীর (রঃ) অনন্য অবদান।

www.priyoboi.com

মাওলানার আকর্ষনীয় সাহিত্য সুপ্ত মনে জাগায় বিরামহীন স্পন্দন এবং চিন্তায় আনে অভূতপূর্ব জাগরণ

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) ১৯৭৯ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যু মেঘের ঘনঘটা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জগতের পূর্ণিমার চন্দ্রকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আচ্ছাদিত করে দেয়। মাওলানার এ মৃত্যুতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বস্তরের লোক তথা চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, উলামায়ে কেরাম, সূফিয়ানে কেরাম এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ জনগণসহ ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কেননা মাওলানার মৃত্যু কোন একটি ব্যক্তির মৃত্যু নয় তাঁর মৃত্যু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৃত্যু, এলম ও আমলের মৃত্যু, একটি জাহানের মৃত্যু।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর জন্ম হয় দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেক বুজুর্গ আলেম ও সূফিয়ানে কেরাম জন্মগ্রহণ করেছেন। চিশতিয়া খান্দানের প্রসিদ্ধ বুজর্গ আল্লামা খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতীর মত মহান ব্যক্তিও এ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর পিতার নাম ছিল সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী। তাঁর পেশা ছিল আইন ব্যবসা। ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ সালে আওরংগাবাদে মাওলানা জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে তিনি মওলভী পরীক্ষা (বর্তমানে মেট্রিক) পাশ করেন। সে সময়ে মাওলানা পিতার অসুস্থতার কারণে ভূপাল চলে যান। পিতার অসুস্থতার কারণে তাঁর লেখাপড়া সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি দিল্লীতে পূণরায় ফিরে আসেন এবং বিদ্যা শিক্ষায় নিয়োজিত হন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মাওলানা সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত ছিলেন। সে সময়ে মদীনা, (বজনূর থেকে প্রকাশিত) তাজ, (জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত) মুসলিম (দিল্লী থেকে প্রকাশিত) ইত্যাদি পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯২৫ ইং সালে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "আল জমিয়ত" পত্রিকা প্রকাশিত হলে মাওলানা তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে

www.priyoboi.com

"জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ" যখন কংগ্রেসের সংগ অবলম্বন করলেন, তখন "আল জমিয়ত" পত্রিকার দায়িত্ব থেকে মাওলানা অব্যাহতি নেন।

সাংবাদিকতার সাথে সাথে মাওলানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর অধ্যয়ন চালু রাখেন এবং উচ্চ পর্যায়ের আরবী কিতাবসমূহ তিনি বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে পড়েন।

কিন্তু এ পর্যন্ত মাওলানা যেসব পত্র-পত্রিকায় কাজ করেছেন, সেগুলো তাঁর নিজের ছিল না। তাই তিনি নিজে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময়ে আবু মুহাম্মদ মোসলেহ সাহেবের সম্পাদনায় দক্ষিণ হায়দরাবাদ থেকে মাসিক "তরজমানুল কুরআন" প্রকাশিত হত। মাওলানা এ পত্রিকাটির মালিকানা নিজেই নিয়ে নেন এবং এটাকে নিজের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত "তরজমানুল কুরআন প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকাটির মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন, তা সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট । ১৯৩৮-এর শুরুতে মাওলানা মওদূদী (রঃ) আল্লামা ইকবালের আহবানে পাঞ্জাবে চলে আসেন এবং সেখানে দারুল ইসলাম পাঠান কোর্টকে কেন্দ্র বানিয়ে সংস্কারমূলক কাজ শুরু করে দেন। ১৯৪১ সালে তিনি "জামায়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সংগঠনের সর্বপ্রথম আমীর নির্বাচিত হন।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) সাধারণত প্রথম শ্রেণীর একজন চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তিনি রাজনৈতিক অংগনে নিয়মতান্ত্রিকতা, ন্যায় পরায়ণতা, চারিত্রিক মাধুর্য, আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা নির্ভিকভাবে সত্যের প্রকাশ ইত্যাদি উন্নত ও সৎগুণাবলী চালু করেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মাওলানা ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন অতুলনীয় সংস্কারক, তিনি ছিলেন মহান মুবাল্লেগ, সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক, উন্নত সাহিত্যিক, পন্ডিত এবং যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ।

পাক-ভারত উপমহাদেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং আল্লামা ইকবালের (রঃ)-পর মাওলানা মওদূদীই (রঃ) একমাত্র লেখক, যাঁর রচনা ও লেখা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যসহ গোটা দুনিয়াকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর লিখিত মৌলিক বই-পুস্তকের সংখ্যা শতাধিক। এগুলোর মধ্যে "ইসলাম পরিচিতি",

www.priyoboi.com

"ইলামের বুনিয়াদী শিক্ষা", "তাফহীমুল কুরআন" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "ইসলাম পরিচিতি" হচ্ছে এমন একটি বই, যেটিতে মাওলানা ইসলামের যাবতীয় বিষয়গুলোকে সরল ও সহজভাবে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীর প্রায় অর্ধ শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় এ বই-এর অনুবাদ হয়েছে। তাফহীমুল কোরআন হচ্ছে মাওলানার এক অতিগুরুত্বপূর্ণ অবদান। এটি উর্দূতে ছয়টি বড় বড় খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে। কোরআনের পয়গাম সকলের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ তাফসীরটির ভূমিকা অনন্য। এ তাফসীরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-কোরআনের আয়াতের যথাযথ উর্দূ অনুবাদ। মাওলানা মওদূদীর প্রায় অর্ধশতাব্দীর গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার সারমর্মই এ তাফসীরে তুলে ধরা হয়েছে। এ তাফসীরটি বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর রাজনীতি ও ইজতেহাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে দ্বিমত পোষণ করা সম্ভব, কিন্তু উর্দূ ভাষাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তা অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এক কথায় তিনি উর্দূ ভাষাকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি আরবী ও ইংরেজী ভাষায় সুপন্ডিত হওয়া সত্বেও উর্দূ ভাষাকে তাঁর সাহিত্য ও লেখার প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে শুধু উর্দূ ভাষার ভাগ্যই পরিবর্তন হয়নি বরং তার মান-মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ পৃথিবীতে আরবী ভাষার পর সবচাইতে অধিক সংখ্যক ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের মূল্যবান তত্ত্বাবলী উর্দূতেই পাওয়া যাচ্ছে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মাওলানা মওদূদীর রচনা ছিল একটি অলৌকিক ব্যাপার। পাক-ভারত উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হওয়ার সাথে সাথে উর্দূ ভাষা ইংরেজীসহ অন্যান্য বড় বড় ভাষাগুলোকেও পথনির্দেশনা দিচ্ছে এবং তাদের কাছে আদর্শ পেশ করছে।

মাওলানা উর্দূ সাহিত্যে কলম ধরার পূর্বে উর্দূ ভাষা অনেক চড়াই-উতরাই ও উন্নতির সোপান অতিক্রম করেছে। মাওলানার পূর্বে মীর আমীন, মীর্জা গালেব, স্যার সৈয়দ আহমদ, আলতাফ হোসেন হালী, নজীর আহমদ, শিবলী ও মাওলানা আযাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কলম উর্দূ সাহিত্যকে অনেকাংশে সৌন্দর্য দান করেছে। তাই একে মাওলানার সৌভাগ্য বলা যায়।

www.priyoboi.com

বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ডংকা বাজানোর সৌভাগ্য যখন মাওলানার হয়েছে, তখন তিনি উর্দু সাহিত্যকে এমন শীর্ষ মর্যাদায় পৌছে দিয়েছেন, যেখানে পৌছানোর কথা ইতিপূর্বে কল্পনা ও করা যেত না। উর্দূর আধুনিক গদ্য সাহিত্যের সর্বপ্রথম রূপ স্যার সৈয়দের রচনায় আবিষ্কৃত হয়। তিনি উর্দূ গদ্য সাহিত্যকে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আর এভাবেই সাদাসিদা ও কপটতামুক্ত ভাবভঙ্গীর সাথে উর্দূ ভাষাকে পরিচিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অকপট ভাবভঙ্গী উর্দূ ভাষাকে অনেক ক্ষেত্রে রসহীন বানিয়ে দিয়েছে। হালীর রচনা-পদ্ধতি ভিন্ন আঙ্গিকের, কোন কোন বিষয়ে তাঁর অনর্থক দীর্ঘ, বিস্তারিত রচনা উর্দূর গদ্য সাহিত্যকে অনেক ক্ষেত্রে রসালো হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। অবশ্য নজীর আহমদ দেহলবী উর্দূ গদ্য সাহিত্যকে জোরালো বানিয়ে দিয়েছেন। তবে আরবী-ফার্সীর কঠিন শব্দ ও পরিভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে তিনি সাহিত্যকে ভারী বানিয়ে দিয়েছেন। মাওলানা আযাদ রচনা লেখার উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছেন। শব্দের মার-প্যাঁচ নিয়ে খেলা করা মাওলানা আযাদের একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাহিত্যগুলো আকর্ষণীয় হলেও বর্তমান যুগের বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম। তবে আল্লামা শিবলীর প্রকাশ ভঙ্গী তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। তিনি আধুনিক যুগের প্রাণবন্ত উর্দূ সাহিত্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

মাওলানা মওদূদী সাদাসিদা, অকপট এবং সরল সহজভাবে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ, হা'লী এবং নজীর আহমদ দেহলভী প্রমুখ সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকভাবে শিবলীর প্রতি নিবদ্ধ। শিবলীর দৃষ্টিভঙ্গী কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের মহত্ব ও মর্যাদার পাহারাদার। যদিও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল কিনা আমাদের কাছে তা অস্পষ্ট। কারণ তাঁকে একই মুহূর্তে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রঃ) এবং আব্বাসীয় শাসক মামুনুর রশীদ (যিনি রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি) উভয়কে প্রশংসা করতে দেখা যায়। তবুও আল্লামা শিবলী পাশ্চাত্য পন্ডিতদের বাড়াবাড়ির যে সমালোচনা করেছেন এবং প্রাচ্যবাসী মুসলমানদের স্বকীয়তাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছেন, মাওলানা মওদূদী (রঃ) তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি। আবার রচনাভঙ্গীর দিক

www.priyoboi.com

থেকেও সাইয়েদ মওদূদী শিবলীর অনেক নিকটবর্তী। কেন না শিবলীর গদ্য সাহিত্য তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সাহিত্যের তুলনায় অনেক ব্যাপক সৃজনশীল এবং সাহিত্যিক মান ও সৌন্দর্যের অধিকারী। তবে মাওলানা মওদূদী (রঃ) তাঁর প্রাথমিক যুগে আল্লামা শিবলী ছাড়াও মাওলানা আযাদের সাহিত্য দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ঐ সব প্রভাব থেকে সাইয়েদ মওদূদী অনেক উর্ধ্বে উঠে এসে নতুন রং অবলম্বন করেছেন। আর এ রঙে ঐ সমস্ত সৌন্দর্যগুলো লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো শুধু তাঁর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। এবং এ রংটি সৃষ্টি করার পেছনে যুগের চাহিদা ছাড়াও তাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি ভূমিকা পালন করেছে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর পূর্বে আমাদের এ সমাজে অনেক জ্ঞানী–গুনী ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করেছেন। একথা সত্য যে, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। তাদের কিছু সংখ্যক ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে অংকিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, আবার অনেকেই ইসলামী চিন্তাধারার বর্ণনায় সমস্যার আশ্রয় নিয়ে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন। এমনিভাবে কারো কারো মনোভাব ছিল ইসলাম থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। শিবলী, আকবর এলাহাবাদী, আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ ইসলামের পুনরুজ্জীবনের পতাকাবাহী ছিলেন। তবে ইসলামের ব্যাপারে তাঁদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণার অভাব ছিল। তাই আল্লামা শিবলী আব্বাসীয় শাসনামল ও মোগল শাসনামল উভয়টির প্রশংসা করেছেন এবং আকবর এলাহ্বাদী প্রাচ্যে প্রচলিত অর্থহীন রসম–রেওয়াজে আসক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ইংরেজ বিতাড়নকে যথেষ্ট মনে করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর সাথী–সঙ্গীরা আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উথান ও ইংরেজ প্রতাপে শংকিত হয়ে দুর্বল সুর অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে নিয়াজ ফতেহপুরীর মত সাহিত্যিকগণ ইসলামের পরিপূর্ণ সফলতার ব্যাপারে প্রতিকূল পরিবেশ দেখে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তবে আল্লামা ইকবালকে এ যুগের "আলোর মিনার" মনে হয়েছে। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণ সফলতার ব্যাপারে যাবতীয় সন্দেহের কাঁটাসমূহ বিদূরিত করে তাকে বিজয়ী করার পথ সুগম করেছেন। তিনি আপোষহীনভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করে মুসলমানদের জন্য ইসলামের স্পষ্ট নকশা অংকন করেছেন। ডঃ ইকবালের এ সাহিত্য–তৎপরতাকে মাওলানা

www.priyoboi.com

মওদূদীর গদ্য সাহিত্য বিপুলভাবে শক্তিশালী করেছে। সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্বে যে প্রতিভা, যোগ্যতা, চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানগরিমা নিহিত ছিল, আল্লামা ইকবাল তাঁর জীবনের শেষ সময়গুলোতে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯২৭ ইং সালে সাইয়েদ মওদূদীর সর্বপ্রথম লিখিত জাগরণ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "আল-জিহাদু ফিল ইসলাম" যখন আল্লামা ইকবাল দেখতে পান, তখন তিনি সাইয়েদ মওদূদীর খুবই প্রশংসা করেছেন। ১৯৩৭ ইং মাওলানা যখন ইসলামে জাতীয়তা সম্পর্কে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ গ্রন্থে আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেন এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক জাতিসত্তার চিত্রঅংকন করেন, তখন আল্লামা ইকবালের অন্তর আনন্দোৎফুল্ল হয়ে যান। তাই সাইয়েদ মওদূদীর কাছে পাঞ্জাবকে দাওয়াতের কেন্দ্র বানানোর জন্য পরামর্শ পেশ করে পাঞ্জাবে চলে আসার জন্য অনুরোধ করেন। আর সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) আল্লামা ইকবালের এ অনুরোধে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাবকে নিজের দাওয়াতী কাজের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন।

সাইয়েদ মওদূদী ও আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারার মধ্যে এ জন্যই পুরাপুরি মিল ছিল যে, তাঁরা উভয়েই সমাজ জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। মূলতঃ আল্লামা ইকবালের পর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সবচাইতে বেশী যে ব্যক্তিটি চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে কাজ করেছেন, তিনি হচ্ছেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)। ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের পরিপূর্ণরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গী ছিলঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে ভালভাবেই সক্ষম। ইসলাম নতুনভাবে জীবনকে গঠন করার জন্য স্বভাবসম্মত বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুন পেশ করেছে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর দাওয়াতের মূলকথা হচ্ছে-ইসলাম শুধুমাত্র কতগুলো আকিদা-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটি ধর্ম নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম চায়-ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র নির্বিশেষে সকলের উপর এবং দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। দুনিয়ার বর্তমান বিশৃংখল অবস্থা একমাত্র তখনই বিদূরিত করা সম্ভব, যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ এবং সাম্য,

www.priyoboi.com

ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব সর্বক্ষেত্রে কায়েম হবে। বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়টিই সঠিক-সরল পথ থেকে সরে গেছে বলেই আজ পৃথিবীব্যাপী মারাত্মক দূরাবস্থা বিরাজ করছে। অথচ উভয়টির মুক্তি ও শান্তি কোরআনের অনুসরণ ও রাসূল (সাঃ) উপস্থাপিত আদর্শের অনুকরণেই নিহিত রয়েছে। সমগ্র দুনিয়ায় যাবতীয় বাতিল মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ী করা ও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজে আইন। আর একমাত্র কোরআন ও রাসূলের (সঃ) আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তাঁদের হৃত গৌরব ও মান-মর্যাদা ফিরে পেতে পারে।

বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব ও স্পষ্টতা মাওলানার সাহিত্যকে এমন অনেক সৌন্দর্য দান করেছে, যেগুলো সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়। তাঁর লেখা অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিষয়বস্তু বুঝতে কঠিন হয় এমন সংক্ষিপ্ততা থেকেও মাওলানার লেখা মুক্ত। আবার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকেও মাওলানার লেখা পবিত্র। তিনি যা কিছু বলতে চান, তা ভার্সাম্যপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে এবং ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী বর্ণনা ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিটি লেখা চিন্তার চর্চা, শব্দ ও বাক্যের শৃংখলার উত্তম উদাহরণ। মাওলানা একটি সুশৃংখল চিন্তাধারার প্রকাশ ও যুক্তি-প্রমাণের শক্তি প্রদর্শনেপূর্ণ অভিজ্ঞ তাই তাঁর প্রতিটি লেখা যুক্তি-প্রমাণ ও পূর্বাপর সম্পর্কে ভরপুর। আর এ জন্যই উর্দূ সাহিত্যের পুরো ইতিহাসে মাওলানা মওদূদীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি কেউ রাখেননা। তিনি উর্দূকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গদ্য সাহিত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অর্থ আবার এও নয় যে, মাওলানার সাহিত্য রসহীন ছিল।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ভাষাগত বিশুদ্ধতা। "মাহের আল-কাদেরী খোরসানী" গবেষণার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং ভাষার ব্যাপারে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। ভাষাগত বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে তিনি কাউকে ক্ষমা করতেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা মওদূদী সাহেবকে খুবই সম্মান করতেন। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদীর লেখায় কোন শব্দ বা বাক্যের ব্যাপারে তাঁর মনে খটকা সৃষ্টি হলে, তা তিনি

www.priyoboi.com

মাওলানাকে তৎক্ষণাত চিঠির ম্যাধমে জানাতেন। তিনি একবার মাওলানার কাছে এ ধরণের একটি চিঠি লিখলে মাওলানা তার উত্তরে লিখেন "যদিও আমি ভাষাগত সনদের দাবীদার নই, তবুও উর্দূ বলা, লেখা ও পড়ায় আমার পঞ্চাশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং আমি ভাষার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। হয়ত আমার লেখায় ঐ জাতীয় শব্দের ব্যবহার পাওয়া যেতে পারে, যেগুলো নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমার ভাষায় ভাষাগত ভুল ভ্রান্তি খুঁজে পাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার বিপরীত ব্যবহার ও আমার ভাষায় আপনি দেখতে পাবেন না। কারণ যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার পরিত্যাজ্য হয়েছে, আমিও সেগুলোকে ত্যাগ করেছি এবং নতুন শব্দের ব্যবহার অবলম্বন করেছি। বিশেষভাবে বিগত বিশ বৎসরে দেশ বিভক্তির কারণে উর্দূভাষা ও সাহিত্যের উপর যে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আমার একান্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সাধনা ছিল উর্দূ ভাষাকে যাবতীয় পরিবর্তন থেকে তার প্রকৃত রূপে বহাল রাখার। মাওলানা ভাষাকে দেবতা বানিয়ে পূঁজা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং তিনি ভাষাকে মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম মনে করতেন। আর এ কারণেই তাঁর সাহিত্যে দিল্লীর খান্দানী ভাষা ও আধুনিক উর্দূ সাহিত্য উভয়টি পাওয়া যায়। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কঠিন কঠিন বিষয়ে পর্যন্ত তিনি সহজ-সরলভাবে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভঙ্গীতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে সামান্যতমও কষ্ট অনুভব করতেন না। রাজনীতি, আইন, সভ্যতা, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতি এককথায় যাবতীয় বিষয়ে তিনি সাবলীল ও সরল ভাষায় কোন রকম কপটতা ও গোজামিলের আশ্রয় না নিয়ে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করতেন। অনেক সময় প্রয়োজনানুসারে তিনি রহস্যময় বাক্য ব্যবহার করতেন এবং কৌতুকপূর্ণ তুলনা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাক্য ও পরিভাষা তৈরী করা থেকেও তিনি বিরত থাকতেন না। তবে কঠিন শব্দ ও দুর্বোধ্য বাক্য ব্যবহার করাকে তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণ পছন্দ করত না। সুতরাং মাওলানার আকর্ষণীয় বর্ণনা ভঙ্গী এবং অদ্বিতীয় সাহিত্য উর্দূ গদ্য সাহিত্যকে অকৃপণভাবে সৌন্দর্য দান করেছে। সাইয়েদ মওদূদীর লেখা সকালের মৃদু বাতাসের ন্যায় মনকে উদ্বেলিত করে তুলে, সুপ্ত হৃদয়েজাগায় বিরামহীন স্পন্দন।

www.priyoboi.com

আলেমে দ্বীনঃ মাওলানা মওদূদী (রঃ)

গোলজার আহমদ

সভাপতি উলামা একাডেমী, মনছুরা লাহোর

মাওলানা গোলজার আহমদ, সভাপতি উলামা একাডেমী লাহোর, মনছুরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্য মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেনঃ

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে জ্ঞান জগতের সূর্য অস্ত যায়। দুনিয়াবাসী পুনরায় বঞ্চিত হয়ে যায় আলোর মিনার থেকে । ইসলামী বিশ্বের বীরপুরুষ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী আলেমে দ্বীন বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সেরে কোরআন, আশেকে রাসুল (সাঃ) বিংশ শতাব্দীর সংস্কারক, মুজতাহিদ মাওলানা মওদূদীর ছায়া দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনসমূহের অন্যতম চিন্তানায়ক ও পরিচালক বিদায় নিয়েছেন। ধর্ম, রাজনীতি, সমজনীতি অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে যে কণ্ঠস্বরটিকে দলীল হিসেবেমানা হত তা আজ নীরব হয়ে গেছে।

যদি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর রাত দিন গুলোকে এক ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে যদি কোন অতুলনীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আগমণ মেনে নেওয়া হয়, তবে তিনি হচ্ছেন সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) । হ্যাঁ, এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার দিগন্তে উদিত হয়েছে কয়েকটি নক্ষত্র। তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতার মজলিসে আলোকিত হয়েছে কয়েকটি বাতি, সাহিত্য ও রাজনীতির বাগানে অনেকবার বয়ে গেছে বসন্তের মৃদু বাতাস, রচনা এবং সংকলনের উদ্যানে ফুটেছে অনেক ফুল। কিন্তু, মাওলানার মত বিভিন্নমুখী সুদূর প্রসারী চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিত্ব এ শতাব্দীতে যে পরিমাণ গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে, সময়ের

www.priyoboi.com

প্রবাহের সাথে তা অস্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে উজ্জল থেকে উজ্জ্বলতর ও স্পষ্ট হতে থাকে।

মাওলানা মরহুম একদিকে ছিলেন সত্য ও হেদায়াতী কাফেলার পরিচালানাকারী চিন্তানায়ক, অন্যদিকে রাজনৈতিক, ময়দানে একজন সফল মর্দে মুজাহিদ। তিনি যেমনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গবেষক, তেমনি ছিলেন সুপন্ডিত ও সাহিত্যিক। তিনি যেমনি ছিলেন ইমাম রাজীর সুক্ষ চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী ঠিক তেমনি ছিলেন গজ্জালী (রঃ)-এর বিশেষ ধারক।

কাগজ-কলমের এ দুনিয়াতে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যালোচনাকারী বিরাট আলেম, সুদক্ষ ঐতিহাসিক এবং নতুন ধারা সৃষ্টিকারী প্রভৃতি বড় বড় মনীষীদের আগমণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যখন ইবনে তায়মিয়া, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর মত মনীষীগণ জেল-ফাঁসিকে চুমো দিয়ে, অসহ্য নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সাইয়েদ মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিত্ব এমন একটি বাগানের ন্যায় যেখানে আছে বিভিন্ন প্রকারের ফুল। আবার প্রত্যেকটি ফুলের রং ও সুঘ্রাণ বিভিন্ন প্রকারের। সে ফুলের রং যেমনিভাবে মানুষের দৃষ্টিকে কেড়ে নেয়, তেমনিভাবে সুঘ্রাণ অন্তরে অসীম আনন্দ দান করে।

মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতিটি দিক নিয়ে পুংখানুপুংখ আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা আমাদের আলোচনা একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখব, আর সে বিষয়টি হচ্ছে আলেমে দ্বীন হিসেবে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর অবস্থান ও মর্যাদা। আলেমে দ্বীন শব্দটি মুখে আসতেই অথবা কানে পড়তেই সাধারণত মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তা ঐ ব্যক্তির দিকে যায়, যিনি বিশেষ ধরণের বেশবুশের অধিকারী এবং বিশেষ পদ্ধতিতে সিলেবাস (নেছাব) শেষ করেছেন অথবা প্রসিদ্ধ কোন দ্বীনী মাদ্রাসা থেকে সনদ নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, যুক্তিশাস্ত্রের (মান্তেকের) "কালা-আকুলু"- এর পর্যালোচনাকে ইলম বলেনা; এমনিভাবে উক্ত শাস্ত্রের বই "ছোগরা কোবরার" অধ্যয়নকে ইলম বলা যায় না। ইলম হচ্ছে প্রকৃত সত্য উদঘাটন। যে কোন বিষয়ের বা জিনিসের মর্ম উদঘাটন করা। যদি এরুপ না হয়, তবে সে ইলমকে প্রকৃত ইলম বলা চলে না। বড়জোর তা বর্ণসমষ্টি বা শব্দ সমষ্টির ধারণা হতে পারে। এ

www.priyoboi.com

কথাটি মাওলানা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি গ্রন্থাগারের পর গ্রন্থাগার মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়েছিলেন। দুনিয়াজোড়া মনগড়া মতবাদগুলোকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন তাঁর হাতের মুঠোয়। মহা গ্রন্থ আল কোরআনকে তিনি একমাত্র জ্ঞানের চাবিকাঠি মনে করেছেন। কারণ এতে রয়েছে তত্ত্বের ভান্ডার জ্ঞানগর্ব ও রহস্যপূর্ণ আলোচনা। মাওলানা মরহুম কোরআন মজিদকে সবচাইতে উপকারী গ্রন্থ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে এ মহাগ্রন্থটি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা দিতে সক্ষম। মাওলানা এ জ্ঞানভান্ডার আয়ত্বে আনার জন্য রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসকে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোরআন ও হাদীসের উপর পান্ডিত্য অর্জনে মাওলানা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন এবং এর মাধ্যমেই মাওলানা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর লিখিত বই-পুস্তকেই অনন্য ইজতিহাদের নমুনা পাওয়া যায়। আমরা যখন তাঁকে আলেমে দ্বীন হিসেবে পর্যালোচনা করি তখন অনুভব করতে পারি, তাঁর দ্বীনী ইলম শুধু ফেকহী মাসআলা-মাসায়েলে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি যেমন ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনে করতেন ঠিক তেমনি দুনিয়ায় প্রচলিত জ্ঞানসমূহকেও দ্বীনের একটি সহযোগী মাধ্যম হিসেবে জানতেন। এজন্যই মাওলানা তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ যাবতীয় জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি কোন বিষয়ে যখন রায় প্রকাশ করতেন তখন সে বিষয়টি গভীরভাবে গবেষণা করেই প্রকাশ করতেন এবং যথা সম্ভব এ বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো গভীর পর্যালোচনার পর তাঁর রায় ঠিক করতেন। আর এজন্যই মাওলানার বই পুস্তকগুলো দলীল ও প্রমাণের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে যারা বছরের পর বছর রাতদিন পরিশ্রম করে অগাধ জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করেছেন এবং দুনিয়ার প্রচলিত মতবাদগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন তাদের লিখিত বই-পুস্তক বুঝার জন্য সক্রেটিস ও আফলাতুনের ন্যায় দার্শনিক মস্তিষ্ক প্রয়োজন।

কিন্তু এতে কেউ আশ্চার্যান্বিত না হয়ে পারে না যে, মাওলানা লিখিত বই পুস্তক শুধু মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষকদের মধ্যে নয় বরং কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের

www.priyoboi.com

পন্ডিতদের মধ্যেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, সামান্য লেখাপড়া জানা ব্যক্তিও আজ মাওলানার বইপুস্তক পড়ে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, মাওলানার লেখনী শক্তি উচ্চস্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের কাছে প্রিয়। মাওলানার বর্ণনা ভঙ্গি সহজ সরল। সাথে সাথে যুক্তি প্রমাণের শক্তিও তাতে প্রবল। এ প্রসংগে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাওলানার গোটা জীবন জ্ঞানের গবেষণায় অতিবাহিত হয়েছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এক বিরাট আন্দোলনও করে গেছেন। সুতরাং মাওলানার জীবন শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আমাদেরকে ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনে তায়মিয়া, হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) প্রমুখ মনীষীদের পদাংক অনুসরণ করে চলার শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রতিটি কদমে ইলম ও আমলের সম্মিলন ঘটিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।

ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বিপ্লবী জীবন ব্যবস্থা এবং মানবতার মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত। সময়ের বিবর্তনে, পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়ে আসছে ও হতে থাকবে। বিংশ শতাব্দীর পরিবেশ পরিস্থিতি সামনে রেখে এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গৌরবটি একমাত্র সাইয়েদ মওদূদীর প্রাপ্য। তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সহজ সরলভাবে আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামের বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ইসলামকে দুনিয়াবাসীর সামনে পরিপূর্ণ বিপ্লবী জীবন ব্যবস্থা ও মানবতার "মুক্তিসনদ" হিসেবে পেশ করেছেন।

মালানা মরহুম কৃত এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবচাইতে বেশী প্রভাবিত করেছে শিক্ষিত তরুণ সমাজকে যারা বিভিন্ন ইজম ও মতবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। এজন্যই আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর বিদায়ে বৃদ্ধদের তুলনায় তরুণদের চক্ষু থেকে বেশী অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে এবং তা হওয়ারও কথা, কেননা আকিদা-বিশ্বাস, অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও জাহেলিয়াতের ধ্বংসলিলা থেকে রক্ষা করে মাওলানার বই-পুস্তক

www.priyoboi.com

তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) বলতেন, ইসলাম হচ্ছে সম্পূর্ণটাই জ্ঞান ও আলো এবং অন্যান্য মতবাদ হচ্ছে মুর্খতা ও অন্ধকার। বাস্তবেও তিনি দুনিয়াবাসীর সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম। তাই জ্ঞানীজনরা এ দ্বীন হতে বিমুখ হয়ে থাকতে পারে না।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) পন্ডিত হওয়া সত্বেও নিজেকে জ্ঞানের অধ্যয়নে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর অধ্যয়নের এ ধারাবাহিকতা মৃত্যু ব্যতীত আর কোন শক্তিই বন্ধ করে দিতে পারেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাগজ, কলম ও কিতাবকে জীবনের সঙ্গী বানিয়ে রেখেছিলেন, মাওলানা বলতেন, যদি সম্ভব হত তবে ইট-কাঠের পরিবর্তে আমার কবরে কিতাব রাখার জন্য অছিয়ত করে যেতাম।" "জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষনে লেগে থাক" মাওলানা সম্পর্কে এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে প্রজোয্য। এবং তিনি একথার বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন যে, জ্ঞান অন্বেষণ জ্ঞানীদের প্রধান বৈশিষ্ট। মাওলানা তাই নিজের জীবনে দিকটির প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতেন।

জ্ঞানগত মর্যদা, রাজনৈতিক সুখ্যাতি ও সম্মান থাকা সত্বেও তাঁর চাল-চলন ও স্বভাব মেজাজে অহংকারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায়নি। বরং মাওলানা সর্বদা বিনয়ও নম্রতার প্রতীক ছিলেন। মাওলানা নিজের সাথী-সঙ্গীদেরকে কখনো স্বীয় জ্ঞান ও মর্যাদার উদ্বৃতি দিয়ে শংকিত বা প্রদমিতকরার চেষ্টা করেন নি। মাওলানার মধুর ব্যবহার ও বিনয়-নম্রতা শত্রু-মিত্র, নিকট ও দূরের সকলকেই সমভাবে প্রভাবিত করেছে ও তাদেরকে তাঁর প্রতি আসক্ত করে তুলেছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ যে, **এলমের কোন অহংকার নেই। যে যতবড় আলেম হবে সে তত বেশী বিনয়ী হবে। কারণ জ্ঞান ও অহংকারের মধ্যে আগুন পানির সম্পর্ক।**

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং একটি দ্বীনী, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের আমীর হওয়া সত্বেও যে কোন ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করতেন। নিজের কোন কথাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দূরের কথা, তাঁর মতের বিপক্ষে যুক্তি সঙ্গত কোন বক্তব্য আসলেই নিজ মত কোরবানী করতে প্রস্তুত থাকতেন। অনেকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে।

www.priyoboi.com

সত্য গ্রহণের এ স্বভাব খুব কম লোকেরই থাকে।

আলেমে দ্বীনের এলম ও আমল সম্পর্কে যে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হতে পারে তা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)– এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। মাওলানার মত এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আলেম খুব কমই দেখা যায় কারণ তাঁর এলম সমুদ্রের পানির ন্যায় গভীর ও অসীম। মাওলানা ছিলেন সমস্ত উত্তম স্বভাবের অধিকারী। দয়া–মায়া, বিনয়নম্রতা, সহানুভূতি, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল মাওলানার ব্যক্তিত্বে। মাওলানার জ্ঞানগত মর্যাদা, তাঁর কামালিয়াত তাঁর বৈশিষ্ট ও তাঁর লেখাসমূহের উপর যদি পর্যালোচনা করা হয়, তা বিরাট আকারের বই হয়ে যাবে। অন্যান্য কিতাবের কথা বাদ দিয়ে শুধু তাফহীমূল কোরানের কথাই ধরুন। তাফসীরটিকে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজনীতি, ব্যবহার বিধি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন মতবাদসহ যাবতীয় জ্ঞানের একটি পরিপূর্ণ এনসাইক্লোপেডিয়া বলা যায়। যা প্রত্যেক যুগে জীবন্ত হয়ে থাকবে।

যাবতীয় ক্ষেত্রে মাওলানার পদমর্যাদা নির্ণয় করা আমাদের কাজ নয়। এটা ঐতিহাসিকের কাজ। মাওলানার বিরুদ্ধে এত প্রোপাগান্ডা, মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের আলেম সমাজ ও অলীউল্লাদের মধ্যে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মাণ রয়েছে। তাঁর এ মর্যাদা ও সম্মান দ্বারা বিশ্ববাসী প্রভাবিত হচ্ছে, সমস্ত মুসলমান ফয়েজ–বরকাত হাসিল করছে, তাদের ভিতরকার গভীর অন্ধকারকে প্রভাতের শুভ্র আলো দিয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে মাওলানার প্রভাব। এ আলো, বিপ্লব ও বৈপ্লবিক লেখা এখন আল্লহর রহমতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

www.priyoboi.com

তিনি জীবনের যাবতীয় পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন

□[বিশেষ সাক্ষাৎকারে জনাব নঈম ছিদ্দিকী]

প্রশ্নঃ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর সাথে আপনার সর্ব প্রথম কিভাবে পরিচয় হয়?

উত্তরঃ আমি গ্রামের বাড়ীতে থাকতাম, ছোট কাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই বিভিন্ন ধরণের সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন পড়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। প্রতিবেদনটির লেখক ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা। এ নামটি আমার বড়ই আশ্চার্য মনে হয়েছিল। সম্ভবত প্রতিবেদনটি ছিল দারুল ইসলামের পরিকল্পনা সংক্রান্ত এর ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল; বর্ণনা ভঙ্গী ছিল আকর্ষণীয় ও জোরালো। বড় কথা হচ্ছে প্রতিবেদনের লেখক শুধু দারুল ইসলাম গঠনের আলোচনাই করেননি বরং এ পথে যত ধরণের বাঁধা বিপত্তি ও সমস্যা আসতে পারে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। অপরিচিত এ নামটি এবং তাঁর অভিনব স্কীমের আহবান আমাকে তাঁর প্রতি কৌতুহলী করে তুলল। তাই আমি সম্পাদকের নিকট চিঠি লেখে প্রস্তাবিত স্কীম সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। উত্তরে প্রাথমিক সামান্য ধারণা পেয়ে গেলাম। এ ধারণা আমার আগ্রহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। ইতিপূর্বে আমার অন্তরে ইকবালের ভালবাসাই সবচেয়ে বেশী ছিল এখন এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সাইয়েদ মওদূদীও (রঃ) আমার অন্তরে স্থান করে নিলেন। এবার মূল কথার দিকে ফিরে যাই। উনিশ শত আটত্রিশ সালের প্রথমেই সপ্তাখানেকের জন্য লাহোর গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল আল্লামা ইকবাল ও আল্লামা সাইয়েদ মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আল্লামা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগে আল্লামা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবার দারুল ইসলাম পাঠানকোর্ট যাই, সেখানে আল্লামা মওদূদী (রঃ) দারুল ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। পাঠানকোর্ট সফরের মূল উদ্দেশ্য

www.priyoboi.com

ছিল স্বর্গীয় পুরুষ আল্লামা মওদূদীর সাথে দেখা করার সাথে সাথে দারুল ইসলামের নতুন পদ্ধতি ও পরিবেশ সম্পর্কেও অবগত হওয়া। প্রথম দিন পৌঁছে মাগরিবের নামাজের সময় দেখলাম এক ব্যক্তি মসজিদের নিকটস্থ একটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছেন। তার লেবাস, পোষাক ও দাড়ি তাঁকে অসাধারণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সে ব্যক্তির মুখমন্ডল ছিল মনোমুগ্ধকর সুন্দর। আমি তাঁকে দেখার সাথে সাথেই কারো নিকট জিজ্ঞেস করা ছাড়াই বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে সাইয়েদ মওদূদী। সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্বেও মসজিদে আসার পথে আসসালামু আলাইকুম বলে তাঁর সাথে মুছফাহা করলাম এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পরিচয় হল। আমি সেখানে দুই মাসের জন্য গিয়েছিলাম। এবং এ সুযোগে সেখানে অবস্থান করে মাওলানার ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় ও তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য হল।

প্রশ্নঃ আপনি সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে মাওলানা কি কি কাজ করতেন?

উত্তরঃ মাওলানা অধিকাংশ সময় তরজমানুল কোরআনের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। আসর নামাজের পর মাওলানা ভ্রমণে বের হতেন, ভ্রমণে তাঁর সাথে আমিও থাকতাম। এছাড়া মাওলানা সদরুদ্দীন ইছলাহীও থাকতেন। এ ভ্রমণ ছিল একটি আলোড়ন সৃষ্টি কারী আসরের মত। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে মনোরম পরিবেশে আলোচনা হত। কখনো কখনো সেখানে মাগরিব পড়ে খাওয়া-দাওয়াও একত্রে করে ফেলতাম। তখন কিন্তু এশা পর্যন্ত এ আসর চলতে থাকত।

প্রশ্নঃ এ সমস্ত সাক্ষাতের পর মাওলানা সম্পর্কে আপনার মনোভাব কিরকম হয়?

উত্তরঃ আমি প্রথমেই মাওলানার চিন্তাধারা পড়ে অনুমান করেছিলাম যে, এ লোক নিশ্চয়ই মৌলবী। আমার একথা কিন্তু মাওলানাকে খাট করে দেখার জন্য ছিল না বরং এটা ছিল বাস্তব। কারণ এ লোক মিষ্টারও ছিলেন না। মাওলানা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসম্পন্ন মরদে মুমিন। তাঁর সে কথাটি এখনো আমার অন্তরে গেঁথে রয়েছে যা তিনি একদিন বিকালের ভ্রমণের সময় দাড়ি সম্পর্কে বলেছিলেন, মূলতঃ দাড়ি ইসলামী জীবন

www.priyoboi.com

ব্যবস্থার মৌলিক কোন স্তম্ভ নয়। মাওলানার এ কথা দ্বারা আমার মত দাড়ি ছাড়া লোকদের মনে প্রশান্তি আসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম। মাওলানা, তাহলে কি দাড়ি না রাখলে চলে? তখন মাওলানা বললেন, আমার উদ্দেশ্য সেটা নয়। দাড়ি অবশ্যই রাখা উচিৎ কিন্তু কতিপয় ধর্মীয় ফেরকা, দাড়ির প্রতি যত বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে, তত গুরুত্ব ইসলামে নেই। তিনি যে, একজন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ন লোক ছিলেন একথার মাধ্যমে তার প্রমাণ আমি পেয়ে গেলাম। আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। একবার আমি আল্লামা মরহুম মাশরিকী সাহেব সম্পর্কে মাওলানার নিকট জানার চেষ্টা করলে তিনি আল্লামা মাশরিকী সাহেবের লিখিত দুটি বই (এশাআত ও তাজকীরাত) আমাকে দিয়ে বললেন, কান কথায় কান না দিয়ে মূল কিতাব অধ্যয়ন করে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণাদির মাধ্যমে মতামত পোষণ করা উচিৎ। উল্লেখিত বই দুটির উপর সাইয়েদ মওদূদী টীকাও লেখেছিলেন। টীকাগুলোতে কোথাও মাওলানা লেখকের প্রশংসা করেছেন আবার কোথাও দ্বিমত পোষণ করেছেন, এমনকি কয়েক জায়গায় অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন। সে টীকাগুলো পড়ার সাথে সাথে আমার অন্তরে সাইয়েদ মওদূদীর চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নঃ মাওলানার হাঁটার ভাব-ভঙ্গী কি রকম ছিল?

উত্তরঃ মাওলনার হাঁটা দেখে মনে হত যেন এক ব্যক্তি দায়িত্বের অনুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে কোন জরুরী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কোথাও রওয়ানা হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্য সহকারে হাঁটতেন। তাঁর হাঁটা ছিল কোরআনের এ আয়াতের প্রতিফলন— রহমানের বান্দারা যখন জমিনের উপর চলাফেরা করেন তখন তারা অত্যন্ত বিনম্র হয়ে হাঁটেন।

প্রশ্নঃ মাওলনার পোষাক সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তরঃ- সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ঘরে, অফিসে এবং সফরে বিভিন্ন ধরণের পোষাক পরতেন। তিনি শীতকালে ঢিলা-ঢালা পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং উলের জাম্পার ব্যবহার করতেন। মাথায় উলের গরম টুপি পরতেন। পায়ে গরম মোজা ব্যবহার করতেন, কনকনে শীতের সময় পশমী ছদরিয়া পরতেন। কখনো কখনো বাহিরে যাওয়ার সময় চোস্ত পায়জামা পরতেন। গরম ও শীতের মৌসুমের তারতম্যে শিরওয়ানী ও গরম টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। মূলতঃ

www.priyoboi.com

মাওলানার পোষাক তিন ধরণের হত প্রথমতঃ সাদাসিধা পোষাক দ্বিতীয়তঃ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের পোষাক তৃতীয়তঃ রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন পোষাক।

প্রশ্নঃ মাওলানার কথা বলার ভঙ্গী কি ধরণের ছিল?

উত্তরঃ সাধারণতঃ লেখক এবং বক্তারা তাদের লেখা ও বক্তৃতায় এক ভঙ্গীমায় কথা বলে থাকেন এবং ঘরোয়া পরিবেশে ভিন্ন ভঙ্গীমায় কথা বলেন। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) সর্বদা আকর্ষণীয় কথা বলতেন ঘরে বাহিরে। সভা–সমাবেশসহ সর্বক্ষেত্রে সুন্দর সরল ও গাম্ভির্যপূর্ণ অবস্থায় মাওলানা কথাবার্তা বলতেন; লেখায় ও তাঁর একই চরিত্র ছিল।

প্রশ্নঃ নঈম সাহেব, কতিপয় লোক মাওলানার উপর এ অভিযোগ করে থাকেন যে, মাওলানা নাকি সাধারণত ভারীও কঠোর ভাষায় কথা বলতেন এবং তাঁর কথায় বেশী বেশী "আমি" শব্দ ব্যবহার হত। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ যাদের অহংকার আছে তাদের কথায় আমিত্ব প্রকাশ পায়। আমি আজীবন মাওলানার সাথেই ছিলাম এবং হাজার হজার সভা সমাবেশে মাওলানার সাথে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু আমিতো কখনো তাঁর বক্তব্যে আমিত্বের গন্ধ পর্যন্ত পাইনি। তবে হ্যাঁ, তাঁর মুখে কখনো অক্ষমতার সুর প্রকাশ পেতে দেখিনি। মাওলানার সাথী–সঙ্গীদেরকে কখনো এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি যে, এক ব্যক্তি একাধারে শুনে যাবে আর বক্তা বলতেই থাকবে এবং শ্রোতাদের কোন কথা বলার সুযোগ থাকবে না।

প্রশ্নঃ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মাওলানা কি ধরণের ভূমিকা অবলম্বন করতেন।

উত্তরঃ আমাদের সমাজটা (বিশেষ করে পাক–ভারত উপমহাদেশ) এমন যে, এখানে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়, আবার অনেক সময় ক্রোধেরও ছড়াছড়ি হয়। মাওলানা যেহেতু এ দুইটির কোনটিই অবলম্বন করেন নি সেহেতু মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল সমঝোতা ও বুঝানো। তিনি অনেক সময় শ্রোতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন আমার মতামত গ্রহণ করা বা না করার

www.priyoboi.com

বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের ইচ্ছাধীন। এ ভূমিকাটি মাওলানাকে আজীবন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস থেকে রক্ষা করেছে। কোন রকমের বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হলে এবং পূর্ণ চেষ্টা করেও বুঝাতে অক্ষম হলে, তাতে মাওলানা আল্লাহর কালামের উপর আমল করতেন এবং বলতেন, এ বিষয়ে আমার নিকট যত দলীল প্রমাণ ছিল, তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এখন যদি আপনারা এগুলোর প্রতি নিশ্চিত হতে না পারেন তবে আপনাদের মতের উপরই বহাল থাকতে পারেন। কারণ এছাড়া আমার নিকট আর কোন দলীল প্রমাণ নেই। খুব কম লোককেই এ ধরণের সহনশীল হতে দেখা যায়।

অনেক সময় সাইয়েদ মাওদূদী (রঃ) এমন লোকদের সম্মুখীন হতেন, যারা বিভিন্ন ধরণের গালগল্প ও রংবেরং-এর বাজে কথা নিয়ে মাওলানার কাছে আসত। দু'চার কথার পর মাওলানা যখন তাদেরকে চিনতে পারতেন, তখন তিনি বড় সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করতেন। অর্থাৎ তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিতেন, পক্ষান্তরে মাওলানা চুপ-চাপ বসে শুনতেন। কোন রকম মতবিরোধ প্রকাশ করতেন না এবং তাদের কথা প্রত্যাখ্যানও করতেন না। শুধু তাই নয়, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ধৈর্য্য ধরে মাওলানা তাদের কথা শুনতেন। আমরা মাওলানাকে যখন এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেখেছি, তখন বুঝতে পেরেছি এ লোক কখনো জেল ফাঁসিতে ভয় পাবার নয়।

প্রশ্নঃ মাওলানার মাতৃভাষা কি ছিল?

উত্তরঃ দিল্লীর খান্দানী বংশের ভাষাই ছিল সাইয়েদ মাওদূদী (রঃ)-এর মাতৃভাষা হায়দাবাদের জ্ঞান ক্ষেত্র যে ভাষাকে পরিতৃপ্ত করেছিল এবং ইসলামের আচার ব্যবহার যাকে সুসজ্জিত করেছিল।

প্রশ্নঃ জনাব নঈম সাহেব, মাওলানা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি মানুষের সাথে খোলা মন নিয়ে মিলতেন না, একথাটি কতটুকু সত্য।

উত্তরঃ- দেখুন, মাওলানার সাক্ষাতের পদ্ধতি ছিল যে, কোন নতুন মানুষ সাক্ষাতের জন্য আসলেই তাকে মাওলানা আগেই সালাম দিয়ে দিতেন আর যখন সালামের উত্তর দিতেন, অত্যন্ত নম্রভাবে দিতেন। শান্তভাবে হাত ও শরীর ঝুঁকিয়ে এহতেরামের সহিত মুসাফাহা করতেন। জেলদার পার্কের আসরের মাঝখানে কোন নতুন লোক এসে বসলে মাওলানা কিছুক্ষণ নীরব থাকতে-,

www.priyoboi.com

যাতে আগন্তুকের কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে বলতে পারে। কোন কোন সময় আলোচনার ধারাবাহিকতা জারি রাখতেন। কোন সাক্ষাৎ প্রার্থী ব্যক্তি মাওলানার সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হলে তার আগমণের উদ্দেশ্য জানার জন্য অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে বলতেন আপনি কোথে কে আশরীফ এনেছেন?

মাওলানা নিজে কখনো কোলাকোলি করতেন না। তবে পাঠানকোর্টের সাথীরা এবং আরববাসীরা কোলাকোলি করার ব্যাপারে খুব অগ্রসর ছিলেন। মাওলানার এ ব্যতিক্রম স্বভাবের কারণ ছিল তার অপরাগতা তিনি সর্বদা গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। নতুবা মাওলনার মধ্যে মানুষের সাথে মেলা মেশার স্বভাব প্রবল ছিল। তিনি দারুল ইসলাম চালু করার সময় থেকে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের সাথে খুবই মেলা-মেশা করেছেন। বন্ধু বা সাক্ষাৎকারীদের সাথে এবং বিকালের আসরে কিছু সময় কাটানো ছাড়াও তিনি কিছু অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতেন মানুষের সাথে মেলা-মেশার জন্য।

প্রশ্নঃ জনাব নঈম সাহেব, মাওলানা কি কখনো রসিকতা বা কৌতুক করতেন?

উত্তরঃ- মাওলানা সর্বদা হাঁসি-খুশী থাকতেন। তাঁর স্বভাব সব সময় উৎফুল্ল থাকত। তাঁর এ ধরণের হাজারো ঘটনা আছে। আমি মাত্র এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব।

একবার এক লোক এসে মাওলানাকে বললো, অমুক ব্যক্তি আপনার প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ আরোপ করছেন, আপনি ও তার সম্পর্কে কিছু লেখলে ভাল হত। তখন মাওলানা লোকটিকে বললেন আমি ঐ লোক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েগেছি, কারণ আমি তার ব্যক্তিত্বটা পুরো কল্পনা করে দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি, তার মধ্যে দৃঢ়তা বলতে কিছুই নেই। এরকম আরেকটি ঘটনাঃ একবার আমরা পেশোয়ার যাওয়ার জন্য রেলওয়ে স্টশনে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলাম, সেখানে মাওলানার সাথে আমরা চারজন ছিলাম। মাওলানাসহ আমরা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলাম। তখন এক লোক আমাদেরকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে আসছিলেন। লোকটি হঠাৎ করে আমাদের পাশেই চলে আসল এবং মাওলানার সাথে লেগে ছায়ার মত হাঁটতে লাগল আমরা মাওলানাকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করেও ঐ

www.priyoboi.com

লোকটির প্রতি সর্তক করে দিতে ব্যর্থ হই। অবশেষে আমি বাধ্য হয়ে বললাম There is a fifth person মাওলানা তৎক্ষনাৎ বলে ফেল্লেন A Fifth colamist!

আরেকটি ঘটনাঃ মাওলানা একবার কিছু মেহমানের জন্য চায়ের আয়োজন করেছিলেন। সাথে বিস্কুট ইত্যাদি ও ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেহমানদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বাকের খান। মাওলানা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন "দুঃখিত আমরা বাকের খানীর ব্যবস্থা করতে পারি নাই।" মাওলানা এ ধরণের উৎফুল্ল ও রসিকতামূলক স্বভাব তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ছিল। ১২ ই জুন ১৯৭৯ ইংরেজীতে "ইসলামী নজরিয়াতে কাউন্সিল" (ইসলামী বিধান পরিষদ) এর চেয়ারম্যান, বিচারপতি জনাব আফজাল সিমা বাফেলোতে মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। মাওলানা যে রোডে অবস্থান করতেন তার নাম ছিল (Prodise Street) "প্রডাইস স্ট্রীট" (অর্থাৎ বেহেস্তের রাস্তা)। রাস্তাটি জায়গায় জায়গায় খারাপ ছিল, আর সীমা সাহেব এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে মাওলানাকে বললেন পুরো আমেরিকাতে এ ধরণের একটিও খারাপ রাস্তা নেই। প্রডাইস স্ট্রীটের অবস্থা এত খারাপ কেন? মাওলানা তৎক্ষণাৎ বললেন, জান্নাতের রাস্তাতা একটু কঠিনই হয়ে থাকে। সে বৈঠকে আফজল সীমা সাহেবের পুত্র মাওলানার ফিল্ম উঠাতে চাইলেন সীমা সাহেব পুত্রকে তিনি বললেন আগে অনুমতি নিয়ে নাও। মুহূর্তেই মাওলানা বললেন স্যুট করতে আবার অনুমতির প্রয়োজন কি?

প্রশ্নঃ নঈম সাহেব, আপনিত মাওলানা সম্পর্কে অনেক কিছুই বললেন মাওলানার লেখার পরিবেশ সম্পর্কে একটু বলুন।

উত্তরঃ মাওলানার লেখার এক বিশেষ পরিবেশ ছিল। মাওলানা লেখার রুমটি জামায়াত অফিসেই ছিল। রুমের ভিতরে দেওয়ালগুলোতে চতুর্পাশে আলমিরা সংযুক্ত ছিল। এ আলমিরাগুলোতে দ্বীনী এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে বিপুল পরিমাণ বই-পুস্তক সাজিয়ে রাখা হত।

মাওলানার লিখিত বিভিন্ন পান্ডুলিপি ও তাঁর নিকট আসা চিঠি-পত্র এবং বিভিন্ন প্রুফসমূহ তাকের উপর সাজিয়ে রাখা হত। কাগজ, কলম, ব্লুটিং পেপার, আলপিন, একটি ঘন্টি ইত্যাদি টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হত।

www.priyoboi.com

সূর্যের কিরণ মাটির নীচে হয়ত সাময়িক ভাবে ঢাকা পড়তে পারে,
কিন্তু তা অনন্তকাল জ্বলতেই থাকবে।

------------------------------ *ছদরুদ্দীন এছলাহী*

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর হিন্দুস্তানী বন্ধুদের মধ্যে যে নামটি সর্বপ্রথম ভেসে উঠে তা হচ্ছে মাওলানা ছদরুদ্দীন এছলাহী। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রাথমিক ইতিহাসের উপর কমবেশী আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুস্তানের জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। তাই আমি (জসারতের জনৈক সাংবাদিক) মনে এ ইচ্ছা পোষণ করতাম যে, মাওলানা আবুল লাইছ এছলাহী, মাওলানা ছদরুদ্দীন এছলাহী, মাওলানা সৈয়দ আহমদ আলী ও জামায়াতে ইসলামীর জনাব আফজল হোসাইন(মরহুম) প্রমুখ এ ব্যাপারে কিছু লিখুন। আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথক পৃথকভাবে এসকল বুজর্গদের নিকট তার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছি। অবশেষে মাওলানা ছদরুদ্দীন এছলাহী সাহেবকে এব্যাপারে বাধ্য করতে সফল হয়েছি। তিনি সাইয়েদ মওদূদী সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এ উত্তর গুলো জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট।

মাওলানা ছদরুদ্দীন এছলাহী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংগঠনের সাথে জড়িত। সুদীর্ঘকাল থেকে তিনি মাওলানা মওদূদীর সাথে উঠা–বসা করেছেন। তিনি জামায়াতে ইসলামী হিন্দুস্তানের মজলিসে শুরার সদস্য হওয়া ছাড়াও অনেক বইয়ের প্রণেতা। তাঁর সবচাইতে বড় সৌভাগ্য হচ্ছে এই যে, তিনি একাধারে জীবনের দীর্ঘসময় পর্যন্ত একামতে দ্বীনের ফরজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আমি (জসারতের জনৈক সাংবাদিক) মাওলানা ছদরুদ্দীন এছলাহীর প্রদত্ত উত্তরগুলো নিম্নে উল্লেখ করলাম।

প্রশ্নঃ মাওলানা মওদূদী (রঃ)–এর সাথে আপনার সর্বপ্রথম পরিচয় কিভাবে হয়?

www.priyoboi.com

উত্তরঃ মাওলানা যখন হায়দরাবাদে থাকতেন, তখন আমি মাদ্রাসাতুল এছলাহতে(আজমগড়) লেখা–পড়া করতাম। আমাদের মাদ্রাসাতে তরজমানুল কোরআনের সংখ্যাগুলো নিয়মিত আসত। আমাদের উস্তাদদের কাছে এ পত্রিকার প্রশংসা শুনতাম। তাই এ পত্রিকা পড়ার জন্য মনে বড় আগ্রহ সৃষ্টি হল। কিছুদিন পর দুইটি বিষয় পরপর লিখিত আকারে মাওলানার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। লেখাগুলো অবিকলভাবে মাওলানা তরজমানুল কোরআনে প্রকাশ করে দিলেন। এ হচ্ছে ১৯৩৭ সালের ঘটনা। অতঃপর মাওলানা মওদূদী হায়দরাবাদ থেকে পাঠানকোর্টে চলে যাওয়ার প্রোগ্রাম করলেন। তখন তিনি আমাকে চিঠি লেখে জানালেন "আমি পাঠানকোর্ট চলে যাচ্ছি, তুমি লেখা–পড়া শেষ করে আমার কাছে চলে এসো"। এ হচ্ছে মাওলানার সাথে আমার প্রাথমিক না দেখা পরিচয়।

প্রশ্নঃ মাওলানার সাথে আপনার প্রথম সামনা–সামনি সাক্ষাত কখন এবং কোথায় হয়? আর সে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তরঃ মাওলানার সাথে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় হয় ১৯৩৮ সালে দারুল ইসলাম পাঠান কোর্টের নিকটস্থ চর্ণ ষ্টেশনের ১৫০ গজ দুরত্বে রেল লাইনের উপর। আমি ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেশন মাষ্টারের তথ্য অনুযায়ী দারুল ইসলাম পৌঁছার জন্য রেল লাইন দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম, সামনে দেখি, আকর্ষণীয় পোষাক পরিহিত এক সুন্দর গাম্ভির্যপূর্ণ ব্যক্তি হাতে একটি ছড়ি নিয়ে আমার দিকে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা একে অপরের মুখামুখি হয়ে গেলাম এবং সে লোকটি আমাকে ছালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথেকে আসছেন? আমি বললাম আজমগড় থেকে। একথা বলার পর আমি কে তিনি তা বুঝে ফেললেন। আসলে মাওলানা আমাকে নেওয়ার জন্যই ষ্টেশনে আসছিলেন। এ ছিল মাওলানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত। আর এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই স্পষ্ট।

প্রশ্নঃ মাওলানার সাথে মিশে আপনি কি অনুভব করছিলেন?

উত্তরঃ একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সাক্ষাত যখন হয়েছিল, তখন ইসলামী আন্দোলন বা জামায়াতে ইসলামী বলতে কিছুই ছিল না। তাই মওলানার সাথে আমার জানাশুনা ছিল সামান্য। তাছাড়া এ সাক্ষাতটি স্থায়ী ছিল মাত্র কয়েক

www.priyoboi.com

মুহূর্ত সুতরাং মাওলানার সাথে মিশে আমি এটা ছাড়া কিছুই অনুভব করতে পারি নি যে, আমি একজন মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করছি।

প্রশ্নঃ মাওলানার সাথে আপনি কতদিন এবং কোথায় কোথায় কাটিয়েছেন?

উত্তরঃ আমি মাওলানার সাথে লাহোর ও পাঠানকোর্টে কমবেশী প্রায় তিন বৎসর কাটিয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনি মাওলানার সাথে কখনো সফর করেছেন কি?

উত্তরঃ মাওলানার সাথে শুধুমাত্র আমার একবার দীর্ঘ সফর করার সুযোগ হয়েছে। আর তা সমজতিপুর থেকে বেরেলী পর্যন্ত এবং তা ছিল ১৯৪৩ সালে। আমরা তখন "দরভাঙ্গের" ঐতিহাসিক সমাবেশ থেকে ফিরছিলাম। এছাড়া এক আধবার পাঠান কোর্ট থেকে লাহোরে মাওলানার সাথে সফর করেছি।

প্রশ্নঃ মাওলানা মওদূদী (রঃ) যখন জামায়াতে ইসলামী গঠন করেন, তখন আপনার ভূমিকা কি ছিল?

উত্তরঃ আমি এমনিতেই দারুল ইসলাম আন্দোলনের সদস্য ছিলাম। আর দারুল ইসলাম আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩৯ সাল থেকে। সুতরাং ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সদস্য এমনিতেই হয়ে পড়ি। কারণ, জামায়াতে ইসলামী ছিল দারুল ইসলাম আন্দোলনের পরিপূর্ণ ও নবরূপ। সেজন্য সাইয়েদ মওদূদী (র) আমার দারুল ইসলামের রুকনিয়তকে জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়ত হিসেবে বহাল রেখেছেন।

প্রশ্নঃ আমীর হিসেবে অনুসারীদের সাথে মাওলানার সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তরঃ আমি যতটুকু জানি, আমীর হিসেবে মাওলানা ও অনুসারীদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ও ভ্রাতৃপ্রতীম।

প্রশ্নঃ জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পর জামায়াতে থেকে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বেরিয়ে যাওয়ার পর সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)—এর মানসিক অবস্থা ও ভূমিকা কি ছিল?

www.priyoboi.com

উত্তরঃ যখন এ ঘটনা ঘটেছিল তখন আমি গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। আমি এ ঘটনাটি জানতে পারি আজমগড়ের কমরুদ্দীন খান সাহবের নিকট, যিনি ঐ সময়ে জামায়াত থেকে বেরিয়ে দেশের সকল রুকনদের মাঝে মাওলানা মওদুদীর প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অতঃপর আমি মাওলানার কাছে চিঠির মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্ঠা করি। এর কিছুদিন পর দরভাঙ্গের ঐতিহাসিক সমাবেশ থেকে আসার সময় মাওলানার সাথে আমার এ ব্যাপারে সরাসরি আলাপ হয়। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ সমস্ত লোকেরা জামায়াত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়াও তাদের কিছু আচার-ব্যবহারের কারণে মাওলানা মনে কষ্ট পেয়েছেন।

www.priyoboi.com

তৃতীয় অধ্যায়

www.priyoboi.com

বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লামা মওদূদী

পাকিস্তান দৈনিক জসারাতের প্রতিনিধি জনাব মমতাজ হাসান বিশ্বের প্রখ্যাত মুসলিম মীষীদেরকে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে নিম্নলিখিত-দু'টি প্রশ্ন করেন। আমরা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের উপকারার্থে কয়েকজন মনীষীর ভাষান্তর করে পেশ করলাম

প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ

১নং প্রশ্নঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

২নং প্রশ্নঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন আপনার দৃষ্টিতে তা মূল্যায়ন করুন।

মুহাম্মদ কুতুব (মিশর)

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত মুফাচ্ছেরে কোরআন ও ইসলামী আন্দোলনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতা আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদের ছোট ভাই। মুহাম্মদ কুতুব ছিলেন মিসর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। মিসরে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের উপর জামাল আব্দুন নাসেরের চরম নির্যাতনের সময়ে তিনি তাঁর বন্ধুর দেশ সৌদী আরবে চলে যান। মোহাম্মদ কুতুব ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে মরহুম সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য পাকিস্তানে আসলে এ সাক্ষাতকার নেওয়া হয়

একঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। আর মহান ব্যক্তিগণ মানুষের চোখের আড়াল হলেও সভ্যতা ও চিন্তার জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কারণে তাঁরা মানুষের অন্তর হতে আড়াল হতে পারেন না। সাইয়েদ মওদূদী ঠিক এ ধরণেরই একজন মহান ব্যক্তিত্ব। যাঁকে হৃদয়ের

www.priyoboi.com

স্মৃতিপট থেকে কস্মীন কালেও বিস্মৃত করা যাবে না। তিনি ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা এবং মহান চিন্তা নায়ক।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ইসলামের সংস্কারে বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর এত নিকটবর্তী বান্দা ছিলেন যে, তাঁর উপর সর্বদা আল্লাহর রহমতের ছায়া বিস্তৃত থাকত। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তথা কলিমায়ে তায়্যেবাকে প্রচলিত নীতি বাক্যের গন্ডি থেকে বের করে ঈমান ও তাওহিদের যথার্থ ও দৃঢ় ভিত্তির ঘোষণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি জাহেলী কোন সমাজ ব্যবস্থার মেনে নিতে রাজী ছিলেন না।

সাইয়েদ মওদূদী তাঁর লেখনী শক্তি ও নিজের আমল দ্বারা এ কথার খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কালেমায়ে তায়্যেবা শুধু মৌখিকভাবে পড়লে যথেষ্ট হবে না, বরঞ্চ কলেমায়ে তায়্যেবাকে মুখে পড়ার সাথে সাথে অন্তরে ও গেঁথে নিতে হবে। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের বিধানসমূহকে সার্বিকভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাওলানার অবদান অবিস্মরণীয়। এসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ক্ষুরধার পান্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন তার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে যে, তিনি স্বল্প কথায় এমন তত্ত্ববহুল আলোচনা পেশ করেছেন যেগুলোর বিশ্লেষণের জন্য বড় বড় গ্রন্থরচনা করার প্রয়োজন ছিল। বড় গ্রন্থ রচনা করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু কোন বিষয়ের শাখা-প্রশাখা বিস্তারিতভাবে ও সহজ সরল করে স্বল্প পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা অতি দূরহ কাজ। আর এ কঠিন কাজের যোগ্যতা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

দুইঃ উপরোল্লেখিত অবদান সমূহ মাওলানার ব্যক্তিত্বের একটি দিক। বলা বাহুল্য, যে কোন মতবাদ অথবা কোন সংস্কারমূলক অবদান ততক্ষণ পর্যন্ত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সেগুলোকে বাস্তবতায় রূপদান করা হবে। এটা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় আদর্শবাদী একটি সংগঠনের। এ জাতীয় চিন্তাধারা সামনে রেখে মাওলানা মরহুম জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন, যে সংগঠন বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেছেন তার বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ। মাওলানা ছিলেন একজন সত্যিকার

www.priyoboi.com

নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান, যিনি নিজের চিন্তাধারাও ক্ষুরধার লেখনী এবং নিজের আমলী আদর্শের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজ পরিচালনা করেছেন এবং ইসলামকে যাবতীয় বাতিল মতবাদের তুলনায় একটি উৎকৃষ্ট, আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করেছেন। যার ফলে ভ্রান্ত মতবাদসমূহ তথা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, জড়বাদ প্রভৃতি মতবাদ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। এজন্যই আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে বিশ–বাইশ বছর পূর্বে পাশ্চাত্য জগত ইসলামকে নিয়ে বিভিন্নভাবে বিদ্রূপ করত, সন্দেহ ও হিংসার চোখে দেখত, সেখানে আজ পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় মনীষীরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন এবং ইসলামের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডক্টর মুহাম্মদ কুতুব বলেন, আধুনিক মুসলিম ইতিহাসে "জামায়াতে ইসলামী" এবং "ইখওয়ানুল মুসলেমীন" একই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান দু'টি আন্দোলন। মুহাম্মদ কুতুব এ দুটি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মিসরের অবস্থা পূর্ব থেকে ভিন্ন। মিসরে বিপত্তি প্রবল। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে মিসরে একদিকে ছিল নতুন নতুন মতবাদের প্রসার, অন্যদিকে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা মিসরের মত এত প্রতিকূল নয়। এখানে আমি একথাই বলতে চাচ্ছি যে, সাইয়েদ মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে, আর শহীদ হাসানুল বান্নাহ মিসরে একই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একই ধারায় আন্দোলন চালু করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বস্তরের লোকদেরকে বিশেষ করে তরুণ ও নারী সমাজকে ইসলামের সঠিক জ্ঞানদান করে আল্লাহর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলা। এ দুই মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে গোটা বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ দেখতে পাচ্ছি। ডক্টর কুতুব অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, মুসলিম মিল্লাতের সংস্কারকদের মধ্যে মাওলানা মওদূদীকে আমার কাছে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতই মনে হয়েছে। কারণ ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ন্যায় সাইয়েদ মওদূদী ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা তৈরী করেছেন। ইলম এবং আমলে ও উভয়ের মধ্যে সমকক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও ইমাম ইবেন তাযমিয়ার মত মাওলানাও জেল–জুলুম সহ্য করে দ্বীনের পথে অবিচল ছিলেন। মুসলিম উমমাহ্‌র মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির

www.priyoboi.com

ব্যাপারে যে জাহেলী চিন্তা চেতনা ও ভুল ধারণা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোকদের মন মগজে জেঁকে বসেছিল, যুক্তি প্রমাণ দ্বারা মাওলানা মওদূদী তার মূলোৎপাটন করেছেন। তিনি একথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলাম ও রাজনীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং রাজনীতি ইসলামেরই একটি অন্যতম দিক। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাও করা যয় না। যেমনিভাবে ইসলাম ছাড়া রাজনীতি ধোকাবাজীরই নামান্তর। সুতরাং সাইয়েদ মওদূদীর এ অবিস্মরণীয় অবদানের কারণে তাঁকে বর্তমান বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুর্ণজাগরণের স্থপতি মানা ছাড়া কোন উপায় নেই।

মুফতি আতীকুর রহমান (ভারত)

মুফতি আতীকুর রহামন নদওয়াতুল মুসান্নেফীন, দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি বয়সে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর চেয়ে দুই বৎসরের বড় ও মাওলানার বড় ভাই আবুল খায়ের মওদূদীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এবং তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতিয়ে–আজম, মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমানের পুত্র। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী ছিলেন তাঁর চাচা। অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুস্থানে তিনি ইসলামের একটি নক্ষত্র হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেনঃ

একঃ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর এ অবদান সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়–তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর উত্থাপিত নতুন নতুন প্রশ্নের আধুনিক যুগের আলোকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় উত্তর দিয়েছেন। ক্ষুরধার লেখনী ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছরের ও অধিক সময় ধরে এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনার ধারা ছিল স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্টমন্ডিত। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) আধুনিক যুগের আলোকে যাবতীয় প্রশ্নের এমনভাবে উত্তর দিতেন যে, তার প্রতিউত্তরে কিছু বলার থাকত না। মাওলানার কোন কোন বই এরকমও আছে যে, বিরোধীরা পর্যন্ত তাঁর সে বইগুলো পড়তে বাধ্য হয়েছে। যেমন ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার উপর তাঁর লিখিত "রেসালায়ে দ্বীনীয়াত" (ইসলাম পরিচিতি) নামক বইটি খুবই উন্নত মানের। ইতিপূর্বে আমার জানামতে এ বিষয়ে উক্ত বইয়ের চেয়ে উন্নতমানের বই আর লেখা হয়নি। সে বইটির অনুবাদ বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় সম্পন্ন হয়েছে। রেসালায়ে দ্বীনিয়াতের

www.priyoboi.com

লিপিগুলিকেও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমি মনে করি, সাইয়েদ মওদূদীর এ বইটি তাঁর কৃতিত্বের অন্যতম একটি নিদর্শন তাঁর এ অবদানের কদর না করা বিবেকবান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুইঃ সাইয়েদ মওদূদী ইসলামী শিক্ষাকে এত সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন যা পাশ্চাত্য বাসীদের চিন্তা–চেতনায়ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দ্বীনের দাবীকে সুসজ্জিত করে পেশ করা ছিল মাওলানার আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই বর্তমান যুগে তিনি দ্বীনের বড় খেদমত করে গেছেন। মাওলানার গবেষণা ছিল ব্যাপক এবং তাঁর এজতেহাদী শক্তি ছিল প্রবল। মাওলানা যা কিছু লিখেছেন তার সাথে কোন মনীষী বা আলেমের দ্বিমত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ মাওলানার লেখনীতে ইজতেহাদী মর্যাদা বিদ্যমান।

মাওলনার সাথে আমার পরিচয় অনেক দিনের। বিশের দশকের শুরুতে যখন তিনি "আল জমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। মাওলানার ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয় প্রভাব বিস্তারকারী, তাঁর বয়স কম হলেও তাঁকে তখন যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হত এবং তাঁকে বড় মনে করা হত। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) কিন্তু তখনো একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। একটি ঘটনা আমার এখনো মনে আছে। আলজমিয়ত পত্রিকায় "মুরতাদ হত্যা"র উপর যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল তা মূলত মাওলানার কলমের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ছিল। মাওলানা মওদূদী (রঃ) এ বিষয়ে কলম ধরেছিলেন মাল্টার রাজবন্দী মাওলনা মাহমুদুল হাসানের স্থলাভিষিক্ত, মাওলানা মুফতি কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের অনুরোধে।

সাইয়েদ মওদূদীর ক্ষুরধার লেখনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁকে একটা মজবুত স্থান করে দিয়েছেন। তাঁর কলমের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তাঁর লেখার বদৌলতে এমন একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াতে বদ্ধপরিকর। তাঁর এ লেখনী শক্তির প্রভাবে আজ যুব সমাজের মাঝে শুধু ইসলামের জজবা সৃষ্টি হয়নি বরং এক একজন যুবক ইসলামের খাদেমে পরিণত হয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী তাঁর লেখা ও চিন্তাধারার মাধ্যমে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছেন সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এ

www.priyoboi.com

ধরণের ক্ষনজন্মা পুরুষ খুব কমই এসেছেন, যাঁরা নিজেদের জন্য ইতিহাসে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে গেছেন।

আরববাসীরা পাকিস্তানকে মাওলানা মওদূদীর মাধ্যমেই চিনেছে

ইউসুফ হাশেম আল–রেফায়ী

জনাব ইউসুফ হাশেম আল–রেফায়ী সাহেব, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কুয়েত সরকারের প্রাক্তণ প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তানের প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসন চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানে সীরাত (সাঃ)–এর উপর অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আরব বিশ্ব থেকে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য ভুট্টো সাহেব বলেছিলেন, আপনারা মাওলানা মওদূদী সাহেবের সাথে সাক্ষাত না করলে, সরকার সেটা সুদৃষ্টিতে দেখবে। সরকারের এ উপদেশ শুনার পর জনাব হাশেম রেফায়ী বলেছিলেন পাকিস্তান আসব অথচ মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাত করব না–তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

একঃ জনাব ইউসুফ হাশেম আল রেফায়ী মাওলানা মওদূদীর ইন্তেকালের পর তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, পাকিস্তান এসে লাহোরে পৌঁছে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর সাথে সাক্ষাত না করে চলে যাওয়াটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্ব শুধু পাকিস্তানে প্রভাব সৃষ্টি করেনি, বরং দুনিয়ার এক বিরাট অংশকেও প্রভাবিত করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্ববাসীর মনে একটি নতুন চেতনা ও আশার সঞ্চার করেছে। মাওলানার রচিত বই পুস্তক ও অন্যান্য রচনাবলী আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং সেগুলো আরব জাহানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর লেখনী শক্তির ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখন অধিকাংশ আলেম মুসলিম উম্মার বৃহত্তর স্বার্থের চিন্তা বাদ দিয়ে ফেকাহের খুঁটিনাটি মাসআলা–মাসায়েলে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনিই মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থের চিন্তা করেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মর্ম ও গুরুত্ব তুলে ধরে বর্তমান আধুনিক সমাজে

www.priyoboi.com

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার বিজ্ঞানসম্মত কর্মপদ্ধতি ও কর্মপন্থা পেশ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক মূল্যবান মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাওলানার এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কাজকে অনেক দূর এগিয়ে দেয়।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) শুধু একজন বড় আলেমই ছিলেন না, বরং তিনি ইসলামী জ্ঞানের আলোকে নিজের আমলী জীবনকে ও সাজিয়েছেন।

দুইঃ আমি যদি একথা বলি, সেটা কোন মতেই অন্যায়ের বিষয় হবে না যে, সাইয়েদ মওদূদী ছিলেন আরববাসীদের জন্য এক মহান ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মাধ্যমেই আমরা পাকিস্তানকে চিনেছি। আরব বিশ্বে পাকিস্তানের জন্য যে বিপুল পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে, তা একমাত্র মাওলানার ব্যক্তিত্বের করণেই পাওয়া যাচ্ছে। জনাব ইউসূফ হাশেম রেফায়ী গভীরভাবে আফসুস করে বলেনঃ সাইয়েদ মওদূদীর মত ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানে আগমণ করার পরিবর্তে আমাদের আরব দেশে যদি আগমণ করতেন, তবে সেটা আরবেদর জন্য বড় সৌভাগ্য ও নিয়ামতের বিষয় হত। আমার মনে হয় হাসান আল বন্নার সাথে মাওলানার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। শহীদ হাসানুল বান্না যখন মিসর ও আরব বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, ঠিক তখন সাইয়েদ মওদূদী ও উপমহাদেশে অবিকল সেকাজেরই আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তবে শহীদ হাসানুল বান্না অপেক্ষা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অধিক সুযোগ পেয়েছিলেন। সে কাজটি হচ্ছে সাইয়েদ মওদূদী তাঁর প্রভাব সৃষ্টিকারী সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বাব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সমূহের নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

সাইয়েদ মওদূদীর মৃত্যু সংবাদ ছিল আমার নিকট এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা —শেখ আব্দুল আজিজ আল মুবারক,

(প্রধান বিচারপতি, সংযুক্ত আরব আমিরাত)

জনাব আব্দুল আজিজ আল-মুবারক সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান বিচারপতি এবং আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি আরব-আমিরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম।

www.priyoboi.com

একঃ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জনাব আব্দুল আজিজ আল-মুবারক বলেন সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ ছিল আমার কাছে এক অসহনীয় মর্মন্তুদ দূর্ঘটনা। শুধু আমার জন্য নয়, বরং সর্বস্তরের মানুষের জন্য মাওলানার মৃত্যু ছিল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা।

দুইঃ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন তার নজীর অতি বিরল। সাইয়েদ মওদূদী সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ত্যাগ ও কোরবানী ছিল একমাত্র ইসলামের জন্যই। জেল-জুলুম, ও অসহনীয় অত্যাচার নির্যাতন তাঁকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর এ প্রচেষ্টা সর্বস্তরের মুসলমানদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। কথিত আছে যে, একজন আলেমে দ্বীন দুনিয়া থেকে চলে গেলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করা সহজে সম্ভব হয় না। মওদূদীর ব্যক্তিত্বের ছাঁয়া দুনিয়া থেকে উঠে যাওয়ার পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, গোটা মুসলিম বিশ্ব তা এক দীর্ঘকালেও পূরণ করতে পারবে কি না আল্লাহই তা ভাল জানেন। মাওলানার মত পন্ডিত, অভিজ্ঞ ও আত্মোসর্গকারী ব্যক্তিত্ব থেকে দুনিয়া কতদিন না বঞ্চিত থাকবে!

তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি দৃষ্টি ইসলামের খাতিরেই পরিচালিত হত। আজকের নতুন জাহেলিয়াতের যুগে ইসলামী চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ ও সহজ-সরলভাবে তুলে ধরার একমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা মওদূদী। তিনি সুকৌশলে ও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইসলামের প্রত্যেকটি দিকের পরিপূর্ণ ও পরিস্কার বর্ণনা দিয়েছেন। মাওলানার এ সৌন্দর্য অন্যান্য চিন্তাবিদ ও পন্ডিতদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে এবং পৃথক মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠা করেছে।

www.priyoboi.com

তিনি ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে ইসলামী বিপ্লবের পথ সুগম করে দিয়েছেন —ইয়াসীন ওমর (সুদান)

সুদানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা, পার্লামেন্ট সদস্য, সচেতন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক ইয়াসীন ওমর। তিনি বলেনঃ

একঃ প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যুগে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একথা প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও সভ্যতা মানবতার জন্য ক্ষতিকর। তিনি এর বিরুদ্ধে শুধু একাই আন্দোলন করেনি, বরং অন্যকেও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে উৎসাহিত করেছেন। আর তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করেছিলেন চিন্তার জগতে।

সাইয়েদ মওদূদী দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন করে শুরু করে ক্লান্ত হননি। সাথে সাথে তিনি আধুনিক ধারায় ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীর যে চিত্র এঁকেছেন তার কারণেই বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সনাতনী চিন্তাধারা পাল্টে গেছে, ইসলাম পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা মুকাবিলা করতে পারে না-এ জাতীয় বিশ্বাসের কারণে যারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, মাওলানার যুগান্তকারী সাহিত্যের বদৌলতে আজ তারা পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। যারা ইসলাম সম্বন্ধে সন্দেহে ভুগছিল, সাইয়েদ মওদূদীর জাগরণ সৃষ্টিকারী সাহিত্য তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। তাছাড়াও তিনি সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের এক দৃঢ় ও অপ্রতিরোধ্য চেতনা সৃষ্টি করেছে। তিনি নতুন প্রজন্মকে সজাগ করে দিয়েছেন। তিনি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী মতবাদগুলোর অসারতা প্রমাণ করে এশিয়া, আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণদের মধ্যে ইসলামের নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করে দিয়েছেন, তোমাদের আসল পরিচয় মুসলমান, আর ইসলামেই একমাত্র তোমাদের কল্যাণ দিতে পারে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) শুধু পাকিস্তান, আফ্রিকা ও এশিয়াতে নয়, বরঞ্চ গোটা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে তাদের সঠিক পরিচিতি সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি দুনিয়ার তরুণ সমাজকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করেছেন।

www.priyoboi.com

দুইঃ সুডানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানার দ্বীনী খেদমতকে মূল্যায়ন করে বলেন, সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) যে ইতিহাসে একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দখল করে আছেন আমি তার আলোচনা করার পূর্বে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি কথা বলছি। সাইয়েদ মরহুমের বই-পুস্তক পড়ার পূর্বে আমি কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলাম, আমি নিজেকে কমিউনিষ্ট হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতাম। আমি মাওলানার সাহিত্যের বদৌলতে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোতে এসেছি। মাওলানা আজকে দুনিয়াতে নেই। কিন্তু, আমি কেন, আমার মত হাজারো যুবক মাওলানার এ ইহ্সান কোন দিন ভুলতে পারবো না তাই আমি সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য। তিনি আমাকে ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে এসেছেন। আমি সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-কে "মহান ব্যক্তি" বলে থাকি। কিন্তু এ শব্দ দ্বারা কি তাঁর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তুলে ধরা সম্ভব?

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে,তিনি ইতিহাসের ধারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বিপ্লব সৃষ্টিকারী সাহিত্য দ্বারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং কৃষ্টির অসারতা শুধু প্রমাণ করেই ছাড়েন নি বরং পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য পর্যন্ত ইসলামের পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তরুণ সমাজ আজ পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের বিজয় শ্লোগান দিচ্ছেন। এটা একটা বড় ধরণের পরিবর্তন, যা সময়ের বিবর্তনে দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ জাগরণ বিস্তার লাভ করছে। আর ইসলাম বিজয়ী হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মনে পড়ে, ১৯৭৫ সালের লন্ডনে মাওলানার সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমি এ মহান ব্যক্তিকে দেখে অনুভব করেছিলাম, ইনিই সে মহান ব্যক্তি যিনি মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। যুবকরাই আগামীতে পৃথিবীর নেতৃত্বের পদে আসীন হবেন। সুতরাং আগামী শতাব্দী হবে ইসলামেরই শতাব্দী।

www.priyoboi.com

এ যুগের রং পরিবর্তন হয়ে যাবে

প্রফেসর হামিদুল্লাহ (ফ্রান্স)

ফ্রান্সের প্রফেসর মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ কথা শিল্পের জগতে একটি প্রভাবশালী নাম। পাশ্চাত্য জগত, বিশেষ করে ফ্রান্সকে ইসলামের সাথে পরিচিত করার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এত প্রবল ভূমিকা প্রফেসর হামিদুল্লাহ ব্যতিত আর কারো নেই। ডঃ হামিদুল্লাহ একজন বড় গবেষক এবং ইসলামের ইতিহাসে এক মহান পন্ডিত।

তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেন আমি সাইয়েদ মওদূদীর অসাধারণ গুণাবলীতে বহু আগ থেকে মুগ্ধ ছিলাম। মাওলানার সাথে আমার ততবেশী সম্পর্ক ছিল না। মাওলানার বড় ভাই, মাওলানা আবুল খায়ের মওদূদী আমার একান্ত বন্ধু। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাইয়েদ মওদূদী এক মহান ব্যক্তি, আর মহান ব্যক্তিদের একটা বৈশিষ্ট হয়ে থাকে যে, যদি তাঁদের ভূল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়, ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথেই খোলা মন নিয়ে তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। আমি একবার ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি লেখায় এক জাগায় ঘটনার ভুল বিবরণের দিকে মাওলানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন মাওলানা ভুল স্বীকার করে আমার নিকট চিঠির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উক্ত ভুল সংশোধন করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। যারা সবসময় জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন, তাদের জন্য এরকম জ্ঞানগত ভুল স্বীকার করে নেওয়া বড় কঠিন কাজ। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর অন্তর ছিল সত্যের প্রতি উদার। এ উদার মনের পরিচয় দিয়ে স্বীয় ভুল স্বীকার করে ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রফেসর হামিদুল্লাহ মাওলানার দ্বীনী খেদমত সম্পর্কে বলেন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের সঠিক তত্ত্ব ও শিক্ষাগুলো সাধারণ মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় পৌছিয়ে দিয়েছেন। এবং এভাবে পৌছিয়েছেন যে, তাঁরা আজকের বিজ্ঞান ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে ইসলামের সঠিক মর্ম সহজভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রফেসার হামিদুল্লাহ এ প্রসংগে আরো বলেন সাইয়েদ মওদূদী মুসলিম যুবসমাজের

www.priyoboi.com

মানসপটে ইসলাম সম্পর্কে এমন আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন যে, আজ তাদের এক বৃহৎ অংশ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দেখতে মোটেও আগ্রহী নয়। এ অবদানের সুদূর প্রসারী ফলাফল মুসলিম জাতি তথা দুনিয়াবাসী পেতে শুরু করেছে। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) তরুণ সমাজকে ইসলামের দিকে ধাবিত করে যে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, আমি তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে নিচ্ছি।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) শুধু একজন বড় আলেমই ছিলেন না বরং তিনি একজন মহান দায়ীও ছিলেন

—আল্লামা আয়তুল্লাহ ইয়াহয়া নূরী, ইরান

একঃ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি বিংশ শতাব্দীর একজন বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টিকারী লেখক ছিলেন। আল্লামা মওদূদীকে শুধু একজন বড় আলেম বললে তাঁর ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের জন্য যথার্থ হবে না। তিনি একজন মহান দায়ীও ছিলেন।

আমরা ইরানে তাঁর দুঃখজনক মৃত্যু সংবাদ শুনি। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) শুধু পাকিস্তানে নয় বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুতরাং তাঁর এ মৃত্যু শুধু পাকিস্তানের নয় বরং গোটা বিশ্বেরই ক্ষতি। আমি যখন পাকিস্তানে এসেছিলাম, তখন সে লাইব্রেরীটি দেখতে গিয়েছিলাম যেখানে বসে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) চিন্তা-চেতনা-সৃষ্টিকারী বই-পুস্তক সমূহ রচনা করতেন।

সাইয়েদ মুহতারাম সবচাইতে বড় যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে আমাদের ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতাকে দুনিয়াবাসীর সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং ইসলামের মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্ব সমাজকে অবহিত করেছেন।

সাইয়েদ মওদূদীর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি ইসলামকে

www.priyoboi.com

ও কোরআনকে সর্বস্তরের লোকদের নিকট এমনভাবে পেশ করেছেন, যা পাঠক সমাজের হৃদয়ে সহজেই বিপ্লব সৃষ্টি করে। এ মহান নেতা এমন সময়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন যখন এ নেতার প্রয়োজন আগের চেয়েও অনেক বেশী।

দুইঃ জনাব ইয়াহইয়া নূরী আরো বলেনঃ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) এক মহান ইসলামী চিন্তানায়ক। সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম মনীষীগণের কাতারেই ইতিহাসে তাঁর স্থান অবধারিত। নিকট অতীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিসরের শেখ মোহাম্মদ আব্দুহ, হাসনুল বান্না শহীদ, সাইয়েদ কুতুবের (রঃ) কাতারে মাওলানা মওদূদী শামিল। আমি সাইয়েদ মওদূদী সম্পর্কে আর কি বলব! শুধু আল্লাহর দরবারে এ বলে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! হে রহমান! তুমি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মত আরো একজন মহান নেতা আমাদেরকে দান কর। আমীন ছুম্মা আমীন।

মাওলানা ছিলেন সুপার মডার্ণ

—ডঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, আমেরিকা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীর সংস্কারক ছিলেন তা নয় বরং তিনি একবিংশ শতাব্দীরও সংস্কারক ছিলেন। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে শিক্ষিত ও সাধারণ জনগণকে একই সময়ে প্রভাবিত করেছেন। আর এটা ছিল মাওলানার বিরল অবদান, যার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত মিলে না। সাইয়েদ মওদূদী ছিলেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। বিগত দেড় শতাব্দী ধরে ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তা খতম করে দিয়ে ইতিহাসের ধরা পাল্টিয়ে দিয়েছেন।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ইসলামকে একটি সবল ও সক্ষম জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নতুন ধারা সংযোজন করেছেন। আজকের যুগে এমন কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদ পাওয়া মুশকিল, যিনি সাইয়েদ মওদূদী চিন্তাদারায় প্রভাবিত হননি।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলছি যে, ইসলাম সম্পর্কে আমার সচেতনতা এবং ইসলামী সভ্যতা অর্জন করার পিছনে যে মাধ্যমটি সবচাইতে বেশী কাজ

www.priyoboi.com

করেছে, তা হচ্ছে মাওলানার সাহিত্য। আল্লামা মওদূদীর সাহিত্যের প্রভাব প্রশান্ত মহা সাগরসহ কয়েকটি সাগরের উত্তল তরঙ্গমালা পার হয়ে আমেরিকার এ সুদূর অঞ্চলে আমার নিকট পর্যন্ত পৌছে গেছে। তাই সাইয়েদ মওদূদীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আজকের মুসলিম মিল্লাতের নিকট আমার অনুরোধ তাঁরা যেন মাওলানার রেখে যাওয়া চিন্তাধারার এ ভান্ডার থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত না করেন।

মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) পরম একনিষ্ঠতা নিয়ে নিজের সমগ্র জীবনকে ইসলামের জন্য যেভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহ্ তাঁর এ অবদানের প্রতিদান কোন দিনও দিতে পারবে না।

মাওলানার সাথে আমার কয়েকবার সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয়েছে, তবে এটা ঠিক মাওলানার সাথে আমার একান্ত নিরিবিলি সাক্ষাৎ শুধু একবারই হয়েছে। আর সে সাক্ষাতে আমি মাওলনার সাথে দীর্ঘ এক ঘন্টা খোলা মন নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ ছিল ১৯৬৮ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে। মাওলানার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ প্রভাবসৃষ্টিকারী তাঁর সম্পর্কে সবচাইতে বড় কথা হল আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে কোন বিষয় তাঁর অপরিচিত ছিল না। একথা বললে কোন মতেই বাড়াবাড়ি হবে না যে, ইসলাম সম্পর্কে মওলানার জ্ঞান ছিল বিশ্বকোষের তুল্য। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিষয়ে কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুক্ষ্ম আলোচনা করতে পারতেন। তিনি এত অত্যাধুনিক ছিলেন যে, পাশ্চাত্যবাসীরা এখনো তাঁর কথার মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়নি বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধানগুলো নিহিত রয়েছে একমাত্র তৌহিদে। আর তৌহিদ এমন এক মতবাদ যা আধুনিক মতবাদগুলোর চেয়েও অত্যাধুনিক। তৌহিদের উপর দৃঢ়তা মানবজাতিকে যাবতীয় দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার বাগানে মুক্তভাবে বিচরণ করতে সুযোগ করে দেয়। তৌহিদ হচ্ছে প্রকৃতির মর্ম। কেননা মানবতা যতই আধুনিক কৃষ্টি-কালচার ও বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই তৌহিদী বিধান প্রাকৃতিক বিধান বলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর যতদিন মানবতার এ অগ্রগতি চলতে থাকবে ততদিন তৌহিদকে মানুষ আধুনিক থেকে অত্যাধুনিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

যখন বাতিল মতবাদসমূহের ঘনঘোর অন্ধকারে দুনিয়ার মানুষ হাবুডুবু

www.priyoboi.com

খাচ্ছিল, ঠিক সে করুণ মুহূর্তে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কল্যাণের ধর্ম ইসলামের সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এবং যখন মতবাদের সন্ধানে শতাব্দীর পর শতাব্দী হয়রান হয়েছে দুনিয়ার মানুষ তখনই ইসলামের চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরেছেন সাইয়েদ মওদূদী। সকল বাতিল মতবাদের মোকাবিলায় মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ আল ইসলামের চিন্তা-চেতনা উম্মতের সামনে পেশ করেছেন।

আপনারা যদি আমাকে অনুমতি দেন তবে আমি সাইয়েদ মওদূদীকে যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলে অবিহিত করব। এগুলো হচ্ছে এমন কতগুলো স্মৃতিকথা যেগুলো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলা কখনো সম্ভব নয়।

সাইয়েদ মওদূদী ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতায় কুঠারাঘাতকারী —সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজের উপর চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি শিক্ষিত যুব সমাজের অস্থির আত্মাকে ইসলামের নিকটে এনে, ইসলামের আসক্ত বানিয়ে তাদের মন-মগজে ইসলামের বিশ্বাস ও মর্যাদা সৃষ্টি করে ইসলামের যথার্থ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

এ শতাব্দীর শেষাংশে মাওলানা সাইয়েদ মওদূদীর মত এত প্রভাব সৃষ্টিকারী লেখক, চিন্তাবিদ আর পাওয়া যায়নি। যদিও মাওলানার কিছু-কিছু চিন্তাধারা ও মতের সাথে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেছেন। (এমনকি আমি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত) তার পরেও একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, মাওলানার বিপ্লব সৃষ্টিকারী সাহিত্য ও লেখাগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের গভীর অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কারণ তিনি তাঁর লেখায় দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে এবং পান্ডিত্যপূর্ণভাবে পাশ্চত্য সভ্যতা ও দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তিগুলো ধরে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অধিবাসী মুসলিম পন্ডিত জনাব আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ ব্যতীত

www.priyoboi.com

মাওলানার সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের কোন মনীষী নজরে পড়ে না।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী সভ্যতার, ভিত্তি, মানব জীবনে সুশৃংখল মৌল নীতি, ইসলামী রাষ্ট্রের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং ইসলমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পন্থা ও পদ্ধতি এবং শর্তসমূহ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে নতুন ধারায় সহজ ভাষায় এত সুন্দরভাবে পেশ করেছেন যে, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী মাওলানার এ লেখায় প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা, ইসলামের সামাজিক রীতি-নীতি, ইসলামের অর্থনীতি ও ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে এত সুন্দরভাবে পেশ করেছেন যে, তা পড়ে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য লেখক যাঁরা এ বিষয়ে কলম ধরেছেন, তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) শুধুমাত্র ইসলামের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলেননি, বরঞ্চ তার পাশাপাশি অন্যান্য সভ্যতা ও মনগড়া মতবাদের উপরও কুঠারাঘাত করেছেন এবং এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এ সকল মতবাদগুলো ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ। যার ফলে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনেকেই পূর্বের চিন্তা-ধারা ও অনুভূতি থেকে ফিরে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার কারণে যে সমস্ত তরুণের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তাদের অন্তর থেকে সাইয়েদ মওদূদীর সাহিত্য শুধু তা দূরীভূত করেনি বরং তাদের মনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জযবাও সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ ছিল মাওলানার এমন কতগুলো খেদমত যেগুলো ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকদেরকে ইসলামের নিকটে আনার এবং তাদের অন্তরে ইসলামের আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর কলম যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে তা যাবতীয় সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। মুসলিম বিশ্ব তথা গোটা পৃথিবীব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের ইতিহাসে তা এমন একটি অধ্যায় যা ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

www.priyoboi.com

মাওলানার ব্যক্তিত্ব ও তাঁর লেখা সম্পর্কে জানার সুযোগ আমার হয়েছে ১৯৩৪-৩৫ সালে দারুল উলুমনদওয়াতে। আমার শিক্ষকতার জীবন সবেমাত্র শুরু হয়। তখন আমি সে সময় থেকে মাওলানার গ্রন্থ এবং বিভিন্ন রচনা থেকে অনেক উপকৃত হতে থাকি এবং আমার লেখায় তাঁর লেখার প্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। এ ছিল আমার যৌবনকালের শুরুর কথা। এ দিনগুলোতে তাঁর সুবিখ্যাত পত্রিকা "তরজমানুল কোরআনে" সূরায়ে কাহাফের তাফসীরের বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধটি সাইয়েদ মানাজের আহসান গিলানী খুবই পছন্দ করেছিলেন। সে সময়ে মাওলানা হায়দরাবাদে থাকতেন আর তরজমানুল কোরআনও সেখান থেকে প্রকাশিত হত।

মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় লাহোরে। ১৯২৯ সালের আগস্টের কোন একদিনে মুহতরাম বন্ধু মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেব ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব (হযরত মাওলানা আহমদ লাহোরীর বড় ছেলে) এক দ্বীনী উদ্দেশ্যে বেলুচিস্তান সফর করছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। আমার এখনো মনে পড়ে, মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তিনি বলেছিলেন আজকে দুই সৌভাগ্যবানের সাক্ষাত (.......................) নয় বরং আজ অনেক সৌভাগ্যবানের সাক্ষাৎ (.................)।

মাওলানার সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমার সর্বপ্রথম যোগাযোগ শুরু হয় ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে। আমি মুহতারাম বন্ধু মাওলানা আবদুস্সালাম কদওয়ায়রী নদবীর সাথে "নদওয়া" পত্রিকার যুগ্ম এডিটর ছিলাম। আমরা উক্ত পত্রিকাতে "আমার উপর প্রভাব বিস্তারকারী কিতাবসমূহ" শিরোনামে একটি ধারাবাহিক লেখা শুরু করেছিলাম। আর তাতে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। যাতে করে কোন মনীষীর কোন বই পড়ার কারণে জীবনের মোড় ঘুরে গেছে এবং তাঁর অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, সাধারণ জনগণ তা জেনে উপকৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীকেও চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। মাওলানা উক্ত চিঠির উত্তরে আমাকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই "পর্দা"-এর আরবী অনুবাদের ব্যবস্থা করার জন্যও অনুরোধ জানান। চিঠিটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

www.priyoboi.com

আমার শ্রদ্ধেয়, আসসালামু আলাইকুম, আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, আরবীতে "পর্দা" বইটির অনুবাদ হয়ে যাক। যাতে আরব দেশগুলোতে বিশেষ করে মিসরে তা প্রকাশিত হতে পারে। এ কাজের জন্য নদওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আমার নজরে পড়ছে না। এ কাজ যদি হয় তবে নদওয়ার মাধ্যমেই হতে পারে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি এ কাজের জন্য এমন কোন লোক নিয়োজিত করবেন যিনি প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন।

কিছুদিন হল আপনার একখানা চিঠি পেয়েছি। তাতে "আমি যেসমস্ত কিতাবের অনুগ্রহে আবদ্ধ" অথবা "আমার প্রতি অনুগ্রহশীল কিতাবসমূহ" এ শিরোনামে লেখতে অনুরোধ করেছেন। আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আপনাকে চিঠি লেখতে বসে তা মনে পড়ল। জাহেলি যুগ সম্পর্কে আমি অনেক কিছু পড়েছি, আধুনিক ও প্রাচীন দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমার মগজে একটি উন্নতমানের গ্রন্থাগার তৈরী করে ফেলেছি। কিন্তু যখন চক্ষু খুলে আমি কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করলাম, তখন আমি অনুভব করলাম যে, কোরান ছাড়া যা কিছু পড়েছি সেগুলো সব মূল্যহীন। এখন জ্ঞানের উৎস আমার হাতে এসে গেছে। কেন্ট, হেগেল, নাত্সী, কার্ল মার্ক্সসহ দুনিয়ার অন্যান্য দার্শনিকগণকে এখন আমার কাছে শিশু মনে হয়। এ সকল দার্শনিকেরা আজীবন যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন, সেগুলো বড় বড় গ্রন্থ রচনা করে ও সঠিক সমাধানে পৌঁছুতে পারেনি, আল কোরআন সে জটিল সমস্যাগুলোকে সামান্য দুই একটি বাক্যে সমাধান করে দিয়েছে। আমি যদি এ মহাগ্রন্থ থেকে গাফেল হয়ে থাকতাম, তবে আমার জীবনটা বৃথা যেত। আর আমার জন্য সবচেয়ে অনুগ্রহশীল কিতাব হচ্ছে এ একটাই। এ কিতাব আমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছে, জানোয়ার থেকে মানুষ বানিয়েছে, অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এসেছে এবং আমার হাতে এমন একটি বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে যে, আমি যে জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি যার সাহায্যে সে দিকের যাবতীয় মর্ম ও তথ্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মনে হয়, এ ব্যাপারে আমার সামনে কোন পর্দাই নেই। ইংরেজীতে এ ধরনের জিনিসকে বলা হয় "MASTAR KEY" ....' যার মাধ্যমে যে কোন্ তালা খুলা যায়। সুতরাং এ কোরআনই হচ্ছে আমার জন্য মূল চাবিকাঠি। এ চাবি জীবন সমস্যার যাবতীয়

www.priyoboi.com

তালা খুলতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম। যে আল্লাহপাক আমাদেরকে এ মহাগ্রন্থ দান করেছেন, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার আয়ত্বের বাইরে।

—খাকসার আবুল আ'লা।

মাওলানার সাথে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাত হয় যখন তিনি একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য লক্ষ্ণৌ তশরীফ এনেছিলেন। আর তা ছিল ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে একটি অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। কিছু সংখ্যক মুসলমান কংগ্রেসের (জওহার লাল নেহেরুর নেতৃত্বে) সাথে জড়িত ছিল। অন্য দিকে পাকিস্তান আন্দোলনের আওয়াজ জোরদার হওয়ার কারণে অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা ছিল অস্থির ও উত্তেজনাপূর্ণ। সে সময়ে "তরজমানুল কোরআনে" প্রকাশিত মাওলানা মওদূদীর চেতনা সৃষ্টিকারী প্রবন্ধগুলো এবং তাঁর অন্যান্য মূল্যবান রচনাসমূহ ইসলামী মহলে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে যুবক শ্রেণী ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এবং ওলামায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ মাওলানার এ ভূমিকার কারণে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মাওলানা দারুন নদওয়ার মেহমান খানায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী এবং মাওলানা আযাদ সুবহানী উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির মুসলিম ছাত্ররা এবং শহরের বিভিন্ন চিন্তাশীল যুবকরা মাওলানার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসত। মাওলানা আগত মেহমানদেরকে নিয়ে মসজিদে বসে যেতেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মূল্যবান আলোচনা করতেন। নদওয়ার পক্ষ থেকে আমি তাদের মেহমানদারী করতাম। লক্ষ্ণৌতে আমিই ছিলাম মাওলানার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। তাই মাওলানাকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। মাওলানার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অতুলনীয় পান্ডিত্যের কারণে আমিও তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। কয়েকদিন পর মাওলানা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তবে মাওলানার সাথে আমার পত্রাবলীর মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। মাওলানা নদওয়া আসার পূর্বে আমার নিকট একখানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন। চিঠিটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

www.priyoboi.com

মুবারক পার্ক
পোঁচ রোড, লাহোর
২৪/১২/১৯৪০ইং

আমার শ্রদ্ধেয়,

আস্সালামু আলাইকুম।

চিঠি এমাত্রই পেলাম। আজ নওয়াব সাত্তারী সাহেবের চিঠিও পেয়েছি। তাতে তিনি একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য আমাকে লক্ষ্ণৌতে যেতে দাওয়াত করেছেন। এ সব নওয়াব ও তাঁর সেমিনারের প্রতি আমার তেমন কোন আকর্ষণ নেই। আর যদি শুধু তাদের কমিটিতে অংশগ্রহণের ব্যাপার হত, তবে আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম না। কিন্তু এ সুযোগে নদওয়ার সাথে এবং আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একটি সুন্দর পরিচয়ের সুযোগ হাতে আসল। তাই আমি লক্ষ্ণৌ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ইনশাআল্লাহ ৩রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ পৌঁছব। আমার অবস্থানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব আপনার উপরই থাকল। আমি এরকম কোন জায়গাতে অবস্থান করতে চাচ্ছি যে, যেখানে বিভিন্ন ধরণের লোক আমার সাথে দেখা করতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবে। আলীগড়ে "ওয়ার্ল্ড ভয়েস লাজ" এ জাগাটি আমি পছন্দ করেছিলাম। তার ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ও চিন্তাধারার লোকজন কোন রকম কষ্ট ছাড়াই আমার সাথে সাক্ষাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আমি লক্ষ্ণৌতে এমনি ধরণের একটি জায়গায় অবস্থান করতে চাচ্ছি। যেখানে সাধারণ ঈমানদার থেকে আরম্ভ করে কমিউনিস্ট পর্যন্ত আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। সাধারণত মানুষ মনের কথা ঐ সমস্ত স্থানেই বলে, যেখানে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

রেসালা (পুস্তিকা) সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আমি আপনার সাথে এসে কথা বলব।

—খাকসার আবুল আ'লা

আমি একবার মাওলানাকে লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির এক সেমিনারে "বিশ্বে নতুন ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত জানালে মাওলানা তার উত্তরে একটি চিঠি লিখেন। তাও নিম্নে প্রদত্ত হল।

www.priyoboi.com

মুবারক পার্ক
পোঁচ রোড, লাহোর
২৯/৯/১৯৪১ইং

আমার শ্রদ্ধেয়,
আস্‌সালামু আলাইকুম

আপনার প্রথম চিঠির উত্তর আগেই দিয়েছি। কার্ড ও পেয়েছি। বক্তৃতার জন্য "বিশ্বের নতুন ব্যবস্থাপনা" কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। পরিচিত একটি বিষয়। কিন্তু বর্তমানে একটা ফ্যাশন হয়েগেছে যে, এ বিষয়ের উপর প্রত্যেককেই কিছু না কিছু বলতে হয়। তাই আমার 'প্রবন্ধে'র কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে না বা তেমন কোন আকর্ষণ ও থাকবে না। এ শিরোনামের চেয়ে বরং "মানব জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার ইসলামী সমাধান" শিরোনাম হলে ভাল হয়। আপনি ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারী সাহেবকে জানিয়ে দিবেন।

—খাকসার আবুল আ'লা ।

মাওলানা এবং জামায়াতের সাথে আমার যোগাযোগ রীতিমত অব্যাহত ছিল। ১৯৪২ সালে লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর কর্ম পরিষদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। অবিভক্ত ভারতের কিছু আলেম ও লেখকের পক্ষ থেকে মাওলানার কিছু চিন্তাধারা সম্পর্কে অব্যাহত বিরোধিতার কারণে সে বৈঠকে এ প্রস্তাব ও বিবেচনাধীন ছিল যে, মাওলানার এখন "আমীরে জামায়াতে"র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া উচিৎ এবং তদস্থলে মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী সাহেবকে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত করা। জামায়াতের ইতিহাসে এ সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। আমি সে বৈঠকে আমীরে জামায়াতের দায়িত্বে মাওলানার পক্ষে রায় দিয়েছি। কেননা এ ধরণের কৃত্রিম পরিবর্তনের মাধ্যমে জামায়াতের কোন লাভ হবে না। মাওলানার বলিষ্ঠ উদ্যোগ এবং তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যের ফলেই জামায়াত আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং জামায়াতকে মাওলানার ইমারাত থেকে বিচ্ছিন্ন করাটা জামায়াতের ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়াবে। আর সে বৈঠকে মাওলানার ইমারাতের পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। জামায়াতের সংবিধানে ও কোন পরিবর্তন না আনার সিদ্ধান্ত হয়।

www.priyoboi.com

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে জামায়াতের কর্ম পরিষ দ্বিতীয় বৈঠকে আমি শরীক ছিলাম। আমি তখন মাওলানার সাথে আলি সফর করি। সেখানে আমরা দুজনেই "ওয়ার্ল্ড ভয়েস লাজ"-এ তিনদিন অব করি। আমি ইউনিভার্সিটি মহলে মাওলানার অসাধারন জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করি।

সে সময়ে জামায়াত ও তার ভূমিকাকে আরব বিশ্বে পরিচিত করানোর ে মাওলানা আরবীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে আমার স পরামর্শ করলে আমি কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করি। তবে আমরা এ ক্ষে একমত হই যে, এখন থেকেই অনুবাদের কাজ শুরু করা এবং সে অনুবাদগু আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনগুলোতে প্রেরণ করা প্রয়োজ মাওলানা এ খেদমতটি আমার উপর ন্যস্ত করতে চাইলে আমি উক্ত খেদমতে জন্য মাওলানা মসউদ আলম নদভী সাহেবের নাম প্রস্তাব করি। মাওলানা তা সন্তষ প্রকাশ করেন। এবং এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রথমে পূর্ব পাকিস্ত (বাংলাদেশ) পরে পশ্চিম পাকিস্তানে "দারুল ওরুবিয়াহ" নামে একটি প্রতিষ্ঠ গড়ে তুলা হয়।

মাওলানা মসউদ আলম সাহেব উক্ত খেদমতটি এত যোগ্যতা সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, মাওলানা নিজেই যেন উক্ত বইটি রচ করেছেন। আর এ বইয়ের মাধ্যমে মাওলানা, তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলন আর বিশ্বে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। জামায়াতের ইতিহাে মাওলানা মসউদ আলমের এ অবদান কখনো ভুলার মত নয়।

১৯৪৪ সালের মার্চে আমি সীমান্ত-প্রদেশ ও পাঞ্জাব সফরে যাই। এে আমার বেশ কিছু দিন মাওলানার মেহমান হয়ে থাকার সৌভাগ্য হয়। সাক্ষাতের পর দীর্ঘদিন যাবৎ মাওলানার সাথে আমার সাক্ষাৎ করার সুযো হয়নি। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৪ সালে আমি যখন সর্বপ্রথ পাকিস্তান যাই, তখন লাহোর অবস্থানকালে লাহোর সেন্ট্রাল জেলখানা: মাওলানার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে সাক্ষাতে মালিক নসরুল্লাহ খা আজিজী আমার সফর সঙ্গী ছিলেন। এর কিছুদিন পূর্বে মাওলানা মসউদ আল: সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে মাওলানা এবং আমি একে অন্যে কাছে গভীর শোক প্রকাশ করেছিলাম।

www.priyoboi.com

অতঃপর ১৯৫৬ সালে দামেস্কে অনুষ্ঠিত "ইসলামী সম্মেলনে" ডঃ সাঈদ রমজানের দাওয়াতে মাওলানা যখন সেখানে যান, তখন তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির দাওয়াতে সেখানে গিয়েছিলাম। পাকিস্তান থেকে মরহুম মুফতি শফী সাহেব ও জহুর আহমদ আনছারী সাহেব ও সেখানে গিয়েছিলেন। সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মোঃ নাসিরকে সভাপতি এবং মওলানা ও আমাকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সে সম্মেলনে কয়েকদিন পর্যন্ত মাওলানার সাথে আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল। এবং মাওলানার প্রদত্ত উর্দু ভাষণ দু'বার অনুবাদ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। অতঃপর ১৯৬২ সালে মদীনাতে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাতে আমরা দুইজনেই ইউনিভার্সিটির মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচিত হই। সে সময়ে মাওলানার সাথে কয়েকদিন থাকার সুযোগ হয়েছিল। সে বছর হজ্জের মৌসুমে মাওলানা ও আমি রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। রাবেতার বার্ষিক সম্মেলনে মাওলানার সাথে কয়েকবার মিলিত হবার সুযোগ হয়। পায়ের রোগের কারণে ১৯৬৭ সালের পর আর কোন সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

১৯৪৩ সালে জামায়াতের সাথে আমার নিয়মতান্ত্রিক যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু মাওলানা ও জামায়াতের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও হৃদ্যতামূল সম্পর্ক বহাল ছিল এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধে কোন পরিবর্তন আসেনি। ১৯৪৪ সালে মার্চে আমি যখন "দারুল ইসলাম পাঠান কোর্টে" মাওলানার মেহমান হই, তখন তিনি আমার চিন্তাধারার পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত হন। কিন্তু তাঁর সাথে আমার পূর্ব সম্পর্কের উপর তা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মাওলানার সাথে আমার যথারীতি মতবিনিময় চলতে থাকে। আরবী ভাষায় দাওয়াতীমূলক সাহিত্য সম্পর্কে ও মতবিনিময় হত। তিনি আমার লিখিত আরবী প্রবন্ধ "দাওয়াতানে মাতানান্" (পাশাপাশি দুইটি দাওয়াত)-এর অধ্যয়ন করে তা অত্যন্ত পছন্দ করেন। আমি "দারুল ইসলাম" থেকে চলে আসার সময় মাওলানা জামায়াতের সাথী-সঙ্গীদেরকে নিয়ে আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ষ্টেশনে আসেন।

আমি মাওলানা ও জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পিছনে যে জিনিসটি কাজ করেছিল, তা হচ্ছে মাওলানার পান্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনামূলক লেখনী, যা

www.priyoboi.com

তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার জীবন দর্শন এবং বর্তমান বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে লেখেছিলেন। বিশেষ করে মাওলানার "তানকীহাত" কিতাবটি আমাকে বেশী প্রভাবিত করেছিল। আমার এবং মাওলানার চিন্তাধারাতে ঠিক তেমনি সম্পর্ক ছিল, যেমনি থাকে একই বিষয়ের নবীন ও প্রবীণ লেখকের মধ্যে।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিংশ শতাব্দীতে দ্বীনের যে নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আমি তেমন আশ্চর্যান্বিত হইনি। কারণ এ ক্ষেত্রে আমার ব্যাপার হচ্ছে একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু কিছু দিন পর আমি অনুভব করতে পারলাম যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বর্তমান বস্তুবাদী দর্শণসমূহের বিরুদ্ধে লিখিত মাওলানা ও জামায়াতের এ গবেষনা ও পর্যালোচনামূলক তাত্বিক বিষয়গুলোকে দ্বীনের সঠিক বুঝ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে ভিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। আমার অনুভূতি, অধ্যয়ন এবং গবেষণা যত গভীরতা লাভ করতে লাগল, আমার মন-মগজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তত বাড়তে লাগল। এ ক্ষেত্রে আমি ভারত নিবাসী তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) সাহেবের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ি। ১৯৪৩ সালে লক্ষ্ণৌতে যখন মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে আমার মন-মস্তিষ্কে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত করি এবং মাওলানা মোঃ ইলিয়াছ সাহেবের প্রতি আমার দুর্বলতা সম্পর্কে জানাই, তখন মাওলানা আমাকে সে দিকে একাগ্র হয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

আমি জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আমার মনের দোদুল্যমানতা এবং তার কারণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্কতা অবলমবন করেছি। জামায়াতের পক্ষের বিপক্ষের অনেক লোক চিঠি-পত্রের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী থেকে আমার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ এবং জামায়াত ও মাওলানা সম্পর্কে আমার মতামত যখন জিজ্ঞেস করেছেন, তখন আমি সর্বদা এসব প্রশ্নের এমন উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থেকেছি যা প্রচার করে অসৎ লোকেরা ফায়দা হাসেল করতে পারে। আমি প্রশ্নকারীদের উত্তরে বলতাম যে, এ ব্যাপারে জানার জন্য আপনারা আমাকে প্রশ্ন না করে নিম্নে উল্লেখিত আমার লিখিত বইগুলো পড়বেন। যেমন-"আরকানে আরবাআ", "মানসাবে নবুওয়াত আওর উস্‌কে আলী-মাকাম্ হা'মেলীন্", "তারীখে দাওয়াত ও আজিমাত" এবং আরবীতে লেখা "রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন"

www.priyoboi.com

তিনি এমন একটি বাতি যা নিজ দ্বীপ্ততায় উজ্জল

মাওলানা সদরুদদীন রিফায়ী আল–মুজাদ্দেদী।

(৫/এ জেলদার পার্কে মৌলানার জানাজার ইমাম, খতীব সেটা লাইট টাউন মসজিদ রাওয়ালপিন্ডি,)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) ছিলেন মহান ইসলামী চিন্তাবিদ, যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও লিডার। তিনি ছিলেন যাবতীয় বাতিল মতবাদের মোকাবেলায় একটি আতংক।

উল্লেখিত কথাগুলো কোন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না।

মাওলানার সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়–১৯৪১ সালে অমৃতসরে, অতঃপর দারুল ইসলাম পাঠান কোর্টে। মাওলানার খেদমতে হাজির হওয়ার ও আলাপ–আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। মাওলানা ফেক্হী মাসায়েলের উপর আলোচনা করার সময় মনে হত উছুলে ফেকাহের কিতাবসমূহ তথা মুসাল্লাস–সাবুত, তাওদীহ, তালবীহ–এর তিনি হাফেজ। মাওলানা শুধু হানাফী ফেকায় নয় বরং অন্যান্য মাজহাবের ফেকাহ সম্পর্কেও তাঁর গভীর পান্ডিত্য ছিল। হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার মত দক্ষ ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে আর চোখে পড়েনি। হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ যাবতীয় কিতাবসমূহের একটিও মাওলানার অধ্যয়ন থেকে বাদ পড়েনি। মাওলনা আমাকে–অনেকবার বলেছেন, শরীয়তের যাবতীয় আহকাম সাব্যেস্তকারী দলীল হচ্ছে একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ। এজমা ও কিয়াস হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সহায়ক মাত্র।

আমি তাফসীরে–জালালাইন, মাদারেক সহ বড় বড় তাফসীর গুলো নেছাব (সিলেবাস) আকারে পড়েছি। তাছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর ও অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছে এবং বড় বড় পন্ডিত ও এলেমদার লোকদের সামনে দীর্ঘদিন দার্সে–কোরআন দেওয়ার সুযোগও আল্লাহ পাক

www.priyoboi.com

আমাকে দিয়েছেন। এ সময়ে আলকোরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের পারস্পরিক ও পূর্বাপর সম্পর্ক উপলব্ধি করার দারুণ আগ্রহ আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়। এবং আগ্রহ নিয়েই আরবী ও মাতৃভাষায় (উর্দূ) লিখিত বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়নের সময় উক্ত বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, সে বিষয়ে আমার মনের প্রশান্তি আসেনি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস্ দেহলভীর রচিত আল ফউজুল কবীর ফি উছূলিত-তাফসীর" (কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা লিখিত উছূলে তাফসীরসহ অন্যান্য মুফাচ্ছেরীনে কেরামদের তাফসীরের ভূমিকায় তাফসীর সংক্রান্ত যে সমস্ত মৌলনীতি নির্ধারণ করেছেন ও লিখেছেন। এবং যেসব মৌলনীতিকে সামনে রেখে তারা তাফসীরসমূহ রচনা করেছেন, অবশ্যই সেগুলো থেকে উক্ত বিষয়ে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। তবে এ ব্যাপারে আমার পরিপূর্ণ বুঝ ও মনের প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর লিখিত তাফসীর তাফহীমুল কোরআন ও তার ভূমিকা অধ্যয়নের মাধ্যমে। মাওলানা মরহুম তাঁর এ তাফসীরে কোরআন বুঝার মূলনীতিগুলো বর্ণনা করার পর গোটা কোরআনে কারীমের তাফসীরকে ইকামতে দ্বীনের জন্য নবীকরিম (সাঃ)-এর অক্লান্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সীরাতকে প্রকৃত ঘটনা সমূহের আলোকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক যুগে নবী করীম (সাঃ) যে সমস্ত পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হতেন, সেগুলো সমাধানের জন্য কোন ধরণের ধারাবাহিকতায় কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাফহীমুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সমস্যার আলোকে কোরআনের মাধ্যমে কি ধরণের সমাধান পেয়ে হুজুর (সাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার বর্ণনা ও উক্ত তাফসীরে রয়েছে। ইতিপূর্বে কোরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নির্ধারণ ও বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঠিক করার জন্য অনেক কষ্ট করেও অনেক অপ্রসিদ্ধ ঘটনা ও দুর্বল হাদীসের আশ্রয় না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। কারণ একথা স্পষ্ট ছিল না যে, কোরআন কি এবং সে কি চায়? তাই এ সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা তাফসীর গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। অথচ সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অতি প্রয়োজন ছিল এবং

www.priyoboi.com

পেয়েছি। কিছু সংখ্যক মুসলিম লেখক বাতিলের চর্তুমুখী আক্রমণে শংকিত হয়ে ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে দুর্বলসুরে কথা বলেছেন যে, ইসলামের জেহাদ হচ্ছে শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক। মূলতঃ এ সকল লেখকদের মতামতসমূহ সম্পূর্ণরূপে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করারই নামান্তর। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রঃ) উক্ত বইতে ইসলামের আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমনাত্মক উভয় প্রকারের জেহাদকে যাবতীয় দিক থেকে সঠিক ও ন্যায়সংগত প্রমাণ করেছেন। তিনি এও জগতবাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী জেহাদ আত্মরক্ষামূলক হোক অথবা আক্রমণাত্মক হোক উভয় অবস্থাতেই গোটা মানব জাতির জন্য একটি সরাসরি রহমত ও তাদের জন্য কল্যাণকর। এবং ইসলামী জেহাদ ছাড়া অন্যান্যসকল যুদ্ধ মানবতার জন্য চরম ক্ষতিকারক ও তাদের অধিকার হরণকারী এবং ধ্বংসকারী আগ্রাসন।

মোস্তফা কামাল তুর্কী "ত্রাণ কর্তা" হয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে খেলাফতে উসমানিয়ার অবশিষ্ট অংশটুকু ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেনঃ অর্থাৎ "মুর্খ আতাতুর্ক খেলাফতের সর্বশেষ জামাটাকে ফেটে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।" আর খোদাভীরু মুসলমানেরা তথাকথিত তুর্কী ত্রাণকর্তার এ অপতৎপরতাকে ইসলাম বিধ্বংসী একটি ফিৎনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অতি দুঃখজনক হলেও সত্য, কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মুসলমানরাও পাশ্চাত্যবাসীদের ন্যায় অবাধ ভোগ-বিলাসের সাথে মাতোয়ারা হয়ে তাদের গড়া গণতন্ত্রের প্রতি মাথা নত করে উহাকে জীবনের সঠিক ব্যবস্থপনা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং চরম ভুলে নিমজ্জিত হয়েছে। সাথে সাথে এ আওয়াজও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, "গণতন্ত্র ও ইসলাম অভিন্ন"। এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের এ করুণ মুহূর্তে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) অকাট্য প্রমাণ সম্বলিত বিভিন্ন লেখা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এ ধরণের চিন্তাধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন। মাওলানার রচিত "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব," ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা"– এ দুটি বই এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযাগ্য। তিনি বইগুলোতে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, **পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতি অবলম্বিত। পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা**

www.priyoboi.com

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্বের উপর স্থাপিত। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর মোকাবেলায় মানুষের লাগামহীন খোদায়ীর দাবিদার আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর আইনের পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবীদার। এ দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

মাওলানার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে , ইসলাম দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের মত শুধু পুঁজা-অর্চনার ধর্ম নয় বরং ইসলাম সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান । এ কথাটা তিনি অত্যন্ত জোরালো দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাওলানার এ অবদানের ফলেই আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে, লেখক, গবেষক, দার্শনিক এবং বড় বড় বক্তারা প্রকাশ্যভাবে একথা স্বীকার করছে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, দেশের আইন প্রণয়নকারী এসেম্বলী-ফরাম পর্যন্ত এ শ্লোগান বাস্তবায়িত না করলেও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, সাইয়েদ মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও মর্ম তুলে ধরে ইকামতে দ্বীনের জন্য এতটুকু বুনিয়াদী কাজ সম্পাদন করেছেন যে, কোন এলমী শক্তি আগামী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষতায় পৌঁছতে পারবে না। আর তার স্থাপিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ইকামতে দ্বীনের মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাসিল করা যেতে পারে। একামতে দ্বীনের মুজাহিদদের জন্য এটি হচ্ছে মাওলানাঃ এমন একটি অবদান ও এহসান যা ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কবি সুন্দর বলেছেন ঃ অর্থাৎ আমার এশক ও মহব্বতের আগুণ পথের কাঁটাসমূহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই এ রাস্তার পথিকদের উপর এটা হচ্ছে আমার বিরাট এহসান।

মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে যে, তিনি মহাত্মাগান্ধীর নব আবিষ্কৃত "এক দেশ এক জাতির" দৃষ্টি ভঙ্গীকে বাতিল ও অচল বলে সাব্যস্ত করেছেন। মাওলানার লিখিত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান এবং ইসলাম ও জাতিয়তাবাদ নামক বই দুটি যারা পড়েছেন, তারা ভাল করেই জানেন যে, ইসলাম বিদ্বেষীদের এই সর্বনাশা মন্ত্রকে মাওলানা কিভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং কিভাবে তাকে আক্রমণ করে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। একথা কারো অস্বীকার করার অবকাশ নেই

www.priyoboi.com

যে, আল্লামা ইকবাল মুসলিম মিল্লাতকে এ সর্বনাশা ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা একমাত্র মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) পরিপূর্ণরূপে সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গান্ধীজীর এ মন্ত্রটি যে কত বড় সর্বনাশা ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র ছিল তা আল্লামা ইকবালের নিম্নলিখিত কবিতাটিতে স্পষ্ট হয়েছে কবি বলেনঃ

. . . .

. . . . অর্থাৎ "সম্ভবত এমন সময় কেউ প্রত্যক্ষ করেনি যে, সময়ে বিশ্বস্ত জিবরাঈলের অন্তর পর্যন্ত ব্যাথাতুর হয়ে যায়। এখানে একটি আশ্চর্য ধরণের মূর্তি (কংগ্রেস) নির্মাণ করেছে যেখানে মুমিন ও কাফির একই সাথে পুঁজা অর্চনা করে" গান্ধীজীর এ সর্বনাশা ফিতনা আবিষ্কার করার কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানবী (রঃ) গান্ধীকে "মুশরিকদের নেতা ও বর্তমান যুগের বড় দাজ্জাল" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ফেতনা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা জাওহার আলী খাঁন বলেনঃ ওহে যুগের অভিশপ্ত সামেরী – নামটি তোমার গান্ধী"

আল্লামা ইকবাল যখন অনুভব করলেন, "তিনি এক দেশ এক জাতি" ফর্মুলার বিরুদ্ধে যা কিছু লিখছেন সেগুলো একটি কবিসুলভ দর্শনে সীমাবদ্ধ থাকছে, যা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য নয়, তখনই তিনি মাওলানা মওদূদী (রঃ)–কে দক্ষিণ হায়দরাবাদ থেকে পাঞ্জাবে চলে আসার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লেখেন, যাতে মাওলানা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও ইকামতে দ্বীনের ভিত্তি মজবুত, দৃঢ় করার জন্য এবং বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পান।

মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) দ্বীনি ইলম ও ঐতিহাসিক দলীল প্রমাণ দ্বারা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, গান্ধীর অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে আকবরের ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দ্বীনে এলাহীর মত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এ প্রচেষ্টা দ্বারা মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে দূর্বল বানিয়ে তাদের জাতিসত্বা ও ধর্মীয় স্বকীয়তা

www.priyoboi.com

সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং উপমহাদেশে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠদের "রাম রাজত্ব" প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

এ কথায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মতৎপরতার বদৌলতে আজ একামতে দ্বীনের আন্দোলন গোটা দুনিয়ায় বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে এ আন্দোলন নিশ্চিত সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবুও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে পরিমাণে এ আন্দোলন অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, সে পরিমাণে এখনো অগ্রসর হয়নি। আন্দোলনের দাওয়াত এবং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে যে ঈমানী জজবা সৃষ্টি হয়েছে তা কায়েম রাখা এবং ইখলাস ও আমলের সাথে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জান মাল কোরবানী করা সকল ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব।

মাওলানা ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়, দুঃসাধ্য সাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। তিনি জুলুম অত্যাচার ও অবৈধ বাড়াবাড়ির মোকাবিলায় সর্বদা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। সত্য কথা বলতে কি, মাওলানা গালি থেকে শুরু করে গুলী পর্যন্ত, জেল গ্রেফতারী থেকে শুরু করে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত প্রতিটি বিপদ ও মুসিবতকে অটলভাবে সহ্য করে গেছেন। অনর্থক ও মিথ্যা অভিযোগ এবং অশোভন ব্যবহারের মোকাবেলায় তিনি সর্বদা নীরবতা অবলম্বন করতেন। উনিশ শত একান্ন সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক রুকন সম্মেলনে মাওলানাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি কিছু আলেমের অনর্থক ও মিথ্যা অভিযোগসমূহের নিজেও কোন উত্তর দিচ্ছেন না এবং অন্যকেও লেখার মাধ্যমে সেগুলির উত্তর দিতে দিচ্ছেন না তার কারণ কি? উত্তরে মাওলানা বললেন, মুসলিম মিল্লাতের উলামায়ে কেরামের মর্যাদা সুউচ্চ। তাদের কাছ থেকে মানুষ দ্বীনি মাসায়েলের শিক্ষা লাভ করে তাই সর্বাবস্থায় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তাদের হেফাজত করার চেষ্টা করা প্রতিটি মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য কেননা, তাদের সম্মানে অবহেলা করা হলে তা দ্বীনেরই অবহেলার নামান্তর। এতে আলেম সমাজের ক্ষতির চেয়ে ইসলামেরই ক্ষতি বেশী হয়। তাই আমি উলামায়ে কেরামদেরকে লক্ষ্য করে উত্তর দেওয়ার অনুমতি কাউকে দিয়ে থাকি না। হ্যাঁ, শরীয়তের হুকুমানুযায়ী তাদের কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন দেখা

www.priyoboi.com

দিলে তখন আমি নিজেই দেব।

এক ভদ্রলোক মাওলানার নিকট অভিযোগ করলেন, অমুক আলেম আপনাকে কাফের বলছে, আমরা জানি হাদীছে আছে যাকে কাফের বলা হয়, সে যদি কাফের না হয়ে থাকে তবে কুফরির ফতোয়াটা উল্টা দিকেই বর্তাবে। তাই আপনাকে এর উত্তর দিতেই হবে। মাওলনা ভদ্রলোকটিকে বললেন আপনি হাদীসের সাহায্য নিয়েও আমাকে উত্তেজিত করতে পারবেন না। কারণ সে আলেম বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। সুতরাং তার নেক আমলও অনেক বেশী। এতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এখন তাকে কোন শক্ত কথা বলে আমি কেন গোনাহগার হব। মাওলানার পবিত্র আচার-ব্যবহার ও উত্তম আমলের আরেকটি বড় দিক হচ্ছে তিনি সর্বদা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং অল্পে তুষ্টির নীতিতে কাজ করতেন। আমি (প্রবন্ধকার) একবার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্দালভী (রঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম হুজুর কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরমের ন্যায় আপনি মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে কিছু বলছেন না কেন? উত্তরে শায়খুল হাদীস বললেন আমি মাওলানা মওদূদীর এলমী এবং চারিত্রিক সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না। একবার আমি সাইয়েদ মাওলানা মওদূদী (রঃ)নিকট মাওলানা আমিন আহমদ ইসলাহী সাহেব-এর জামায়াতে ইসলামী থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাওলানা আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেন। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম তখন মাওলনা বললেন, মাওলানা আমিন আহমদ ইছলাহী আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু ও সাথী। আমি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। দেখুন আপনিও কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না। অতঃপর মাওলানা মওদূদী আরো বললেন **মাসালায়ে কওমিয়াতের ব্যাপারে মাওলানা হুছাইন আহমদ মাদানী (রঃ)-এর সাথে আমার মতবিরোধ রয়েছে কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্তরে তাঁর প্রতি বড় শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।**

মাওলনা মওদূদী অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর

www.priyoboi.com

জীবনে ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশের প্রতি আগ্রহ বলতে কিছুই ছিল না। উনিশ শত একান্ন সালের কথা জামায়াতের বার্ষিক রুকন সম্মেলনে যাওয়ার জন্য মাওলানার সাথে আমরা যখন লাহোর থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠি, তখন গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একজন রেল কর্মকর্তা আমাদের বগীতে প্রবেশ করলেন। উক্ত কর্মকর্তা মাওলানাকে যখন দেখলেন হতভম্ব হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা আপনিও তৃতীয় শ্রেণীর বগীতে সফর করেন? মাওলানা তাকে বললেন আপনারা যদি চতুর্থ শ্রেণীর বগীও রাখতেন তবে আমি তাতেও সফর করতাম।

উনিশ শত তিপ্পান্ন সালের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার অধিবেশন চলছিল, সে অধিবেশনে একটি বিশেষ কারণে পাঞ্জাব প্রদেশের জেলা আমীরগণও অংশগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। একদিন শুরার কতিপয় রুকন আসরের পর মাওলানাকে চা পান করানোর জন্য অনুরোধ করলেন; কিন্তু এতে মাওলানা নীরব থাকলেন। মাওলানা নীরব থাকায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অবশেষে সকলেই বারবার বলার কারণে মাওলানার জন্য মুখ খুলা জরুরী হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন "চিনি" না থাকার কারণে আমরা সবসময় চিনির চা পান করতে পারি না। কিন্তু আমার বাসায় পান করলে গুড়ের চাই পান করতে হবে। এজন্য আমি প্রথমে নীরব ছিলাম। এখন আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যদি গুড়ের চা পান করেন তবে আমি মেহমানদারীতে প্রস্তুত। এতে সকলেই খুশী হয়ে গুড়ের চা পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মাওলানার বাসা থেকে গুড়ের চা আসল আর সবাই আনন্দে তা পান করতে লাগল। মাওলানা বললেন, আমরা প্রথমে গুড়ের শিরা বানাই এবং তা দিয়ে চা তৈরী করি। বিভিন্ন সাংগঠনিক সফরে মাওলানার সাথে আমরা একান্তভাবে মেলা মেশার সুযোগ হয়েছে। সর্বদা মাওলানাকে সকলের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে দেখতাম। মাওলানার জন্য পৃথকভাবে খানার ব্যবস্থা করা হত না। একবার মাওলানার সাথে তাঁর ঘরে আমার আহারের সুযোগ হয়েছে। দস্তরখানে মামুলী ধরণের শব্জি মিশ্রিত গোসতের তরকারী ও রুটি ছিল। মজার ব্যাপর ছিল এই যে, রুটির শুকনা টুকরা ছিঁড়ে গুড়ের শিরা দিয়ে পাক করা হয়েছিল। মাওলানার সুক্ষ্ম কথা এবং এখানার সাধ আমার চিরদিন মনে থাকবে।

www.priyoboi.com

মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) সদা কর্মতৎপর ও উদ্যমী ছিলেন, তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সমগ্র জীবনে দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এবং সমাজ সংস্কারের প্রয়াসে কাটিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু নিজের কোন প্রয়োজনের জন্য কখনো কারো নিকট সাহায্য চাননি। দক্ষিণ হায়দরাবাদে সরকারের পক্ষ থেকে মাওলানাকে বড় চাকরী দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। মাওলানা কারো কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াতো দূরের কথা নিজের লিখিত অধিকাংশ কিতাব থেকে আসা অর্থ দীর্ঘকাল যাবৎ ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে ব্যয় করেছেন। কবি যর্থাথই বলেছেনঃ অর্থাৎ যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা অন্ধকারকে তিনি করেছেন নিশ্চিহ্ন। তিনি এমন একটি বাতি যা নিজ দীপ্ততায় উজ্জল। মাওলানা ইকামতে দ্বীনের এ মহান আন্দোলন শুরু করেছিলেন। একাকি কিন্তু আজ সমগ্র দুনিয়ায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকারীরা তার মহামূল্যবান বই পুস্তক থেকে প্রেরণা ও পথনির্দেশ পাচ্ছে।

আন্দোলনের প্রতি মাওলানা ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী ও বড় সাহসী। কঠিন বিরোধিতাও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মাওলানা কখনো হারিয়ে যাননি এবং যে কোন কঠিন থেকে কঠিনতর পর্যায়ে তার কদম বিচলিত হয়নি। বরং প্রত্যেক কঠিন মুহূর্তে তিনি মুসলিম মিল্লাতকে যুগিয়েছেন সাহস ।

মরহুম চৌধুরী গোলাম আব্বাস আমাকে বারবার বলেছেন এবং তার বিবৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশ ও হয়েছে যে, কাশ্মীরকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমাকে সবচাইতে বেশী যে ব্যক্তিটি সাহস যুগিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন মাওলানা মওদূদী (রঃ)।

উনিশ শত উনাশি সালের ৩রা জুন লন্ডনে মাওলানা মুহতারামের সাথে আমার একান্ত সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু আফসুস! কে জানত এটা ছিল মাওলানার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ। এরপর গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে তার জানাজায় অংশগ্রহণ এবং মাওলানার বাড়ীর আঙ্গিনায় তার জানাজার নামাজ পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শান্ত সুরে বলেছিলেন ইরানের বিপ্লব, আফগানিস্তানের জিহাদ এবং পাকিস্তানে একামতে দ্বীন ইসলামী আইনকানুন

www.priyoboi.com

প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি হবে।

মাওলানা দ্বীনের হেকমতের প্রতি বড়ই যত্নবান ছিলেন এবং তাঁর মনোভাব ও দাবী প্রকাশের জন্য সর্বদা উত্তম পন্থায় কথা বলতেন ও লিখতেন। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন করার দায়ে মাওলানা মুলতান জেল খানায় যে দিন গুলিতে বন্দি ছিলেন আমি সেসময়ে এক রাত্রিতে মাওলানাকে স্বপ্ন দেখি যে, তিনি তাঁর একটি আরবী বই খুলে আমার হাতে দিয়ে ডান পৃষ্ঠায় লিখিত একটি আয়াত আমাকে দেখাচ্ছেন। আয়াতটি হচ্ছেঃ নিজের চাল চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার আওয়াজকে একটু নিম্নকর। এ স্বপ্নের পর আমি দাওয়াতে দ্বীন পেশ করার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশী সতর্কতা ও নম্রতা অবলম্বন করেছিলাম।

মাওলানা তার সাথী সঙ্গীদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে অতিসূক্ষ্ম কৌশলে কাজ করতেন। আমি মাওলনাকে প্রত্যেকটি মাহফিলে সর্বদা ধীরস্থির ও নিম্নস্বরে কথা বলতে দেখেছি। কেন্দ্রিয় মজলিসে শুরা এবং কর্মপরিষদের অধিবেশন গুলো চলাকালে কোন ব্যাপারে যখন পারস্পারিক পর্যালোচনা চলত এবং সে সময়ে যদি কোন সদস্যের আওয়াজ বড় হয়ে যেত, তাতে মাওলানা কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন না। আস্তে বলার জন্য কোন উপদেশও দিতেন না। কিন্তু মাওলানার কথা বলার সময় আসলে তিনি আস্তে ও নিম্নস্বরে কথা বলতেন, তাতে অন্যান্য সদস্যের আওয়াজ ও ছোট হয়ে আসত। মাওলানা যেকোন সময়ে মতবিরোধ পোষণকারীদেরকে মনখুলে তাদের মতামত ব্যক্ত করার ও দলিল-প্রমাণ পেশ করার অধিক সুযোগ দিতেন এবং সর্বদা তিনি তাঁর মতামতকে যুক্তি ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে পেশ করতেন। কিন্তু জোর জবদস্তি তার মত চাপিয়ে দিতেন না।

মাওলানা ছিলেন ইখলাছ এ উদারতার উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি সরাসরি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে মিলে ইসলাম ও পাকিস্তানের শান্তি বহাল রাখাকে প্রাধান্য দিতেন। আমি একবার মাওলানার নিকট আরজ করলাম জামায়াতে ইসলামী যখনই কোন ব্যাপারে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে মিলে কাজ করেছে তখনই দলগুলো জামায়াত থেকে তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়েছে। কিন্তু যখন ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজের পরিবেশ এসেযায় তখনই তারা জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায় এবং তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য

www.priyoboi.com

ঐক্য ভঙ্গ করে চলে যায়। মাওলানা উত্তরে বলেছিলেন আমরা গোটা জাতির জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই। সুতরাং আমাদেরকে এ জাতির যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও মুসিবত দূর করার ব্যাপারে সকলের সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করা উচিৎ। পরে তারা আমাদের সাথে যে ধরণেরই সম্পর্ক রাখুক না কেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রচারভিযান চলাকালিন সময়ে মাওলানার নিকট ভুট্টো সাহেবের রুটি, কাপড় ও বাসস্থানের প্রতারনামূলক শ্লোগান এবং উহার দ্বারা সরলমনা জনগণ প্রভাবিত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হলে মাওলানা বলেন, আপনারা এসবকথা না বলে বরং জনগণের কাছে এ কথাই বলুন আপনারা যদি শুধু রুটি খেতে চান তবে কমিউনিস্টদেরকে ভোট দিন আর যদি, ঈমানের সাথে রুটি খেতে চান ইসলাম পন্থীদেরকে ভোট দিন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ছোট্ট পরিসরে মাওলানা মওদূদীর এলমী মর্যাদা চারিত্রিক উজ্জলতা আমলী সৌন্দর্য এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে তাঁর গবেষণা ও সংস্কারমূলক বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এটুকু বলা যায় যে, মাওলানা মওদূদী (রঃ) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে একামতে দ্বীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য উত্তমভাবে আদায় করে উৎফুল্ল চেহারা নিয়ে প্রকৃত বন্ধুর দরবারে গিয়ে হাজিরা দিয়েছেন।

এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কালবিলম্ব না করে আমরা কর্তব্য আদায়ে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহর এ ফরমানের মর্যাদা অর্জন করার চেষ্টা করবো।

অর্থাৎ মুমেনদের মধ্য হতে এমনও কিছু মুমিন আছেন যারা (আল্লাহর রাস্তায় জান দিয়ে দেওয়ার) মান্নত পুরা করেছেন আর কিছু সংখ্যক মুমিন মান্নত পুরা করার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে আছেন। অর্থাৎ সময় আসার সাথে সাথেই আল্লাহর রাস্তায় তাদের জান কোরবানীর নজরানা পেশ করে দিবেন।

www.priyoboi.com

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর মর্যাদা ও তাঁর মৌল অবদান

—ডঃ আহমদ ওয়াসেকী

বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাসবেত্তা ও গবেষকগণ লেখছেন এবং লেখতে থাকবেন, বলছেন এবং বলতে থাকবেন, গবেষণা করছেন এবং করতে থাকবেন এ সম্পর্কে যে, মাওলানা মওদূদীর আসল অবদান কি?

কেউ বলবেন-মাওলানার আসল অবদান-মূল্যবান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি। আবার কেউ বলবেন-তাফহীমুল কোরআন রচনা। আবার কেউ কেউ বলেছেন জামায়াতে ইসরামী প্রতিষ্ঠা করা। অনেকেই বলেছেন সমাজবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি বাতিল মতবাদের অবাস্তবতা ও আসারতার প্রমাণ করা। এমনিভাবে কারো কারো মতে মাওলানার আসল অবদান হচ্ছে-ইসলামের পূর্ণজাগরণের জন্য নিজের জীবনকে কুরবানী করে দেওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর আসল অবদান হচ্ছে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তাঁর মর্যাদা হচ্ছে তিনি আম্বিয়াদের (আঃ) উত্তরাধিকারী। তিনি তাঁর কথা ও কাজে এবং আচার ও ব্যবহারে এটা প্রমাণ করেছেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের সমগ্রদিককে অনুসরণই হচ্ছে-সরাসরি আল্লাহর এবাদত ও রাসূলের আনুগত্য।

আল্লাহর পথে আহবানকারী হিসেবে মাওলানার গুরুত্ব

সত্যের আহবানকারীর জীবন সুখ-শান্তি ও আরামের হয় না। বরং তাঁর জীবন দুঃখ- বেদনা, সংঘাত-সংঘর্ষ ও জুলুম-নির্যাতনে ভরপুর থাকে। আল্লাহর বান্দাদের গোমরাহী, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দূর করে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ হুজুরে আকরম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যুগে যুগে এমন সব ওলামায়ে দ্বীন ও পন্ডিত-দার্শনিক সৃষ্টি করেন, যাঁরা তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করেন। এ সকল ক্ষণজন্মা মনীষীগণ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখনই বুঝা যায় খোদাদ্রোহী, সন্দেহ পোষণকারী ও পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের হারানো ঐতিহ্য

www.priyoboi.com

ফিরে পেয়েছে, অত্যাচারিত অত্যাচার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে, বাতিল হকের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেছে এবং মুনাফেকের আলামত প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) যুগশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, হকের দায়ী, শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, যুগের ইমাম, মিল্লাতের পুনরুজ্জীবনকারী এবং রাসূলের (সাঃ) অনুসরণ ও অনুকরণকারী। নিজ যোগ্যতায় পথ প্রদর্শনের ভাব-ভঙ্গিমায় এবং চেষ্টা প্রচেষ্টার আধিক্যতায় সুস্পষ্টভাবে তা প্রমাণিত হয়। আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মুফতি কেফায়েতুল্লাহ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা মসঊদ আলম নদভী (রঃ) প্রমুখ আলেম, পন্ডিত ও দার্শনিকগণ সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)কে তখনই চিনতে পেরেছিলেন, যখন তিনি সবে মাত্র তাঁর মিশনকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথম পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন। সত্যের আহবানকারীর আলামত তাঁর চেহারা মুবারকে প্রকাশ পেত, দ্বীনের রক্ষক ও জাতির পুনরুজ্জীবনকারীর পরিচয় তাঁর দৃঢ়তা থেকে প্রকাশিত হত।

কঠিন পরীক্ষা ও বালা—মুসিবত

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর সমগ্র জীবনটাই কঠিন পরীক্ষা ও বালা-মছিবতে কেটে যায়। কায়েমী স্বার্থবাদী ও সংকীর্ণমনা লোকেরা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ চিন্তায় ছিল যে, জাতিকে ইসলামী ভাবধারা থেকে বিমুখ করে খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মহীনতার দিকে নিয়ে যাবে এবং এ নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র যাকে স্বাধীন করা হয়েছে শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, তাকে কি করে খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মহীনতার দিকে নিয়ে আসা যায়। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর তাদের আশা যেন পূরণ হতে দেখা যাচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে তারা সর্বপ্রথম যে কাজটিতে সফল হয়েছিল, তা হচ্ছে-পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজমের অনুরোধে পাকিস্তান রেডিওতে মাওলানার যে প্রোগ্রাম চালু হয়েছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যমে ইসলামী সংবিধান ও ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত বক্তব্য প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে যে কুমতলব কাজ করেছিল, তা জাতির কাছে স্পষ্ট ছিল। ইসলাম প্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণ একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানকে কোন পথে পরিচালনা করার ষড়যন্ত্র চলছিল। এর পরপরেই জামায়াতে ইসলামী, তার

www.priyoboi.com

সংবিধান ও কর্ম তৎপরতার উপর দেশব্যাপী হামলা শুরু হয়ে গেল। জামায়াতের সকলপত্র পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। অবশেষে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)কে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এ জেল জীবন বিশ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাওলানাকে গ্রেফতার করার কয়েক মাস পর জাতি মাওলানার প্রস্তাবিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য গ্রহণ করে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য তাদের রায় প্রদান করল। এভাবে খোদা প্রদত্ত রাষ্ট্রে দুটি শক্তি কাজ করতে লাগল। একটি শক্তির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মহীন শক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং অপর শক্তির উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সাহসী পুরুষ, বিচক্ষণ যোদ্ধা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের আচার-ব্যবহার এবং আমাদের পূর্বসূরী হক্কানী আলেমগণের শিক্ষা ও হেদায়তের আলোকে উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) ইমামতি ও নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখাতে লাগলেন। এ মহা পুরুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা দিনের পর দিন সফলতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বেরলভী, দেওবন্দী, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী এবং সুন্নীর সাথে তাঁর কোন ক্রোধ বা সংঘর্ষ ছিল না। এদের কারো সাথে তাঁর বিরোধিতা ছিল না। এ মর্দে মুজাহিদের বিরোধিতার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল খোদাদ্রোহী ধর্মহীন শক্তিগুলো। তাঁর আক্রমণ ছিল শুধু তাগুতী শক্তির প্রতি। তাঁর ক্রোধের পাত্র ছিল হাদীস ও খত্মে নবুওয়াত অস্বীকারকারীগণ। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারী কাদিয়ানী ফিরকার বিরোধিতা করতে গিয়ে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এ বিরোধিতার কারণে তৎকালীন ইসলাম বিদ্বেষী সামরিক সরকার মাওলানাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আদেশ জারি করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ এ যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও রাসূলের (সাঃ) উত্তরাধিকারীকে গোটা বিশ্বে ইসলামী পূনর্জাগরণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। তাই দুনিয়ার খোদাদ্রোহী শক্তিগুলো অনেক চেষ্টা করেও তাঁর জীবন কেড়ে নিতে পারেনি। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরেও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মিথ্যা অভিযোগের ঝড় উঠতে থাকে। আর এরকম চক্রান্ত জামায়াত ও তার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ছিল কুট ষড়যন্ত্র। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্বকে মহান ব্যক্তিত্বের পথ নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া। এভাবে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীকে স্বয়ংক্রিয়

www.priyoboi.com

আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। এমনি সময়ে তা আঁচ করতে পেরে জামায়াতের এক কর্মী মাওলানার সামনে এসে মাওলানাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে যায়। সে কর্মী গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ১৯৬৪ সালে এ অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদ ও মহান নেতাকে অনেক সহযোগীসহ গ্রেফতার করে জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

আমার নেতা, আমার শিক্ষক! আজ আপনি আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। তা এতদূর যা সম্পর্কে আমরা জানিও না। যা দেখা ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি–মহান প্রতিপালক, মহান মালিক ও মহান স্রষ্টা আপনাকে সেখানেই ডেকে নিয়ে গেছেন, যেখানে কাজের বিনিময় দেওয়া হয়, যেখানে প্রাপ্য দেওয়া হয়। কিন্তু দুনিয়া আপনাকে কি দিয়েছে? দিয়েছে কতগুলো দুঃখজনক স্মৃতি। অপপ্রচার, গালি, জেল–জুলুম, অত্যাচার এবং কুফরের ফতোয়া। কিন্তু আপনি পরীক্ষার প্রতিটি স্তর সফলতার সাথে অতিক্রম করে গেছেন। বাতিলের অসহ্য আক্রমণে আপনি ছিলেন অটল। আপনার উপর মহান দয়াময় দয়া বর্ষণ করুন।

www.priyoboi.com

পূর্ণিমার চাঁদ

মাওলানা সাইয়েদ আহমদ আকবরাবাদী,ভারত

-----------(দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিছ)

জীবন ও মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক বিধান। যে এ দুনিয়াতে আসবে, তাকে অবশ্যই একদিন এ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কিন্তু এমন কিছু মানব সন্তান আছেন, যাঁরা মৃত্যু বরণ করলে দুনিয়াবাসীর হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি হয় এবং তাদের বিচ্যুতি মানুষের সুখ-শান্তির উপর বজ্রাঘাত হানে। তাঁদের মৃত্যুর শোক কোন বিশেষ অঞ্চলে বা মুষ্ঠিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাঁদের মৃত্যুতে পুরো পৃথিবী ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে। কোরআনের বর্ণনা মতে যাঁদের মৃত্যুতে আকাশ এবং পৃথিবী ক্রন্দন করে তাঁরাই হচ্ছেন মহান ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের বিচ্যুতি প্রসঙ্গে এ আরবী কবিতাটি প্রযোজ্য হতে পারে-

(গোত্রপতি) কায়সের মৃত্যু কোন ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু নয়, বরং কায়সের মৃত্যু ছিল সমগ্র জাতির মৃত্যু। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর বিদায়ও ছিল ঠিক সেরকম একজন ব্যক্তিত্বের বিদায়।

আজ থেকে প্রায় ষাটএকষটি বছর পূর্বে আকষ্মিক পিতৃবিয়োগে যে সুন্দর যুবকটি নিরুপায় হয়ে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে নিজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তৎকালীন "তাজ" "মুসলিম", "আলজমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আজকে মুসলিম বিশ্বের আকাশে একটি পুর্নিমার চাঁদ হয়ে দুনিয়াকে আলোকিত করবেন এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার এক্ সুমহান ব্যক্তিত্ব হয়ে প্রকাশ পাবেন, একথা কে জানত?

"আল জিহাদু ফিল ইসলামের" মত মহা মূল্যবান গ্রন্থ এ তরুন(তখন মাওলানার বয়স ছিল ২৪ বছর) সম্পাদকের কলম দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। এ গ্রন্থের ভাষা, তথ্যবহুল বক্তব্য, বর্ণনাভঙ্গীর সরলতা সহ যাবতীয় বিষয়ে বইটি এত আকর্ষনীয় ছিল যে, অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের চিন্তাশীল পন্ডিত ব্যক্তিরাও উক্ত গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সেদিন দুর দৃষ্টির অধিকারী মনীষীগণ একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাংবাদিকতার দিগন্তে যে তরুণটি আজ নবচাঁদ হয়ে উদিত হয়েছে, সে তরুনটিই একদিন মুসলিম মিল্লাতের সংকটময়

www.priyoboi.com

মুহূর্তে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করবেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান ও গবেষণার জগতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে আলোর বিচ্ছুরন ঘটাবেন।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পূর্ণ করতে না পারলেও যতটুকু শিক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন তা আরবী ইংরেজী ভাষার যে কোন বই-পুস্তক অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী। তাছাড়া অধ্যয়ন ও গবেষণা ছিল তাঁর নেশা। এতদ্ব্যতীত তিনি "আল-জমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে মরহুম মুফতি কেফায়েতুল্লাহ, মাওলানা আব্দুসসালাম নিয়াজী, মাওলানা মুহাম্মদ ইশফাক কান্দলভী প্রমুখ পন্ডিত ও বিখ্যাত আলেমদের নিকট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সকল কারণে মাওলানার ইলম ছিল অত্যন্ত গভীর এবং গবেষণার যোগ্যতা ছিল প্রবল। তাঁর দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল উদার ও প্রশস্ত।

সাইয়েদ মওদূদী(রঃ) তাঁর যৌবনের শুরুটা সাংবাদিকতায় কাটিয়েছিলেন, আর এ কারণেই রচনা ও লেখার যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। যোগ্যতার শীর্ষে পৌছার পর কুদরতে ইলাহী তাঁকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, সে কাজে তিনি হাত দিলেন। আর সে কাজটি ছিল দ্বীনে ইসলামের রপুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা।

এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তিনি "আল জমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হায়দরাবাদ গমন করেন। ১৯৩৩ ইংরেজী সালে মাসিক "তরজমানুল কোরান" পত্রিকাটি সেখান থেকেই প্রকাশ করা আরম্ভ করেন। যে পত্রিকাটিকে মাওলানা নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিনে। ইসলামের তাৎপর্য, আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামের বিধি-বিধান এবং লেন-দেনের মাসআলা-মাসায়েলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পাশা-পাশি, পশ্চিমারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপপ্রচার ও অভিযোগ করে, সেগুলোর শক্তিশালী এবং যুক্তিসংগত উত্তর দেওয়া আরম্ভ করলেন। ফলে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম তরুণ সমাজের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল এবং দায়ী ইলাল্লাহর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে লাগল। ভারত বিভক্তির ছয় বৎসর পূর্বে মাওলানা পাঠানকোর্টে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসসহ মাওলানা সপরিবারে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হন।

www.priyoboi.com

সত্তর দশকের শেষের দিকে "নজরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী" নামে একটি বই লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত বইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী মাওলানার লিখিত ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা একশত চল্লিশেরও অধিক এবং তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত খতুবা ও ভাষনের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। মাওলানার অধিকাংশ ভাষন উর্দূতে হলেও আরবী, ইংরেজী, বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় গুরুত্বের সাথে সেগুলোকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে মাওলানার খ্যাতি ও নাম এবং তাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আওয়াজ বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌছে গেছে।

মতবিরোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা কম-বেশী সর্বদা সর্বত্র হয়ে এসেছে। সুতরাং সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) এর সাথে কেউ যদি কোন ক্ষেত্রে একমত হতে না পারে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, মাওলানা সায়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ গবেষক এবং সুপন্ডিত লেখক। তাছাড়া ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বর্তমান যুগে তিনি ইসলামী বিশ্বে মহান ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে চিন্তার জগতে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সাধন করেছেন। যে মুহূর্তে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের মন-মগজে পাশ্চাত্য ও ধর্মহীনতার ধ্যান-ধারণা প্রাধান্য বিস্তার করছিল, সে মুহূর্তে মাওলানা তাকে প্রতিরোধ করে মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে স্বকীয়তার অনুভূতি জাগ্রত করে তাদের মধ্যে ইসলামের পতাকা বুলন্দ করার জযবা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আচার ব্যবহার, চলা-ফেরা ইত্যাদি সবদিক থেকে মাওলানা মরহুম ছিলেন এক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তি। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে মাওলানা মরহুমের সাথে আমার সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাছাড়াও হেজাজ ও পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে মাওলানার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। এসকল সাক্ষাতে মাওলানা যে ভালবাসা, ভদ্রতা এবং অমায়িক ব্যবহারের সাথে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন তার সৌরভ স্মৃতিগুলো আজও আমার স্মৃতিপটে রক্ষিত আছে। আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) কে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন।

www.priyoboi.com

দীপ্তিমান বিজলী

মাওলানা আব্দুর রশিদ আরশাদ, সহ–সভাপতি জমিয়তে ইত্তেহাদুল উলামা, পাঞ্জাব

প্রখ্যাত দার্শনিক, তাফহীমুল কোরআনের লেখক, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর বিদায়ে ইসলামী বিশ্বে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব খুব কঠিনভাবে অনুভব করছে। জানি না–কত কাল ধরে এ অনুভূতি তাদের অন্তরে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকবে। কারণ ইসলামী বিশ্বে যে সকল ঘটনা–দুর্ঘটনা একের পর এক ঘটছিল, তার প্রতিরোধে মাওলানার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুসলিম মিল্লাতের সামনে কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহের সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান পেশ করেছেন। যারা বছরের পর বছর পরাধীন থাকার কারণে মনভাঙ্গা ছিল, তাদের অন্তরে তিনি সাহসের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন। তিনি সঠিক পথ দেখিয়ে তাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। যখন মুসলিম মিল্লাত চিন্তা–চেতনার দেউলিয়াপনায় অস্থির, ঠিক সে করুণ মুহূর্তে মাওলানা তাদেরকে স্বাধীন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিলেন।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) দীর্ঘদিন যাবৎ রোগাক্রান্ত থাকলেও ইস্পাত কঠিন সংকল্প এবং অসীম সাহসের কারণে সে রোগ তাঁর চলমান কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মেধা, তাঁর যোগ্যতা, তাঁর সংকল্প, তাঁর মজবুত হিম্মত আরো বুলন্দ দেখাচ্ছিল এবং তাঁর চেহারায় আগের চেয়ে অনেক বেশী নূর চমকাচ্ছিল। ইসলামী পুনর্জাগরনের এ অগ্রদূত, ইসলামী সভ্যতার পতাকা উত্তোলনকারী নিজের দৃঢ় মনোবলের উপর ভিত্তি করে অসুস্থতার সময়ে ও মহামূল্যবান কথাগুলো প্রকাশ করছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ রচনা "সীরাতে সরওয়ারে আলমের" অলংকরন ও সংকলনের কাজ তিনি অসুস্থতার সময়েই আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান–বুদ্ধির অধিকারী ও চিন্তা–চেতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, সাহসিকতায় এবং দৃঢ়তায় তাঁর কোন সমকক্ষ ছিল না।

www.priyoboi.com

তিনি যখন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে অবস্থান করছিলেন, তখন ধর্মনিরপেক্ষবাদ-এর ধ্বজাধারীরা মাওলানার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশব্যাপী একটি ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিল। তারা একদিকে প্রচার করছিল যে, দেশের ভবিষ্যৎ ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর আমাদের সকল সমস্যার সমাধান ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও অভিযোগ করা ছাড়াও ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে বিদ্রুপ করা হচ্ছিল। ইসলামের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত অপ-প্রচারের তুফান উঠেছিল তখন। আর মওদূদী বিরোধিতার নামে ইসলামের বিরোধিতার খেলা চলছিল। তাদের স্পর্ধা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তাফহীমুল কোরআনকে অগ্নি দগ্ধ করার নামে মহাগ্রন্থ আলকোরানকে পর্যন্ত অপমান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তবে সব চাইতে উদ্বেগের ব্যাপার ছিল যে, ধর্ম ব্যবসায়ী কিছু আলেম নামধারী ব্যক্তি তাদের এ সমস্ত কাজে ইন্ধন যুগিয়েছিল এবং কোরআন ও হাদীছ থেকে সেক্যুলারিজমের দর্শন বাহির করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। এমন অস্থির ও জটিল মুহূর্তে মুসলিম মিল্লাতের দৃষ্টি দ্বীনের সে মহান পুরুষের অপেক্ষায় ছিল, যিনি শারীরিক চিকিৎসার জন্য ভিন্ন দেশে অবস্থান করছিলেন। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) অপারেশনের দূর্বলতা সত্বেও পাকিস্তান ফিরে এসে আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতা ও জ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি এমনভাবে মোকাবেলা করলেন মুসলিম মিল্লাতের মৃত দেহে নতুন প্রান সঞ্চার হয়েছিল। তিনি ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে দ্বীনের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করলেন। এবং একদিকে ইসলাম পন্থীদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করে তুললেন, অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের কুমতলব করে দিলেন ব্যর্থ। মাওলানা সেদিন পাকিস্তান এসে বিমান বন্দরে নেমে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন--এদেশ কালমার্কস্ ও মাওসেতুং-এর অনুসারীদের জন্য নয় বরং এটি হচ্ছে মুহাম্মদ আরবীর অনুসারীদের দেশ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শরীরে আমাদের মস্তক স্থির থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ ধরণের সাহস ও দৃঢ়তা ইসলামের উপর মাওলানা মুহতারামের দৃঢ় বিশ্বাসও আস্থারই প্রমাণ বহন করে।

সাইয়েদ মওদূদীর (রঃ) ইসলামের প্রতি আস্থা ছিল দৃঢ়, যার কারণে তাঁর

www.priyoboi.com

দুর্বল ও রুগ্ন শরীরে আর্ভিভাব ঘটেছিল মূল কপি শিক্ষিত যুবক তরুণদের অন্তর ভরেদিয়েছিল। তাই আজ আমরা দেখতে পাই ইউনিভার্সিটির পরিবেশেও পুরা দক্ষতা ও শক্তি দিয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছে। এবং ইকামতে দ্বীনের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে তারা। আজ প্রতিটি ইউনিভার্সিটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর মৃত্যুতে মুসলিম মিল্লাতের শোকাহত কোটি কোটি মানুষ কেঁদেছিল। তবে তাঁর মৃত্যুতে সর্বাধিক ব্যথিত হয়েছিল, যুব সমাজ। সাইয়েদ মুহতারামের মৃত্যুতে তাঁরা শিশুর মত এমনভাবে ক্রন্দন করছিল যে, নিজের পিতার মৃত্যুতেও সেরকম কান্নাকাটি কেউ করে না। মাওলানার লাশ নিয়ে যখন যুবকরা সামনের দিকে এগুচ্ছিল–"আলবেদা", "আলবেদা", "সাইয়েদী আলবেদা" বলে চিৎকার করছিল, তখন উপস্থিত জনসমুদ্রের মুখ থেকে একই শব্দ বের হচ্ছিল। সে ছিল এমন এক দৃশ্য যা দেখলে সহজেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। আর সমস্ত জনসমুদ্র ছিল একটি আওয়াজে ভরপুর "আলবেদা", "আলবেদা", "সাইয়েদী আলবেদা।" এ ধরণের হৃদয় বিদারক দৃশ্য পৃথিবী খুব কমই দেখেছে। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) শুধুমাত্র একজন দার্শনিক ও চিন্তাবিদই ছিলেন না, তাঁর পুরা জীবনটাই ছিল ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার এক প্রতিকৃতি। সাইয়েদ মুহতারাম যা কিছু বলতেন ও লিখতেন, তাঁর জীবন তার সাক্ষ্য বহন করত। তাঁর গোটা জীবনটা কথা ও কাজের বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী অপপ্রচারের মোকাবেলায় নিয়োগ করেছেন। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের জীবনকে তিনি ওয়াকফ করেদিয়েছেন। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর ধরে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এ পবিত্র মিশনকে (দ্বীন প্রতিষ্ঠা) এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যয় করেছেন। আর ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক অমূল্য ও বিপ্লব সৃষ্টিকারী ভান্ডার তৈরী করেছেন। যদি শুধু মাওলানা মওদূদী নিজের জীবনে তাফহীমুল কোরআনই রচনা করতেন, তবে সেটি স্বয়ং একটি চিরস্থায়ী মর্যাদাসম্পন্ন অবদান বলে দুনিয়াতে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করত। আর আখেরাতে নাজাতের উপায়ের জন্য এ তাফসীরটিই হয়ত যথেষ্ট হত। তা সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী

www.priyoboi.com

মুসলিম মিল্লাতের জন্য জ্ঞান ও তত্ত্বের চিরস্থায়ী অনেক রচনা, জ্ঞানগর্ভ অনেক ভাষণ এবং দ্বীনের বুঝ লাভ করার নতুন নতুন অনেক মূল্যবান বর্ণনা রেখে গেছেন। যাতে সমগ্র বিশ্বের ইসলামী উম্মাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপকৃত হতে থাকবে।

ইসলামী বিপ্লবের এ মহান দায়ীর যে সম্মান ও ইজ্জত নিজ দেশে ছিল, নিঃসন্দেহে তার কোন দৃষ্টান্ত মিলা ভার। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনসমূহে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর মর্যাদা বর্তমান ছিল, তাঁর দৃষ্টান্তও শতাব্দীসমূহের ইতিহাসে বিরল। আজকের দুনিয়ার সকল ইসলামী আন্দোলন সাইয়েদ মুহতারামের মৃত্যুর কারণে নিজেদেরকে ইয়াতীম অনুভব করছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়-মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর এ মৃত্যু শুধু পাকিস্তানের একজন মহান নেতার মৃত্যু নয়, বরঞ্চ গোটা মুসলিম বিশ্বের মহান নেতার মৃত্যু।

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ। তাঁর শিক্ষার প্রভাব ছিল ব্যাপক। একবার পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ নেতা, খ্যাতিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ জনাব মুশতাক আহমদ গুরমানী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সৌদী আরব গমন করেন। তিনি বলেন-হজ্জ করার সময়ে সুবিখ্যাত মুফাচ্ছিরে কোরআন "আল-জওয়াহেরের" রচয়িতা, আল্লামা তান্তাবীর সাথে আমার সাক্ষাত করার সুযোগ হয়েছিল। উক্ত সাক্ষাতকারে আমি আল্লামা তান্তাবীকে বলেছিলাম আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার আল জওয়াহেরের অনুবাদ করে পাকিস্তানবাসীদেরকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেব। তখন আল্লামা তান্তাবী অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন-সাইয়েদ মওদূদীর তাফহীমুল কোরানের মত তাফসীর পাকিস্তানবাসীদের সামনে থাকার পরেও আল্ জওয়াহেরের অনুবাদের কি প্রয়োজন? স্বয়ং আমরাও তাফহীমুল কোরান থেকে উপকৃত হচ্ছি। মূলতঃ বর্তমান যুগে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)-এর স্বচ্ছ ও সঠিক চিন্তাধারা, ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি, ইসলামের দুশমনদের সফল মোকাবেলাসহ সে চিন্তাধারার মাধ্যমে তিনি সকল দলাদলীর অবসান ঘটিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারাতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসমূহের সমাধান পাওয়া গিয়েছে। আর অবসান হয়েছে সকল আঞ্চলিকতা বাড়াবাড়ির।

মাওলানার বিকালের আসরে অনেক সময় এমন লোকেরাও আসত যাদের

www.priyoboi.com

মেজাজ ছিল আদব-কায়দা বিবর্জিত। অনেক সময় তারা মাওলানাকে অনর্থক প্রশ্নের মাধ্যমে ঘায়েল করার চেষ্টা করত। তাদের কথা-বার্তা ও প্রশ্ন শুনে আসরের শ্রোতারা। ধৈর্যহারা হয়ে যেত কিন্তু মাওলানা মুহতারাম অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তাদের পুরা বক্তব্য শুনতেন এবং শরাফত মিশ্রিত কণ্ঠে তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতেন। সে উত্তর হত বুদ্ধিবৃত্তিক। তিনি প্রশ্নকারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না শুধু তাই নয় বরং প্রশ্নকারীদেরকে কোন সূক্ষ্ম কথার মাধ্যমে আঘাতও করতেন না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, শুনা কথার উপর ভিত্তি করে অনেক মানুষ সাইয়েদ সাহেবের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত এবং জঘন্যতম শত্রু মনে করত। কিন্তু যারাই তাঁর মাহফিলে এসে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানগর্ব আলোচনা শুনত এবং তাঁর নূরানী চেহেরা অবলোকন করত, তখন শুধু পূর্বের শত্রুতাকে ভুলে যেত না বরং তার প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হত।

www.priyoboi.com

উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ রহমত স্বরূপ

❑ মাওলানা আখলাক হোসাইন কাসেমী, ভারত

উনিশ শত একচল্লিশ সালের কথা, যখন আমি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় দাওরায়ে-হাদীসের ছাত্র, তখন মাওলানা হোছাইন আহমদ মাদানী (রঃ) দারুল উলুমের শায়খুল হাদীছ ছিলেন। আর এটি ছিল সে যুগ যখন তরুণ সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃংখলা বিরাজ করছিল এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। যার ফলে উপমহাদেশের মুসলমানরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিলেন।

মাওলানা মাদানীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা তখন চলছিল, তা মাওলানা মাদানীর শাগরিদও ভক্তদের জন্য কষ্টদায়ক ছিল। এদিকে সাইয়েদ মওদূদীও (রঃ) কংগ্রেসী দৃষ্টি ভঙ্গীর বড় সমালোচক ছিলেন। এবং মাদানী সাহের কংগ্রেসী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করার কারণে মওদূদী (রঃ) তাঁরও বিরোধিতা করেছেন।

আমি দেওবন্দ থেকে দিল্লী এসেছিলাম। এসে জানতে পারলাম যে, মাওলানা মওদূদীও দিল্লী এসেছেন এবং আরো জানতে পারলাম যে, "শামসি কাটেজ চুরি দালানে" মাওলানা অবস্থান করছেন। মাওলানার বংশধরদের দিল্লীর সম্মানিত পরিবারসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম পরিবার। মাওলানা মাওদূদী সাহেবের পূর্বপুরুষরা দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে চলে গিয়েছিলেন। শামসিকাটেজ হচ্ছে মাওলানার আত্মীয়ের বাড়ী।

সংগে কিছু ছাত্র নিয়ে আমি মাওলানার সাথে সাক্ষাত ও আলোচনা করার উদ্দেশ্য শামসি কাটেজ পৌছলাম। মাওলানা বড় আদর যত্নসহকারে আমাদেরকে বসালেন এবং আমাদের লেখা-পড়ার হাল-হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর আমাদের আগমণের উদ্দেশ্যও জানতে চাইলেন। আমি

www.priyoboi.com

রাজনৈতিক মতবিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলাম। সাইয়েদ মওদূদী মাওলানা হোছাইন আহমদ মাদানী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিরোধিতা করেছেন তার প্রসংগও তুললাম। মাওলানা মওদূদী তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি আমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে বলতে লাগলেন মৌলবী সাহেব, (লেখক) **আমার অন্তরে মাওলানা হোছাইন আহমদ মদানী সাহেবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁর শাগরীদ ও ভক্তদের চেয়ে কম নয়। আমি তাঁর এলম ও তাকওয়া পরহেজগারীর খুবই সম্মান করি। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। আর ভিন্ন মত পোষণ করার প্রবণতা আমাদের সলফে সালেহীনদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু পরস্পর মতবিরোধ থাকা সত্বেও তাঁরা কি একজন অন্যজনকে সম্মান করতেন না? অবশ্যই করতেন।**

আমরা মাওলানা মওদূদী (রঃ) সম্পর্কে অন্তরে যে খারাপ ধারণা নিয়ে এসেছিলাম, তা দূরীভূত হয়ে গেল এবং আমরা অনুভব করলাম, মাওলানার অন্তরটি এখলাছে পরিপূর্ণ। তিনি কোন কথা কপটতা বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বলেন নি। আমরা ছিলাম ছাত্র, সুতরাং মাওলানা আমাদের সাথে কেনই বা কপটতা করতে যাবেন। **মাওলানা ঠিকই বলেছেন, শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা সলফেসালেহীন ও হক্কানী আলেমদের মধ্যে প্রথম থেকেই চলে আসছে।**

শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) কংগ্রেস এবং মুসলিলীগের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব চলাকালীন সময়ে উলামায়ে হক (মাওলানা মাদানী (রঃ) ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী)–এর পারস্পরিক মতবিরোধ ও সমঝোতা প্রসংগে "এতেদাল ফি মরাতিবির রিজাল" [মানুষের মান মর্যাদায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা] নামক বইতে হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফেকহী, ইলমী ও রাজনৈতিক বিষয়ে সলফেসালেহীনদের মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন। যাতে উলামায়ে দেওবন্দের দু'টি বড় দলে বিদ্যমান মতবিরোধ ভদ্রতার গন্ডি অতিক্রম না করে। বইটিতে হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেব ইমাম আজম ও ইমাম শাফেয়ীর এমন একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা দল–উপদল সৃষ্টিকারী আলেমদের উপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। ঘটনাটি হচ্ছে ফজরের ফরজ নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়া ও না পড়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম

www.priyoboi.com

শাফেয়ী (রঃ)–এর মধ্যে ইজতিহাদী মতবিরোধ রয়েছে। ফজরের নামাজে ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নাত। অপরদিকে ইমাম আজম আবুহানিফার মতে পড়া যায় না। একবার ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম আবু হানিফার করর জিয়ারতের উদ্দেশ্য তাঁর মাজারে উপস্থিত হন ও সেখানে তিনি রাতযাপন করেন এবং আবুহানিফা সাহেবের মসজিদে ফজরের নামাজে ইমামতি করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি ফজরের নামাজে দোয়ায়ে কুনুত না পড়ে নিজের মতের পরিপন্থী কাজ করলেন। তখন ইমাম শাফেয়ী (রঃ)–এর কতিপয় ভক্ত তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বললেনঃ এ কবরবাসীর প্রতি সম্মানের নিদর্শণ স্বরূপ আমি আমার মতের বিরোধী কাজ করেছি।

ইমাম শাফেয়ীর কিছু সংখ্যক অনুসারী এ ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন এ বলে যে, এটা কিভাবে হতে পারে যে, ইমাম শাফেয়ী কোন কারণে নবী করীম (সাঃ)–এর সুন্নাত ছেড়ে দিলেন।একজন মুজতাহিদের কবরের সামনে শুধুমাত্র তাঁর সম্মানের খাতিরে সুন্নত ছেড়ে দেওয়া আমাদের বুঝার বাহিরে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)–এর অনুসারীদের মধ্যহতে আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এ ঘটনা অস্বীকারকারীদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ইমাম শাফেয়ীর উক্ত আমলটি সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া ছিল না। বরং তা ছিল নিজের মতের কোরবানী দিয়ে অন্যের মতকে শ্রদ্ধাকরা। যদি একজন আলেম নিজের গবেষণা অনুযায়ী (ইজহিতাদ মতে) একাটি কাজকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করেন, এমতাবস্থায় তিনি কোন কারণে আরেকজন মুজতাহিদের মতের উপর আমল করেন, তবে তাতে অসুবিধা কোথায়। আল্লামা ইবনে হাজর উক্ত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরো বলেন, যদি কোন সুন্নাত কাজের সাথে ঐ জাতীয় আমল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসেযায় যা সে সুন্নাত কাজ অপেক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ উলামায়ে কেরামের সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা যায়। অনেক হিংসুক ও রাজনৈতিক স্বার্থপর শাসক ইমাম আজমের বিরোধিতা করেছেন, আব্বাসীয় খেলাফতের রাজাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐ সমস্ত লোকেরা ইমাম আজমের উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করতেন। ইমাম আজম সাহেব আব্বাসীয় খলিফাদের পরিবর্তে ন্যায়পরায়ন শাসকদেরকে বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা থেকে দূরে থাকতেন। তারও অনেক

www.priyoboi.com

কারণ আছে। বিশেষ করে ইমামের ব্যস্ততা ছিল ইসলামের মৌলিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে ইমাম আজম প্রকাশ্য রাজনীতি করতেন না, এটার উপর ভিত্তি করে এক শ্রেণীর আলেম ও স্বার্থান্বেষী কিছু মহল শাসকদের নিকট গিয়ে ইমাম আজমের বিরুদ্ধে উসকানীমূলক কথা–বার্তা বলতেন। আব্বাসীয় খেলাফতের লোকেরা ইমাম আজমের মত জলীলুল কদর বুজর্গকে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় একজন সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণ ইমামের দ্বীনী ও ইলমী মর্যাদা প্রকাশ করা একজন যুগশ্রেষ্ঠ (শাফেয়ী) ফকিহের পক্ষ থেকে দ্বীনী কাজ ছিল। দোয়ায়ে কুনুত পড়া না পড়া একটি মত বিরোধপূর্ণ সুন্নাত। এ সুন্নাতের পরিবর্তে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েতের উপর আমল করা ইমাম শাফেয়ীর মত একজন ইলম ও তাকওয়াদার বুজর্গের মর্যাদার উপযুক্তি ছিল।

ইমাম শাফেয়ী (র) একথা উম্মতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ন্যায়পরায়নতার সাথে মতবিরোধের স্থান কতটুকু ও তার সীমারেখা কি?

শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) এ বিষয়ে দীর্ঘ উপদেশমূলক আলোচনা করেছেন। তিনি ঈমানদারদেরকে এ বলে পরামর্শ দিয়েছেন যে অল্প শিক্ষিত জনসাধারণ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে যাতে ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ না করেন। যাদের মধ্যে জ্ঞানীদের জ্ঞানগত আলোচনা ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ বুঝার যোগ্যতা নেই, তারা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করতে যাবে কেন?

www.priyoboi.com

আলোর মিনার

-----------------◎ লালায়ে সাহরায়ী

সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) যখন জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁকে ফাঁসীর আদেশের সংবাদ জানান হলে তাঁর চেহারার উপর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। জামায়াতের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মাওলানার কাছে গিয়ে আরজ করলেন আপনাকে যারা ফাঁসীর আদেশ শুনিয়েছে তাদের মান মর্যাদা আপনার তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তা তারা বুঝেও বুঝছেনা। আপনার মান মর্যাদা সম্পর্কে আমরা ভালভাবেই অবহিত। দুনিয়ার বর্তমান মুসলমানদের জন্য আপনার প্রয়োজন অত্যধিক। তাই আমরা আদবের সাথে আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনি আমাদেরকে ক্ষমার আপীল করার জন্য অনুমতি দিন। "ক্ষমার আপীল" ! মাওলানা অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, ক্ষমার আপীলতো সেই করবে যে কোন না কোন অপরাধ করেছে। সত্য কথা বলার কারণে আমাকে যদি ফাঁসী দেওয়া হয়, তবে এ মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে শাহাদাতের মৃত্যু। তাই আমি এ ধরণের মর্যাদাসম্পন্ন মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারি না মাওলানা কিছুক্ষন নীরব থেকে পুণরায় বললেন, আমার জন্য কেউ যেন ক্ষমার আপীল না করেন। সে আমার ভাই, মা, ছেলে বা বন্ধু–বান্ধব ও শুভাকাঙ্খী যে কেউ হোক। তিনি আরো বললেন, মৃত্যুর ফয়সালা আসমানেই হয়ে থাকে; জমিনে নয়। আমার মৃত্যুর ফয়সালা যদি আসমানে হয়ে থাকে, দুনিয়ার কোন শক্তি মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না, আর যদি আমার মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে না হয়, তবে দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যে আমাকে মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করতে পারবে।

এ মহান ব্যক্তির সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় আমাদের (কসবা) জামে মসজিদের খতীবের মাধ্যমে। আমি একদিন জুমার নামাজের পর খতীব সাহেবের রুমে প্রবেশ করি। সেখানে আরো কিছু লোক বসা ছিল। আমিও একপাশে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ একটি আকর্ষণীয় মলাট বদ্ধ কিতাব আমার নজরে পড়ল। ছোট বেলা থেকেই লেখা পড়ার প্রতি আমার ঝোঁক ছিল। পুস্তকটি হাতে নিলাম এবং পাতাগুলো একের পর এক দেখতে লাগলাম, অনুভব করলাম, হয়ত কোন ধর্মীয় পুস্তক হবে। তবে আমার কাছে সবচাইতে আশ্চর্য লেগেছে যে, বইটিতে জাগায় জাগায় ইংরেজী শব্দ লেখা আছে। চিন্তা করলাম, কোন আধুনিক শিক্ষিত আলেমের

www.priyoboi.com

লিখিত পুস্তক হবে। আমি সেখানে বসে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ফেললাম। খতিব সাহেব আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে চাইলে পড়ার জন্য নিয়ে নিন। আমি শুকরিয়া বলে পুস্তকটি নিয়ে বাড়ীতে চলে আসলাম। বাড়ীতে এসে পুস্তিকাটি নিয়ে পড়তে বসে গেলাম এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললাম।

ইহা ছিল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)–এর "তরজমানুল কোরআনের" চলতি সংখ্যা। এতে মাওলানার তিনটি প্রবন্ধ ছিল। প্রথমে যে প্রবন্ধটি ছিল তার শিরোনাম ছিল "ইশারাত"(ইঙ্গিত)। পত্রিকাটি পড়ার সময় আমার মনে হচ্ছিল, আমার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এবং আমার চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে যাচ্ছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আমার সামনে ভেসে উঠছিল। পরের দিন আমি আবার খতিব সাহেবের কাছে গেলাম এবং উক্ত সংখ্যাটি ফেরৎ দিয়ে তরজমানুল কুরআনের বিগত দিনের কিছু পুরাতন সংখ্যা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রত্যেকটি সংখ্যার শেষে মাওলানার লিখিত কিছু বই-পুস্তকের তালিকাও ছিল। তালিকা দেখে সেগুলো থেকে কিছু বই–পুস্তক সংগ্রহ করার ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত হল। আমার আয় ছিল অত্যন্ত সীমিত তা সত্ত্বেও এদিক সেদিক করে মাওলানার সাত–আটটি বই সংগ্রহ করলাম। এগুলো এত আকর্ষনীয় সাহিত্য ভান্ডার ছিল যে, পড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার ঘুম হত না। দিনেতো পড়তামই রাতেও দুইটা তিনটা পর্যন্ত আমার অধ্যয়ন অব্যাহত থাকতঅ আর এভাবে অসাক্ষাতেই মাওলানা আমার অন্তর কেড়ে নিলেন।

এ দেখা পরিচয়ের পর মাওলানাকে আমি সর্বপ্রথম দেখেছি দারুল ইসলাম পাঠান কোটে। এ ছিল অবিভক্ত হিন্দুস্তানের শেষ দিনগুলো। তখন রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা–হাঙ্গামা লাগাই ছিল। পাঞ্জাবে বিভিন্ন শহরে তখন সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকত। সে সময়ে নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন পাঠান কোর্টের নিকটস্থ নতুন আবাদকৃত দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এবং জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসও সেখানে ছিল। আমিও কষ্ট করে সম্মেলনে পৌছে গেলাম। অনুষ্ঠানের প্রথম রাত্রে আমি যখন অন্যান্য সাথীদের সাথে খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করেছি, তখন একটু পরেই মাওলানাও সেখানে তাশরীফ আনলেন। কে জানি মাওলানার প্রতি আমাকে ইঙ্গিত করল। মাওলানাকে দেখেই তাঁর উপর আমার চক্ষু আটকে গেল। তখন ছিল মার্চ মাস। মাওলানার পরনে ছিল সাদা পায়জামা–পাঞ্জাবী এবং মাথায় ছিল একটি

www.priyoboi.com

ক্যাপ টুপি। মাওলানার বই পুস্তক পড়ে তাঁর আকৃতি সম্পর্কে যে একটা কল্পনা করেছিলাম, তা মাওলানার আকৃতির সাথে হুবহু মিলে গেল। খাওয়ার ঘরে বিছানা পাতা ছিল এবং বিছানার মধ্যে লম্বা লম্বা দস্তর খান বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দস্তর খানের মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জাগা ছিল মাওলানা তার ফাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং বিভিন্ন জনের সাথে বিভিন্ন ধরণের হৃদ্যতাপূর্ণ খন্ড আলাপ করছিলেন। তিনি কাউকে সালাম দিচ্ছিলেন আবার কারো ছালাম নিচ্ছিলেন এবং মুসকি হাঁসি দিয়ে কারো কারো সাথে কৌতুক করছিলেন। এভাবে তিনি লাইনে লাইনে ঘুর ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন এ লোকগুলো কোন সংগঠনের নয় বরং কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মাওলানার ব্যক্তিগত মেহমান হিসেবে এসেছেন। আর মাওলানা তাঁদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করছেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমি দেখলাম প্রথম কাতারের দস্তর খানের হাঁড়গুলো মাওলানা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। অথচ এ ধরণের কাজ আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব বহির্ভূত। মাওলানা বন্ধুত্ব ও মেহমানদারীর খাতিরে এধরণের কাজ পর্যন্ত করেছেন।

সম্মেলনের কাজ চলাকালীন সময়ে একদিন ঘোষণা করা হল যে, মাওলানার অসুস্থতা বেড়ে গেছে। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারবেন না। এ সংবাদ শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। এদিকে সভার কাজ যথারীতি চলতে লাগল। কিন্তু মনে হচ্ছিল যে, এটা এমন একটা বিবাহ অনুষ্ঠান যাতে বর নিখোঁজ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসল। আকাশটা ব্যাপকভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা মাগরিবের নামাজের জন্য দারুল ইসলামের ছোট মসজিদে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। এদিকে মেঘের অবস্থা ঝড়ে রূপ নিতে লাগল। ইমাম সাহেব ছালাম ফেরানোর পর আমার পাশের স্থানীয় এক বৃদ্ধ মুছল্লী আতংকের সুরে বলে উঠলেন –খোদা নাকরুক! এটা প্রবল বর্ষনও ঘুর্নিঝড়ের লক্ষণ। বৃদ্ধ লোকটি সে অঞ্চলের মৌসুমী দুর্যোগের সাথে ভালভাবে পরিচিত। দোয়া শেষ হওয়ার পর আমি পিছনে ঘুরে দেখতে পেলাম যে, মাওলানা ডানে–বামে দুইজন সঙ্গীর উপর ভার দিয়ে খুব কষ্ট করে সিড়ি বেয়ে মসজিদে উঠতে লাগলেন। মাওলানা মসজিদের আঙ্গিনায় পৌছুতেই সাথী–সঙ্গীরা তাঁর চতুর্পার্শে জড়ো হয়ে অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, মাওলানা! আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা কি? মাওলানা সবাইকে একই উত্তর দিলেন আল্লাহর ফজলে ভালো। অতঃপর দুই–তিন জনকে সতর্ক করে বললেন যে, ঝড়ের স্পষ্ট আলামত দেখা যাচ্ছে। সম্মেলনের এ তাবু

www.priyoboi.com

গুলো ঝড়ের বেগ সহ্য করতে পারবে না। আমাদের মেহমান ভাইদেরকে কেন্দ্রীয় অফিসের বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এক ব্যক্তি হঠাৎ মাওলানাকে অনুযোগের সুরে বললেন, মাওলানা! কথাত ঠিক, কিন্তু আপনি এত কষ্ট করে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি আরাম করতেন। এগুলো আমরা নিজেরাই সেরে ফেলতাম। মাওলানা গভীর ভালবাসার সুরে বললেন, ভাই! মেহমান সাথীদের কষ্ট যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা অগ্রাধিকারযোগ্য। এমনি মুহূর্তগুলোতে ঝড়ের গতি ব্যাপক থেকে ব্যাপক হতে লাগল এবং ঠান্ডা প্রচন্ড আকার ধারণ করল। এদিকে মাওলানার অসুস্থতাও বৃদ্ধি পেতে লাগল; অথচ মাওলানা তার কোন প্রভাব চেহারায় প্রকাশ পেতে দেন নি। যতক্ষন পর্যন্ত মেহমান সাথীদেরকে ঝড় থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা সেখানে দাঁড়িয়েই থাকলেন। আমি সে সময়ে মাওলানার চোখে মুখে ভালবাসা, অস্থিরতা এবং দায়িত্বনুভূতির যে অতুলনীয় প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছিলাম, তা কখনো ভোলার মত নয় আমি ভাবলাম, চতুর্দশ শতাব্দীতে এ ধরণের কোন নেতা হতে পারে যিনি ভীষনভাবে অসুস্থ থাকা সত্বেও শুধুমাত্র সাথীদেরকে ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য অসুস্থ্যতার বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসলেন আবার তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত একাধারে পাঁচচল্লিশ মিনিট শরীরের চরম ব্যথা নিয়েও দাঁড়িয়ে থাকলেন। এ বিরল প্রকৃতির অকল্পনীয় নেতাকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে আমার দিল ঈমানের নবচেতনায় ভরপুর হয়ে গেল।

এ সম্মেলনের কয়েক মাস পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল; আর তার সাথে সাথেই পূর্ব পাঞ্জাবের শিখ এবং হিন্দুরা সেখানে নির্বিঘ্নে মুসলমানদেরকে হত্যা করতে শুরু করল। লাখ লাখ মুসলমান হিজরত করে পাকিস্তান এসে পৌঁছল। এভাবে দাঙ্গা বাঁধিয়ে সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হল। এ ঘটনায় আমারও কিছু বন্ধু বান্ধব মাতৃভূমি ত্যাগ করে লাহোর এসে গেলেন। তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি লাহোর পৌঁছলাম। দুই দিন তাদের সাথে থেকে মাওলানা এবং জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে অন্যান্য ভাইদের সন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম যে, তারা দারুল ইসলাম ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে এসেছেন। প্রথমে লাহোরের লেকরোডে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত কলেজের বিল্ডিংয়ে তাদেরকে থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিন পর সরকার বিল্ডিংটি খালি করে দেওয়ার আদেশ দিল। মাওলানা তার দূরদৃষ্টি

www.priyoboi.com

জাতয়ি বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনা আঁচ করতে পেরে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি কখনো এমন কোন বিল্ডিংয়ে বসবাস করবেন না যার জন্য পরে সরকারী অফিসে হাঁটা হাঁটি করতে হবে। মাওলানা উক্ত কলেজের বিল্ডিংটা নির্দ্বিধায় খালি করে দেন এবং কেন্দ্রের বন্ধুদেরকে নিয়ে পেঁচে রোডস্থ ইসলামিয়া পার্কে অবস্থিত এক প্রশস্ত বাড়ি ভাড়া নিলেন এবং সেখানে বন্ধ বান্ধবদের ছেলে সন্তানদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে পুরুষ বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে একটি খোলা মাঠে থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন। আমি মাওলানার ঠিকানা জিজ্ঞাস করে একটি টাঙ্গায় চড়ে ইসলামিয়া পার্কের দিকে রওয়ানা হলাম। আমার টাঙ্গা যখন চকের মোড়ে পৌছল, তখন সেখানে দেখতে পেলাম রোডের উপর তাজা রক্ত গড়াগড়ি করছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আধ ঘন্টা পূর্বে পুলিশের এক সিপাহী এক শিখ কয়েদীকে নিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কতগুলো যুবক তাদের টাঙ্গের গতিরোধ করে উক্ত শিখকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে এ রক্ত প্রবাহ ছিল তারই। এ ঘটনাটি শুনে আমার অন্তরটি মোচড় দিয়ে উঠল। আমি যখন ইসলামিয়া পার্কে পৌঁছলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম একটি খোলা মাঠে বসানো এক তাঁবুর সামনে মাওলানা একটি চেয়ারে বসে আছেন এবং পাশে কয়েকটি খালি চেয়ারও ছিল। মাওলানা একটি সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিহিত ছিলেন। মাথা ছিল খালি। আর পায়ে ছিল রাবারের 'প্লেট সু' বুঝা যাচ্ছিল মাওলানার কাছে এ এক জোড়া জুতাই আছে। আমি সামনে এগিয়ে মাওলানাকে সালাম দিলাম। তিনি অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে সালামের উত্তর দিলেন এবং সাথে সাথে একটি খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বসতে বললেন। আমি চেয়ারে বসে অনেকক্ষন কিছুই বলতে পারলাম না। মুখটা যেন বার বার আটকে যাচ্ছিল। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, মাওলানাকে কোন ভাষা দিয়ে এ শরনার্থী অবস্থায় সমবেদনা জানাব। আর এ মূহুর্তে আমার নজর যখন তাঁর চেহারায় পড়ল, তখনই তাঁর অন্তর অত্যন্ত শান্ত ও স্বাভাবিক মনে হল। তাই মাওলানাকে কোন প্রকার সমবেদনা জানান আমার কাছে অসঙ্গত মনে হল। আমি শেষ পর্যন্ত এটাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ধৈর্য ও স্বাভাবিকতার এ পাহাড়াটির সামনে সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য মুখ খোলা সময় নষ্ট ও বোকামীর পরিচয়। তাই আমি এ প্রসংগ এড়িয়ে মাওলানার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে বললেন "আলহামদু-লিল্লাহ ভাল আছি।" আমি তাঁকে পূনরায় জিজ্ঞেস করলাম আপনার প্রশ্রাবের

www.priyoboi.com

জ্বালা-যন্ত্রনার অবস্থা কি? তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বললেন- মৌলিক রোগটা এখনো আছে, তবে আল্লাহর রহমতে ব্যথাটা এখন নেই।

চকের ঘটনাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি এ ঘটনাটি মাওলানার কাছে বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করলাম, একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা অন্যায় ও অপরাধ হবে না? মাওলানা দ্রুত বললেন, যাকে হত্যা করা হয়েছে, সেকি দোষী না নির্দোষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবুও ইসলামে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ এসেছে। অতঃপর কিছুক্ষণ মাওলানা নীরব থেকে বললেন, একজন অমুসলিমকে হত্যা করার কারণে আজ আপনি ব্যথা পাচ্ছেন, কিন্তু আমি অনুভব করছি যে, মুসলমান মুসলমানের হক ধ্বংস করবে, মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবে, নিজের ভাইয়ের উপর জুলুম করবে- শুধু তাই নয়; অন্যায় ভাবে নিজের ভাইকে হত্যা করে নিজেকে ইসলামের খাদেম বা গাজী বলে আখ্যায়িত করবে। আমি আজকে সত্তোর দশকের শেষের দিকে চিন্তা করি - ৩০ বৎসর পূর্বে মাওলানা তাঁর ভাষায় পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি স্পষ্ট ছবি অংকন করেছিলেন..........।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পর মুলতানে জামায়াতে ইসলামীর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী উক্ত সম্মেলনে মাওলানাও উপস্থিত হয়েছিলেন। এক পুরানো বন্ধুর বাড়ীতে মাওলানার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর সাথে একের পর এক সাক্ষাত করতে আসছিলেন। সেখানে পাঁচ-ছয়জন কর্মী সাক্ষাতের শৃংখলা বিধানে নিয়োজিত ছিল। আমিও তাদের একজন ছিলাম। সাক্ষাত পর্ব শেষ করে মাওলানা খানা খাওয়ার জন্য অন্য একটি রুমে তাশরীফ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে মাওলানা ফিরে আসার সময়ে আমাদের রুমে প্রবেশ করলেন। তখন আমরা সবই খাওয়া দাওয়ায় লিপ্ত ছিলাম। তিনি আমাদের রুমে প্রবেশ করতেই অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ও মনোহর সুরে আমাদের সকলকে লক্ষ্য করে আসসালামু আলাইকুম বললেন। ততক্ষনে তিনি আমাদের টেবিলের পাশে চলে আসলেন। আমরা যে অবস্থায় ছিলাম ঠিক সেভাবে বসে থাকলাম। মাওলানা মেঝের উপর হাতের ভার দিয়ে ঝুঁকে নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কেমন আছেন? তাঁর সুরে এত মাধুর্য ও আপনত্ব ছিল যে, তিনি যেন তাঁর ভাই ও নিজ ছেলে-মেয়েদের সাথে খানা খেতে বসে আলাপ করছেন। এ

www.priyoboi.com

ছোট্ট ঘটনাটি দেখতে মমুলি মনে হলেও মূলতঃ মানুষের মন জয় করার জন্য এটা ছিল একটি মহৎ দৃষ্টান্ত।

এর কয়েক বৎসর পর সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশে কোন আন্দোলন, সভা–সমাবেশ করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে মাওলানার স্বাস্থ্য ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। এ সমস্ত কারণে মাওলানার অনেক শুভাকাঙ্খী তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে উঠল। মাওলানার পায়ের গোড়ালীগুলোতে নতুনভাবে ব্যথা অনুভূত হতে লাগল। তাই তিনি কোন সফরই করতে পারতেন না। আমরা যারা দূরে ছিলাম, তাদের জন্য মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে লাহোরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

এমনিভাবে আমি অনেকবার লাহোরে গিয়ে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এ ছাড়াও আমি তাঁর সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করতাম। তিনি আমার সবগুলো চিঠির উত্তর দিয়েছেন। এটা শুধু আমার জন্য নয়, সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত মাওলানার নামে যত চিঠি এসেছে, সেগুলোর উত্তর দিতে তিনি কখনো অনাগ্রহী হননি। তাঁর এ অনন্য গুণটি প্রসিদ্ধ মনীষীদের মধ্যে খুবই বিরল। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)–এর ব্যস্ততার কোন সীমা ছিল না তিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে একটি সুসংগঠিত দলের (জামায়াতে ইসলামী) সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু তাই নয়, এ ধরণের কঠিন দায়িত্বকে আরো কঠিন করে তুলেছেন সরকার ও বিভিন্ন মহল। এ সংগঠনের বিরুদ্ধে সব সময় সরকার ও বিরোধী মহল লেগেই থাকত। এ ছাড়াও মাওলানা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী রচনা ও সংকলনের কাজ নিত্য সংগী ছিল। এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ ছাড়াও স্বদেশের বিভিন্ন সভা–সমাবেশ ও দৈনন্দিন প্রোগ্রামে যোগদান করতেন। এ ধরণের ব্যাপক ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও মাওলানার নামে যে অসংখ্য চিঠি আসত, তিনি সবগুলো পড়তেন এবং প্রত্যেকটির পরিপূর্ণ উত্তর দিতেন। এ ক্ষেত্রে মাওলানার মত আরেকজন মনীষী আমার নজরে পড়ে না।

মাওলানা বিশেষ কোন কারণ ছাড়া বিকালের আসর বন্ধ রাখতেন না। সেখানে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর লোক জমায়েত হয়ে মাওলানার নিকট ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক থেকে নিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতেন এমনিভাবে একদিন মাওলানার এক হিতাকাংখী এমন এক ব্যক্তির প্রসংগ

www.priyoboi.com

তুললেন, যিনি মাওলানাকে গালি দিতে কোন রকম কৃপনতা করতেন না। মাওলানা তার উত্তর দিয়ে লোকটির নামের সাথে "সাহেব" শব্দ ব্যবহার করার কারণে প্রশ্ন কর্তা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– মাওলানা! আপনি এ ব্যক্তিকে সাহেব বলে আখ্যায়িত করছেন? মাওলানা নরম সুরে বললেন, কি করতে পারি ভাই! আমার স্বভাবতো এভাবেই গড়ে উঠেছে। আমি (প্রবন্ধকার) মাওলানার এ উত্তরে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

মাওলানার আচার ব্যবহার সভা–সমাবেশে যে রকম হত, নিরিবিলি থাকা অবস্থায় ও সেরকম হত। এর কারণ হচ্ছে মাওলানা লোক দেখানো মনোভাবকে নিকৃষ্ট কাজ মনে করতেন। মাওলানা তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য কোন বিশেষ মান–মর্যাদা বা সম্মান পছন্দ করতেন না। আপনি তাঁর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করুন অথবা কোন বড় মজলিসে সাক্ষাত করুন, সর্বত্র আপনি তাঁকে একই রূপে দেখতে পাবেন। আর এ রূপটা হচ্ছে ভালবাসা, আন্তরিকতা, সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের। দ্বীনের জন্য বন্ধুত্ব এবং দ্বীনের খাতিরেই বিমুখ হয়ে থাকার স্বভাব।

মাওলানার সাথে সাক্ষাতকারী ব্যক্তি, চাই সে গ্রাম্য মুর্খ হোক অথবা পন্ডিত আলেমে দ্বীন হোক, একজন সাধারণ কর্মী হোক অথবা বিশিষ্ট নেতা হোক, চাই সে শাসক হোক বা শাসিত হোক, অর্থাৎ যারাই হোক না কেন মাওলানার কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের সকলকে একই কাতারে গণ্য হতে হত। তিনি সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। তাঁর মনোযোগ থেকে কেহ বঞ্চিত হত না। আসল কথা হচ্ছে মাওলানার একটি দৃষ্টি অথবা তাঁর একটি সাক্ষাৎ সাক্ষাতকারীকে খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দমুখর করে তুলত।

সমুদ্রের কোন জায়গায় অনেক বড় বড় পাথর পানির নীচে ঢাকা থাকে। এগুলোর সাথে সংঘর্ষ হলে নৌকা ও জাহাজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। এ ধরণের ভয়ংকর পাথরগুলো থেকে "মাঝি মাল্লা"দেরকে সতর্ক করার জন্য জাগাগুলোতে সুউচ্চ আলোর মিনার নির্মাণ করা হয়, মিনারাগুলোর চূড়ায় আলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যাতে সম্রদ্র পথের এ মহাবিপদ থেকে সহজেই বাঁচা যায়। আর এ আলোর মিনারাগুলোকে বলা হয় "লাইট হাউস"।

বর্তমান যুগের মহাসমুদ্রে মানবতা বিধ্বংসী বাতিল মতবাদ ও বিশ্বাসের অনেক বড় বড় পাথর জাগায় জাগায় লুকায়িত আছে। সাইয়েদ মওদূদী (রঃ)

www.priyoboi.com

নিজের নিপুন কর্মতৎপরতা, খোদাপ্রদত্ত মেধা, যোগ্যতা এবং দুরদর্শিতার মাধ্যমে সর্বদা এ ভয়ংকর পাথরগুলো সম্পর্কে মানব জাতিকে বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাতে তারা এ পাথরের সাথে ধাক্কা না খায় এবং জীবন জাহাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হয়। আমীন।

www.priyoboi.com

জীবনের বিভিন্ন বাঁকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)—১

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

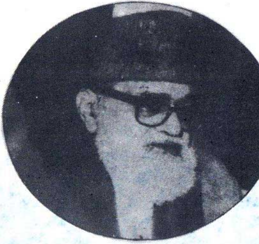

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

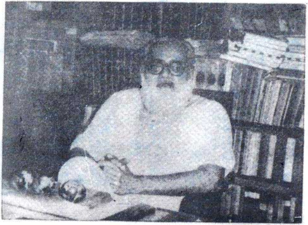

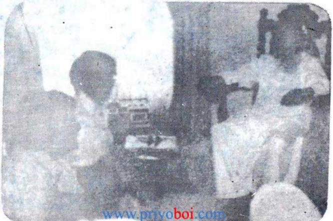

www.priyoboi.com

জীবনের বিভিন্ন বাঁকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)—২

www.priyoboi.com

২১শে নভেম্বর ১৯৬৫ইং রাওয়ালপিন্ডি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মাওলানা মওদূদীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক সাক্ষাতে মিলিত হন

www.priyoboi.com

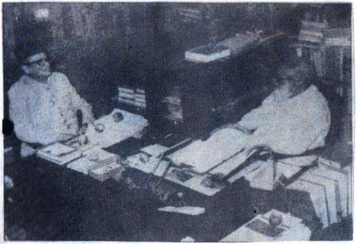

www.priyoboi.com

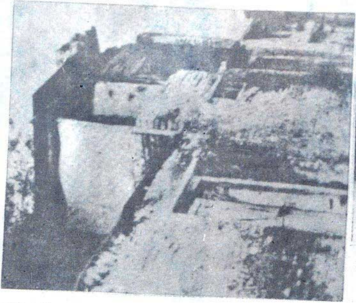

শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা

জানাতে মাওলানার বাড়ীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক

www.priyoboi.com

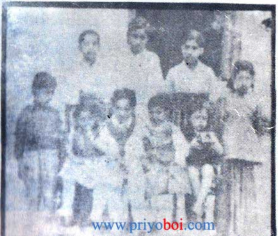

www.priyoboi.com

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং পবিত্র হারাম শরীফের ইমাম আবদুল্লাহ বিন সুবায়ল পাকিস্তান আসলে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন

www.priyoboi.com

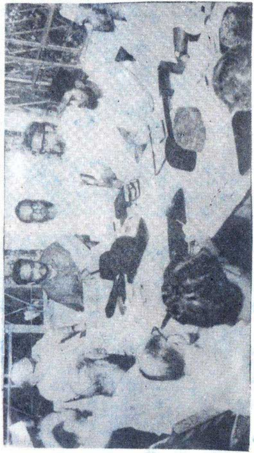

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

জীবনের বিভিন্ন বাঁকে মওলানা

সাইয়েদ

আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)—৩

www.priyoboi.com

শাহ নেজাম হাসান

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

৩০শে অক্টোবর ১৯৭৮ইং জমিয়তে তালাবায়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মাওলানা তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণের পর মুনাজাত করছেন

১৯৬৫ সালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হওয়ার পর এক বৈঠকে মাওলানা মওদূদী ও আইয়ুব খান

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

উস্তাদ মাওলানা আবদুস্‌সালাম নিয়াজী

www.priyoboi.com

জীবনের বিভিন্ন বাঁকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)—৪

www.priyoboi.com

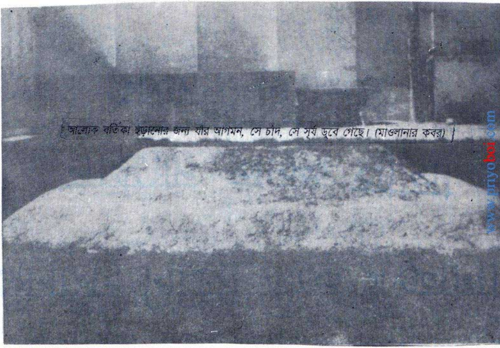

আলোক বর্তিকা ছড়ানোর জন্য যাঁর আগমন, সে চাঁদ, সে সূর্য ডুবে গেছে। (মাওলানার কবর)

www.priyoboi.com

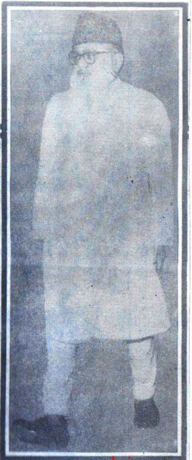

www.priyoboi.com

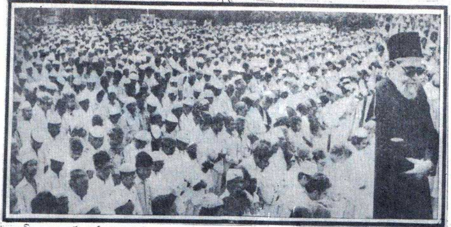

করাচী এয়ারপোর্ট স্টেডিয়ামে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ মাওলানার নামাজে জানাজার ইমামতি করছেন

www.priyoboi.com

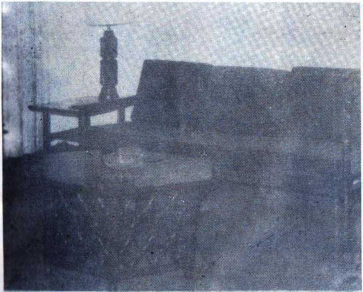

যে কক্ষে মাওলানা মওদূদী বিদেশী মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

www.priyoboi.com

যে চেয়ার-টেবিলে বসে লেখক ইতিহাস সৃষ্টি করছিলেন

www.priyoboi.com

৫-এ জেলদার পার্কস্থ মাওলানার বাড়ীর বহির্দিক।

মাসে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ইং সুদানের ক্ষমতাধর মন্ত্রী ডঃ হাসান আল তুরাবী
মাওলানাকে দেখার জন্য পাকিস্তান আসেন

www.priyoboi.com

www.priyoboi.com

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জওয়াব

সম্পাদনায়

আব্দুল মান্নান তালিব

www.priyoboi.com

মাওলানা মওদূদীর (রঃ) বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব

সম্পাদনায়ঃ

আবদুল মান্নান তালিব
আবদুল আজিজ

আবু নায়ীম প্রকাশনী
আদিতমারী, লালমনীরহাট

www.priyoboi.com

সূচীপত্র

নাম	পৃঃ নং
১। নবীগণের পাপমুক্ত হওয়া প্রসংগ	— ৯
২। সাহাবাগণের প্রতি অবজ্ঞা করার অপবাদ	— ১৩
৩। তাকলীদ প্রসঙ্গে	— ১৫
৪। জামায়াতে ইসলামী ও সম্মানিত আলেমগণ	— ২০
৫। সিজদায়ে তেলাওয়াত প্রসঙ্গে	— ২৪
৬। মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) সাহেবের অভিযোগ ও তার জবাব	— ৪০
৭। মওলানা হোসাইন আহমদ সাহেবের ফতওয়া	— ৫৯
৮। জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে ধ্বংস করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা	— ৬৩
৯। দ্বীন বুঝার জন্যে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	— ৭৩
১০। কতিপয় আলেমের উদ্দেশ্যমূলক বিরোধীতা	— ৮১
১১। তাবলীগ জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী	— ৮৫
১২। তাবলীগ জামায়াতের আমীরের অভিযোগ ও জবাব	— ৯১
১৩। মাহদী দাবী করার মিথ্যা অপবাদ	— ৯৭
১৪। কতিপয় মিথ্যা অপবাদ	— ৯৯

www.priyoboi.com

ভূমিকা

সারা বিশ্বের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ, ভৌগলিক পরিধির এক চতুর্থাংশ, খনিজ সম্পদের এক পঞ্চমাংশের অধিকারী হয়েও আমাদের মুসলমান জাতি নিপীড়িত নিগৃহীত। সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার উৎস ও উপকরণ এতো বিপুল পরিমাণে মুসলিম জাতির অধিকারে থাকা সত্ত্বেও এভাবে নির্যাতিত হওয়ার তো কথা নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-ভদ্রতা, কৃষ্টি কালচার, অর্থনীতি ও রাজনীতি মোটকথা মানববোধের ধারক-বাহক ছিল মুসলমান জাতি। পৃথিবীর যে কোনো কোণ থেকে 'মুসলিম' শব্দের প্রতিধ্বনিতে অন্য সব জাতি মনে করতো ন্যায়ের প্রতীক, অন্যায়ের প্রতিবাদী, জালেমের শত্রু, মজলুমের মিত্র, অজ্ঞতার যম, জ্ঞানের আলো, মূর্খতার শানিত তরবারী, বিদ্যার আলোকজ্জল মশাল-ধারী। কিন্তু সে ঐতিহ্য আজকে যেন কিংবদন্তীর স্বপ্ন। এমন শোচনীয় অধঃপতন কেমন করে ঘটলো! কি এর কারণ? হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার পথ কি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে? জাতিকে এই অধঃগতি থেকে রক্ষা করার কি কোনোই উপায় নেই?

এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে যিনি সারাটা জীবন এ পথে ব্যয় করলেন, নিজকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে জবাবগুলো বাস্তবায়িত করতে যে, ব্যক্তিত্ব আপনাকে উৎসর্গ করলেন স্বহাস্য বদনে, তিনি হলেন ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলনের অগ্রনায়ক, বর্তমান শতকের সংস্কারক সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)।

শাস্ত্রের কথা—রোগ নির্ণয়ে নির্ভুল ব্যক্তিই অভিজ্ঞ চিকিৎসক। কেননা তাতে শ্রম কম ও ফল বেশী। আমাদের মুসলমান জাতির দুর্ভাগ্য যে, আমরা আমাদের অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করতে পর্যন্ত অক্ষম, নিরাময় করা তো দূরের কথা। ধর্মীয় কিতাব পত্রের মাল মসল্লা দিয়ে সমাজপতি ও আমলারা যাদেরকে ধর্মের পুরোহিত বানিয়ে মুন্সী, মৌলভী, পীর-ফকীর, দরবেশ, ইমাম, মোদাররেছ, মোল্লা নামে আখ্যায়িত করলেন তারা তো রোগ নির্ণয়ের ধারে কাছেও ঘেষতে পারেনি। নিকাহ্, তালাকের, পদ্ধতি, সওম ও সালাতের ফযিলত ইত্যাকার কতিপয় বিষয়ের উপর তৈরী

www.priyoboi.com

করা পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন করে ডিগ্রী লাভ করে। সে কারণ নির্ণয় করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। ফলে দীনি মহল ইসলামের অধঃগতির সঠিক কারণ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। আসলে সিলেবাস তৈরীর পিছনে কিছু ইসলাম বিরোধী চক্রের ছিল কালো হাত। ইসলামের দরদী সেজে তারা এমন একটি সিলেবাস উপহার দিল যাতে দীনি মহলের তৎপরতা মসজিদ মাদ্রাসার গন্ডীর বাইরে যেতে না পারে। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হলো। দীনি মহল এই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী লেখা-পড়া করলেন। তাদের তৎপরতা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, হুজরার মধ্যে সীমিত রইলো। মসজিদের ইমামতি, মক্তব মাদ্রাসার মোদারেসী, মিলাদ, দোয়া, তাবীজ, ঝাঁড় ফুঁক, খতম ইত্যাদির ওপর তারা হয়ে উঠলো নির্ভরশীল। কিভাবে কেমন করে এই মহল সমাজ, প্রশাসন, রাজনীতি, প্রযুক্তি ও অর্থনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে বিকৃত জীবন ব্যবস্থায় নেমে আসলো তা তারা বুঝতে পারলো না। শার্দুল জাতিকে খেঁকশিয়ালে পরিণত করলো। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত জাতি হয়ে উঠলো একেবারে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। মসজিদের ইমামতি পেলে কিংবা মাদ্রাসার মুদারিস বা উস্তাদ হলে অথবা কিছু লোকের ভক্তি শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করে পীর সাজতে পেরে তারা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতো হাজারবার। দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণ করার কল্পনাও তারা করতে পারলোনা। দুনিয়ার তাবত সম্পদ ভোগ করার অধিকার তাদের নেই। গাড়ী, বাড়ী অট্টালিকার মালিক হওয়া তো দূরের কথা এগুলোর চিন্তা করাও তাদের জন্যে মহাপাপ।

'আলকুরআন' পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, একথা আজ বিশ্ব স্বীকৃত, পরীক্ষিত সত্য। সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-দীক্ষার ধারক-বাহক দীনি মহলকে এভাবে হীন অবজ্ঞেয় ও ঘৃণ্য করে সমাজে দাঁড় করানো সেই ষড়যন্ত্রকারী চক্রের পরিকল্পিত সিলেবাস, যার বদ্ধমূল ধারণা ছিল পাশ্চাত্য দর্শন কিংবা কমিউনিষ্ট ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র, অর্থ, প্রশাসন, সমাজ কিছুই চলতে পারে না। তারা দীনি মহল কখনো নিজকে দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক মনে করতে পারলোনা। তাদের মতে দেশের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দীনি কিংবা ইবাদত বন্দেগীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। এগুলো থেকে নিরাপত্তামূলক দূরত্ব যে যতো

www.priyoboi.com

বেশী বজায় রাখবে সে ততোবেশী বুযুর্গ, আল্লাওয়ালা, খাটী ঈমানদার। এ কথার মোক্ষম দলিল হলো দুনিয়ার ভোগ বিলাস উচ্ছিষ্ট, আর এই এ উচ্ছিষ্টের অন্বেষনকারী কুকুর। ইসলাম বিরোধী চক্র তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত দেখে বিজয়ের তালি বাজাতে লাগলো। ইসলাম তথা দ্বীনি মহলের এই করুন অবস্থা দর্শনে যার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো, তিনি হলেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র)। ১৬ বৎসর বয়সে পত্রিকার সম্পাদনা করার যোগ্যতাকে আধ্যাত্মিক ভাষায় ইলমে লাদুন্নী বলা হয় কিনা জানিনা ; তবে এটা একটি বিরল প্রতিভা। আল্লাহ প্রদত্ত এই বিরল প্রতিভা তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ব্যয় করেন মুসলিম জাতির হৃৎ ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার কাজে। তাঁর সারা জীবনের কষ্ট তৎপরতা ও কর্ম পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা করলে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, তিনি মুসলিম জাতির অধঃপতনের সঠিক কারণ নির্ণয় করতঃ তা অপনোদনের সঠিক ও যুক্তিভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ ভাবে সফলকাম হোন। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি মতবাদের অন্তঃসার শূন্যতা এবং ইসলামের সার্বজনীনতা ও কালজয়ী হওয়া প্রমাণ করে একদিকে তিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠাবলী বই লিখেন, অপর দিকে তা বাস্তবায়িত করার জন্য তৈরী করেন একটি মর্যাদাবান সংগঠন। কুরআন হাদীসের আলোকে তাঁর রচিত সাহিত্য ভান্ডার যুক্তি তর্কে সমৃদ্ধশালী। তাই দেখা যায় অগনিত গোঁড়া নাস্তিক কিংবা কমিউনিস্টরা এই সাহিত্য অধ্যয়ন করে ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে পরিগনিত হয়। পাঠকের মনে আনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, তার কাছে প্রাচ্য ও প্রতিচ্য দর্শন ভেংগে খান খান হয়ে যায়। ফলে ইসলাম বিদ্বেষী চক্র তাঁর আবির্ভাবকে একটি যমদূত মনে করতে লাগলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে আগত দর্শনের ধ্বজাধারী, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা তাকে ঘায়েল করার জন্যে সম্মিলিত চেষ্টা চালায়, আঘাত হানে সমবেত ভাবে। এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক অংগনে চোখ বুলালে আমরা দেখতে পাই ইসলামের নামে আবির্ভূত কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে এসব বাতিল পন্থীদের সংঘর্ষ নেই। কারণ তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করছে যে, এদেশে বাতেল মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এরা বিন্দুমাত্রও বাধা বা প্রতিবন্ধক নয়। ফুৎকারে

www.priyoboi.com

তাদেরকে নিভিয়ে দেয়া কয়েক সেকেণ্ড সময়ের ব্যাপার মাত্র। রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ মুসলমান কমিউনিস্টদের অভিযান ঠেকাতে পারেনি। শত শত বৎসর রাজত্ব করেও মুসলমানগণ দেশটি ধরে রাখতে পারেনি। কোটি কোটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আজকে সমাজতন্ত্রের পায়তারা চলছে। সুতরাং ঐসব নাম সর্বস্ব দল যে তাদের কানাকড়িও কিছুই করতে পারবেনা তা পরিক্ষিত সত্য। বিপরীতে মওদূদী সাহেবের দীক্ষায় জীবিত সিসা ঢালা প্রচীরসম সংগঠনকে তারা ফুৎকারে উড়াতে পারবে না তা জেনে শুনেই ঐসব তাগুতী শক্তি তার ও সংগঠনের বিরুদ্ধে সোচচার। কুরআন-হাদীসের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে এই বাতিল শক্তির সাথে সংঘাত ঘটেনা অন্যান্য ইসলামী দল ও সংগঠনের। বাতিলের সাথে আপোষকামীতা কিংবা তাদের দেয়া সীমিত ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধায় অন্যান্য সংগঠনের নেই কিছুমাত্র আপত্তি।

ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের ষড়যন্ত্রের সব জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে, ফাঁস করে দিবে তাদের সব জারিজুরি, উন্মোচন করবে তাদের মতবাদের অন্তঃসারশূন্যতা—আর তারা সেগুলো নীরব দর্শকের মতো ফেলফেল করে দেখবে—কখনো হতে পারে না। সুতরাং তা শয়তানী শক্তির মূর্ত প্রতীক নাস্তিক, সমাজতন্ত্রী, পুঁজিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কমিউনিস্টদের শত্রুতা করাই স্বাভাবিক, না করাই বিচিত্র। কিন্তু যে দীনি মহলকে মওলানা সাহেব তাদের যোগ্য আসনে উপবিষ্ট করাতে সারাটি জীবন সংগ্রাম করলেন, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ইলমের ধারক-বাহকদের সঠিক মূল্যায়ন করতে চাইলেন, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, তাদের বিরোধীতার ভূমিকা গ্রহণ বড়ই আশ্চর্য! তাঁর বাস্তব পদক্ষেপে কুরআন হাদীস জানা লোক ইমামতি, মুদারেসী, ঝাড়-ফুক, মিলাদ, খতম, নযর-নিয়ায, হাদীয়ার ওপর নির্ভরশীল হবে না। তারা অংশ নিবে প্রশাসনে, প্রযুক্তি কুটনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতিতে। ফলে তারা পাবে যোগ্য মর্যাদা, উপযুক্ত সম্মান ও সম্মানী, প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব। কিন্তু আশ্চর্য! শত শত বৎসর আগে ইসলামের সাথে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে পরাভূত শত্রুর ষড়যন্ত্রমূলক পাঠ্যক্রম ও রূপ রেখায় লালিত অত্যন্ত সংকীর্ণমনা কতিপয় আলেম মওলানা মওদূদীর (রঃ) এই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাকে আদপে বুঝতে পারলো না, আবার কিছু সংখ্যক লেবাসী দীনদার লোক তাদের

www.priyoboi.com

গুছানো আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার আশংকা করলো। কতিপয় আলেম এই কর্ম তৎপরতাকে দুনিয়াদারী হিসেবে ইসলামের বিকৃতরূপ মনে করলো। এভাবে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকার কতিপয় আলেম মাওলানার এই বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাধারণ ও সরলপ্রাণ মুসলমানের মনে বিষোদগার সৃষ্টি করে। অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিংবা গায়ে পড়ে তার বিরোধীতায় উঠে পড়ে লেগে যায়।

আমরা আশ্চার্যভাবে লক্ষ্য করছি। মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সংগঠন থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার জন্যে তাঁর নামে এমন সব উদ্ভট কথা-বার্তা বলা হলো যার সাথে তার আদৌ সম্পর্ক নেই। আরো আশ্চর্য! এরূপ অহেতুক কথার সাথে সম্পৃক্ত আমাদের দেশের নামকরা কতিপয় আলেম যারা নিজেদেরকে আলেমে দীন ও ন্যায়-পরায়ণ মনে করেন। তাঁর ওপর আরোপিত অপবাদগুলোর মধ্যে আছে মওদূদী সাহেবের মাহদী, মুজাদ্দিদ, নবী হওয়ার দাবী করা, কিংবা সাহাবায়ে কিরামগণের 'মিয়ারে হক' না হওয়া, আধ্যাত্মিক বিদ্যার অস্বীকার করা ইত্যাদি।

তাঁর হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার কোথাও এসব কথা লেখা নেই। বিদ্বেষী ও সংকীর্ণ মনা তথাকথিত আলেমগণ কোথাও তাঁর কোনো কথার পূর্বাপর ছেড়ে দিয়ে অথবা নিজেরা ভুল অর্থ করে এসব অমূলক কথার ফানুষ তৈরী করেছে। মওদূদী (র) সাহেব তাদের এসব বানানো কথার যুক্তি-ভিত্তিক জবাব দিয়েছেন। প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন করেছেন, গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করেছেন কিন্তু প্রতিপক্ষগণের মুখ বন্ধ হয়নি। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে নয়। খুটি নাটি, শাখা-প্রশাখা কিংবা ছোটো-খাটো বিষয়ে কোথাও তাকে দ্বিমত পোষণ করতে দেখা গেছে। গৃহীত মতটিও তাঁর সম্পূর্ণভাবে একক ও স্বতন্ত্র অভিমত এমন নয়। ফিকাহ ইতিহাস ও কালাম শাস্ত্রের মোটা ভলিয়মের গ্রন্থরাজির পাতা উল্টাতেই তাঁর মতের সমর্থনে প্রথম, মধ্য ও সমকালীন সময়ের এমন অগণিত আলেম, বুযুর্গ, গবেষক ও ইমাম পাওয়া যায়, যাদের সাহাবা প্রীতি, ইসলামের জন্যে ত্যাগ, তিতীক্ষা, ইলম, জ্ঞান তাকওয়াও আল্লাহ ভীতির কাছে আজকের সাহাবা প্রীতি ও ইসলাম দরদীর দাবীদার অভিযোগ-কারীরা নস্যির অপগণ্ড শিশু। এই শিশুদের লম্প-ঝম্পে ব্যথিত

www.priyoboi.com

বা আহত হয়নি এই নিবেদিত প্রাণ, মহাসমুদ্র সমমনা মহৎ লোকটি। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সহজ সরল প্রাণ মুসলমান, প্রতারিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদী, বঞ্চিত হয়েছে আজকের মুসলিম যুব সমাজ। আর সর্বোপরি লাভবান হয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী চক্র। উপমহাদেশের কতিপয় আলেমের ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা, গোঁড়ামী, অনভিজ্ঞতা ও বুযর্গ পুরস্তীর কারণে মওদূদীর (র) সাথে করুণ আচরণে আহত হয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত জাফর আহমদ ওসমানী (র) তাকে এক চিঠিতে লিখলেন ঃ

"একথা জেনে দুঃখ পেলাম যে, আজকাল কতিপয় আলেম আপনাকে কাফের ও ফাসেক হওয়ার ফতওয়াবাজী শুরু করে দিয়েছে এবং আপনার সংগঠনকে 'আহলে হক' থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছে। আল্লাহ তায়ালা বিচ্ছিন্ন না করলে অপর কারো বিচ্ছিন্ন করার পরওয়া মোটেই নেই।"

প্রত্যেক বস্তুর বিচ্ছিন্নতায় রয়েছে বিনিময়
নেই কোনো বিনিময় আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নতায়।

বস্তুতঃ তিনি বিতর্কিত বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাঁর স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু ফতওয়াবাজীর পেশাদারী আলেমগণ তাঁর লেখা বইটি স্পর্শও করেনি, শুধু চাটুকারদের কথার ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া রচনা করেছেন এমন নজিরও আছে। বই ও তাঁর রচিত গ্রন্থ স্পর্শ না করারও ফতওয়া রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট গবেষক মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাওয়ার) তাঁর জবান বন্দীতে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, স্পর্শ না করার উস্তাদদের নির্দেশনামা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছিলেন তিনি। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে দুরু দুরু বুকে ওস্তাদদের নির্দেশ উপেক্ষা করে মওদুদী (রঃ) সাহেবের রচিত বই পড়ার শুরুতেই মনে একটা তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। পরিশেষে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, অকাট্য যুক্তি, কুরআন হাদীসের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা, কুরআন-সুন্নার বাস্তবায়নের বুদ্ধিভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্যের কাছে তিনি পরাভূত হোন। সত্যকে জানতে বিলম্ব ঘটায় পরিতাপ করেন। এ পথে যারা অন্তরায় সৃষ্টি করেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি তত্ত্ব-তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন।

www.priyoboi.com

আজকের ইসলামী বিশ্বে মওদূদী একটি নাম, একটি আদর্শ, একটি ব্যক্তিত্ব। ইতিমধ্যেই এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের কয়েকটি কলেজ, ইউনিভারসিটিতে এই মহান ব্যক্তির জীবনের একেকটি দিক নিয়ে গবেষণা করে এম, ফিল ও পি, এইচ. ডি. করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম্ভতঃ তিনিই একমাত্র প্রথম ব্যক্তিত্ব যাঁর গায়েবানা নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব মুসলিমের প্রাণ কেন্দ্র মক্কা মুয়াযযমার খানায়ে কাবায় এবং মদীনায়ে মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে। বাইতুল্লাহর প্রধান খতীব ও ইমাম আবদুল্লাহ সুবাইল তাঁকে রূহানী গুরু হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। বর্তমান শতকের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, শিক্ষাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রনেতা কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আল্লামা ডঃ ইউসুফ কারযাভী তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলেন। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ফয়সল পুরষ্কারে (যার বর্তমান মূল্য প্রায় ১ লাখ ডলার ও এক পোয়া স্বর্ণ) ভূষিত হলেন এই ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তার রূপরেখায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক মুসলিম সংস্থা রাবেতায়ে আলম আল ইসলামী। প্রায় অর্ধশত ভাষায় ইসলামী সাহিত্য অনূদিত হওয়ার অনন্য ও বিরল ঘটনা এই ব্যক্তির রচিত বইয়ের বেলায়ই ঘটে। যিনি দেশ বিদেশে বড় বড় মনিষী কর্তৃক এভাবে সমাদৃত হলেন। তাঁকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, আহলে সুন্নাতের বহির্ভূত, দেওলিয়া, উন্মাদ বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এ উপমহাদেশের অতি উৎসাহী, কল্পনা বিলাসী, সাহাবা প্রীতির ধবজাধারী গুটিকতেক তথাকথিত আলেম। আমাদের দুঃখের সীমা থাকেনা যখন দেখি ছা পোষা, মিলাদ, দোয়া তাবিজ, হাদিয়ার ওপর নির্ভরশীল কথিত আলেমদের এই সুরের সাথে অনুরণিত হলো মুহতারাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) সাহেবের সুর।

পংগপালের মতো উড়ে আসা এসব কীট পতংগের ভন ভন শব্দে কান কিছুটা জ্বালা পোড়া করতো। এদের নিয়ে চিন্তা করা সময়ের অপচয় বৈ আর কিছুই নয়। এসব ছাটুকার ও তোষামুদে লোকদের ঘ্যান-ঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে হয়তো বা মাদানী সাহেব (রঃ) কলম ধরে থাকবেন। আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) সাহেব

www.priyoboi.com

তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের বিরূপ সমালোচনার জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করছেন। আমরা তাঁর জবাব এবং আরো কিছু আনুসংগিক বিষয়ের তত্ত্ব-বহুল ও বুদ্ধিবৃত্তিক কথা সংযোজন করে বই আকারে সরলপ্রাণ নিরীহ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের বেড়াজাল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হই। মুহতারাম মাদানী সাহেব (র) ও অন্যান্যরা মওদূদী সাহেবের (র) বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে রুচিবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা ও সৌজন্য বোধের সাধারণ সীমারেখাও রক্ষা করতে পারেননি। অপরদিকে আমরা দেখি মওদূদী সাহেবের (র) জবাবী লেখায় ফুটে উঠেছে অভিযোগকারীদের প্রতি যথাযথ সম্মান, বজায় রয়েছে ভদ্রতা ও শালীনতা, রক্ষিত হয়েছে রুচিবোধ, লংঘিত হয়নি আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং সমালোচনার সীমারেখা। এ পর্যায়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আসেম নোমানীর কতিপয় সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল কথাও যোগ করা হলো।

এ ধরণের-আগাছা পরগাছার অত্যাচারে দোদুল্যমান ব্যক্তিদের সংশয় নিরসনে সামান্য সহায়তা করলেও আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথের সন্ধান দান করুন। আমীন।

১৩ই মে, ১৯৮৮ — আবদুল মান্নান তালিব

২৬ রমজানুল মুবারক, ১৩০৮ হিঃ ঢাকা।

www.priyoboi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নবীগণের পাপমুক্ত হওয়া প্রসংগ

'মাওলানা মওদূদী (রঃ) সাহেব নবীগণের পাপমুক্ত হওয়াকে (ইসমত) অস্বীকার করেন। বিশেষ করে নবুয়্যাত প্রাপ্তির আগের ইলমের উৎস এবং সাধারণ লোকদের ইলমের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য করেন না। নবীগণের তাওহীদ স্বোপার্জিত এ হলো মওদূদী (রঃ) সাহেবের বিরুদ্ধে এ প্রসংগে অভিযোগের মূল বক্তব্য।

এ বিষয়ে মওলানা মওদূদী (র) সাহেবের নিজের লেখা পেশ করছি। এতে এই অভিযোগের অন্তসারশূণ্যতা সকলের সামনে ভেসে উঠবে।

"ব্যক্তি মুহাম্মদ ও নবী মুহাম্মদ' যদিও দু'টি ভিন্ন মর্যাদা তবুও উভয় মর্যাদা একই ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান। দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা কার্যতঃ সম্ভব নয়।

'রিসালতের পদমর্যদা পার্থিব পদমর্যাদার মতো নয়। যতোক্ষণ পদ আছে ততোক্ষণ ক্ষমতা আছে, পদচ্যুতি ঘটলেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সাধারন মানুষের পর্যায়ে নেমে আসবে ব্যাপার যে এমন নয়। রসূল যে সময় থেকে রসূলের পদ মর্যাদায় ভূষিত হোন সে সময় থেকে ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত তিনি সব সময় রিসালতের ওপর আদিস্ট থাকেন। যে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি করে তাঁকে পাঠানো হয়েছে তাঁর খেলাপ কোনো কাজ তিনি করতে পারেন না।

নবী তাঁর জীবনের চৌহদ্দিতে ইমাম, আমির, বিচারপতি, নৈতিকতার শিক্ষক, একজন নাগরিক, সমাজের একজন লোক অথবা একজন স্বামী, পিতা, ভাই, আত্মীয় ইত্যাদি যাই হোক কিন্তু রিসালাতের মর্যাদা হবে সর্বপরি সর্বব্যাপি। রিসালাতও নবুয়াতের দায়িত্ব কোনো অবস্থাতেই

www.priyoboi.com

মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হয় না। এমনকি নবী যখন একান্ত গোপন বেশে নিজের স্ত্রীর কাছে থাকেন তখনও তিনি এমন নবী যেমন মসজিদে নামাযের ইমামতি করার সময় হয়ে থাকেন।

"জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবী যা করেন তা আল্লাহর হেদায়েতের ভিত্তিতেই করে থাকেন। তাঁর ওপর আল্লাহর কড়া দৃষ্টি থাকে সব সময়ের জন্যে। এ কারণেই তিনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখায় চলতে বাধ্য থাকেন। চলারপথে সামান্যতম পদস্খলন দেখা দিলে তৎক্ষনাৎ তাঁকে সাবধান করা হয়। কেননা তাঁর ত্রুটি কেবলমাত্র নিজের ত্রুটি নয়, বরং একটি জাতির ত্রুটি সুতরাং তাঁর ভুল-ত্রুটি হতে নিরাপদ হওয়া অবশ্য কর্তব্য যাতে করে দৃঢ় প্রত্যয়সহ তাঁকে অনুসরণ করা যায়। এবং তাঁর কথা ও কাজকে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের মানদণ্ড হিসেবে গন্য করা যায়।" (তাফহীমাত ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৯০—২৯১

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ দ্বারা মরহুম মওলানার স্বীয় লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। আরোপিত অভিযোগ খণ্ডনের জন্যে এটাই যথেষ্ঠ। তারপরও কতিপয় অতিরিক্ত আলোচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি:

'আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোনো কোনো জাতির কাছে নবী প্রেরনের ইচ্ছা করেন তখন নবুয়্যতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে একজন লোক সৃষ্টি করেন। তাঁকে এমন মানবীয় উচ্চ গুণাবলী এবং তীক্ষ্ণ মেধা ও আত্মিক শক্তির অধিকারী করা হয়, যা এই গুরু দায়িত্ব সামলানোর জন্য জরুরী। জন্ম লগ্ন থেকে বিশেষ দৃষ্টির মধ্যে তাঁকে লালন-পালন করা হয়। নবুয়্যত প্রদানের পূর্ব মুহূর্তও নৈতিক ত্রুটি ভ্রান্তি ও ভুল কার্যক্রম থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখা হয়।"

(তাফহীমাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৯২)

আরো একটি উদ্ধৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন।

"এভাবে যাদেরকে তৈরী করেন, তারা সাধারণ লোকদের মতো নয়। বরং তাঁরা অসাধারণ যোগ্যতাসহ আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের স্বভাব স্বচ্ছ নির্খাদ। তাঁদের মানসিক কাঠামো এমনভাবে তৈরী যে, তাঁদের কথাবার্তায় বক্রতা বা সন্দেহ করার প্রবনতা পর্যন্ত থাকে না। জন্ম-

www.priyoboi.com

গত ভাবে তাঁরা এমনভাবে সুপ্ত যে বিনা দ্বিধায় স্বচ্ছন্দে মেধা ও মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতা দ্বারা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যাঁর কাছে অন্যান্য লোকদের পক্ষে যথেষ্ট গবেষণা চিন্তা করার পরও পৌঁছা সম্ভব না। তাঁদের ইলম উপার্জিত নয় বরঞ্চ স্বাভাবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত। হক ও বাতিল, ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা তাঁদের প্রকৃতির মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয় - - - "(তাফহীমাত ১ম খণ্ড পৃঃ ২৯৪)

আরো একটি অতিরিক্ত উদ্ধৃতি :—

"নবুয়্যত আসলে একটি জন্মগত জিনিস। নবীর ব্যক্তিগত পর্যায় এবং নবুয়্যতের পর্যায় একীভূত। পার্থক্য যদি থেকে থাকে তবে সেটা শুধু এতটুকু যে, নবুয়্যত প্রাপ্তির আগে তাঁর নবুয়্যত অব্যবহারিক পর্যায়ের থাকে আর নবুয়্যত লাভের পর তা ব্যবহারিক হয়ে যায়।"

(তাফহীমাত ১ম খন্ড পৃঃ ৩০২

এসব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাবলী থাকা সত্ত্বেও এমন অভিযোগের কি তাৎপর্য থাকতে পারে, যার ফলে আখেরাতের জবাবদিহির পরওয়া না করে মওলানা মওদূদীর ওপর এ অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে যে, তিনি নবীগণের ইলমের উৎস এবং সাধারণ লোকদের ইলমের উৎসের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেন না ? অথবা নবুয়্যত প্রাপ্তির আগের ইলমকে তিনি স্বোপার্জিত মনে করেন। নিম্ন লিখিত বাক্যগুলো কত সুস্পষ্ট তা লক্ষ্য করুন !

"কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয়, নবীর ব্যক্তিত্ব সার্বিকভাবে একটি আদর্শ। তার প্রতিটি দিক ও দর্শন আমাদের জন্য হেদায়েতের বর্তিকাস্বরূপ। তাঁর ব্যক্তি সত্বার কোন কাজে প্রবৃত্তি বিভ্রান্তি গোমরাহীর লেশ মাত্র নেই।" (তাফহীমাত ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৮)

আল্লাহর নবী সম্পর্কে আরো একটি নীতিগত ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন !

"রসূল আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ অনুগত ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই অনুগত হওয়া রিসালাত পদ মর্যাদা থেকে আলাদা বস্তু নয়। বরঞ্চ রসূল হওয়াই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি তাঁর অনুগত হওয়ার প্রমাণ। তাঁর অনুসরণ আল্লাহর অনুসরণ করারই নামান্তর। তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছেই বাইয়াত গ্রহণ। রসূলের অনুসরণ না করার অর্থ আল্লাহর সাথে নাফ-

www.priyoboi.com

রমানী করা; যার পরিনতি হলো আল্লাহর কাছে মানুষের কোন কাজই গ্রহণীয় না হওয়া - - - । সমগ্র জাতি এবং জাতীয় নেতা সকলে মিলেও আল্লাহর রসুল যে ব্যাপারে ফায়সালা করেছেন তার ওপর নিজেদের ফায়সালা গ্রহণ করার অধিকার আদৌ নেই।

(সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত পৃঃ ৮৩-৮৫)

"কুরআন সন্দেহাতীত ভাবে পরিস্কার ভাষায় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া শিক্ষক, মুরব্বী, ইমাম, পথ প্রদর্শক, আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যাকারী, আইন দাতা (Law Giver) হুকুম দাতা, অনুগত ঘোষণা করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমস্ত পদ কুরআনের আলোকে রিসালাতের পদ মর্যাদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই সাহাবাগণের শাসনামল থেকে আজ অবধি সমগ্র মুসলিম মিল্লাত এমন কাজকে কুরআনের পর আইনের দ্বিতীয় উৎস (Source of Law) হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন যেগুলো রসুল উপরোল্লিখিত মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পন্ন করেছেন।"

(সুন্নাত কি হাইসিয়াত পৃঃ ৮৫)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে নবীগণ নিষ্পাপ নিষ্কলংক। তবে পদস্খলনের সম্ভাব্যতা থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন না। পদস্খলন হতেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাবধান করা জরুরী ছিল, যাতে করে উম্মতগণ পদস্খলন কাজে নবীকে অনুসরণ করা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এ প্রসংগে শায়খুল ইসলাম মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর (রঃ) মালফুজাত থেকে দু'টি বাক্য পেশ করা যথার্থ মনে করি ঃ

"নিষ্পাপ লোকগণ যদিও ইচ্ছা করে পাপ করতে পারেন না তবুও ভুল বুঝার কারনে অনেক সময় তাঁদের দ্বারা বড় বড় গুনাহ হয়ে যায়।"

[(১) মালফুজাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৭ মাকতাবায়ে ইলম ও আদব, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। (২) মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৮]

দ্বিতীয় বাক্য ঃ "আযাব দেখার পর ঈমান গ্রহণে কোন ফায়দা হয় না। শুধু মাত্র ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায়কে এ সার্বিক বিধান থেকে ব্যতিক্রম গণ্য করা হয়। কারণ প্রকৃত পক্ষে তাদের উপর আযাব আসেনি। বরং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ত্রস্ততার কারণে আযাবের ধারনা করেছিল মাত্র।"

(মালফুজাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খন্ড পৃঃ ৪৪ মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খন্ড পৃঃ ৮৩)

www.priyoboi.com

সাহাবাগণের প্রতি অবজ্ঞা করার অপবাদ

মওলানা মওদূদীর (রঃ) ওপর আরো একটি অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে যে, তিনি সাহাবাগণকে অবজ্ঞা করে থাকেন এবং মিথ্যা হাদীসের আশ্রয়ে সাহাবাদের দোষ চর্চা করেন। অধিকন্তু তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এবং শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর (রঃ) মতো বুযর্গ লোকদের রচিত কিতাবাদিকে সাহাবাগণের ব্যাপারে দলীল হওয়ার অযোগ্য মনে করেন। প্রতিপক্ষগণ এ অপবাদটিকে সবচেয়ে বেশী জোরালো ভাবে প্রত্যেক জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া জরুরী মনে করেন। তবে আমাদের মতে এটাও বানোয়াট ও নির্জলা মিথ্যা। অজ্ঞাত কারনে মওলানা মওদূদীর ওপর অপবাদটি চাপিয়ে দেওয়া হয়। অপবাদটি সার্বৈব মিথ্যা হওয়ার দলীল এই—

" এখানে প্রাসংগিকভাবে সতর্ক করে দেয়া যথার্থ মনে হয় যে, এ আয়াত (সূরা হজ্জের শেষ আয়াত) সাহাবাগণের ফজিলত সম্বলিত আয়াত-সমূহের অন্যতম। যারা সাহাবাদের বিরূপ সমালোচনা করে তারা ভুল করে, একথাও আয়াত গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়। "

[তাফহীমুল কুরআন, সূরায়ে হজ্জ, টীকা ১২৯]

(২) "সাহাবাগণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনাকারীগণ আমার মতে কেবল ফাসিকই নয় বরং তাদের ঈমানও সংশয়ান্বিত। "

(তর্জমানুল কুরআন আগস্ট ১৯৬১ পৃঃ ৫৩

(৩) সাহাবীর সংজ্ঞায় প্রথম যুগের আলেমগণ যদিও মত পার্থক্য করেছেন কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সংজ্ঞার সব দিক থেকেই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত কিছু কাজ পর্যালোচনার ক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু ইসলামের জন্যে তাঁর অবদান ও খেদমত সঠিকভাবে গৃহীত ও অনস্বীকার্য। তাঁর মাগফিরাত লাভ একটি নিশ্চিত বিষয়। "

(মাকামে সাহাবা পৃঃ ২২

(৪) সম্মানিত সাহাবাগণ সম্পর্কে বর্ণনার ক্ষেত্রে "সাহাবাদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব' প্রসংগটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ নাজুক দিক হিসেবে বিবেচিত

www.priyoboi.com

আমীর ও কর্মচারীবৃন্দের মতো মর্যাদাবান ছিলেন না। (ইযালাতুল খাফা, মকসাদে আউয়াল, পৃ ১৫০)

(৩) ফতুয়ায়ে আযীযীয়াতে শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রঃ) লিখেছেন ঃ

আলেম, তাফসীরকার এবং ফকীহগণের মতে হযরত আলীর (রা) সাথে মুয়াবিয়ার (রাঃ) যে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা শুধু ইজতিহাদী ভুলের কারণে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ পরে রেওয়ায়েত অনুসন্ধান করার পর বলেন, এই অশুভ তৎপরতা একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল না এবং এ দুর্নাম থেকেও মুক্ত ছিলনা যে, হযরত ওসমানের (রাঃ) ব্যাপারে ওমাইয়া ও কুরাইশদের মধ্যে যে গোত্রীয় সামপ্রদায়ীকতা ছিল হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রাঃ) মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। আর এরই পরিণতিতে তাঁকে কবিরা গুনাহের অপরাধী এইং বিদ্রোহী গন্য করা যায় - - - - তবে তিনি অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য নয়। (ফতওয়ায়ে আযীযীয়া সায়াদ এন্ড কোং করাচী কর্তৃক প্রকাশিত।)

মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রঃ) শিয়া ভদ্র লোকদের এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন ঃ

(৪) হযরত আলীর (রাঃ) সাথে সংঘটিত মুয়াবিয়ার (রাঃ) দ্বন্দ্বকে আহলে সুন্নাতগণ কবে ভাল এবং জায়েয বলেছেন? আহলে সুন্নাতদের কোন কিতাব দেখে নিন। আহলে সুন্নাত তাঁকে এ কাজের জন্যে দায়ী করেন। তবে এ ভুলের জন্যে মুয়াবিয়া (রাঃ) ঈমান হারা হয়ে যাননি যেমন তোমরা এবং তোমাদের আগেকার ইমামগণ এরূপ ধারনা পোষণ করে থাকেন। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا - - - - -

(যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পর যুদ্ধ করে - - -)

দু'দলের পারস্পারিক মারামারি করা সত্তোও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুমিন নামেই আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া শত শত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, ফিসক ও কবীরা গুনাহের দ্বারা মুসলমান কাফের হয় না।

(শিয়া হেদায়াত পৃঃ ২৩)

www.priyoboi.com

তাকলীদ প্রসংগ

মওলানা মওদূদী (রঃ) তাকলীদ বিরোধী এবং আহলে ইলম লোক-দের জন্যে তাকলীদ করা গুনাহের চেয়েও ভয়ানক, যার তাৎপর্য হলো কুফর'—এরূপ অভিযোগেরও সুর উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ সম্পর্কে মওলানা মওদূদীর (রঃ) দৃষ্টিভংগী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নিম্নে প্রদান করা হলো।

"যে ব্যক্তি নিজে আহকামে ইলাহী এবং সুন্নাতে নববী সম্পর্কে অভিজ্ঞ নয় এবং নিজে মূল কুরআন হাদীস থেকে শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন করার যোগ্যতা রাখে না, তারজন্যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ইমাম ও আলেমের নির্ধারিত মতের অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। যদি কোন লোক এ দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম বা আলেমের অনুসরণ করে তাহলে আপত্তি করার কোনই অবকাশ নেই।

(রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড পৃঃ ২৩৫)

মওলানা মওদূদীর (রঃ) ইচ্ছা—পন্ডিত লোকগণ এভাবে অন্ধানুকরণ করার পরিবর্তে কুরআন হাদীস থেকে সঠিক হুকুম সরাসরি অবগত হওয়ার চেষ্টা করুক এবং এ ব্যাপারে আগেকার আলেমদের সাহায্য গ্রহণ করুক। তারপর যা কিছু তার কাছে সত্য ও সনাতন মনে হবে তারই অনুসরন করবে। তাই তিনি লিখেছেন ঃ

"পন্ডিত লোক যিনি কুরআন হাদীস এবং আহকামে এলাহী সম্পর্কে অভিজ্ঞ তিনি সঠিক হুকুম কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি অবগত হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এই গবেষনায় তিনি প্রথম যুগের আলেমদের অভিমত থেকেও সাহায্য গ্রহন করবেন। পরন্তু যে সব বিতর্কিত মাসায়েল মজহাবের ইমামদের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো সম্পর্কে সব ধরনের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে খোলা মনে গবেষণা করা দরকার যে, মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে কার ইজতেহাদ কুরআন ও হাদীসের সাথে অধিকতর সুসাঞ্জস্যশীল। তারপর যা সত্য বলে প্রমাণিত হবে তারই অনু-সরণ করতে হবে।

(রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড পৃঃ ২৩৫)

www.priyoboi.com

হয়। এ ব্যাপারে প্রথম যুগের ও বর্তমান যুগের গবেষক আলেমদের মতো মওলানা মওদূদীও (রঃ) নিজের বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণে ইলমী মতভেদ থাকতে পারে। তাতে সাহাবাগণের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে একথা বলা কিন্তু ঠিক নয়। এ প্রসংগে মওলানা মওদূদী (রঃ) যা কিছু লিখেছেন এমন ধরনের কথাবার্তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ এবং ঐতিহাসিক ও জীবনী লিখকগণ কম-বেশী লিখে আসছেন। এর কতিপয় উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, তবে দীর্ঘ সূত্রিতার ভয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

ইমাম ইবনে তাই'মিয়া মিনহাজুস্ সুন্নাহ কিতাবে লিখেছেন ঃ

(১) হযরত ওমর (রাঃ) কাউকে ধন-দৌলত অযাচিতভাবে দেননি এবং কোন আত্মীয়কেও কোন পদে নিয়োগ করেননি একথা সকলেরই জানা। হযরত ওসমান (রাঃ) সরলতা, সহিষ্ণুতা, দয়া ও মহানুভবতার দ্বারা প্রশাসন পরিচালনা করেন, যা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তিনি শক্তি ও রাজনীতিতে হযরত ওমরের (রাঃ) মত ছিলেন না। ন্যায় ও ধার্মিকতায় তিনি তাঁর মতো পরিপক্কও ছিলেন না। তাতে কিছু লোক অবৈধভাবে লাভবান হয় এবং তারা পার্থিব স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে আল্লাহ ও খলিফা ভীতি দুর্বল হয়ে যায়। সুতরাং হযরত ওসমানের (রাঃ) দুর্বলতা এবং তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে যারা পদ ও সম্পদ লাভ করেছিল তারা এমন একটি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে যার পরিনতিতে তাঁকে অন্যায়ভাবে শাহাদত বরণ করতে হয়।"

(মিনহাজুস্ সুন্নাহ ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১২১১ মিশর সংস্করণ)

(২) হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) ইযালাতুল খাফাতে লিখেছেন ঃ

"হযরত ওসমানের (রাঃ) জীবন চরিত ছিল হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) থেকে ভিন্নতর। কেননা হযরত ওসমান (রাঃ) কোন কোন সময় দৃঢ়তার পরিবর্তে নম্রতা ও সরলতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তাঁর আমীর অমাত্যগণ হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ)

www.priyoboi.com

আমি আসলে একজন মাত্র ইমামের অনুসারী যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অবশ্য যে মাসয়ালায় আমার গবেষণা করার সুযোগ মিলেনা সে বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) অনুসরন করা আমার নীতি। কেননা তাঁর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত আসল ইমামের শিক্ষার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল পেয়েছি। তবে যে সব মাসয়ালা সম্পর্কে গবেষণা করার সুযোগ আমার হয় সেগুলোতে চার মাযহাবের ইমামদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি দেই। যার গবেষণা কুরআন ও হাদীসের বেশী কাছাকাছি পাই তারই অনুসরণ করে থাকি।

(তর্জুমানুল কুরআন খঃ ৭৮ সংখ্যা ১, ২ পৃঃ ১১৯)

"এ দৃষ্টিভংগীর ওপর ভিত্তি করেই গোঁড়ামীর পর্দায় আচ্ছাদিত ভদ্রমহোদয়গণ মওলানা মওদূদীকে (রঃ) তাকলীদ অস্বীকারকারী এবং গুনাহগারের চাইতেও অধিকতর অপরাধী বানিয়ে কাফেরের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান। এ দৃষ্টিভংগী এমন এক ব্যক্তি পোষণ করতে পারে যে তাকলীদ থেকে দূরে থাকাকে আসল দীন থেকে দূরে থাবার নামান্তর মনে করে। অন্যথায় মওলানা মওদূদী (রঃ) সাহেবের দৃষ্টিভংগী খুবই যথোপযোগী যুক্তি ভিত্তিক এবং বাস্তবধর্মী।

তাকলীদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতামতের প্রতি লক্ষ্য করুন!

"যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম, কোনো কোনো আলেমের মতে তাকলীদ তারজন্যে করা সাধারণ ভাবে হারাম। কারো মতে সাধারণভাবে জায়েয। আবার কারো মতে শুধু প্রয়োজনের সময় জায়েয। যেমন—গবেষণা করে দলীল দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন করার মতো যথেষ্ট অবকাশ না পাওয়া। বস্তুতঃ এটাই সবচেয়ে ভারসাম্য পূর্ণ মত।"

(ফাতওয়ায়ে ইমাম তাইমিয়া খঃ ২ পৃঃ ৩৮৪)

ইমাম ইবনে হাযম এবং শাহ ওলী উল্লাহ দেহলভীর (রঃ) তাকলীদ সম্পর্কীয় অভিমত নিম্নরূপ ঃ

"ইমাম ইবনে হাযমের তাকলীদ হারাম হওয়ার ফতওয়া এমন লোকের জন্যে প্রযোজ্য যে ইজতিহাদ করতে সক্ষম যদিও একটা মাসয়ালায়

www.priyoboi.com

হোক না কেন। এমন ব্যক্তির জন্যও তাকলীদ করা হারাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত হুকুমের প্রকৃতি কিংবা রহিত হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত। ইবনে হাযমের ফতওয়া এমন লোকের জন্য সঠিক যে মাযহাবী গোঁড়ামীর দরুন একথা জায়েযই মনে করে না যে, কোন হানাফী শাফেঈ মযহাবের লোকের কাছে অথবা শাফেঈ হানাফী মযহাবের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে অথবা একে অপরের অনুসরণ করে। এ ধরনের তাকলীদ করা প্রথম যুগের ইজমার খেলাফ এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের নীতি বিরোধী।' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ১ম খন্ড পৃঃ ৩৬৩-৬৫)

ইবনে হাযম জাহেরী (রঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় ফকীহ তাকলীদ সম্পর্কে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে কোনইমামেরই সমস্ত তাকলীদ করা জায়েয নয় বরং হারাম। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন—ইবনে হাযম প্রমুখদের এ ফতওয়া যদিও সাধারণভাবে গ্রহণ যোগ্য নয় তবুও চার ধরনের লোকদের জন্যে এ ফতওয়া সঠিক ও অভ্রান্ত এবং তাদের তাকলীদ করা হারাম।

(১) যাকে আল্লাহ তায়ালা ইজতিহাদ করার শক্তি দান করেছেন।

(২) যে ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত মযহাবী ইমামদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের খেলাফ।

(৩) অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি যে কোন একজন ইমামকে এ বিশ্বাসে তাকলীদ করে যে ইমাম সাহেব কোন ক্রমেই পাপ করতে পারেন না। পরন্ত এ মনোভাবও পোষণ করে থাকে যে, নিজের মযহাবের খেলাফ হাদীস পাওয়া গেলেও স্বীয় ইমামের তাকলীদ করা ত্যাগ করবো না।

(৪) মাযহাবী গোঁড়ামীতে এতো চরম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি যে, অন্যান্য মযহাবের আলেমদের কাছে দীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা জায়েয মনে করে না এবং তাদের ইমামতিতে নামায পড়াকে জায়েয মনে করে না।

এই চার ধরনের লোকদের জন্য শাহ সাহেব (রঃ) ইবনে হাযমের (রঃ) ফতওয়ার সাথে ঐক্যমত পোষন করেছেন এবং এ লোকদের জন্য তাকলীদ করাকে না জায়েয গন্য করেছেন।

প্রথম যুগের বুযর্গদের তাকলীদ সম্পর্কে এ সব মন্তব্য ও উক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা মওলানা মওদূদী (রঃ) সাহেবের উপরোল্লেখিত যুক্তিভিত্তিক যথার্থ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাদের প্রসংগটি অল্লোহর দরবারে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার অবকাশ নেই।

www.priyoboi.com

ইমাম বুখারী (রঃ) "বাবে সুজূদুল মুসলিমীন মা'য়াল মুশরিকীন" এর শিরোনামে উল্লেখ করেছেন ঃ - - - এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অযু ছাড়াও তিলাওয়াতের সিজদা করতেন।

"তিলাওয়াতের সিজদার জন্যে ইমাম শা'ফী (রঃ) এবংইমাম বুখারীর (রঃ) মতে অযু করা শর্ত নয়। এ উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী (রঃ) ইবনে ওমরের (রাঃ) এই আসারের (বর্ণনা) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অযু ছাড়াও তিলাওয়াতের সিজদা করতেন।'

(উরফুশ শাযী দুরুসে তিরমিযী হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ১ম খণ্ড পৃঃ ৮০)

এ হলো সেই মাসআলাটির তত্ত্ব যাকে এতো ভয়াবহ রূপ দিয়ে মওলানা মওদূদীর (রঃ) বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। যখন কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়, তখন সে বিষয়ের সব দিক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুহতারাম মরহুম মওলানা মওদূদী এখানে প্রথমত জমহুরের রায় বর্ণনা করেছেন যে তারা নামাযের সিজদার শর্তাবলীকেই আয়াতের সিজদার জন্যে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। তারপর দ্বিতীয় যে নীতির উল্লেখ করেন তা জমহুরের না হলেও কতিপয় সাহাবা গ্রহণ ও তার ওপর আমল করেন।

মওলানা মওদূদীর (রঃ) ঘোর বিরোধীগণ যাদের বক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষে ভরপুর তাদেরকে বুঝানো আমাদের সাধ্যাতীত সুতরাং তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই আমরা সংগত মনে করি। তারা নিজেদের শক্তি, সাহস এই "ভালো কাজে" যতোক্ষণ ইচ্ছা হয় ব্যয় করতে থাকুন। আমরা তাদের পথের বাধ সাধবো না।

—আসেম নো'মানী

www.priyoboi.com

জামায়াতে ইসলামী ও সম্মানিত আলেমগণ

প্রশ্ন ঃ

জামায়াতে ইসলামী ও হাক্কানী আলেমদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধিতায় আভ্যন্তরীন অবস্থা নাজুক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে আসল কাজের গতিধারায় খুব বেশী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, এটাকে মা'মুলী ব্যাপার মনে করা যায় না। মযহাব ভিত্তিক জামায়াতের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীকে আহলে হাদীসগণ (যারা সংখ্যায় কম) সুনজরে দেখে এবং বৈধতার সীমা পর্যন্ত একাত্মতা প্রকাশ করে থাকে। আর দ্বিতীয় জামায়াত হাক্কানী আলেমদের, যারা আহলে দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত (অর্থাৎ বেরলভীদের মুকাবিলায়। তারা সংখ্যায় অনেক।) যদি এই বিশাল দলের ছোট বড় সকলেই জামায়াতের অনুসৃত নীতিকে অবজ্ঞা করে তাহলে জনগণের মনে কি পরিমান অনীহার সৃষ্টি হবে এবং মূল থেকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা কোন্ সাম্প্রদায়িকতার বিপদে নিমজ্জিত হয়ে যাবে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা দরকার। এতদসত্ত্বেও এখনো মত বিরোধের সূচনা ক্ষীণ। ইতিমধ্যে বেরলভীদের পক্ষ থেকে 'বিপদ সংকেত' দেওয়া হয়েছে। আহলে দেওবন্দের উস্তাদবৃন্দের পক্ষ থেকে ২। ৪ টি বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে। এগুলোর তদারক হতে পারে। ভুল বুঝাবুঝির অবসানও হতে পারে। যদি কিছু সময়ের জন্য জামায়াতের উদ্দেশ্য লাভের কড়াকড়িকে বাদও দিতে হয় তাহলেও এমতাবস্থায় ইসলামের খাতিরে সাধারণ ধারনা দূর করা উচিত।

আমার জানামতে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সম্ভবতঃ 'কাওসার' এ ঐসব অভিযোগের কিছুটা পর্যালোচনা সংক্ষেপে করা হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে এগুলোর জবাব দানের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি। অবস্থার প্রেক্ষাপটে জবাবদানে বিলম্ব করা আমার ধারনায় আদৌ ঠিক নয়। বাক্যকে পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তৈরী অথবা উদ্ভাবনী প্রস্তাবনার মাধ্যমে তৈরী করা বড় বড় অভিযোগ ও আপত্তিগুলো তো প্রায় সামনে এসে গেছে। বস্তুতঃ যদি এ ব্যাপারটি জামায়াতের সাথে

www.priyoboi.com

সম্পর্কিত হয় তাহলে এ গুলির সংখানুক্রমিক যথার্থ জবাব জামায়াতের পক্ষ থেকে আসা উচিত।

আর যদি প্রসংগটি আপনার নিজের সম্পর্কে হয় তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সুন্দর প্রক্রিয়ায় তা ব্যক্ত করতে পারেন। যাতে একজন সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন লোককে বার বার প্রশ্নোত্তরের কষ্ট বরদাশত করতে না হয়।

এ সমস্ত নিশ্চিত বিশ্লেষনের পরও যদি কোন গোঁড়া প্রকৃতির লোক যত্রতত্র প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে তা হলে সে সময় আপনার ওপর জবাব দেয়ার কোনই দায়িত্ব থাকবে না, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবেন এবং জামায়াতের সকলের প্রতি এই নির্দেশ থাকবে যে নিজের মতের বিশ্লেষণ ছাড়া অভিযোগ ও জবাবদান থেকে মৌন থাকতে হবে। ঘটনা আল্লাহ তা'য়ালার উপর সোপর্দ করতে হবে।

প্রশ্নগুলি প্রায় নিম্নরূপ। আপনি নিজেই মেহেরবানী করে জবাবগুলো লিখবেন ঃ

(১) যে মুসলমান জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়নি তার ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? সে ইসলামে শামিল এবং মুসলমান আছে কি নেই?

(২) কবীরা গুনাহগার মুসলমান সম্পর্কে নির্দেশ কি?

(৩) সলফে সালেহীনদের (ছাহাবা, তাবেয়ীন, ওলীআল্লাহ, সুফী-দরবেশ, আলেম, আহলে সুন্নাত) সম্পর্কে জমহুরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যা কিছু আকীদা পোষণ করেন তার সব গুলি আপনি স্বীকার করেন কি? অথবা জমহুরের (অধিকাংশের মতে) সাথে কিছুটা মত পার্থক্য করেন? যদি মতপার্থক্য করে থাকেন তবে পার্থক্যগুলি বর্ণনা করবেন।

(৪) নিজে মোজাদ্দেদ হওয়া সম্পর্কে কি মত পোষন করেন? ভবিষ্যতে যদি আপনি মুজাদ্দেদ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেন তাহলে সেটা ঠিক হবে কি ভুল?

(৫) আপনি কি জমহুরে ওলামায়ে সলফের গবেষনা ও ইজতেহাদের ওপর নিজের গবেষনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন অথবা বিপরীত পক্ষে নিজের উদ্ভাবনীকে তাদের ইজতেহাদের মুকাবিলায় অপ্রতুল মনে করেন?

www.priyoboi.com

জবাব ঃ

বর্তমান অবস্থায় জামায়াতে ইসলামী ও সম্মানিত আলেমদের মধ্যকার মন কষাকষি ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর-আপনার এ ধারনা সম্পূর্ণ ঠিক। এ কারনে আমিও খুবই চিন্তিত। কিন্ত এ ক্ষেত্রে আমার অথবা জামায়াতের দায়িত্বশীলদের কিংবা গোটা জামায়াতের কি দায়িত্ব আছে আমি আজ পর্যন্ত তা বুঝতে সক্ষম হইনি। আমাদের প্রকাশনাসমূহ দেখুন। আমাদের বক্তৃতা বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে সাধারন শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞাস করুন। আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট নিয়ে খোঁজ করে দেখুন। কোথাও এমন কিছু জিনিস পাওয়া যায় কিনা যা আলেমদের কোন দলের জন্যে সত্যিকার অর্থে উত্তেজনাকর বলা যেতে পারে? আমরা কি কোন দলকে অপবাদ ও অভিযোগের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছি? কারো বিরূদ্ধে "বিপদ ঘন্টা' বাজিয়েছি? কারো বিরূদ্ধে ফত্ওয়াবাজী করেছি? কারো বিরূদ্ধে বিজ্ঞাপন বিলি করেছি? আমরা যদি কখনো কারো সাথে মত বিরোধ করেও থাকি তবে সেটা ছিল ইলমী পর্যায়ের। যুক্তি প্রমাণসহ দীনের খাতিরে আদব-কায়দা ও মান-সম্মান বজায় রেখে, কোন বিষয়ে যে সীমা পর্যন্ত যার সাথে মত বিরোধ ছিল আমাদের কথা তার সাথে সেপর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো। আমাদের এমন কোন লেখা অথবা বিবৃতি কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না যা তার সাথে ভিন্ন ধরনের। আহলে হাদীস হোক কিংবা দেওবন্দী বা বেরলভী আমরা এ সব দলের কারো ওপর অথবা তাদের মত ও আকীদার ওপর কিংবা তাদের বুযর্গদের ওপর কখনো কোন ধরনের আক্রমণ করিনি। কোন ধরনের আক্রমণ করার খেয়াল পর্যন্ত আমাদের মনে আদৌ জাগেনি। তারপর দীনের যে তাফসীর ও ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পেশ করে আসছি এবং যে জিনিসের প্রতি আমরা দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাচ্ছি তার মধ্যেও এই মহোদয়গণ প্রকৃতপক্ষে কোন ত্রুটি দেখাতে পারবেন না। আসলেই গোমরাহীর এমন কোন জিনিসও তারা চিহ্নিত করতে পারবে না। এ কষাকষিটা এক পক্ষীয় কিংবা দ্বিপক্ষীয় এবং এর কোন দায় দায়িত্ব আমাদের উপরও আরোপ হতে পারে কিনা তা আপনি নিজেই বিবেচনা করুন?

www.priyoboi.com

পরিতাপের বিষয়, এই ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির আন্দাজ পর্যন্ত নেই। এ সময়ে দীনদার লোকদের পারস্পারিক বিরোধিতা দীনের জন্যে কত যে ক্ষতিকর এবং এতে নব্য গোমরাহের দল কত যে উপকৃত হয় সে বোধটুকুও তাদের নেই। তারা নিজেদের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে এক মুহূর্তের জন্যও এটা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, এ সংকটাবস্থায় জামায়াতে ইসলামী দীনের কি খেদমত আন্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এবং এ স্তর থেকে জামায়াতের বিচ্যুতি ঘটলে দীনের ময়দানে এত বড় ফাটলের সৃষ্টি হবে যাকে জোড়া দেয়ার আর কোন সাংগঠনিক ও সচেতন দল বর্তমান নেই। আল্লাহ না করুক, যদি জামায়াতে ইসলামী নিজের কাজে সফলকাম না হয় তাহলে সমস্ত উপমহাদেশে ইউরোপের নতুন আলোর ঝলকানিতে বিমোহিত মুসলমানদের বংশধরদেরকে নাস্তিকাবাদ ও খোদাবিমুখ আন্দোলন থেকে বাঁচানোর মতো কোন সাংগঠনিক শক্তি থাকবে না এবং আলেমগণ নিজ শক্তি বলে এ খেদমত সম্পন্ন করতে পারবেন না। একথাটির হয় তারা পরওয়া করেন না অথবা এ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন। আমাদের দেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে এবং এখানকার ক্ষমতার মসনদে বেদীনের স্থলে দীনকে আসীন করার জন্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টাসমূহ কি গুরুত্ব রাখে। তাদের অকৃতকার্যতায় এখানে কমিউনিজম অথবা সোসালিজমের বিজয়কে প্রতিরোধ করা একা আলেমদের আয়ত্ত্যাধীন কাজ নয়। ঐসব ফতওয়াবাজ মহোদয়দের এ বিষয়ে হয় অনুভূতি নেই অথবা তাদের দৃষ্টিতে জামায়াতের এসব তৎপরতার কোন মূল্য নেই। এসব সুধী জনেরা এ তথ্য সম্পর্কেও অজ্ঞতায় ভুগছেন যে, এই উপমহাদেশে দীর্ঘ দিন আপ্রাণ চেষ্টার পর এমন একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে যে দীনের অংশবিশেষ নয় বরং গোটা দীনকে জীবন ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করতে চায় এবং এমন একটি জামায়াত গঠিত হয়েছে যে নতুন পুরাতন উভয় পদ্ধতির শিক্ষিত লোকদেরকে এই মহান উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত ও বিপ্লবীরূপে তৈরী করেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাদের দলীয় একগুয়েমী এমন একটি আন্দোলন ও জামায়াতের মূল্যায়ন সঠিকভাবে বাস্তবায়নকরণে বাধা দিচ্ছে। কুফরী, গোমরাহী ও খোদাদ্রোহীতার এই সংকট মুহূর্তে এই আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা

www.priyoboi.com ২৪ নং পৃঃ দেখুন

সিজদায়ে তিলাওয়াত প্রসংগ

মওলানা মওদূদীর (রঃ) ওপর আরোপিত আরেকটি অপবাদ হলো তিনি অযু ছাড়া তিলাওয়াতের সিজদা করাকে জায়েয মনে করেন। এ ভাবে তিনি গোটা উম্মত থেকে স্বতন্ত্র পন্হা অবলম্বন করেন যা কোন সত্যানুরাগী আলেমের জন্যে শোভনীয় নয়। এ অভিযোগের তত্ত্ব জানার জন্যে সর্বপ্রথম মওলানা মওদূদীর (রঃ) ভূমিকা উপস্থাপন করা হবে। তারপর বর্ণনা করবো সাহাবাগণের মতামত সমূহ।

তাফহীমুল কুরআনের দ্বিতীয় খন্ডে সূরায়ে আ'রাফের শেষভাগে প্রথম সিজদায়ে তিলাওয়াত প্রসংগে মওলানা মওদূদী (রঃ) নিম্নলিখিত ব্যাখ্যামূলক নোট লিখেছেন ঃ

" জমহুরের (অধিকাংশ ফকীহ) মতে নামাযের জন্যে যে সব শর্ত আছে সেসব সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ অযুসহ হওয়া কিবলামুখী হওয়া, নামাযের সিজদার মতো মাথা জমীনে রাখা। তবে সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কিত যতোগুলো হাদীস আমি পেয়েছি তার মধ্যে কোথাও এসব শর্তের জন্যে কোন দলীল দেখা যায়নি। সিজদার আয়াত শ্রবণকারীর অযু থাকুক কিংবা না থাকুক সে যে অবস্থায় আয়াত শুনবে সে অবস্থায় সিজদা করবে –ঐসব হাদীস দ্বারা এটাই অনুমিত হয় - - -। প্রথম যুগের আলেমগণের মধ্যেও এ পদ্ধতির অনুসারী কিছু আলেমের সন্ধান আমরা পেয়েছি। যেমন ঈমাম বুখারী (রঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনেওমর (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন তিনিও অযু ছাড়া তিলাওয়াতের সিজদাহ করতেন। আবু আবদুর রহমান সালমা সম্পর্কে ফতহুল বারীতে লেখা আছে তিনি রাস্তায় চলার সময় কোরআন পড়তেন। যদি কোথাও সিজদার আয়াত এসে যেতো তাহলে মাথা নীচু করে সিজদা করে নিতেন, অযু থাকুক কিংবা না থাকুক। এসব কারনে আমরা মনে করি জমহুরের নীতি যদিও অধিকতর সতর্কতার সহিত প্রতিষ্ঠিত তবুও যদি কেউ জমহুরের নীতি বিরোধী কাজ করে তাহলে তার নিন্দা করা যাবে না। কারন জমহুরের সমর্থনে কোন দলীল নেই এবং প্রথম যুগের আলেমদের মধ্যে জমহুরের নীতি বিরোধী লোকও ছিলেন।

(তাফহীমুল কুরআন ২য় খন্ড পৃঃ ১১৬)

১৯ নং পৃঃ দেখুন

www.priyoboi.com

করার পরিবর্তে আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেণ্টা করা দুনিয়া ও আখেরাতে একটি মস্ত বড় মুসিবত নিজের মাথায় ধারন করারই নামান্তর, একথাটা তারা কখনো ধীরস্থিরভাবে বুঝার চেণ্টা করেননি।

এই ভদ্রলোকেরা নিজেদের ফতওয়া, লেখা ও বিবৃতিসমূহে বার বার লোকদের জামায়াতে ইসলামীর বই-পুস্তক সাহিত্য পাঠ না করতে জোর দিতে থাকে এবং কার্যত: অবিরত চেণ্টা চালিয়ে যায়। তাঁরা এই সব সাহিত্য পড়েছেন কি পড়েননি তা আমার জানা নেই। তবে তাঁরা এদেশে ইসলাম ও মুসলমান এবং স্বয়ং নিজেদের প্রভাবিত দলগুলোর সাথে যে প্রচেণ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে সেটা কিন্তু বাস্তবিকই এক সাংঘাতিক শত্রুতা। যদি তাদের প্রচেণ্টায় আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বংশধররা জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য সম্ভার পড়া থেকে বিরত থাকে তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য– আপনারা এমন কি ধরনের সাহিত্য সৃণ্টি অথবা সংগ্রহ করেছেন যার সাহায্যে ঐসব লোকদের তাদের নিজস্ব ভাষা ও পরিভাষায় দীন সম্পর্কে বুঝানো যেতে পারে এবং তাদেরকে আধুনিক যুগের পথভ্রষ্ঠতা থেকে বাঁচানো যায়? আর যদি তাদের প্রচেণ্টার কারনে ধর্মীয় শ্রেণী বিশেষতঃ আরবী মাদ্রাসার ছাত্র এবং মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তগণ এই সাহিত্য অধ্যায়ন থেকে বিরত থাকেন তাহলে আমাকে বলুন, এখানে এমন আর কোন্ সাহিত্য আছে যা মানুষকে নির্ভেজাল ইসলামী দৃণ্টি ভংগীতে আধুনিক যুগের বিষয়াবলী বুঝতে পারে এবং আধুনিক শিক্ষিত লোকদের সাথে পাল্লা দিয়ে কথা বলার যোগ্য করে তাদেরকে গড়তে পারে? এ দৃণ্টিকোণ থেকে যদি আপনি প্রসংগটির ওপর নজর দেন তাহলে স্পণ্ট অনুমান করতে পারবেন যে, এসব ভদ্রলোকের পক্ষ থেকে আমাদের সাহিত্যের যে বিরোধিতা চলছে তা কতবড় অপরিনামদর্শীতা এবং এর পরিণতি কত মারাত্মক।

তারপর এদিক থেকেও কিছুটা অনুমান করুন, ঐ হজরতদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যারা আমাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাদের দৃণ্টিতে শুধুমাত্র ঐ ফত্ওয়া ও বিবৃতিদাতা আলেমগণই নন বরং গোটা আলেম সমাজের মান-সম্মানে কত বড় আঘাত আসবে এবং তারা দীনের পতাকাবাহী

www.priyoboi.com

দের সন্ততাকে কি পরিমাণ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকবে, মুসলমানদেরকে ইজমে দীনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা আমাদের অতীত ও বর্তমান প্রয়াস। দীন সম্পর্কে বুৎপত্তি সম্পন্ন লোকদের হাতে মানুষের লাগাম অর্পণ না করা পর্যন্ত জীবন ব্যবস্থা কখনো ঠিক হতে পারে না মন-মগজে প্রবেশ করাবার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন জনসাধারণ ও আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা যখন একদিকে সাহিত্যগুলি দেখবে এবং অপর দিকে দেখবে বড় বড় প্রখ্যাত আলেমগণ এসব সাহিত্যের কি কি ধরনের বিরোধিতা করেছে তখন তাদের মধ্যে আলেমদের সম্পর্কে ভালো ধারনা সৃষ্টি করার আমাদের প্রয়াস কতটুকু সফলতা লাভ করবে।

আপনি নিজে যেহেতু আলেম সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখেন সেজন্যে আপনার কাছে আমি একথাগুলি আরজ করছি ঃ আপনি এ কথাগুলি ঐ সম্মানিত মহোদয়দের কাছে পৌঁছিয়ে দিন যারা অযথা আমাদের বিরোধিতা করে আসছেন এবং আপনার সাধ্যমত তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করুন।

এবার আপনাদের চিঠিতে লিখিত প্রশ্নাবলীর দিকে মনোযোগ দিচ্ছি ঃ

(১) প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার সর্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য হলো ; এ প্রশ্নের অবতারণা হলোই বা কিভাবে ? যে ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়নি সে মুসলমান নয় একথা আমরা কখনো কোথাও বলেছি কিংবা লিখেছি কি ? যদি আমার অথবা জামায়াতে ইসলামীর কর্মকর্তাদের তরফ থেকে কখনো এমন কোন কথা বলা বা লেখা হয়ে থাকে তাহলে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হয় না কেন ? প্রকৃত পক্ষে এ প্রশ্ন সৃষ্টির মধ্যে আমাদের ভুলেও কোন দখল নেই। বরং এটা আমাদের প্রতিপক্ষদের 'সৎ উদ্দেশ্যের' ফলশ্রুতি মাত্র। সাধারণ মুসলমানদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক ক্ষেপিয়ে তোলাই তাদের ইচ্ছা। 'জামায়াতে ইসলামী তোমাদের মুসলমান মনে করে না" মুসলমানদেরকে একথা বলার চেয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার আর কিছুই হতে পারে না। এবং আরো ও সংশোধনের প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা পদ্ধতি বার বার প্রয়োগ করা হয়েছে। আর আজ সেটা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

www.priyoboi.com

কিন্তু আমি কেবলমাত্র নেতিবাচক জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হবো না। আজ আমি এ প্রশ্নের কোন নতুন জবাবও দিবো না যাতে করে কেউ এ কথা বলার অবকাশ না পায় যে, এবার তিনি এ দোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অভিপ্রায়ে এটা অস্বীকার করছেন। জামায়াতে ইসলামী যখন সংগঠিত হয় সে সময়ের প্রেক্ষাপট পেশ করছি। যদি আপনার কাছে তর্জুমানুল কুরআনের ফাইল থাকে তাহলে মেহেরবানী করে ১৯৬০ হিঃ সনের রবিউল আওয়াল (মে, ৪১ ইং) সংখ্যা বের করে দেখুন, সেখানে নিম্নবর্ণিত কথাগুলি আপনি পেয়ে যাবেন ঃ

" জামায়াতে ইসলামীর নামে কারো এ ভুল ধারনা যেন না হয় যে, এ জামায়াতের বহির্ভুত লোকদেরকে আমরা অমুসলমান মনে করে থাকি। আমরা যে কারণে এমন ধারনা করেছি তার বর্ণনা উপরে করা হয়েছে। যে জামায়াতের নীতির মধ্যে ইসলাম থেকে কোন জিনিস কমও নেই অতিরিক্তও নেই, যার আকীদা বিশ্বাস তাই যা ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেটাই যা ইসলাম পেশ করছে, জামায়াতের আইন-শৃংখলা সেটাই যার চিত্র কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায় এবং কর্মপদ্ধতি নবীদের শিখানো পদ্ধতির অনুরূপেই। এমন সংগঠনের নাম জামায়াতে ইসলামী ছাড়া পরিশেষে আর কিইবা হতে পারে। কিন্তু আমরা কখনো এ বাধ্যকতা করিনা এবং এরূপ বাধ্য বাধকতার অধিকার আমাদের নেই যে, ঈমান শুধুমাত্র এই জামায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এ জামায়াতের বহির্ভুত লোক মুমিন নয়। বরঞ্চ যদি কেউ এই জামায়াতের বিরোধিতা করে তখনও নিছক বিরোধিতার ভিত্তিতে আমরা তাকে মুমিন নয়, বলতে পারি না --- বরঞ্চ এটাও সম্ভব যে, একজন লোকের ঈমান আমাদের চেয়েও বেশী মজবুত। কিন্তু কোন ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে সে সৎ উদ্দেশ্যেই আমাদের বিরোধিতা করছে। আমাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের হুবহু ধারা মোতাবেক রাখতে আমরা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে করে কোন নেককার ও মুমিন ব্যক্তি আমাদের থেকে পৃথক থাকার কোন অযুহাত না পায় এবং পরিশেষে এমনিভাবে সমগ্র ঈমানদার লোকগণ একই ব্যবস্থাপনায় শামিল হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই অভিপ্রায়কে একটি অর্জিত ঘটনা মনে করে আমরা কখনো ফিতনায় পতিত হবো না।

www.priyoboi.com

মুসলমানদের মধ্যে একটি ফের্কা হওয়া থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এমন বাড়াবাড়ি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যা আমাদেরকে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের সেবক বানিয়ে দেয়।"

তারপর আমি সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের বানিয়ে চলছি এ দোষ যখন ভারতবর্ষে প্রথমবার আমার ওপর দেয়া হলো এবং কোন কোন বিদগ্ধজনেরা সরাসরি আমাকে "জাতীর কাফের দাতা" খেতাবে দয়া করে ভূষিত করলেন তখন আমি আমার এক লেখার মাধ্যমে পুনরায় আমার অবস্থা ব্যক্ত করি। এ নিবন্ধটি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ও নভেম্বর ৪১ ইং এর সংখ্যায় তর্জুমানুল কুরআনে ধারাবাহিকভাবে 'সংশয় অপনোদন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির কথাগুলিও প্রণিধান যোগ্য ঃ

আমার আসল উদ্দেশ্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্যে নেককার লোক বাছাই করা, মুসলমানদের কুফরী ও ঈমান নিয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানদের বর্তমান ঈমান ও নৈতিক অবস্থার যে সমালোচনা আমি করেছি তদ্বারাও আমার একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের মধ্যে এ সময়ে কি কি ত্রুটিসমূহ পাওয়া যায়। এই কল্যাণকর কাজের জন্যে মুসলমানদের এই জনগোষ্ঠি থেকে কোন ধরনের লোক যুৎসই ও যথোপযোগী। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে রোকন হওয়ার জন্যে দু'শাহাদতকে শর্ত গণ্য করার উদ্দেশ্যও শুধু এই যে, যারা এ কাজের জন্যে নিজেকে পেশ করবে তারা সঠিক আকীদা সম্পন্ন লোক তাদের সম্পর্কে এ নিশ্চয়তা থাকে এবং তারা অজ্ঞতার দুবন নিয়ে আসেনি যা দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। অধিকন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার কাজ শুরু করার আগে সে যেন আরেকবার নিজের ওয়াদা ও শপথকে মজবুত করে নেয় এবং নও মুসলিমের আবেগ ও অনুভূতিসহ অগ্রসর হতে পারে। আমার এ উদ্দেশ্য লোকেরা বুঝতে পারেনি এবং কতিপয় সুচতুর লোক ইচ্ছা করেই এর ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দেয়। এ কারণে যেসব বুযর্গদের আমার লিখিত নিবন্ধ স্ববিস্তারে অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়নি এবং যাদের কাছে আমার কথা অন্যান্যদের

www.priyoboi.com

বিকৃতির মাধ্যমে পৌঁছে গেছে তারা এ ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে আছে যে, "আমি মুসলমানদেরকে ঈমান ও ইয়াকীন থেকে শূন্য" ঘোষনা করেছি এবং এদেরকে দীনের পরিসর থেকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় ভিতরে আসার আহবান জানিয়েছি। এবং যে তোপখানার মুখ কুফরীর দিকে তাককরা ছিল তা এখন আহলে ঈমানের দিকে তাক করতে যাচ্ছি। "আমি এসব কথা থেকে সম্পূর্ণ পাক পূতঃ তা আল্লাহ্ সাক্ষ্য।"

আজ থেকে দশ বছর আগে এ ব্যাখ্যা সমূহ দেয়া হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বার বার এগুলির পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কি ঐসব লোকদের সততা ও সাহসের প্রতিবাদ করুন যারা এসব জানার পরও আজ পর্যন্ত সরাসরি এই অভিযোগের পুনরোল্লেখ করে আসছে যে, এই লোকটি মুসলমানদেরকে অমুসলমান প্রতিপন্ন করে থাকে এবং জামায়াতে ইসলামী নিজের পরিসর বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির ইসলাম ও ঈমানের সমর্থকই নয়। আমরা প্রতিটি মসজিদে প্রত্যেক ইমামের পিছনে সাধারণ মুসলমানের সাথে একত্র হয়ে যে নামায আদায় করে থাকি সেটাকি সকলকে কাফের মনে করেই করে থাকি? একথাটা আল্লাহর বান্দা চিন্তা করে বলে না।

(২) আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবও আজ নতুনভাবে দেয়ার পরিবর্তে আজ থেকে কয়েক বছর আগে দেয়া আমার একটি জবাবই বর্ণনা করছি। তর্জুমানুল কুরআনের নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৪৫ ইং সংখ্যায় একজনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি প্রথমে বলেছিলাম কুফর দু রকমের একটি তথ্যগত দিক থেকে যার ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহর কাছে মুমিন থাকেনা। অন্যটি স্থুল দৃষ্টিতে যার ভিত্তিতে একজন মানুষকে জাতি বহির্ভূত গণ্য করতঃ ইসলামী সমাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়া জায়েয। তার পর প্রথম প্রকার সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম ঃ

পাপ ঈমানের বিপরীত বস্তু তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র পাপ তা যতো বড় হোক ঈমান হরণের জন্যে স্বতন্ত্ররূপে অনিবার্য আবশ্যিক কারণ হতে পারে না। কাফেরদের মতো মুমিনও বড় বড় গুনাহ করতে পারে। তবে কাফের ও মুমিনের গুনাহের মধ্যে যে জিনিসটি পার্থক্য নির্ণয় করে তা হলো মু'মিনের ঈমান গনাহে লিপ্ত হওয়ার ঠিক মুহূর্তে

www.priyoboi.com

চলে যায়। কিন্তু সাময়িকের জন্যে আচ্ছাদিত পর্দা ও প্রবৃত্তির দৌরাত্ব যখন তার অন্তর থেকে বের হয়ে যায় তখন সে লজ্জিত হয়। আল্লাহর কাছে শরমিন্দা হয়, আখেরাতের শাস্তির ভয় হয় এবং ভবিষ্যতে এমন অবৈধ কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্যে সচেষ্ট থাকে। এমন ধরনের পাপ যতো বড়ই হোক না কেন তা মানুষকে কাফের বানায় না শুধুমাত্র গুনাহগার বানায় এবং তাওবাহ তাকে ঈমানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে, কাফেররা নিজেদের কুফরী তৎপরতা ও জীবন পদ্ধতিকে নিজেদের জন্যে যথাযথ উপাদেয় ও সঠিক মনে করে। আল্লাহ এ কাজকে হারাম ঘোষণা করেছেন একথা এবং তাঁর হুকুমের কোন পরওয়া তাদের নেই। দাম্ভিকতা সহকারে তারা একাজ বার বার করে থাকে। লজ্জার লেশ মাত্র তাদের নেই। এই দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহ ঈমান হরনের অনিবার্য কারণ। এ কাজ স্বতই কবিরা গুনাহ যদিও আবেগ সহ এমন কোন কাজ করা হয় যা সাধারণ রীতিতে ছগীরা মনে করা হয়। এই উভয় প্রকারের গুনাহকে একই পর্যায়ভুক্ত করা এবং তাতে সমভাবে কুফরীর ফতওয়া দেয়া সম্পূর্ণ ভুল। এ ধরনের অহেতুক বাড়াবাড়ি স্বতই কবীরা গুনাহ। প্রথম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত খাওয়ারেজ অথবা মুর্তাযিলা সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ এই মত প্রতিষ্ঠা করেনি।

এ সম্পর্কে জানা দরকার যে, ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের কুফরী ফতওয়া দেয়ার যে কারো মতের খেলনা বানায়নি। যেমন কোন ব্যক্তিকে ফাঁসি দিতে হলে তার জন্য শর্ত হলো- ইসলামী বিচার ব্যবস্থা উপস্থিত থাকা এবং বিচারক স্বাধীনভাবে সমস্ত স্বাক্ষ্য ও সামগ্রিক অবস্থার ওপর উত্তম রূপে চিন্তা করে পূর্ণ গবেষনার পর এই লোকটির হত্যা ওয়াজিব, এ মত প্রতিষ্ঠা হলে পর তখন তাকে হত্যা কর, এমনিভাবে একটি লোকের মনস্তাত্বিক ফাঁসী অর্থাৎ কাফের বলে ঘোষনা দেয়ার জন্যেও শর্ত হলো একজন শরয়ী বিচারক নিযুক্ত করতঃ আরোপিত কুফরী অভিযোগের পূর্ণ গবেষণা করা, তার নিজের বর্ণনা গ্রহণ করা, তার কথা ও কার্যাবলীকে যাচাই-বাছাই করে দেখা এবং সাক্ষ্যসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করার পর এ ব্যক্তি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযোগী কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

www.priyoboi.com

চিন্তা করুন! এ ধরনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বর্ণনার পরও যারা আমাকে দোষারোপ করে যে, আমি কবীরা গুনাহগারদেরকে খাওয়ারেজদের মতো কাফের গণ্য করি। তারা কত বড় মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় এবং একথা ছড়িয়ে নিজের মাথায় কত বড় মুছিবত বহন করে। মজার ব্যাপার হলো আজ আমার ওপর সে সব লোক দোষারোপ করছে তাদের নিজস্ব জীবন আগে পরের অনেক মুসলমানের কুফরী ফতওয়ায় দূষিত এবং যাদের কলমে অনেক কুফরী ফতওয়া লিখিত আকারে বর্তমান আছে। তারা আমার এমন কোন লেখা দেখাতে পারবে কি যার মধ্যে আমি কাউকে কখনো কাফের বলেছি?

(৫) আপনার তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার পুনঃ জিজ্ঞাসা, অবশেষে এ প্রশ্ন কোথেকে সৃষ্টি হল? পরলোকগত বুযর্গদের সম্পর্কে আমার ধারনা জমহুরে আহলে সুন্নাত থেকে ভিন্নতর এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার মতো আমার কোন লেখা বাস্তবিকই পেশ করা যাবে কি? এ অভিযোগ প্রমান করার জন্যে আমার কোন কোন লেখা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং এগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি ঘটিয়ে আমার তাৎপর্যের সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থ করা হয়েছে। আসলে যখন আমি একদিকে এ সব ইচ্ছাকৃত বিকৃতি গুলি অবলোকন করি যা আমাকে জোরপূর্বক অপরাধী বানানোর জন্যে করা হয়েছে এবং অপরদিকে ঐ সব বিকৃতকারীদের জুব্বা পাগড়ী ও ও তাকওয়ার ডামাডোল দেখি তখন তাদের সম্পর্কে পরিশেষে কি অভিমত পোষণ করবো তা আমি বুঝি না। আফসুস যে, নিজেদের ইজ্জত নিজের কাছেও নেই। পাক ভারতের অসহস্র লোক আমার রচিত গ্রন্থরাজির নিয়মিত পাঠক। এসব পাঠকবর্গ তথাকথিত ফতওয়ায় আমার বিরুদ্ধে যখন অমূলক অভিযোগ দেখবে তখন তাদের দৃষ্টিতে ঐসব মহোদয়দের মর্যাদা কতটুকু থাকবে একথাটুকুও তারা কিছুমাত্র চিন্তা করে না।

(১) তাফহীমাত ২য় খণ্ডে ১০ ১১, ১২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.priyoboi.com

আমি শুধু আপনাকে নয় বরং যাদের কাছে এঅভিযোগ পৌছেছে তাদের সকলকে এ পরামর্শ দিচ্ছি – কেবল মাত্র প্রতিপক্ষদের পেশকৃত অংশ বিশেষের ওপর নির্ভর করবেন না বরং আমার যে সব বাক্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয় সেগুলি আমার আসল কিতাবের পূর্বাপরের সাথে মিলিয়ে দেখুন। তার-পর তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে এ অভিযোগের রহস্য কি?

(৪) আপনার চতুর্থ প্রশ্নের জবাব এর আগে তর্জুমানুল কুরআনে একাধিকবার দেয়া হয়েছে। যদি সেসব জবাব আপনার দৃষ্টিতে পড়তো তবে এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন হতো না। যা হোক, আজ এ প্রশ্নের কোন নূতন জবাবের পরিবর্তে আজ থেকে কয়েক বৎসর আগে যে সময় এ অভিযোগের সূচনা হয় সে সময় যেসব জবাব দিয়েছিলাম সেগুলি বর্ণনা করছি।

১৯৪১ সালে সর্বপ্রথম মাওলানা মানাজের আহসান সাহেব করুনা বশতঃ পরোক্ষভাবে আমার সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সন্দে-হের নিরসন নামক নিবন্ধে আমি এর উপর আরজ করেছিলাম—

"আমার সাহস সুলভ বাক্য দ্বারা সম্ভবতঃ আপনার ধারনা হয়ে থাকবে যে, আমি নিজেকে বিরাট কিছু মনে করি এবং বিরাট মর্যাদার আশা পোষণ করি। অথচ যৎ সামান্য যা কিছু করছি তা শুধুমাত্র আমার গুনাহ খণ্ডন করার জন্যই করছি। আমার মূল্য আমি ভালো করেই জানি। বিরাট মর্যাদা তো দূরের কথা যদি কেবল মাত্র শাস্তি থেকে রেহাই পাই তা হলে সেটা হবে আমার আশাতীত পাওয়া।

(তর্জুমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ৪১ ইং)

তারপর সে সময়েই মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (১) সাহেব আমার কোন একটি বাক্যের অর্থ করেছে আমি মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবীদার। অথচ আমি সে বাক্যে আমার নগণ্য প্রচেষ্টা সমূহকে দ্বীনের রেঁনেসা সমূহের একটি রেঁনেসা গন্য করেছিলাম। আমি তাঁর এই নূতন অভি-যোগের জবাবে আরজ করেছিলাম—

(১) আফসুস নদভী সাব এন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাঁকে মাগফেরাত দান করুন।

www.priyoboi.com

"(কোন কাজকে সংস্কার মূলক কাজ বলায়) একথা আবশ্যক হয় না যে, যে সংস্কারমূলক কাজ করে সে মুজাদ্দিদ উপাধিতেও ভূষিত হতে হবে। শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হওয়া তো তাথেকেও উচ্চতর কথা। ইট, চুনা দিয়ে দেয়াল বানানো অবশ্যই একটি নির্মানমূলক কাজ। কিন্তু তাতে যে কতিপয় ইট, চুনা দিয়ে কাজ করলো তাকেও ইঞ্জিনিয়ার বলতে হবে, তারপর ইঞ্জিনিয়ারও সাধারন নয় একেবারে নিজ শতাব্দীর ইঞ্জিনিয়ার? এমনিভাবে কেউ আপন কাজকে সংস্কারমূলক কাজ কিংবা সংস্কার-মূলক প্রচেষ্টা বলাটা, যখন কাজটি সত্য দ্বীনের সংস্কারের উদ্দেশেই করা হয় একটি বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র। এর অর্থ এই নয় যে, সে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করছে এবং বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হতে চায়। অবশ্য সংকীর্নমনা লোকেরা যৎ সামান্য কাজ করেই উচ্চাসনের দাবী করে থাকে। বরং দাবীর আকারেই তারা কাজ করে। কিন্তু কাজ করার পরিবর্তে দাবী করবন, কোন উদারমনা জ্ঞানী লোক থেকে এমনটা আশা করা যায় না। ভারতবর্ষ তথা দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায় অনেক লোক দ্বীনের সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। স্বয়ং মওলানা সাবকেও (অভিযোগকারী) আমরা তাদের মধ্যে গণ্য করে থাকি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী এ খেদমতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি এবং বর্ত-মানে কতিপয় দ্বীনের সেবকদের সমন্বয়ে একটি দল আকারে এ কাজের উদ্দেশ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা যাঁর কাজেই এমন বরকত দান করবেন যাতে তাঁর মাধ্যমে বাস্তবে দ্বীনের সংস্কার হয়ে যায় প্রকৃত পক্ষে তিনিই হবেন মুজাদ্দিদ নিজে দাবীকরা বা দুনিয়ায় কাউকে মুজাদ্দিদ পদবীতে স্মরণ করা মানুষের আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হলো মানুষ এমন খেদমত করে আপন মালিকের কাছে পৌছা যাতে মুজাদ্দীদ হওয়ার মর্যাদা লাভকরা যায়। আমি মাওলানা সাবের জন্যে এ জিনিসটিরই দোয়া করি।

- - - - বলার পরিবর্তে তিনিও দোয়া করতেন, আল্লাহ তার দ্বারা যেন দ্বীনের এমন সব খেদমত সম্পাদন করেন তাহলে সেটাই হতো সর্ব-উত্তম। আমি এটা দেখে আশ্চর্য হই যে, কেউ কেউ ইসলামী শব্দাবলীকে অযথা জটিলতর করে তুলেছে। বিশ্বের কেউ রোম জাতির পূর্ণবিন্যা-সের দাবী নিয়ে অবতীর্ন হয় তখন রোম জাতীয়তাবাদীর পূজারীরা তাকে

www.priyoboi.com

স্বাগত জানায় কেউ বৈদিক সভ্যতার সংস্কারের সংকল্প নিয়ে দাড়ায় আর হিন্দু জাতীয়তাবাদীর পূজকরা তাকে আন্তরীক সমর্থন জানায়। কোন ব্যক্তি গ্রীক শিল্পকলা পুর্ণজীবনের প্রেরনা নিয়ে এগিয়ে আসে তখন শিল্পানুরাগীরা তাকে সাহস যোগায়। এ সব সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে শুধু দীনের সংস্কার কি এমন অপরাধমূলক কাজ যার নাম করতেও মানুষ লজ্জাবোধ করে আর কেউ এ কাজের ধারনা প্রকাশ করতেই আল্লাহ পূজারীরা তার পশ্চাতে লেগে যায়।''

(তর্জমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ৪১, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ৪২)

তাই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দানের পরও আমাদের ধর্মীয় পুরোহিতগণ তাদের প্রপাগান্ডা থেকে বিরত হননি। কারণ মুসলমানদিগকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার প্রয়োগকৃত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সমূহের মধ্যে আমার ওপর কোন কিছু দাবী করার অভিযোগ উত্থাপন করাও একটা অস্ত্র বৈকি। অতএব এ লোকটি ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীদার এ সন্দেহ ১৯৪৫-৪৬ সালে অবিরত ধারায় দিক বিদিক ছড়ানো হয়। তর্জমানুল কুরআনে জুন ৪৬ সংখ্যায় এ প্রসংগে আমি লিখেছি—

"যে সব হযরতেরা এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে আল্লাহর সরল সহজ বান্দাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর সঠিক দাওয়াত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন আমি তাদেরকে এমন একটি মারাত্মক শাস্তি দেয়ার ফায়সালা করেছি যা থেকে তার কিছুতেই মুক্তিলাভ করতে পারবে না। আর সে শাস্তিটা হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ আমি সব ধরনের উত্থাপিত দাবী থেকে নিজকে মুক্ত রেখে আমার সৃষ্টিকতার সামনে হাজির হয়ে যাবো তারপর দেখবো, এসব মহোদয়গণ আল্লাহর সমীপে নিজেদের এ সব অমূলক সন্দেহ এবং এগুলো বর্ণনা করে লোকদের সত্য থেকে বিরত রাখার কি কৈফিয়ত পেশ করবেন।'

যদি এসব লোকদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস থাকতো তাহলে আমার এই জবাবের পর পূর্ণবার কখনো তাদের মুখে এ অভিযোগ আসা সম্ভব হতো না। কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আজ কত নির্ভীকভাবে সেগুলি নূতনভাবে আবারো ছড়ানো হচ্ছে। তর্জমানুল কুরআনের সাম্প্রতিক প্রকাশনায় এ সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা দেখা সত্বেও তাদের মধ্যে কারো মুখে তোতলামী পর্যন্ত আসেনি

www.priyoboi.com

আখেরাতের ফয়সালা তো আল্লাহর হাতে। কিন্তু আমাকে বলুন! এধরনের তৎপরতায় দুনিয়াতে আলেমদের ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠার আশা করা যায়কি?

মজার ব্যাপার হলো— আমার প্রণীত গ্রন্থ "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" যার কোনো কোনো বাক্যকে সন্দেহ যুক্ত করা হয়েছে এবং এর কোনো উদ্ধৃতিসমূহে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের রং মিশ্রিত করে লোকদের সামনে পেশ করতঃ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ সে গ্রন্থের এক স্থানে আমার একথাগুলির উল্লেখ আছে—

"নবী ছাড়া দাবী করে কাজের সূচনা করার মর্যাদা আর কারো নেই। এবং কি কাজের জন্যে সে আদৃষ্ট হয়েছে একথা নবী ছাড়া আর কারো নিশ্চিত ভাবে জানা নেই। মাহদী হওয়া দাবীর বস্তু নয়। বরং কাজ করে দেখার বস্তু। যারা এ ধরনের দাবী করেন এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন আমার মতে তারা উভয়ই নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও মানসিক অধঃপতনের প্রমাণ দেয়।"

আজ যারা আমার সে বইয়ের উদ্ধৃতি পেশ করেন তাদেরকে জিজ্ঞাস করুন, আমার কিতাবের ঐসব বাক্যগুলি কি তাদের নজরে পড়েনি অথবা জ্ঞাতসারেই তারা সেগুলি গোপন রাখছেন?

(৫) আপনার শেষ প্রশ্নটিও নুতন নয়। এর আগেও আমি কয়েক বার এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এবং এর জবাবও দিয়েছি। কাজেই এ প্রশ্নটিরও কোন নুতন জবাব দেয়ার পরিবর্তে আগেকার একটি জবাবে পুনরাবৃত্তি করছি ঃ

"আমি সমগ্র বুযর্গানে দ্বীনকে সম্মান করি কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে পূজা করিনা এবং নবী ছাড়া কাউকে মাসুমও (নিষ্পাপ) মনে করি না। আমার নিয়ম হলো—বিগত বুযর্গদের চিন্তা ভাবনা ও কর্মাবলীর ওপর মুক্তভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনার দৃষ্টি দেই। যা কিছু সত্য ও সনাতন পাই সেগুলোকে অকপটে সত্য বলি আর যেগুলো কুরআন হাদীস অথবা কৌশলগত দিক দিয়ে ঠিক মনে করি না সেগুলোকে নির্দ্বিধায় বেঠিক বলে দেই। আমার মতে নবী ছাড়া অন্য কারো মত বা কৌশলের মধ্যে ভুল পাওয়া গেলে তাতে তাঁর মর্যাদা ও বুযর্গী কমে যাওয়াটা বাধ্যতা মূলক নয়। এ কারণে আগেকার বুযর্গদের কোনো কোনো মতের সাথে আমার

www.priyoboi.com

মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁদের বুযর্গী ও মর্যাদার সমর্থক এবং তাদেরসম্মান আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বুযর্গী ও নিষ্পাপ হওয়াকে সমার্থক মনে করে এবং যাদের নীতিতে যিনি বুযর্গ তিনি দোষমুক্ত। আর যিনি দোষমুক্ত নয় তিনি বুযর্গ হতে পারে না তারা মনে করে, কোন বুযর্গের কোনো প্রক্রিয়া বা মতকে ঠিক নয় গণ্য করার অনিবার্য অর্থ হলো এরূপ ধারনা পোষনকারী ব্যক্তি ঐসব বুযর্গদের প্রতি সম্মান রাখে না এবং তাঁদের কাজের সমালোচনা করতে চায়। তারপর সে এখানেই ক্ষান্ত হয় না বরং আগে অগ্রসর হয়ে তার উপর অভিযোগ করে যে, সে নিজকে তাদের চেয়েও বড় মনে করে। অথচ জ্ঞানের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে মতবিরোধ করাটা একথা বাধ্য করে না যে; যার সাথে মতপার্থক্য হচ্ছে তাঁর মুকাবিলায় নিজকে বড় এবং উত্তম মনে করতে হবে। ইমাম মুহম্মদ (রঃ) এবং ইমাম ইউসুফ (রঃ) অনেক ব্যাপারে স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতের বিরোধিতা করেছেন। আর দৃশতঃ এ মত পার্থকের অর্থ হলো—বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে নিজেদের রায়কে সঠিক এবং ইমাম আবু হানিফার (রঃ) রায় কে ভুল মনে করেছেন। কিন্তু তাতে কি একথাও অনিবার্যভাবে প্রতিয়মান হয় যে, এই উভয় বুযর্গ ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মুকাবিলায় নিজেদেরকে উত্তম মনে করতেন ?

(তর্জুমানুল কুরআন জুন ১৯৪৬)

আশা করি আমার উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা আমার নীতি সম্পর্কে আপনি ভালভাবে জ্ঞাত হয়ে থাকবেন। আপনি এ নীতির সাথে একমত হবেন অথবা নিজেও গ্রহণ করবেন এটা জরুরী নয়। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা এখানে পথ ভ্রষ্টতার কি চিহ্ন আছে ? বিগত বুযর্গদের মধ্যে কারো সাথে মতপার্থক্য করে পেশকৃত আমার কোন রায়কে আপনি অত্যন্ত খুশী হয়ে রদ করে যার সাথে আমার মতবিরোধ সে রায়কে প্রধান্য দিয়ে দিন। বরং যদি মজবুত দলীলের ভিত্তিতে আমার মতের অপ্রধান্য এবং প্রথম যুগের আলেমদের মতের প্রধান্য প্রমাণিত হয়. তাহলে আমি নিজেও আমার মতের প্রত্যাখান করবো। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা—যখন আমি কুরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে একটি মত পেশ করি এবং

www.priyoboi.com

কুরআন হাদীসের দলীলের ভিত্তিতেই অন্য একটি রায় গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হই তখন শুধু নিজের মত পেশ করতেই কোন্ দোষে অভিযুক্ত হয়ে যাই ? আমি পরবর্তী (খল্‌ফ) যুগের লোক নিছক একারনেই আমার রায় কেন অনিবার্যভাবে অপ্রধান হবে আর আগেকার প্রত্যেক বুযর্গদের রায় শুধুমাত্র (সলফ) পূর্ববর্তীদের হওয়ার কারণে কেন প্রধান্য পাবে ? দু'চার শতাব্দী পরে জন্ম লাভ করা এমন কোনো অন্যায় নয় যার কারনে এ জামানার লোকদের রায় অবশ্যই কম ওজন এবং মর্যাদা অধিকতর কম হবে। আবার ২ / ৪ শতাব্দী আগে জন্ম লাভ করা এমন কোন সম্পূরক বৈশিষ্ট নয় যার কারণে সে যুগের লোকেরা পাক পবিত্র ও ত্রুটি মুক্ত গণ্য হবে এবং তার প্রতিটি মত প্রধান্য পাওয়ার মৌলিক ভিত্তি লাভ করবে। কোনো কোনো অজ্ঞ লোক বিগত বুযর্গদের মত ও পথের সাথে মত বিরোধীতার প্রত্যেকটিকে لعن اخر هذه الامة اولها (উমমতের প্রথম লোকদেরকে পরবর্তী লোকেরা অভিশাপ দিবে) এই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করে। এসব বিরোধিতা যতোই ভদ্র ও শিষ্ঠাচার মূলক হোক, বুযর্গদের খেদমত ও মর্যাদার স্বীকৃতি যতো গুরুত্ব সহকারে দেয়ার পরই এ বিরোধীতা হয়েছে সে দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই মোটেও। জানিনা এর হাদীসটির অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা লানত শব্দটির তাৎপর্য বুঝে না কিংবা জেনে শুনেই শুধুমাত্র অন্যদেরকে অভিশপ্ত এবং জনগণকে উত্তেজিত করার অভিপ্রায়ে রসূলের বাণীকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করার ধৃষ্ঠতা দেখাচ্ছে কিনা। তবে কোন জ্ঞানী-গুনী লোক কখনো এ ভুলে পতিত হতে পারে না যে, জ্ঞান গর্ভ গবেষনায় এক ব্যক্তির যুক্তি ভিত্তিক মত পার্থক্য 'লানত' শব্দের সমার্থক হবে। যদি একাজ লানত হয় তাহলে আজকের আলেমদের মাঝে বিরাজিত মত ও গবেষণার ক্ষেত্রে যতো মত বিরোধীতা আছে তার সব গুলির অবসান হওয়া উচিত। এগুলির প্রকাশ হারাম হওয়া প্রয়োজন। কারণ সমকালীনদের ব্যাপারেও লানত করা জায়েজ নেই।

এ ব্যাপারে দুটি কথার আরো ব্যাখ্যা করা যথার্থ মনে করি যদিও আপনি এ প্রসংগে প্রশ্ন করেননি। তবে সেটা একদিক থেকে আপনার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত বটে।

www.priyoboi.com

প্রথমতঃ ফেকহী মাসায়েল যখন আমি হানাফী মাযহাবের গৃহীত কথার বিপক্ষে কখনো কোনো মত প্রকাশ করি তখন সে মতটি নিজের ফতওয়ার মর্যাদা দিয়ে প্রকাশ করি না বরং একটি প্রস্তাবনা হিসেবেই উপস্থাপন করি। উদ্দেশ্য সমকালীন আলেমগণ এ প্রস্তাবনার ওপর চিন্তা ভাবনা করবে। যদি আমার যুক্তি প্রমাণ সমূহ নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে আমার প্রস্তাব অনুযায়ী ফতওয়ার পরিবর্তন আসবে। আমার মতে এরূপ যুক্তি ভিত্তিক পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন হানাফী মতবাদের খেলাফ নয়। হানাফী মজহাবে এরূপ করার সুযোগ আছে এ সম্পর্কীত দলীল সমূহ আমি "স্বামি স্ত্রীর অধিকার বইয়ের ৬০—৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছি। নীতিগত ভাবে সাথে সাথে আমি একথারও সমর্থক যে, প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের প্রস্তবনার ওপর ফতওয়া হতে পারে না। ফতওয়া একটি আইনানুগ বর্ণনা। আর শরীয়তের ব্যবস্থাপনায় আইনের মর্যাদা শুধু সে নীতিই পেতে পারে যার ওপর ইজমা হয়ে গেছে অথবা অধিকাংশ আলেমগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং একটি প্রস্তাবনা যতক্ষণ পর্যন্ত পন্ডিতবর্গ ঐক্যবদ্ধ ভাবে অথবা তাদের অধিকাংশগণ গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আইনের মর্যাদা পাবে না এবং এর উপর ফতওয়ারও দেয়া যাবে না। একথাও আমার ইসলামী আইন কিতাবের ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছি। আমার এ নীতিগত পন্থা বুঝার পর এখন আমাকে কেউ বলুক যে, যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনি কল্যানার্থে কোনো ফেকহী মাসয়ালায় ফতওয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করে এবং একজন লোক প্রস্তাবনা হিসেবে পন্ডিত ব্যক্তি বর্গের চিন্তার জন্যে তা দলীল সহকারে পেশ করে তাহলে সেটা কি বাস্তবিকই কোন অন্যায়? তাতে কি সত্যিই দীনের মধ্যে কোনো ফেতনার সৃষ্টি হয়ে যায়?

দ্বিতীয়তঃ ফেকাহ্ সম্পর্কিত মাসয়ালায় আমি একদিকদর্শী কথাকে পছন্দ করি না। আমি বড়জোর এতটুকু করি যে, যদি কোন মাসয়ালায় হানাফী মতবাদের ওপর আমার নিশ্চয়তা না আসে তাহলে চার মজহাবের অন্যান্যদের দলীলসমূহের ওপর দৃষ্টি দেই। আমার সামর্থ অনুযায়ী এগুলি যাচাই বাচাই করার পর এগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কখনো এ পদ্ধতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চার মজহা-

www.priyoboi.com

বের বহির্ভূত কোনো ফতওয়াকে প্রাধান্য দেয়া কদাচিত হয়ে থাকতে পারে। যদি এরূপ কখনো হয়েই থাকে তাহলে উম্মতে মোহাম্মাদীর কোনো মুজতাহিদের রায়কেই গ্রহণ করা হয়েছে। নিজস্ব একক রায় খুব কমই পেশ করা হয়েছে। যদিও একক রায় আমার মতে হারাম নয়। কিন্তু আমি মনে করি এ ধরনের মতামতের জন্যে খুব জোরালো দলীলের প্রয়োজন। আগেকার কোন ইমাম বা পণ্ডিত ব্যক্তি আমার মতের সংগে একমত নয় এমন ধরনের কোন ফেকহী মাসয়ালা রায় প্রকাশ করার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। যেমন কোন নির্দিষ্ট মজহাবের অন্ধানুকরণ না করার প্রসংগটি আমার নিজের স্বীকৃতি বিষয়। গালি-গালাজের পরিবর্তে কুরআনের হাদীসের আলোকে গায়রে মুকাল্লাদ হওয়া গুনাহ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত আমি একথা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।

(তর্জুমানুল কুরআন জিলকদ জিলহজ্ব ১৩৭০ (সেপ্টেম্বর ৫১)

www.priyoboi.com

৬। মওলানা হোসাইন আহ্‌মদ মাদানী (রঃ) সাহেবের অভিযোগ ও তার জবাব ঃ

পাকিস্তানে প্রচারের জন্য ভারত থেকে আনা একটি বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হয়। বিজ্ঞাপনটির ভাষা এরূপ ঃ

"হযরত মাওলানা মাদানীর হুঁশিয়ারী"

সাহারান পুর জিলার সাহারানপুরে আপরাকুল উলুম মাদ্রাসার মোদার্‌রিস মওলানা মৌলবী আবদুল হামীদ বরকত শহ্‌রীহ কর্তৃক হযরত মওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) সাহেবকে লিখিত একটি চিঠির উদ্ধৃতি। নিম্নে শুধু ঐ অংশটুকুর উল্লেখ করা হলো যা জামায়াতে ইসলামী নামে দলের সাথে সম্পর্কিত।

"মওদূদীবাদ যখন সাহারানপুরে ফিতনার আকার ধারণ করলো তখন তাদের সম্পর্কে এ ধারণার সৃষ্টি হয়। যাদের বিভিন্ন এবং তাদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কিছু জবাব দেয়া হয়েছে। এরা ছাহাবায়েকেরাম পর্যন্ত সীমা লংঘনকারী বলে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আয়েশাকে (রাঃ) "এসলামে তাবলীগে দ্বীন" বইতে অন্যায়কারী বলে আখ্যায়িত করেছে। শহর সাহারানপুরের সাথে আমার একটি সম্পর্ক রয়েছে। অধিকন্তু সেখানকার আপরাকুল উলুম মাদ্রাসায় আমি শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছি। রাত দিন অহরহ এসব অসহনীয় কথার মুখোমুখী হতে হয় যার জবাব দিতে বাধ্য হই। (১) বিস্তারিত জবাব দানে সুখী করবেন।

ইতি—আবদুল হামীদ বুরকত শাহ্‌রী

জবাব ঃ

নবী রাসূলগণ ব্যতীত সাহাবায়ে কিরাম অথবা তাঁদের কাছেন কিংবা ইমামে হাদীস, ফিকাহ্‌, কালামদের মধ্যে কেউ (মা'সুম) নিষ্পাপ নয়। সকলেই ভুল-ত্রুটি করতে পারেন তবে তাদের নির্ভুলতা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। তাঁদের কর্মতৎপরতা, সততা, পূর্ণশীলতা

---

(১) অবশ্যই দোষত্রুটি ও অনিবিরাম রাজাকারী হবে আমরা গ্রহণ করলাম। এতে আমাদের কোনো হাত নেই।

ও জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতির কাছে কিংবদন্তীর মতো অলৌকিক এবং ঐতিহাসিক সত্য। বর্তমান শতাব্দীতে এর তুলনা খুবই বিরল। তাদের সমালোচনা করা ইনসাফ তাকওয়ায় তাদের সমপর্যায়ের লোকই করতে পারে। আমাদের যুগের দেওবন্দীরা যাদের কাছে ইলম আছে তো তাকওয়া নেই তাদের এ সম্পর্কে কথা বলার কি অধিকার আছে? তাদের মুখ খোলা নিজেদের চরিত্র দোষের (বদ্‌বখত) বিকাশ ছাড়া আর কি হতে পারে?

چون خدا خواهد که پرده کس درد
میلش اندر طعنه پاکان زند

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসায় বলেনঃ

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار...

অন্যত্র আছে—

ولكن حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم-

আরো আছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس-

আরো আছে ঃ

وكذلك جعلناكم امة وسطا.

আর এই কমবখত তাদের শানে গুস্তাখী করে। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اتقوا الله فى اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرض

"আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর আমার ছাহাবাদেরকে অভিশাপের লক্ষ্যস্থল করোনা।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم-

ও জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতির কাছে কিংবদন্তীর মতো অলৌকিক এবং ঐতিহাসিক সত্য। বর্তমান শতাব্দীতে এর তুলনা খুবই বিরল। তাদের সমালোচনা করা ইলমও তাকওয়ায় তাদের সমপর্যায়ের লোকই করতে পারে। আমাদের যুগের দেওবন্দী যাদের কাছে ইলম আছে তো তাকওয়া নেই তাদের এ সম্পর্কে কথা বলার কি অধিকার আছে? তাদের মুখ খোলা নিজেদের চরিত্র দোষের (বদ্‌বখত) বিকাশ ছাড়া আর কি হতে পারে?

جون خدا خواهد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنهٔ پاکان زند

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসায় বলেনঃ

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ...

অন্যত্র আছে—

ولكن حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم –

আরো আছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس –

আরো আছে ঃ

وكذلك جعلناكم امة وسطا –

আর এই কমবখ্‌ত তাদের শানে প্রলাপ বকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اتقوا الله فى اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرض

"আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর আমার ছাহাবাদেরকে অভিশাপের লক্ষ্যস্থল করোনা।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم –

www.priyoboi.com

আর এই বদ বখতের তাদের শানে খারাপ কথা বলা তার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? এসব খবীসদের সাথে কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্ক করা নিজেদের সময়ের অপচয় করার নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও তাদেরকে হেদায়াত করুন। আমীন।

দারুল উলুম ও মুজাহিরুল উলুম অথবা এগুলির ভিত্তি প্রস্তরকারীদের কিংবা ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলী সম্পর্কে প্রত্যেক গোমরাহ আহলে ইসলাম ও আহলে সুন্নাতের বিরোধীরা এ ধরনের শব্দাবলীই বলে থাকে। (১)

আসলাফদের আদর্শ —হোসাইন আহমদ
দারুল উলুম দেওবন্দ
১৩ জিলহজ্ব, ১৩৬৯

আলমুশতাইর,
মৌলভী সাইয়েদ শফীকুর রহমান
আনা কেলাহ এরিয়া
সাহারানপুর।
জিদ্দত বাবৃকী প্রেস, মুরদাবাদ থেকে মুদ্রিত

এসব প্রচারনা স্বস্থানে এমন প্রতিক্রিয়াশীল যে, এগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে বড় ব্যাথা লাগে। তর্জুমানুল কুরআনের পর্যবেক্ষকগণ স্বাক্ষী যে, এ ধরনের বিজ্ঞাপন, খবর ও প্রবন্ধ কখনো তর্জুমানুল পাতায় স্থান পায়নি! কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ মুরীদ ও অন্ধ সাগরিদ বর্তমানে এমন বুযর্গদেরকে এ কদর্য মাঠে নামিয়েছে যারা নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান তাকওয়া ও রূহানী নেতৃত্বের দিক থেকে পাক ভারতের তথা ধর্মীয় জগতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এ কারনে বিগত প্রকাশনায় ও এ দিকে মনযোগ দিতে বাধ্য হয়েছি এবং বর্তমানে এ সংখ্যায় দ্বিতীয়বার অভিমত ব্যক্ত করছি। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে এটাই শেষ নিবেদন। আল্লাহ যেন এর পর তর্জুমানের পাতাকে পুনরায় এ ধরনের বিশেষ প্রোপাগান্ডার জবাবদিহি করতে বাধ্য না করেন।

(১) বিজ্ঞাপণের বাক্যগুলি হুবহু ছাপানো হলো।

www.priyoboi.com

(১) মাওলানা হোসাইন আহমদ সাবের বর্ণনায় দৃষ্টি আকর্ষন করার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো তার বাচনভংগী যা সম্ভবতঃ মাওলানা নিজেই নিজের জন্যে যোগ্য মনে করেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা এতটা ভালো ধারনা পোষণ করি যে, এহেন ভাষার প্রয়োগ আমরা তাঁর অবমাণনা বলে মনে করি। কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে মতবিরোধ হওয়া খারাপ কিছু নয়। মতবিরোধ সাংঘাতিক ধরনেরও হতে পারে। মত-বিরোধ যত বড়ই হোক তার মন্তব্য প্রকাশ ভদ্রজনিত ভাষায়ও করা যায়। কিন্তু যার সাথে বিরোধ তার বিরুদ্ধে খবীস, দুশ্চরিত্র, অপাংতেয় দেউ-লীয়া ইত্যাকার কটু ও অশ্লীল শব্দাবলী একজন বুযর্গ হয়ে প্রয়োগ করাতো দূরের কথা একজন সাধারণ রুচিশীল লোকের জন্যেও এরূপ ভাষা ব্যবহার করা তার মর্যাদার খেলাফ। বুযর্গ লোকটি আবার এমন অসাধারণ যে, তিনি এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মর্যাদা পূর্ণ পদে সমাসীন আছেন। যাঁর কাছে শত সহস্র লোক শুধু মাত্র দ্বীনের তা'লীমের জন্য ভীড় জমায় না, আত্মশুদ্ধির জন্যেও গিয়ে থাকেন। জাতির অভিভাবক শিক্ষক ও নেতা যখন এ ধরনের কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যান তখন তাদের কাছে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছায় আগত শিষ্যগণ সম্পূর্ণরূপে মানবতা বিবর্জিত হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয় এবং জাতির কাছে তাদের নামেরও মর্যাদা অবশিষ্ট না থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়-কর নয়।

اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا
فلا تلم الاولاد فيه على الرقص -

(যখন ঘরের মালীক তবলা বাজায় তখন ঘরের ছেলেরা না নেচে থাকতে পারে না।)

জাতীয়তাবাদ দর্শন ও কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সমর্থনের উপর আমরাও কোনো সময় সমালোচনা করেছি একথা যদি মাওলানার স্মরণ না থাকে আমরা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সে সমালোচনা আমাদের গ্রন্থসমূহে (জাতীয়তাবাদ প্রসংগ এবং মুসলমান ও আধুনিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (২য় খণ্ড) এখনও বর্তমান আছে। আমাদের সমালোচনা মূলক বাক্যগুলি দেখে তাঁর মুরিদ ও শিষ্যগণ নিজেরাই মন্তব্য করুন যে, উভয় ভাষার মধ্যে

www.priyoboi.com

পার্থক্য কতটুকু। যদি ধরে নেই ১০।১২ বৎসর পর বদলা নেয়া জরুরী ছিল তাহলে جزاء سيئة سيئة مثلها (খারাপের বিনিময় খারাপের অনুরূপই হয়ে থাকে) এ নীতির ভিত্তিতে প্রতিশোধ নেয়া যেতো কিন্তু এই সীমা লংঘন করা হযরতের জন্যে কোন্ আইনে সিদ্ধ হলো ?

(২) দ্বিতীয় কথা যা তা থেকেও বেশী পরিতাপ যোগ্য, তা হলো তিনি অন্যের দ্বীন ও আকীদার ওপর রায় প্রকাশ করতে গিয়ে চরম দায়িত্বহীনার পরিচয় দিয়েছেন। একটি অজানা প্রশ্ন তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়নি। বরং একটি জামায়াতের নাম নিয়ে তার ওপর কতিপয় অপবাদ দেয়া হয়। تنابزوا بالالقاب খারাপ(উপাধিতে ভূষিত করা) এ আয়াতের দিকে নজর না দিয়ে 'মৎদূদীরা' 'মওদূদীয়াত' শব্দ দ্বারা যে দলের উল্লেখ করা হয়েছে মাওলানা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি খুব ভাল করেই জ্ঞাত আছেন যে, পাক ভারতের হাজার হাজার মুসলমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত এবং লাখো লাখো লোক এ দ্বারা প্রভাবিত। তিনি এটাও ভালো করে জানেন যে, এই দলের নীতি সমূহ কোথাও গোপন নেই। বরং ছাপা আকারে লিখিত ভাবে মৌজুদ আছে। এতদ্ সত্ত্বেও মাওলানা সাব একজন প্রশ্ন কর্তার আরোপিত অমূলক অপবাদ কোন প্রকার প্রমাণ ও উদ্ধৃতি ব্যতিরেকেই হুবহু গ্রহণ করেন। প্রশ্নের একটি অশোভন জবাব সম্ভবতঃ এটা জেনেই প্রশ্ন কর্তার কাছে অর্পন করেন যে, তাঁর নিজস্ব অনুসারীগণ এই প্রশ্নত্তর গুলো বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করবে। যে, দল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে তারা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং অন্যান্য বুযর্গ সম্পর্কে বাস্তবিকই কি লিখেছেন তা গবেষণা করে দেখার কোন প্রয়োজন তিনি মনে করেন নি। কোন্ প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে, তাদের অন্যান্য লেখা সমূহ কি সাক্ষ্য দেয়; তারা ঐসব বুযর্গ সম্পর্কে কি ধারনা রাখে ? তিনি একথাও জানা প্রয়োজন মনে করেননি যে, এদলের কোনো কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করতঃ যে কথা প্রশ্নে লেখা হয়েছে তা আসলে কে বলেছেন, এ দলে তার মর্যাদা কতটুকু, তার কোনো কথাকে গোটা দলের ধারনা সমূহের মুখপত্র ও গণ্য করা যায় কি যায় না ? ধরে নিলাম, এ দলের প্রকাশনাসমূহ পাঠ করার সময় যদি মাওলানা সাব না পান এবং বর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করারও অবকাশ

www.priyoboi.com

না থাকে তাহলেও এ প্রসংগে মতামত অবশ্যই ব্যক্ত করতে হবে এমন পরামর্শ তাকে কোন ডাক্তার দিলেন ? আমার জিজ্ঞাস্য—ধর্মীয় নেতৃত্বের এমন দায়িত্বপূর্ণ মসনদে আরোহন করে একজন মুত্তাকী আলেমের এ নীতি হওয়া কি বাঞ্ছিত ? তাকওয়া ও সততা কি এ জিনিষেরই নাম ? এ আচরনই কি সে আত্মশুদ্ধি দ্বারা হযরত নিজেই সৌভাগ্যবান এবং অপরকেও ভাগ্যবান বানিয়ে যাচ্ছেন ? এ জবাবটি লেখার সময় মাওলানা সাবের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ বানীটি স্মরণে ছিল কি ?

سباب على المسلم فسق

(মুসলমানদেরকে গালী দেয়া পাপ) এবং

كل المسلم على المسلم حرام - دمه و ماله و عرضه -

(প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের জান মাল ইজ্জত লুন্ঠন করা হারাম) জবাব লেখার সময় মুহূর্তের জন্যেও কি হজরত চিন্তা করেছেন যে আপনাদের এবং আমাদের সকলকেই একবার মরতে হবে এবং আপন প্রতিপালকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সে কাঠগড়ায় যদি প্রশ্নকর্তার অপবাদ গুলি নিছক মিথ্যা ও অমূলক প্রমানিত হয়ে যায় তাহলে এগুলো সত্যায়ন করার পরিণতি হতে কি দিয়ে হজরতজি নিস্কৃতি পাবেন ?

(৩) মাওলানা এবং তার দলের অন্যান্য মহোদয় যাদের লেখা বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর খেলাফ প্রকাশিত হয়েছে তারা একথাটা একেবারে ভুলে গেছেন যে, কোনো ব্যক্তি বা দলের আকীদা ও মতামত সম্পর্কে কোনো রায় প্রকাশ কিংবা প্রতিষ্ঠা করা সত্যিকার ভাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক নয় যতোক্ষন পর্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার সমস্ত কিংবা অধিকাংশ লেখাসমূহ নিজে পাঠ করে না নিবে। শুধুমাত্র শ্রুত কথার ওপর ভিত্তি করে অপরকে গোমরাহ এবং গোমরাহকারী ঘোষনা করে দেয়া, অথবা কতিপয় চাটুকার লোকদের পেশকৃত চিহ্নিত বাক্যের ওপর মত প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটা ছাপিয়ে দেয়া কোনো আল্লাহ ভীরু লোকের কাজ হতে পারে না। অথবা নাজেহাল করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার কিতাবগুলোর ছিদ্রান্বেষনে মত্ত হয়ে যাওয়া যাতে কোথাও অভিশপ্ত করতে এবং তার ওপর অপবাদ আরোপ করার অবকাশ মিলে যায়।

www.priyoboi.com

অথবা এক ব্যক্তির কতিপয় বাক্যের এমন অর্থ ও ফলাফল বের করা হয় যা স্বয়ং সে ব্যক্তির অনেক বাক্য সে অর্থ খন্ডন করে দিয়ে থাকে। যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবন তারজন্যে এ ধরনের ভূমিকা পালন করা সম্ভব। কিন্তু যাদের আল্লাহ ও পরকালের কিছুমাত্র ধারনা আছে তাদের এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আমাদের বিরুদ্ধে ঐ সব মহোদয়দের সমস্ত লেখা আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। এগুলির পূর্ণ পর্যালোচনা করার পর আমরা এতে যা কিছু পেয়েছি তা এই-

১। কোনো কোনো জায়গায় আমাদের আসল বাক্য বর্ণনা করার পরিবর্তে নিজেদের বানানো মনগড়া ভাবার্থ নিজ ভাষায় বর্ণনা করতঃ সেগুলি আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। যেখানে আমাদের বাক্য আমাদের ভাষায় বর্ণনা করলে অপবাদকারী নিজের অপবাদ প্রমাণ করতে পারবেনা এমন সব জায়গায় এ ভূমিকা গ্রহন করা হয়।

২। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কতিপয় নিবন্ধ একটি বাক্যের ধারা বাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাথেকে নিজের মনমতো তাৎপর্য বের করা হয়েছে। অথচ যে কিতাবের কতিপয় নিবন্ধের ওপর ঐসব তাৎপর্যের ভিত্তি করা হয়েছে যদি সে কিতাবটি বা নিবন্ধটি সম্পূর্ন পড়া হতো তাহলে ফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত হতো। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুফতী সাহেব শুধুমাত্র কারো দেখানো কতিপয় চিহ্নিত বাক্যকে দেখেই ফতওয়া দিয়েছেন অথবা সম্পূর্ণ নিবন্ধ পাঠ করা সত্বেও জ্ঞাতসারে অপবাদ দিয়েছেন।

৩। কোনো কোনো স্থানে আমাদের বাক্যের মধ্যে খোলাখুলিভাবেই বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। কোথাও অগ্র-পশ্চাতে নিজেদের শব্দাবলীর সংযোজন করা হয়েছে। আবার কোথাও একটি কথাকে ঐসব কথা থেকে আলাদা করা হয়েছে যা প্রকৃত দাবী প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের বিকৃতি সম্ভবতঃ এটা মনে করেই করা হয়েছে যে, আমাদের আসল প্রকাশনা সমূহ যাদের নজরে পড়েছে তাদের কাছে বিকৃতিকারীর মর্যাদা অনু

www.priyoboi.com

পরিমাণ যদিও না থাকে কিন্তু অনেক অনভিজ্ঞ লোক তো ধোকায় পতিত হবে।

৪। কোনো কোনো জায়গায় আমাদের বাক্য ঠিকভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বুঝার আদৌ চেষ্টা করা হয়নি এবং সম্পূর্ণ কুধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের শব্দাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত ভুল অর্থ করা হয়েছে অথচ আমাদের কাছে জিজ্ঞাস করলে আমরা নিজেদের শব্দাবলীর সঠিক তাৎপর্য বলতে পারতাম এবং এসব শব্দ দ্বারা আমাদের আসল দাবী কি ছিল তা আমাদের অন্যান্য লেখাসমূহ দ্বারা প্রমাণ করতে পারতাম। বলা বাহুল্য যে, একটি বাক্য যদি দুই বা ততোধিক অর্থবহ হয় তা হলে স্বয়ং প্রণেতা যে অর্থ বর্ণনা করবে এবং তার অন্যান্য বাক্যবলী যার স্বাক্ষ্য দিবে শুধুমাত্র সে অর্থই নির্ভরযোগ্য হবে, প্রতিপক্ষের বর্ণিত অর্থ হবে পরিত্যাজ্য।

৫। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো উদ্ধৃতি ও উৎস ব্যতিরেকেই একটি আকীদা অথবা মতবাদ কিংবা অন্যায়ের প্রতি আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ আমরা বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় তা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছি। আমাদের লেখাসমূহ দ্বারা কখনো এই দোষারোপ প্রমাণ করা যাবে না। বার বার দোষ স্খলনের কথা প্রকাশ করা সত্বেও কাউকে জোর পূর্বক গোমরাহ, বদ আকীদাহ ,এবং অপরাধী বানানোর প্রচেষ্ঠা পরিশেষে কোন ধরনের সততা একথা ভেবে আমরা আশ্চর্যও হই।

৬। কতিপয় স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ করা হয়েছে যেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য জবাব আমাদের লেখাসমূহে বর্তমান আছে। যদি এসব লেখা না পড়েই তারা এই অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন তাহলে এটা একথার প্রমান যে, এসব মহোদয়গণ অন্যের ওপর দোষারোপ করার খুবই আগ্রহী কিন্তু তাদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কষ্ট সহ্য করতে তৈরী নয়। যদি জবাবীদলীল দ্বারা অবিহিত হওয়া সত্বেও ঐসব অভি- যোগ পুনঃ উত্থাপিত হয় এবং জবাবী দলীল দ্বারা মুকাবিলা না করা হয় তা হলে এটা হবে হঠকারিতা ও অসৎ উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট আলামত।

www.priyoboi.com

৭। কতিপয় ক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলন অথবা আমাদের মতামত কিংবা কোনো বিশেষ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগীর ওপর একটি সামগ্রিক রায় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের লেখা থেকে এর সমর্থনে কোনো স্বাক্ষ্য পেশ করা হয়নি। এ রায়ের ভিত্তি কি তাও বলা হয়নি। এরূপ ভিত্তিহীন রায় প্রদান করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে দুনিয়ায় তাদের রায়ের আঘাত থেকে আর কে বাচতে পারবে ?

৮। কোনো কোনো জায়গায় সমস্ত অভিযোগপূর্ণ বিবৃতির সার-মর্ম হলো –ঐসব মহোদয়দের মতে আমরা কোনো ফিকহী মাসয়ালার বর্ণনায় অথবা কালামী (আকীদাগত) মাসয়ালার ব্যাখ্যায় কোনো ভুল করেছি। কিন্তু তা এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যেন (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) আমরা দ্বীনকে একেবারে ধংস করে দিয়েছি। অথচ ইলমী মাসআলায় ভুল করা দুনিয়ার কোনো বিরল ঘটনা নয় আর প্রত্যেক ভুলই অনিবার্যরূপে গোমরাহ নয়।

৯। কতিপয় ক্ষেত্রে এমন বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে বিরোধীতা ও ফত্ওয়া বাজী করা হয়েছে যেগুলির মধ্যে মত পার্থক্য করার অবকাশ রয়েছে এবং উভয় দলের কাছে নিজেদের মতাদর্শের সমর্থনে শরয়ী দলীল বর্তমান আছে। এ ধরনের বিরোধপূর্ণ মাসআলাকে ইলমী গবেষনার বিষয় বস্তু বানানো যেতো। তবে এগুলিকে কেন্দ্র করে বিরোধীতার ঝড় উঠানো এবং ফত্ওয়া বাজী করার অভ্যাস করা কোনো জ্ঞানবান লোক থেকে আসা করা যায় না।

এসব ভদ্র মহোদয়দের বিরোধী লেখাসমূহের যে পর্যালোচনা আমরা উপরে উল্লেখ করলাম তার প্রতিটি অংশের উদাহরণ তাদের লেখা থেকেই আমরা পেশ করতে পারব। তাঁরা যখন চাইবে তখন এগুলির নজীর তাদের খেদমতে হাজির করা হবে। এর আগে সোসালিষ্ট, কাদিয়ানী হাদীস অস্বীকারকারী, বেরলভী এবং মুসলিম লীগার মহোদয়গণ এ ধরনের বাড়াবাড়ি আমাদের ওপর করতেছিল। কতিপয় তর্কবাগিশ আহলে হাদীস ও এ ঘোড়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে আমাদের বিরূদ্ধে গণ-

www.priyoboi.com

রায় সৃষ্টি করা কতিপয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীর বৎসরের বৎসর ব্যাপী স্বতন্ত্র কর্মপন্থা চলতেথাকে কিন্তু যাদের কর্মপদ্ধতিতে লজ্জা-শরম ও আল্লাহ ভীতি তিরোহিত হওয়ার আলামত পাওয়া যায় তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপযুক্ত বলে আমরা মনেকরি না। দেওবন্দ ও মুজাহিরুল উলুমের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে আমরা এখনো সে কাতারে সামিল মনে করিনা। তাঁরা নিজেদেরকে এতোটা অধঃগতিত প্রমাণ করবেন এ আশা আমরা করিনা। এ করনেই আমরা তাদের জন্যে এতোটা সময় ব্যয় করছি। আল্লাহ না করুক, যেদিন আমরা তাদের পক্ষ থেকে উচ্চাশা হতে বঞ্চিত হবো সেদিনের পর থেকে ইনশা আল্লাহ তাদের সহস্র নিবন্ধ ও লাখো বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি জবাবও এ পক্ষ থেকে শুনতে হবে না।

৪। আমাদের জন্যে এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের বিরোধীতায় শুধুমাত্র দেওবন্দের আলেমগণ নয়, অন্যান্য দলের আলেমগণ ও যে কথাগুলি বার বার কাট-ছাঁট ও উত্তেজিত করে সামনে পেশ করছে সেগুলির প্রায় সবই এমন কথা যা আমরা কখনো কোনো আলোচনার প্রসংগে কিংবা কোনো প্রশ্নের জবাবে লিখেছি। বরং কোনো কোনো কথা এমনভাবে খুঁড়ে বের করা হচ্ছে যা তর্জুমানুল কুরআনের পুরানো ফাইলে বৎসরব্যাপী বন্দী হয়ে আছে। স্বয়ংআমাদেরও স্মরণে নেই যে এগুলি আমাদের কলমের লিখা কিনা, এসব বস্তাবন্দী কথার মধ্যে সম্ভবতঃ একটি কথাও এমন নয় যার প্রচার আমরা বিশেষ ভাবে করেছি। অথবা যেকথা গ্রহন করার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছি। কিংবা আমরা সে কথাকে বার বার উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমাদের এসব বিরোধী আলেমগণ নিজেদের ফতওয়া, প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন সমূহে একথাগুলি এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যেন আমাদের উঠা-বসা, আহার-নিদ্রা এসব বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এগুলির উল্লেখ ও বর্ণনার মধ্যে আমরা নিজেদের জীবন কাল শেষ করেছি আর এগুলির প্রচারণায় আমরা দিবানিশি অহর্নিশ মত্ত আছি। অপর দিকে, যেসব খেয়াল প্রচারনার জন্যে আমরা বছরের পর বছরব্যাপী বাস্তব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যেসব জিনিষের কথা আমরা বার বার

www.priyoboi.com

লিখছি এবং বলে আসছি, যেসব কথা গ্রহণ করার জন্যে দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দিচ্ছি, যে বস্তুপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আমরা দীর্ঘদিন যাবত নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছি আর যে বস্তুটিকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছি সেগুলি ঐসব হুজুরদের লেখা কোথাও হয়তোবা আদৌ উল্লেখ নেই অথবা কদাচিত কেউ শর্ত সাপেক্ষ এগুলির উল্লেখ করেছেন তো একটি অন ভিপ্রেত ইশারা পর্যন্তই। ঐসব মহোদয়দের মধ্য থেকে কেউ সামান্য কষ্ট স্বীকার করে আমাদেরকে বলে দিবেন কি এই উদ্দেশ্য মূলক বাছাইয়ের মধ্যে কি তথ্য আপনাদের সামনে আছে? কুরআনের আলোকে যে নীতি আমরা বুঝেছি তা হলো মানুষ যে কাজের চিন্তা বেশী করে যে কাজে সে অধিক সময় মগ্ন থাকে সে কাজ দ্বারা তাকে যাচাই করা যায়। এই চিন্তার বিজয় ও নিমগ্নতার আধিক্য যদি সত্য ও সনাতন হয় তাহলে কদাচিত ঘটে যাওয়া ভুল তাও বাহ ছাড়াও মাফ হতে পারে এই

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ —

(ভালো কাজ মন্দ কাজকে অপনোদন করে দেয়) আয়াতের আলোকে কিন্তু এটা এক আজব ঘটনা যে, আমাদের বর্তমান যুগের বুযর্গাণে দ্বীন একটি দলের অন্তবর্তী কালীন, খণ্ডকালীন ও অস্থায়ী কাজগুলিকে এ অভিপ্রায়ে বাছাই ও গ্রহন করছেন যাতে দলটির অভিন্ন দাওয়াত, দিবা নিশির ব্যস্ততা এবং চিন্তা গবেষণার গভীরতার ওপর এগুলির মাধ্যমে বাধা দিতে পারে। এসব কর্মকাণ্ড দেখে মন স্বতঃই আল্লাহর শুকরিয়ায় আপ্লুত হয়ে আসে যে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের আদালতের সমগ্র স্বাধীনতা স্বহস্তে রেখেছেন। আল্লাহ না করুক। যদি কিছুমাত্র ইখ্তিয়ারও এসব হজরতদের হাতে অর্পন করা হতো তাহলে না জানি কোন নিক্তিতে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে ওজন করতো এবং ছিটেফোঁটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনভর কাজ কর্মসমূহ কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিত।

এ সব কথা যেকোনো ভাবেই হোক আমাদের ওপর চাপানোই এসব হজরতদের বিশেষ প্রচেষ্টা যাতে করে আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে

www.priyoboi.com

ফেলিয়ে তোলা যায়। যেমন বলা হয় জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের মনে করে এবং নিজেদের ব্যতীত সকলকেই কাফের বলে থাকে। কবিরাহ গুণাহ করলে ঈমান রহিত হয়ে যায়, ছাহাবীদের বে-ইজ্জতী করে, বুযর্গানে দ্বীন বিশেষতঃ আকাবেরে সূফীদের সম্পর্কে ভালো মন্দ সমালোচনা করে, তাদের আমীর মুজাদ্দিদ ও মাহদী হওয়ার দাবীদার এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু হতে চায় ইত্যাদি। এসব অভিযোগের প্রমাণ যোগাড় করতে যা কিছু পরিশ্রম করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী নিবন্ধ থেকে যে কঠোর পরিশ্রমের সাথে শব্দ বেছে বেছে আমাদের ধারণা সমূহের এমন একটি বিকৃত ফিরিস্তি তৈরী করা হচ্ছে যার সম্পর্কে ঐসব ভদ্র মহোদয়দের মাধ্যমে স্বয়ং আমাদেরও জ্ঞানে প্রথমবার আসে। অন্যের দৃষ্টি থেকে তারা গোপন থাকতে চায় কিন্তু আমাদের দৃষ্টি থেকে নয়। আমরা তো এই বিশেষজ্ঞের প্রতিদান দিয়ে থাকি। কারণ আমরা প্রত্যেক অভিজ্ঞ লোকের মূল্যায়ন করে থাকি যদিও সে ছিদ্র পথে এবং পকেট মেরেই অভিজ্ঞ হোক না কেন। তবে শুধু এটা জানতে চাই যে, নিজের সংসার ও পরিণামের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে পরিশেষে এ কাজে গলদঘর্ম হওয়ার হেতু কি? "তোমরা অবশ্যই লোকদেরকে অভিশপ্ত করার অভিপ্রায়ে কারণসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে; যদি তাতেও কাজ না হয় তাহলে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করে অপরাধের পাত্র ভরপুর করে দিবে"— এ নীতি কি কুরআন হাদীস সমর্থিত নাকি সলফে সালেহীনদের অনুসৃত নীতি সম্মত; জবাব দিবেন কি?

৫। আরো একটি কথা যা আমাদের জন্যে তাথেকে কিছু মাত্র কম বিস্ময়কর নয়। কথাটি হলো, আমাদের ব্যাপারে কতিপয় বুযর্গের বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপী দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন। অথচ আমাদের খেয়াল ও ধ্যান-ধারণা বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী আগে আজও তেমনই আছে। আমাদের লেখাসমূহ যেগুলোকে কেন্দ্র করে আজ আমরা পথ ভ্রষ্ট, বিপথগামী বরং বদ্ বখ্ত ও খবীস পর্যন্ত হয়ে গেছি সেগুলো এ সময় থেকে অনেক আগেই প্রকাশিত হয় যখন আমরা ঐসব বুযর্গদের দৃষ্টিতে অন্ততঃ পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী তো ছিলাম না।

www.priyoboi.com

১৯৪৫ সনের প্রথমদিকে লায়ানপুর জিলার অন্তর্গত রেওয়াজ আবাদের "আন্জুমানে ইছলাহিল কুরা" এর পক্ষ থেকে আমাদের সম্পর্কে জনাব মাওলানা কিফায়াতুল্লা সাবের খেদমতে একটি ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠানো হয়। মাওলানা সাবের পক্ষ থেকে এর যে জবাব পাওয়া যায় তার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

"মওদূদী সাবের লেখা সমূহ অধিকাংই সঠিক। তাঁর আন্দোলনে বাহ্যতঃ কোনো ভুল বা পথভ্রষ্ঠতা নেই। শুধু একথা ভাববার বিষয় যে, বর্তমান যুগে এ আন্দোলন উপকারী ও ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ অনুকূলে আছে কি নেই এবং এই আন্দোলনকারী লোকটি বাস্তবধর্মী নাকি শুধুই কথার ফুলঝুড়ি ছড়ান!

বারোবেংকী জিলার আরেক জন লোক সে সময়েই মওলানা সাবের কাছে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে একটি প্রশ্ন পাঠিয়ে ছিলেন যার জবাব এই ছিল —

"মওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর দৃষ্টিভংগী নীতিগতভাবে তো সঠিক কিন্তু আজকের দিনে এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন কেউ বললো শরীয়তের শাস্তি বিধান জারী হওয়া উচিত। একথা নীতিগতভাবে তো ঠিক কিন্ত এ যুগে চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ জারী করা কার্যতঃ অসম্ভব। কারণ অনৈসলামী শাসন-ব্যবস্থা এর প্রতিবন্ধক। এতদসত্বেও যদি কেউ তাঁর জামাযাতে শামিল হয়ে সাধ্যানুযায়ী ইসলামী খেদমত আঞ্জাম দেয় তাহলে সেটা কোনো ক্ষতিকর নয়।"

ঐ মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাবই আজই অপর আরেকটি ফতওয়া জারী করেছেন যা সাহারানপুর থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে —

"মওদূদী জামায়াতের অফিসার মৌলভী আবুল আ'লা মওদূদীকে আমি চিনি। সে কোনো নির্ভরযোগ্য সুপরিচিত আলেমের শিষ্য নয় এবং ফয়েজ প্রাপ্তও নয়। তার দর্শন নিজের অধ্যয়নের বিস্তীর্ণতার কারনে যদিও সুদূরপ্রসারী তবুও তাতে দ্বীনি আকর্ষণ ক্ষীণ এবং গবেষণার দিক প্রকট। এ কারনেই তার প্রবন্ধ ও লেখা সমূহে প্রখ্যাত ওলামা বরং

www.priyoboi.com

সম্মানিত সাহাবাদের সম্পর্কেও অভিযোগ এসেছে। সুতরাং মুসল
গণ এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের সাথে মিল-ম
সম্পর্ক ও একাত্মতা না রাখা উচিত। তার লেখা সমূহ বাহ্যতঃ
আকর্ষণীয় এবং ভালো মনে হয়। কিন্তু এগুলো সে কথা হৃদয়ে
দেয় যা মন মেজাজকে স্বাধীনচেতা করে তুলে এবং বুযর্গানে ই
সম্পর্কে খারাপ ধারনার সৃষ্টি করে।"

এই ৪৫ সনের শেষ দিকে মাওলানা হোসাইন অহমদ মাদানী স
জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ
জবাব দেন—

"মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা অনেক এবং লেখা পত্র পত্রিকা
দিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলো মনোযোগ সহকারে দেখার মতো সময় ত
নেই। তার লিখিত যে সব প্রবন্ধ আমার নজরে পড়েছে সে
বাস্তবায়ন বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। আল্লাহ ভালো জানেন!

বর্তমান যুগে এবং এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ঐসব বিষয়ের
যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তদানুযায়ী আমাদের ওপর শরয়ী হুকুম আ
হবে কি হবে না তা আমি বুঝতে পারছিনা।"

ফিরোজপুরের আরেকজন লোক তৎ-কালীন সহকারী তহশীলদার
ইসলামীর সমগ্র প্রকাশনা মওলানা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। সে
কাছে অনুরোধ করেছিলেন, প্রকাশনা এসব অধ্যায়ন করে বলুন জমিয়া
মায়ে হিন্দের নীতি এবং জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত এ দু'টির
সঠিক সত্য ও অধিকন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়ার দিকে গুরুত্ব সহকারে
যোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই বিজ্ঞাপন পড়ে চাকুরীর
আমার মনে অনীহার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আমি কি করবো সে সম
আপনার পরামর্শ কামনা করি। মুজাহের নগর জিলার হোসাইন আ
থেকে মওলানা সাব নিজ কলমে এর যে জবাব লিখেন (৩০ শে জি
৬৪ হি ঃ) তার ভাষা ছিল এরূপ—

"মুহতারিম! আমি এতো ব্যস্ত ও সদা চঞ্চল লোক যে, প্রতি
ডাকবাক্স ও দেখা সম্ভব নয় কিতাব দেখা এবং জবাব লেখা
দূরের কথা! মওদূদী সাব অবসর লোক, যা ইচ্ছা করেন,
যখন ছাপাতে চান ছাপিয়ে দেন। "জমিয়াতুল ওলামা' রাজনীতিতে

www.priyoboi.com

পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা (اهون البليتين) দু'টি মুছিবতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম নীতির ওপর ভিত্তি করে। বর্তমান গৃহীত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যে শক্তি ও সামর্থ বর্তমান আছে তার ওপরই জমিয়তের কর্মতৎপরতা নির্ভরশীল। মওদুদী সাব যে দর্শন উপস্থাপণ করছেন তা দেখা এবং এর ওপর সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা অথবা এর জবাব লেখার প্রয়োজণীয়তা আমরা বুঝি না। আর যদিও বুঝি জবাব লেখার সময় নেই। মওদুদী সাব এবং তাঁর সমর্থকগণ নিজেদের কর্মসূচী নিয়ে তৎপর হোক। আমরা তাদের মুকাবিলা করবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডাও করবো না। তার কর্মপদ্ধতি শরীয়ত সম্মত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উপকারী একথা যদি আমাদের মনে এসে যায় তাহলে আমরাও তার অনুসারী হয়ে যাবো। অন্যথায় কুরআনের ভাষ্য-لا يكلف نفسا الا وسعها অনুযায়ী আমরা অপারগতা প্রকাশ করবো।

দ্বিতীয়তঃ আপনি স্বীয় চাকুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেছেন। আমি যতটুকু বুঝি তাতে যখন হালাল উপায়ে অন্য পদ্ধতি আপনার জন্যে গ্রহণ করা সম্ভব তখন এই চাকুরী পরিত্যাগ করা উচিত। যদিও সে-ই গুরুত্বপূর্ণ ফত্ওয়া আমার নজরে পড়েনি তবুও আপনি যে বিষয় বস্তুর বর্ণনা করেছেন তাতে সঠিকের কাছাকাছি মনে হয়। আপনার বন্ধু বান্ধবদের হুকুম আমি বুঝতে পারছিনা যদিও তাঁরা আলেম হোন।

ঠিক পাঁচ বৎসর পর আজকের দিনে জিলহজে '৬৯হিঃ সে-ই মাওলানা হোসাইন আহমদ সাহেব আমাদের সম্পর্কে ঐ মত প্রকাশ করেছেন যা এ প্রবন্ধের সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো—মতামতের আবর্তণ, চিন্তা ভাবনার এই পরিবর্তনের কারণ কি? সে সময় থেকে অধ্যাবধি যদি আমাদের পক্ষ থেকে কোনো নূতন গোমরাহী প্রকাশ পেয়ে থাকে যদ্দরুন সে সময় পর্যন্ত আমরা পাক পূতঃ ছিলাম তাহলে দয়া করে সে গোমরাহী সম্পর্কে আমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করবেন। অথবা যদি ঐসব হজরতগণ সে সময়ে যে সমস্ত কিতাব পড়ার সময় পাননি তারা এখন সেগুলো পাঠ করার অবকাশ পেয়ে থাকেন এবং এগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করার পর আমাদের গোমরাহী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন, তাহলে অন্ততঃ একথাটিই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে দিন। আর যদি ব্যাপার ভিন্নতর হয় বরং এসব ফত্ওয়া ও লেখা

www.priyoboi.com

লেখির বান বর্তমানে একারণে নিক্ষেপণ শুরু হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগামী আন্দোলনে তাদের নিজেদের প্রভাবিত ইউনিট থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা এসব বুযর্গদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঠেকানোই তাদের বর্তমান সামগ্রিক চিন্তা।

বস্তুতঃ এ চিন্তাই সোসালিস্ট, মুসলিম লীগার, বেরলভী, কাদিয়ানী, আহলে হাদীস, হাদীস অস্বীকারকারীদেরকে আমাদের বিরোধীতায় উদভুদ্ধ করে রেখেছে—তাহলে বে-আদবী মাফ করবেন, এ ধরনের চিন্তা ভাবনা আহলে হকের জন্যে শোভনীয় নয় এবং এরূপ চাতুর্যতা তাদের মর্যাদার অবমাননা বৈ কি। এ ধরনের চিন্তা তো দোকানদার গণই করে থাকে যাতে প্রতিযোগীতার দোকান থেকে তাদের গ্রাহক ও খরিদ্দারগণ ছুটতে না পারে। বরঞ্চ সম্ভবতঃ কোনো ভদ্র দোকানদারও যদি তার মধ্যে সামান্য খোদাভীতিও থেকে থাকে-এতোটুকু অধঃপতিত হতে তৈরী নয় যে, শুধুমাত্র গ্রাহক ধরে রাখার নিমিত্তে প্রতিযোগী দোকানদারের মালের দোষ বর্ণনা করতে থাকবে। যাহোক নিজের মর্যাদা নিরূপণ করা ঐসব মহোদয়দের আপন কাজ। রইে গেলাম আমরা। আলহাম-দুলিল্লাহ ;আমরা দোকানদার নই, নই কারো ব্যবসায়ের প্রতিযোগী। যে জিনিষ আমরা কুরআন ও হাদীসে সত্য সনাতন হিসেবে পাই সেটাই আল্লার সৃষ্টজগতের সামনে পেশ করে আসছি। যে সত্য মনে করবে সে কবুল করবে সেটা তার নিজের জন্য মংগলজনক। যে সত্য মনে না করবে সে বর্জন করবে, তার ব্যাপার তার খোদার ওপর। সারা বিশ্ব এটা গ্রহন করে নিলে আখেরাতের ফায়দা ছাড়া এদ্বারা আমাদের আর কোনো প্রতিদান চাওয়ার নেই। আর যদি সারাজগত এটাকে বর্জন করে তাহলে তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

৬। যারা নিজেদেরকে আহলে হক মনে করেন এবং যাদের মধ্যে দুনিয়ার সাথে আখেরাতেরও কিছুটা চিন্তা বাস্তবিকই আছে এমন সমগ্র আলেমদের কাছে পরিশেষে আমরা তিনটি কথা পরিস্কারভাবে বলে দিতে চাই—

প্রথমতঃ আমরা এ সময় ফাসেকী ও গোমরাহীর সে রাজত্ব খতম করতে নিয়োজিত আছি যা জ্ঞান ও চিন্তা, নৈতিকতা ও সামাজিকতা,

www.priyoboi.com

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনের রাজত্ব কায়েম হোক এ কাজেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গীকৃত। আপনাদের মধ্যে যদি কিছুটা সৌন্দর্যবোধ থেকে থাকে তাহলে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আপনাদেরকে বলে দিবে যে, এ সময়ে দ্বীনের সহায়তায় এমন কোন, পরিকল্পিত ও সাংগঠনিক শক্তি আছে যাকে ফাসেকী ও গোমরাহীর তাগুতি শক্তি নিজের আসল প্রতিপক্ষ মনে করে আসছে এবং কার বিরুদ্ধে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে রেখেছে। সমাজতন্ত্রীদেরকে জিজ্ঞাস করুণ, তারা নিজেদের জন্যে সমগ্র ওলামা সম্প্রদায়কে অধিক বিপদজনক মনে করে অথবা জামায়াতে ইসলামীকে, হাদীস অস্বীকার কারীদের লেখাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, আহলে হাদীস ও হাদীসের সমর্থক অন্যান্য সকলের বিরুদ্ধে তাদের রাগের মাত্রা অধিক অথবা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ? কাদিয়ানীদের নিজস্ব সংবাদপত্র ও সাময়িকী আপনাদেরকে বলে দিবে জামায়াতে ইসলামীকে তারা বেশী ভয় করে অথবা তাদের অন্যান্য বিরোধীদেরকে ? পাশ্চাত্যের পতাকা বাহীদের লেখা বিবৃতি সমূহ এবং যাবতীয় বাস্তব কলা-কৌশল আপনাদের সামনে নিজেই সাক্ষ্য দিবে যে, জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে তারা অধিক বিব্রতবোধ করছে অথবা অবশিষ্ট সমগ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে ? এসব বাতেল শক্তির সাথে যখন আমরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত সে অবস্থায় আপনাদের ওজন কোন পাল্লার দিকে ধাবিত হচ্ছে তা আপনাদের খুব ভালো করে জানা দরকার। আপনারা ঝগড়া করতে চান তো মনের ঝাল মিটিয়েই করুন। তবে নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করবেন। যদি আল্লাহর দরবারে আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, যখন আনুগত্য ও অবাধ্যতা এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল তখন তোমরা কাকে কার ওপর প্রাধান্য দিয়েছো ? সে সময় আপনারা কি জবাব দিবেন ? সে সময় আপনারা নিজেদের এসব ফত,ওয়া লেখা ও অভিযোগ সমূহ দলীল হিসেবে পেশ করে মুক্তি পাওয়ার যদি আশা পোষণ করে থাকেন এবং আপনাদের বাসনা যে, আমাদের ভুল ত্রুটিসমূহ গণনা করে এই যুদ্ধক্ষেত্রে বিবাদমান দু'দলের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে আমাদেরই শাস্তি পাওয়া উচিত বলে আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন তা হলে বিসমিল্লাহ বলে আপ-

www.priyoboi.com

নাদের এ তৎপরতা চালিয়ে যান এবং এর কিছুটা অবশিষ্ট থাকলে তাও সম্পূর্ণ করে ফেলুন।

দ্বিতীয়ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে নয় বরং সত্যের ভিত্তিতে আপনাদের মধ্য থেকে কেউ প্রকৃতই আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হলে মুখ খোলার পূর্বে আমাদের সাহিত্যগুলো নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পাঠ করা উচিত। সাহিত্য পাঠের পর পাঠক এ ব্যাপারে একটি পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিবে যে, আমাদের মর্যাদা কি এমন একটি দলের মতো যার সাথে নিছক বিরোধীতার জন্য মত বিরোধ করা যায় অথবা এমন দল যার বিরোধীতাও জরুরী অথবা এমন দল যা উপরোল্লেখিত রণক্ষেত্রের দু' দলের মধ্যে এ দলের বিরোধীতায় আপনাদের দ্বন্দ্বমুখর থাকা অধিকতর সঠিক? যেহেতু সময়টি সংক্ষত নয় এবং একটি চূড়ান্ত ফায়সালায় পৌঁছা ব্যতীত এর অবসানও হওয়ার নয়, এ কারণে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিজেদের অভিযোগপূর্ণ বিবৃতিগুলো সংকলন করার আগে আপনাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের কৃত ও অকৃত সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের তুলনায় যারা এখানে ফাসেকী ও গোমরাহী ছড়াচ্ছে তারাই কি আপনাদের কাছে অধিকতর সহনীয় অথবা আমরা এতোটা অসহনীয় হয়ে গেছি যে, আমাদের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্র, কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী, পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ সবাইকে আপনারা বরদাশত করতে পারেন?

তৃতীয়ত, এটা আমাদের সার্বক্ষনিক ঘোষনা এবং আজও আমরা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যে কথা আল্লাহর কিতাব রাসূলের হাদীসের খেলাফ প্রমাণিত হবে তা থেকে আমরা বিনা দ্বিধায় প্রত্যাবর্তন করবো। মত পার্থক্য পোষণকারী মহোদয়গণ যদি আমাদের সাথে কেবলমাত্র ফেৎনায় লিপ্ত হতে না চান বরং মতপার্থক্যের সংশোধন চান তাহলে তাদের জন্যে সঠিক পন্থা হলো— আমাদের ওপর তাদের যতো অভিযোগই হোক সেগুলো এক জায়গায় সংখ্যানুপাতে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে

www.priyoboi.com

দেয়া। আর এ পন্থা খোলা আছে। ইনশা আল্লাহ আমরা তাদের লেখা হুবহু অক্ষরে অক্ষরে ছাপিয়ে দেবো এবং জবাব দানে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। অথবা যদি তারা স্বয়ং নিজেদের কোনো সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে নিজেদের অভিযোগগুলো প্রকাশ করতে পসন্দ করেন তাহলে আমরা শর্তসাপেক্ষে জবাব দিতে প্রস্তুত আছি। প্রথম শর্ত হলো, আগত দিনে ভৎর্সনা বন্ধ করতঃ নিজেদের সমস্ত অভিযোগ একই সময় একত্রিত করবেন। দ্বিতীয় শর্ত, আমরা যেভাবে তাদের অভিযোগসমূহ অক্ষরে অক্ষরে ছাপিয়ে জবাব দিব তেমনি তাঁরাও আমাদের জবাবগুলো অক্ষরে অক্ষরে উল্লেখ করতঃ পুনরায় যেমন ইচ্ছা তেমন লিখে দিবেন।

(তর্জুমানুল কুরআন)
(সাবান ১৩৭০, জুন,১৯৫১)

www.priyoboi.com

মাওলানা হোসাইন আহমদ সাহেবের ফতওয়া

প্রশ্ন ঃ

জনাব মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব "মুসলমান বে-আমল হলেও ইসলাম থেকে খারিজ নয়" শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। আপনার এ মত আহলে সুন্নাত জামায়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সহীহ হাদীস ও সুস্পষ্ট আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একথা বিজ্ঞাপনে প্রমাণ করা হয়েছে। খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকীদার মতো আপনিও আমল ঈমানের অংশ হওয়ার সমর্থক। আর এ আকীদা আপনি শাফেয়ী ও মুহাদ্দিসগণের প্রতি সম্বোধন করেছেন অথচ শাফেয়ী ও মুহাদ্দিসগণের মতে আমল ঈমানের অংশ ও মূল্যায়নকারী নয় বরং ঈমানের পরিপূরক ও সম্পূরক। মেহেরবানী করে এ বিষয় সম্পর্কে আপনার আকীদা বিস্তারিতভাবে লিখে তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশ করে দিবেন। তিনি আপনার নিম্নবর্ণিত বাক্যগুলি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ

"রয়ে গেলো সে সব লোকদের কথা যাদের সারা জীবনে এ ধারনা আসে না যে, হজ্ব নামে একটি ফরজ তাদের দায়িত্বে আছে। তারা সারা বিশ্ব চষে বেড়ায়, ইউরোপে আসতে যেতে তাদের সৌদি আরবের উপকূল অতিক্রম করতে হয়—যেখান থেকে মক্কা শরীফের দূরত্ব কয়েক ঘন্টার— তারপরও হজ্ব করার ইচ্ছা পর্যন্ত তাদের মনে জাগে না। এমতাবস্থায় সে কখনো মুসলমান থাকতে পারে না। যদি সে নিজকে মুসলমান বলে তবে তার এ বলা মিথ্যা। আর যে কুরআন সম্পর্কে কেবল অজ্ঞ সে তাকে মুসলমান মনে করে।" (খুৎবাত-পৃঃ ১৮০)

(২) তাতে বুঝা গেল যে, যাকাত ব্যতীত নামায রোযা ও ঈমানের শাহাদত সবই বেকার। কোনো জিনিসের উপরই নির্ভর করা যায় না।" (খুৎবাত-পৃঃ ১২৬)

(৩) যারা ইসলামের এই দুটি রোকনের (অর্থাৎ নামায ও যাকাত) বিরোধীতা করে তাদের ঈমানের দাবী করাটাই মিথ্যা। (খুৎবাত-পৃঃ ১২৯)

(৪) কুরআনের আলোকে কলেমায়ে তাইয়্যেবার ঘোষণা অর্থহীন

www.priyoboi.com

যদি মানুষ নামায ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা না করে।
(খুৎবাত-পৃঃ ১৭২)

এসব উদ্ধৃতিগুলি খুৎবাতের ৭ম সংস্করণ থেকে দেয়া হলো।

জবাব ঃ

মূল বইয়ের বাক্য ভালোরূপে অধ্যয়ন ব্যতিরেকে নিজে বইয়ের বিষয়বস্তু ও লেখা সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে শুধুমাত্র কতিপয় লোকের সংগ্রহ করা উদ্ধৃতির ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ প্রণেতার একটি মত নির্ধারণ করে এবং নিজের এ নির্ধারণী ঘোষণা দিয়ে মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাব তো একটি জুলুম করলেন। মওলানা সাবের এই বিজ্ঞাপন পাঠের পর আপনি নিজে না 'খুৎবাত' পাঠ করেছেন, না আমার অন্য কিতাবের সাহায্যে আমার মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন; বরং তাৎক্ষণিকভাবে জবাবদিহীর জন্যে আমাকে তলব করে তার উপর দ্বিতীয় জুলুম আপনি করেছেন। আমার কিতাব 'খুৎবাত' আপনার নাগালের বাইরে ছিল না। আপনি শুধু এ কিতাবটি দেখলেই ঐসব বাক্যের আশে পাশেই মওলানার অভিযোগের জবাব পেয়ে যেতেন। তারপর আমার কিতাব 'তাফহীমাত ২য় খণ্ড' আপনার শহরের জামায়াতে ইসলামীর পাঠাগারে আপনি সহজেই পেতে পারতেন। এই কিতাবটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারতেন আমি খাওয়ারিজ ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের সমমনা নাকি আহলে সুন্নাত জামায়াতের।

এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে আমাকে জিজ্ঞাস না করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এটাই আরজ করতে চাই যে, যেসব অভিযোগের গবেষণা আপনি নিজেই সামান্য কষ্ট স্বীকার করলেই করতে পারেন সেগুলি নিয়ে অযথা চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করে সময় কেন ব্যয় করা হবে!

খুৎবাতের যে সব বাক্যকে কেন্দ্র করে মওলানা সাহেব আমাকে মু'তাজিলা ও খারেজী বানিয়েছেন, সেগুলির ওপর আলোচনা করার আগে একথা জানা থাকা দরকার যে, এই কিতাবটি ফিকাহ্ এবং ইলমে কালামের কিতাব নয়। ফতওয়াবাজী করার প্রবণতা নিয়ে কিতাবটি লেখা হয়নি বরং আল্লাহর বান্দাদেরকে আনুগত্যের জন্যে উৎসাহিত

www.priyoboi.com

করা এবং নাফরমানী থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে লিখিত একটি ওয়াজ নছিহতের কিতাব। ইসলামের শেষ সীমা যা অতিক্রম করা ছাড়া মানুষ ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়না তা এই কিতাবে আলোচিত হয়নি। বরং এতে সাধারণ মুসলমানদেরকে দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য বুঝাতে এবং একনিষ্ঠ আনুগত্য করার ওপর উৎসাহিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কিতাবে জনগণকে আমার একথা বলা কি উচিত ছিল যে, যদিও তোমরা নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, কিছুই আদায় না কর, তবুও তোমরা মুসলমানই থাকবে। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের ফত্ওয়াবাজী করার বাসনা ছিল তো তিনি স্বীয় বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করতেন। কিন্তু ফত্ওয়া দেয়ার আগে যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ফত্ওয়া দেয়া হচ্ছে সে বিষয়টি ভালো করে বুঝে নেয়া তো উচিত।

তারপর যদি মাওলানা সাহেব পেশকৃত উদ্ধৃতি সমূহের ওপর নির্ভর না করতেন বরং কিতাব বের করে বাক্যের পূর্বাপরও দেখে নিতেন তাহলে আমি আশা করিনা যে, তিনি এগুলোর ওপর অভিযোগ করার সাহস করতেন। উদাহরণ স্বরূপ হজ্জ সম্পর্কে আমার সে বাক্যটি উত্থাপন করুন যেটা আপনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। খুৎবাতে 'এর আগে নিম্ন আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (১)

তারপর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে; যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার পথ খরচ ও যানবাহন পায়; অথচ সে হজ্জ করলোনা। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু

(১) বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো—যে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার হজ্জ করা। আর যে বিরত রইলো তাহলে আল্লাহ সারা বিশ্ব থেকে অমুখাপেক্ষী।

www.priyoboi.com

ইহুদী অথবা নাছারার মৃত্যু সমতুল্য। তারপর এ বিষয় বস্তুর উপরই আরেকটি হাদীস উল্লেখ করার পর হযরত ওমরের (রাঃ) এ উক্তিটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে-ব্যক্তি সামর্থবান হওয়া সত্বেও হজ্ব আদায় করেনা আমার মনে চায় তার উপর জিজিয়া লাগিয়ে দেই সে মুসলমান নয়, সে মুসলমান নয়। এ সমস্ত জিনিষ বর্ণনা করার পর আমি মাওলানা সাহেবের বিজ্ঞাপন থেকে আপনার বর্ণিত বাক্যাংশ টুকু লিখেছি। এবার আপনি বলুন, এই বাক্যসমূহকে কেন্দ্র করে খাওয়ারেজ ও মুতাজিলা হওয়ার যে ফত্ওয়া মাওলানা সাহেব জুড়ে দিলেন তার ক্ষতি কি দাঁড়াতে কোথায় গিয়ে বর্তাবে? তাহলে আমি কি মাওলানা সাহেবকে এতোটা দায়িত্বহীন ধরে নিব যে, এ সব কিছু পড়ার পরও তিনি মুফতীর ভূমিকায় এ ধরনের তীরন্দাজ করার দুঃসাহস করছেন?

এমনিভাবে নামায ও যাকাতের ব্যাপারে আপনি আমার যে বাক্যাবলী মাওলানার বিজ্ঞাপন থেকে উল্লেখ করেছেন তার আগে পরে আমি হযরত আবু বকরের (রাঃ) সে সব কর্ম তৎপরতারও উল্লেখ করেছি যা তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এর সাথে অনেক আয়াতেরও উল্লেখ করেছি যার মধ্যে এটাও—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ (১)

এই পূর্বাপরের প্রতি দৃষ্টি ফিরানোর পরও আমার এসব বাক্যকে কেন্দ্র করে মাওলানা সাহেবের কলম দিয়ে খাওয়ারেজ ও মুতাজিলা হওয়ার যে ফত্ওয়া লেখা হয়েছে তা কি আপনি সম্ভব মনে করেন?

তর্জুমানুল কুরআন
জমাদিউল আউঃ, ১৩৭১
মার্চ—১৯৫২

(১) তারপর যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তো তোমাদের দ্বীনি ভাই।

www.priyoboi.com

জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে ধ্বংশ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

প্রশ্ন ঃ

আমি আমার এলাকায়---- জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কাজ করে চলছি। আমার সাথে রয়েছে আরো কয়েকজন সংগী সাথী। প্রথম থেকেই ব্যক্তিগত বিরোধীতা তো আছে যার রিপোর্ট আমি জামায়াতের কেন্দ্রকে পাঠিয়ে আসছি। কিন্তু বর্তমানে এমন একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ব্যাখা আপনার কাছে চাওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়েছে।

গত পরশু থেকে-----নামে একজন মাওলানা সাহেব এখানে তশরীফ এনেছেন। তিনি এই শহরে নিজের বিশেষ ধরনের বিজ্ঞাপন যথেষ্ট পরিমাণে বিলি করেন (একটি বিজ্ঞাপন সেঁটে দেয়া হলো) (১)। সন্ধ্যায় একটি বিরাট জনসভায় তিনি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে অনেক বিষোদগারের সৃষ্টি করেন। আমি তাঁর কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরছি। এগুলোর জরুরী ব্যাখ্যা দিয়ে যথাশীঘ্র আমাকে আশ্বস্ত করতে অনুরোধ করছি।

উক্ত মাওলানার বক্তব্য এই—

(১) জামায়াতে ইসলামীর বড় আমীর সাইয়েদ আবুল আলা সাব না তো কোনো সনদপ্রাপ্ত আলেম না কোনো মুফাসসির। শুধুমাত্র নিজের স্বকীয় বিদ্যায় তর্জমা ও তাফসীর করে থাকে। তিনি নমুনা স্বরূপ খুৎবাতে লিখিত

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون

---

(১) দেওবন্দের তিনজন আলেমের ফতওয়া সম্বলিত একটি ছাপানো বিজ্ঞাপন

www.priyoboi.com

আয়াতের তর্জমা পেশ করেন। খুৎবাতে আয়াতের তর্জমা লিখা আছে "তোমাদের প্রিয় সমস্ত বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নেক মর্যাদা তোমরা পাবেনা এ তর্জমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উক্ত মাওলানা বলেন, দেখো তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় জামায়াতকে না দিলে জামায়াতে ইসলামী তোমাদেরকে নেক ও মুসলমান মনে করেনা। সোজা কথায় তোমরা নেকীর উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবেনা যদি না নিজের প্রিয় বস্তুর কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। অর্থাৎ নেককার ও মুসলমান তো তোমরা সব সময়ই আছ যতোক্ষন পর্যন্ত তোমরা বলো আমরা মুসলমান। তবে কামেল তখনই হবে যখন প্রিয় বস্তুর কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দিবে।

আমি কুরআনের কয়েকটি তর্জমায় মাওলানা যে অর্থ করেছেন সে আভিধানিক তর্জমাই দেখেছি। তা হলে আপনার এ তর্জমা করার ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

(২) তিনি বললেন, দেখো। জামায়াতে ইসলামী কুরআনের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক সাজাতে চায় যা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। তিনি প্রমাণ স্বরূপ তর্জুমানুল কুরআনের ২য় সংখ্যা, ১২ খণ্ড, মাহে ছফর মোতাবেক এপ্রিল, ১৯৩৮, পৃঃ ১৩৯ সুরায়ে বাকারার ২৪ রুকুর একটি আয়াত পেশ করেন।

উক্ত সাময়িকাটিতে আয়াতটি লিখা আছে এ ভাবে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অথচ আয়াত হবে এ ভাবে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً -

এটা ছিল তাঁর বাস্তব দলীল। বিরোধী লোক এই বিকৃতির দরুণ যতোই উত্তেজিত হোক তা কম। কেননা এটা কুরআন প্রসংগ যাকে

www.priyoboi.com

বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেক মুসলমান জান দিতে সদা প্রস্তুত যদিও সে বে-আমলই হোবনা কেন। এমনটা কেমন করে হলো তা আপনার কাছে জানতে চাই।

উক্ত মাওলানা বক্তৃতায় একথাও বলেন, আমি জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে ধংশ করার শপথ গ্রহণ করেছি। একাজে যতোক্ষণ পর্যন্ত সফলকাম না হবো ততোক্ষণ অন্য কাজ করা আমার জন্যে হারাম মনে করবো। একারণেই তিনি কতিপয় আলেমের ফত্ওয়া ছাপানোর জন্যে পাঠিয়েছেন এবং এগুলোর মাধ্যমেই প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাবেন।

জবাব ঃ

আপনি যে অবস্থার কথা লিখেছেন তা পাকিস্তানের প্রত্যেক জায়গায় বিরাজমান অবস্থা থেকে কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। আমরা এবং আমাদের প্রতিপক্ষ উভয়ই নিজ নিজ আমলনামা তৈরী করে চলছি। যা আমরা আমাদের হিসাবের খাতায় সংযোজন করতে চাই তজন্য চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য অনর্থক কাজে নিজের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। অপরদিকে আমাদের প্রতিপক্ষগণ আমাদের বিরোধীতা করাটাকেই যদি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা বলে পসন্দ করেন তাহলে তারা অবশ্যই এই কল্যাণকর কাজকে বাড়িয়ে আনজাম দিবেন। একসময়ে আমাদের সকলের হাতে নিজ নিজ জীবন লিপিকা দেয়া হবে এবং আদেশ করা হবে--

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

যে মাওলানা সাব জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে উচ্ছেদ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আপনার এলাকায় ঘুরাফেরা করছে তার অভিযোগ সমূহের সংক্ষিপ্ত জবাব এই—

(১) খুৎবাতের যে স্থানটিকে তিনি অভিসম্পাতের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন তা "যাকাতের হাকীকত" শিরোনামের অন্তর্গত। আপনি নিজে তালাশ করে দেখতে পারেন।

www.priyoboi.com

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ----

আমি এ আয়াতের যে তর্জমা করেছি তা হলো—"যে বস্তুর প্রতি তোমাদের মহব্বত আছে সে বস্তু আল্লাহর রাহে কুরবান না করা পর্যন্ত তোমরা নেকের মর্যাদা পেতে পারনা।" আল্লাহর বন্ধু হওয়া এবং তাঁর দলে (হিযবুল্লাহ) সামিল হওয়ার জন্যে আল্লাহর মহব্বতের ওপর জান-মাল, সন্তান সন্ততি, দেশ জাতি তথা প্রত্যেক বস্তুর মোহকে বিসর্জন দেয়া জরুরী এ তাৎপর্য আমি এই আয়াত দ্বারা গ্রহণ করেছি। এর সাথে মাওলানা আশরাফ আলীর (রঃ) তর্জমা ও ব্যাখার প্রতিও কিছুটা দৃকপাত করুন। তিনি তর্জমা করেছেন এভাবে— "তোমরা পরিপূর্ণ মংগল কখনো অর্জন করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করবে।" আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ সম্ভবত, ইহুদীদের কথা উল্লেখ করতঃ আয়াতটি এ কারণে বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের কাছে তাদের সাম্রাজ্য খুবই প্রিয় বস্তু ছিল যার মোহে তারা নবীর তাবেদার হতে পারছিলনা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দেশ ত্যাগ করতে পারেনি। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ঈমানের মর্যাদা পায়নি। (মোজাযনামা হামায়েল শরীফ পৃষ্ঠাঃ ৯৭, ১৩৫৭ হিঃ. দ্রষ্টব্য) আমার তর্জমার সাথে মাওলানা থানভীর তর্জমার তেমন কোনো পার্থক্য নেই এবং তাঁর ব্যাখ্যার সাথে তাৎপর্যের দিক থেকেও বিরাট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়না এটা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দেখে নিতে পারে। তারপর অভিযোগকারী আমার তর্জমা ও ব্যাখ্যা থেকে যে অর্থ খুঁড়ে বের করেছেন তার ওপর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি ফিরায়ে দেখুন। পরিশেষে তর্জমা ও ব্যাখ্যা থেকে এ তাৎপর্য কিভাবে ফেটে বের হলো যে, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সমুদয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে জামায়াতে ইসলামীর কাছে সোপর্দ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত জামায়াত তাকে নেক ও মুসলমান মনে করে না? এভাবে যারা অপরকে অভিশপ্ত করার উদ্দেশ্যে নিজের পক্ষ থেকে অমূলক কথা বানিয়ে অপরের দিকে স্কন্ধে চাপিয়ে দেয় তাদের এহেন তৎপরতা সত্যই একথার বহিঃপ্রকাশ যে, তারা স্বার্থের মোহে বিরোধীতা করে আল্লাহর ওয়াস্তে নয়।

www.priyoboi.com

(২) দ্বিতীয় অভিযোগের ভিত্তিতে আমি আপনার উদ্ধৃতি মোতাবেক ১৯৩৮ সনের এপ্রিল সংখ্যা তর্জমানুল কুরআন বের করে দেখলাম। আয়াতের উল্লেখ করতে গিয়ে এখানে বাস্তবিকই আমার সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। পরিতাপের বিষয় যে, এই ভুলের দরুন অনুবাদও ভুল হয়ে গেছে। ১৭ বৎসর আগে এই ভুল হয়। এই দীর্ঘ সময়ে আজ পর্যন্ত ভুলটির ওপর না আমার নজর পড়েছে না কেউ এদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অভিযোগকারী বুযর্গের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে আমার ভুল অনুসন্ধানে চেষ্টা করেছেন এবং তার মাধ্যমেই এমন মারাত্মক ভুলের প্রতি আমি সচেতন হই। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুক। এটা আমার ভুল ছিল নাকি জ্ঞাতসারে বিকৃতি সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে প্রসংগটি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া ভালো। অভিযোগকারী মহোদয় যদি জনসাধারণকে প্রকৃত হাকীম মনে করেন তা হলে এটাকে জ্ঞাতসারে বিকৃতির রূপ দিয়ে জনগণের সামনে পেশ করতঃ এই পৃথিবীতে যতো ফায়দা লাভ করতে ইচ্ছা করেন তা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে।

এবার আপনার প্রেরিত বিজ্ঞাপনে মাওলানা মাহদী হাসান সাব মাওলানা এজাজ আলী সাব ও মাওলানা ফখরুল হাসান সাবের ফতওয়া সম্পর্কে কতিপয় কথা আরজ করতে চাই। ফতওয়ায় শুধু হুকুমের কথা বলা হয়েছে, দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে। মাওলানা মাহদী হাসান সাব বলেননি যে, আমার কিতাব ও প্রবন্ধের কোন্ কথা "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের তরীকার খেলাফ।" আমি ছাহাবায়ে কিরাম ও আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করি না, তিনি একথা কোত্থেকে বের করলেন? হাদীসসমূহ সম্পর্কে আমার কি ধারনা যা তাঁর মতে ঠিক নয়। আমল বিহীন মুসলমানকে আমি মুসলমানই মনে করি না" একথা আমি কোথায় লিখেছি। অবশিষ্ট দু'বুযর্গও কিছুটা অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করে সে বিষ উপস্থিত করেননি যা জামায়াতের পক্ষ থেকে মধুর সাথে মিশায়ে মুসলমানদেরকে পান করানো হচ্ছে। মির্যা সম্প্রদায়কে জামায়াতে ইসলামীর "আসলাফ" (পরিতাপের বিষয় যে দু'ভদ্রমহোদয় ভদ্রজনিত ভাষা প্রয়োগ করার মন মানসিকতা

www.priyoboi.com

পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন) সাব্যস্ত করার দলীল প্রমাণের কথাও তারা বলেননি। জামায়াতকে মির্যা সম্প্রদায়ের চেয়েও বেশী বিপদজনক মনে করারও কোনো প্রমাণ তারা দেননি। যদি এই অসার ও অর্থব কথা সংক্ষেপ সময়ের সংকীর্ণতার কারণে হয়ে থাকে -যেমনটি তারা বলেছেন —তাহলে এটা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, যাদের কাছে দলীল ও কারণসমূহ বর্ণনা করার অবকাশ নেই তারা অপরের ওপর এ ধরনের নিরর্থক ও অযথা ফতওয়া-বাজী করার যথেষ্ট সময় পেয়ে যায় কেমন করে!

এসব ভদ্র মহোদয়গণের কাছে নিজেদের ফত্ওয়ার স্বপক্ষে কোনো যুক্তিসংগত প্রমাণ না থাকায় কেবলমাত্র হুকুমের কতিপয় ছত্র জারী করেই প্রতিহিংসার জালা মিটাতে চাওয়া যদি কারণ হয় তাহলে এমতাবস্থায় তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়াতের দোয়া করা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। যা হোক, সুযোগ পেলে এসব মহোদয়দেরকে আমার এ পয়গাম পৌছে দিবেন যে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কীত লোকগণ আমি এবং সাধারণ মুসলমানগণ আপনাদের ফত্ওয়ার দলীল ও কারণ বর্ণনা করার নৈতিক দাবী রাখে। তাদের যে কথা সত্য ও সনাতন হবে তা কবুল করবে ইন্শাআল্লাহ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা হবেনা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী নিশ্চিয়তা দিতে পারি যে, নিজের ভুল স্বীকার করতে আমি কখনো সংকোচ করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবোনা। তবে শর্ত হলো আমার ভুল দলীল সহ প্রমাণ করতে হবে, গালি গালাজে নয়। যদি কোনো ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যায় তাহলে তা দলীলসহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। তর্জুমানুল কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ এ ধরণের খেদমতের জন্য প্রস্তুত। যে ভাবে মাওলানা হাকীম আবদুর রশীদ মাহমুদ সাব গাংগুহীর প্রবন্ধ হুবহু এখানে প্রকাশ করে জবাব দিয়েছেন, তেমনি তাদের ভাষ্যসমূহও কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধণ ছাড়া সন্নিবেশিত করা হবে এবং জবাব দেয়া হবে। বিজ্ঞাপণ ছাপিয়ে বাহবল তৈরী করার চেয়ে আপন পান্ডিত্যের মর্যাদাসহ সামনে এগিয়ে আসা এবং নিজের সব কথা অবাধে ব্যক্ত করে অপরের সব জবাব শুনার জন্যে তৈরী থাকা অধিক ভালো।

www.priyoboi.com

অন্যান্য বিদগ্ধ জনেরাও মাঝে মধ্যে নিজেদের সভা সমাবেশে আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন। তাদের কাছেও আমার উপরোক্ত আরজ রইলো। কোথাও তাদের সাথে সাক্ষাত হলে অনুরোধ করবেন তাকওয়াহ্ ও মর্যাদার দিক থেকে আপনাদের পদ্ধতি সংগত নয়। উত্তম পন্থা হলো-নিজেদের আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা। এতে করে তার সংশোধনী প্রবণতা দেখা দেয় নতুবা আপনাদের ভুল বুঝাবুঝির অপনোদন হয়। আমি জানি তাদের মধ্যে অনেকেই জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনাসমূহ সরাসরি দেখেন না বরং কিছু তোষামুদীদের কাছ থেকে শ্রুত কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। অথবা কিছু ধূর্তলোক বিশেষ বিশেষ বাক্য অত্যন্ত চাতুর্যতার সাথে তাদেরকে দেখায়। আর এই দুর্বল ভিত্তের উপর তারা দুর্নামের বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলেন। যদি এ সমস্ত মহোদয়গণ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতঃ কিছুটা নৈতিক হিম্মত দিয়ে কাজ করে আমাদেরকে তাদের অভিযোগগুলো সম্পর্কে অবহিত করতেন তাহলে আমরা আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে ভালোরূপে তাদেরকে জ্ঞাত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। তবে এটা ঠিক যে, যারা বিজ্ঞাপন নির্ভর ভদ্রলোক এবং যাদের পত্র পত্রিকা অনবরত প্রতিহিংসার প্রদর্শনী করতে থাকে আমরা তাদেরকে জবাব পাওয়ার যোগ্য মনে করি না।

তর্জমানুল কুরআন

জমাদিউল আওয়াল--রজব, ১৩৭০ হিঃ

মার্চ-- এপ্রিল, ১৯৫১

প্রশ্ন

জামায়াতে ইসলামীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত সহযোগী ইউনিট তো আমাদের এলাকায় প্রথম থেকেই ছিল। তবে জামায়াতের নিয়মিত কাজ সবেমাত্র শুরু হলো। জামায়াতের প্রতি জন জোয়ারের স্রোত দেখে আমাদের দেওবন্দ, সাহারানপুর, দিল্লী ও থানাভুনের আলেমগণ যে ফতওয়া প্রকাশ করেন তা আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দিলাম। ওলামায়ে

www.priyoboi.com

দেওবন্দের একটি ফতওয়া যা বর্তমানে লিখা হচ্ছে-বিস্তীর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেলেই পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এসব ফতওয়ার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা ঠিক নয়। চিন্তা ভাবনা করে জবাব দিবেন। বর্তমানে ভারতের জামায়াতে ইসলামীর সাথে আপনার কি সম্পর্ক একথাও লিখবেন। কিছু সম্পর্ক আছে কি নেই? ভারতের জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবুল লাইস ইসলাহী আসলেই আমীর নাকি শূন্যপদ পূরণের জন্যে নামে মাত্র আমীর। অধিকন্ত যদি আপনি কোনো আলেমের সাহচর্য লাভ করে থাকেন তবে তাও লিখবেন। এ সব ফতওয়া সম্পর্কে যদি আপনার আরো কোনো কারণ জানা থাকে তাহলে তাও লিখবেন, কেন এমন প্রলয়ংকারী ঝড় উঠছে?

জবাব:

আপনার প্রেরিত ফতওয়াগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়িলাম। ফতওয়াগুলো জবাব পাওয়ার যোগ্য নয় শুধু কুড়িয়ে রাখার যোগ্য। আল্লাহ্ তায়ালা যখন প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের প্রতিদান দিবেন সে সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আমার দ্বারা সংঘটিত ভুলটি এসব ফতওয়ার মধ্যে চিহ্নিত করার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যা ঐসব মহোদয়রা দলীলসহ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন কোন ভুল ধরা পড়লে আমি জবাব দানের পরিবর্তে ভুল স্বীকার করে নিতাম এবং নিজেকে সংশোধন করতাম। আমার কোন লেখা বা কর্ম দ্বারা সত্যিই কারো ভুল বুঝার দরুন যদি বাস্তবিকই ঐসব মহোদয়দের এমন ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যায় তাহলে সেটাও জানার চেষ্টা করেছি। সে সব ফতওয়ায় যদি এ ধরণের কিছু নজরে পড়তো তাহলে সেটাও শোধরাতে আমি কখনো সংকোচ করতাম না। কিন্তু গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর আমি নিশ্চিত হলাম যে এসব ফতওয়ায় এই উভয় ধরনের কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফতওয়াগুলো বিকৃতি, মিথ্যাচার, দোষারোপ ছাড়া আর কিছু না। সুতরাং এগুলো সম্পর্কে মৌন থাকাই আমি সত্যপক্ষ বলে মনে করি। এ সব ফতওয়া দেখে যদি কোনো মুসলমান আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে অথবা আমি যে কল্যাণের আমন্ত্রণ জানাই তাথেকে বিরত থাকে তাহলে তার দায়িত্ব থেকে আমি

www.priyoboi.com

আল্লাহর দরবারে মুক্ত থাকবো। তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিশেষতঃ ঐসব লোকদের ওপর বর্তাবে যারা (سد ع ابيضر) কল্যাণের প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়াবে। তারা কোন্ উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

আপনি বলতে পারেন, এ সব ভুল বর্ণনা ও বিকৃতির পর্দা তোমরা কেন উম্মোচন করোনা যা দাওয়াতের রাস্তায় এক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আরজ করবো, যদি একটি ফতওয়া বা একটি বিজ্ঞাপণ হতো তাহলে মনে না চাইলেও সম্ভবতঃ এসব ভুলের পর্দা ছিড়ে ফেলার চেষ্টাও করা হতো যদিও এ ধরণের কাজের প্রতি মনোযোগ দেয়া আমার স্বভাব বিরোধী কাজ। কিন্তু পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত প্রতিদিকে ফতওয়া, পেম্পলেট, বিজ্ঞাপণ এবং লেখা-লেখির একটি ফসল উৎপাদন খামার তৈরী হচ্ছে যার মধ্যে কমিউনিস্ট সোসালিস্ট, ফিরিংগী, নাস্তিক, কাদিয়ানী হাদীস অস্বীকারকারী, আহলে হাদীস, বেরলভী, দেও-বন্দী সকলেই নিজ নিজ চারা রোপন করে চলছে এবং আগামীতে নতুন নতুন চারা রোপণ করতে থাকবে। এ ফসল পরিশেষে কে কাটবে আর কতইবা কাটতে পারবে। যদি দুনিয়াতে আমার আর কোন কাজ না করতে হতো তাহলে সে ফসল কাটায় নিজের জীবন ব্যয় করতাম। জামায়াতে ইসলামী যদি নিজের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতো তাহলে সে কাজে আপন পরিশ্রম পণ্ড করতো। আমাদের প্রতিপক্ষের কামনা এটাই যে, আমরা এই অজ্ঞতায় ডুবে যাই এবং এরূপ ঝাড় ঝাপটায় মত্ত হই যাতে করে ফাসেক ফাজের লোকদের নেতৃত্বে নিজে-দের কাজ করার নিস্কন্টক রাস্তা মিলে যায়। কিন্তু আমরা এমন অপরিপক্ক খেলা খেলিনি। আমরা বলি এটা শয়তানের ফসল। শয়-তানই এ ফসল কাটবে। যদি সে নিজে না কাটবে তাহলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে নিজেই কাটতে বাধ্য হবে।

আপনার প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত জবাব এই—

(১) দেশ বিভাগের পর ৪৮ সনের ফেব্রুয়ারীতে মুসলিম লীগের মতো জামায়াতে ইসলামীও নিয়মানুযায়ী ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে ভারতীয় জামায়াতে ইসলামীর নিয়ম-কানুন পাকিস্তান জামায়াতে ইস-লামী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা তাদের দায়িত্ব কর্তব্যে শরীক নই তারাও আমাদের জিম্মাদারীতে শরীক নয়।

www.priyoboi.com

(২) আমি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর যে ধরনের আমীর মাওলানা আবুল লাইস আনসারী সাবও হিন্দুস্থান জামায়াতে ইসলামীর সে ধরনের আমীর। যদি আমি নামে মাত্র কিংবা শূন্যপদ পূরণ করার আমীর না হই তাহলে তাঁর সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা করার হেতু কি ? যদি আমাদের এখানকার নীতির ওপর তাদের অথবা তাদের নীতির ওপর আমাদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকতো তা হলে এ ধরনের খারাপ ধারনা পোষণ করার একটা যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু বিভক্তির পর আমাদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক বহাল আছে একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা। এমনকি আমাদের প্রাইভেট আদান–প্রদান পর্যন্ত বন্ধ যাতে কেউ ফেৎনা সৃষ্টির বাহানা না করতে পারে। পরিতাপের বিষয় যে, লোকেরা বিরোধীতার আবেগে অন্ধাচ্ছন্ন হয়ে মুখ থেকে এমন অমূলক কথা বের করে। তারা এতোটুকু চিন্তা করেনা যে, এ ধরনেব কথা রটনা করা তো মনের জ্বালা মিটানোর একটা পন্থা মাত্র কিন্তু তা দু'দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোটী কোটী মানুষের জীবনের জন্য একটা মারাত্মক অভিযোগ হতে পারে।

(৩) আমি কোন্ আলেম সাব থেকে ফয়েজ হাসিল করেছি এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন। প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত যে কোনো ইলমী কাজ করেনি এবং যার ইলমী মান মর্যাদার মূল্যায়ণ করা মাদ্রাসার সনদ এবং ওস্তাদদের নাম ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমি কাজ করে চলছি এবং আমার কোনো কাজ গোপণ নেই বরং ছাপানো আকারে সকলের সামনে উপস্থিত। এসব কাজ দেখে সকলেই জানতে পারবে যে আমি কিছু পড়েছি এবং যা কিছু পড়েছি তা কতটা হজম করতে পেরেছি।

(৪) আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীতা বর্তমানে এতো জোরে শোরে কেন শুরু হয়েছে এবং এসব ফতওয়া কি কারণে দেয়া হচ্ছে তা জানার কোনোই উপায় আমার কাছে নেই। যদি এটা আমি জানতামও তথাপি কেউ কেন অভিযোগ করছে তা নিয়ে আলোচনা করা জরুরী নয় অভিযোগকারীর অভিযোগ সংগত কি অসংগত আমার দেখার বিষয় এটাই। সংগত অভিযোগ হলে তা মানতে হবে তার যুক্তিভিত্তিক জবাব দিতে হবে। আর অযৌক্তিক আপত্তি হলে তা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়া হয় সমাধানের জন্যে।

www.priyoboi.com

দ্বীন বুঝার জন্যে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ঃ

আমি মুজাহিরুল উলুম মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। আমার আকীদা বিশ্বাস দেওবন্দ ও মুজাহিরুল উলুমের আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সাথে সাথে আমি মনের দিক থেকে যথেষ্ট উদার। যেখানে যেটাকে আমি ভালো মনে করি সেটাতে যথাসম্ভব অংশ গ্রহণ করার প্রবণতা আমার আছে। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীর সাথে আন্তরীক সম্পর্ক রাখি। 'কাওসার' সংবাদপত্র এবং সাহিত্য অধ্যয়ণ করে যাচ্ছি। মাওলানা আবুল লাইস সাহেবের জীবন নিকট থেকে দেখেছি। ওলামায়ে দেওবন্দ ও আপনার মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও আমি অভিহিত আছি। এ দ্বন্দ্বের কারণে আমার মন বড় উচাটন। আমি তর্জুমানুল কুরআনের সে সংখ্যাটি পড়েছি যে সংখ্যায় হাকীম গাংগুহী সাহেবের অভিযোগের জবাব আপনি নিজে এবং মাওলানা আমীন আহসান সাহেব দিয়েছেন। সংখ্যাটি পড়েই হযরত ওস্তাদ মুফতী- - - - - সাহেবের খেদমতে জবাবী লেফাফাসহ লিখলাম আমার দৃষ্টিতে বর্তমানে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকে হেজবুল্লাহ মনে হয়। তাদের সাথে কাজ করাত মনে আবেগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাথে সাথেই জানলাম, এ জামায়াতের সাথে আপনাদের প্রবল বিরোধিতা। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধী যেসব ধারণা মাওলানা মওদূদী পোষণ করেন সেগুলি তাঁর কিতাব থেকে উল্লেখ করে দিবেন। অতএব তিনি 'সত্য উদঘাটন' নামীয় রেসালাহখানা পাঠিয়ে দেন। আমি এই রেসালাহ পাঠ করেছি।

এই রেসালায় এমন কতিপয় বাক্য আছে সেগুলি সম্পর্কে আমিও সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠি। সুতরাং আমি তানকীহাত নামীয় কিতাবটি যোগাড় করে মুফতী সাহেবের বর্ণিত বাক্য পেয়ে যাই। এসব বাক্য দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি বর্তমানে এটাই আমার জিজ্ঞাস্য। কোনো ভাবে সময় করে আপনি এর জবাব দিন যাতে আমার ও আমার

www.priyoboi.com

২.৩ জন সাথীর সন্দেহ দূর হয়ে যায় । এক্ষণে আমার সামনে 'তানকীহাত' আছে । যে বাক্যগুলি সন্দেহ প্রবন করে তোলে সেগুলি হলো ঃ

(১) কুরআনের জন্যে কোনো তাফসীরের প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এমন একজন উঁচু শ্রেণীর প্রফেসরই যথেষ্ট । (পৃঃ ১৯৩) সমস্ত বাক্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । এই বাক্যের তাৎপর্য কি তা পরিস্কার করে বলবেন । তাফসীর অপ্রয়োজন বলতে কোন ধরনের তাফসীর উদ্দেশ্য ? সেটা কি ইসরাইলী তাফসীর ? অথবা জাল হাদীসের তাফসীর ?

(২) কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা সকলের উপরে । তবে সে শিক্ষা তাফসীর ও হাদীসের প্রাচীন ভাণ্ডারের মাধ্যমে নয় । (পৃঃ ১১৪) এই বাক্যকে পূর্বাপরের সাথে মিলানো হোক কিংবা আলাদা করা হোক বাহ্যতঃ এর তাৎপর্য এটাই মনে হয় যে, কুরআনে হাকীম ও হাদীসে নববীর শিক্ষা মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসগণের শিক্ষা থেকে গ্রহণ করা যাবেনা । বরং কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা হবে যদি তাৎপর্য এটাই হয় তাহলে আপনি জানেন যে, সাহাবাগণ ও সরাসরি তাৎপর্য গ্রহণ করার অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না । কোনো কোনো সাহাবা অপর কোনো সাহাবা থেকে আয়াতের তাৎপর্য লিখে নিতেন। তাহলে আজকের দিনে আগেকার মুফাসসিরদের তাফসীর ব্যতিরেকে কুরআনের তাৎপর্য কিভাবে গ্রহণ করা যাবে ? আপনি যদিও এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্বোধন করেছেন কিন্তু তাতে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করতঃ হাদীস তাফসীরের প্রাচীন অফুরন্ত ভাণ্ডার ব্যতিরেকে কুরআন হাদীসের তাৎপর্য গ্রহণ করতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে । শিশু কি মাতাপিতার সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে নিজেই বুলি শিখতে পারে ? দৃশ্যতঃ যেটা পরিস্কার মনে হয় যদি বাক্যের তাৎপর্য সেটাই হয় তাহলে সংশোধন না করলে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে ।

(৩) "সে এখন পর্যন্ত শামী ও কানযুদ দাকায়েককে লিখিত ফিকাহ্ বিষয়ক আইন কানুন তুর্কী জাতির জন্যে প্রয়োগ করতে বার বার

www.priyoboi.com

চেষ্টা করে চলছে।" শামী ইত্যাদি ফিকাহের কিতাবসমূহে ইসলামী কানুন আপনার ধারনামতে লেখা নেই কি ? এটা কি ইসলামের ফকীহদের নিজেদের বানানো কানুন যা কুরআন ও হাদীস বিরোধী ? যাহোক এ সম্পর্কে আপনার মত কি ? তবে ঐসব কিতাবে অবশ্যই এমন কতিপয় মাসআলা আছে যা অপ্রধান। কিন্তু তাতে সমস্ত আইন সংক্রান্ত মাসাআলা ইসলাম বিরোধী হওয়া অপরিহার্য নয়। ঐসব কিতাবে প্রাসংগিক বিষয় ছাড়া মুসলমানদের সংগঠন ও একতা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা কি ব্যাপকভাবে নেই ? যদি থেকে থাকে তবে কম কি ?

আশাকরি কষ্ট স্বীকার করে জবাব দানে আশ্বস্ত করবেন।

জবাব ঃ

আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কেননা আমার যেসব বাক্য আপনার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে সেগুলি বুঝার জন্যে আপনি স্বয়ং আমাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন। সত্যানুরাগীদের এটাই নিয়ম যে, কথকের উদ্দেশ্য প্রথমে কথকের কাছেই জিজ্ঞাসা করবে; নিজে একটা তাৎপর্য উদ্গীরণ করে তার ওপর ফতুওয়াবাজী করবেনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কি ? এ কথা গুলি বুঝতে আপনি এবং আপনার মতো অন্যান্যগণ যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তার প্রকৃত কারণ হলো আপনারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, তাদের সিলেবাস এবং তাদের মধ্যে গোমরাহী সৃষ্টি হওয়ার মৌলিক কারণ সম্পর্কে ভালোভাবে অভিহিত নন। আপনারা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের দ্বীনি মাদ্রাসার ওপর অনুমান করে থাকেন। আপনারা মনে করেন আপনাদের মাদ্রাসায় কোনো একজন মৌলভী সাহেব যেভাবে সহজে বায়জাবী, জালালাইন এবং তিরমিজী পড়াতে পারেন সেভাবে কলেজসমূহেও পড়াতে পারবে। এ কারণেই হাদীস-তাফসীরের পুরানো ভাণ্ডারের পরিবর্তে কলেজেরই কোনো একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্য নেয়ার প্রস্তাবনার কথা আপনার কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের দীনি মাদ্রাসার ন্যায় কলেজ ইউনিভারসিটি সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছি। আমি

www.priyoboi.com

জানি, সেখানে কি ধরণের মানসিক পরিবেশ বিরাজমান। এসব বিদ্যা-লয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ কোন চিন্তাধারা ও দর্শনের আবহাওয়ায় লালিত পালিত হচ্ছে। আমি স্বয়ং তাদের এমন সব গ্রন্থ পড়ছি যে গুলি ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার শিকড় পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উপড়ে ফেলে। এগুলি মানুষের মন-মগজে মানব ও সৃষ্টজগত সম্পর্কে এমন একটি নাস্তিক্যবাদ চিন্তাধারা সরাসরি প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় যেটাকে মানুষ একটি সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য দর্শন মনে করতে থাকে। আমি কুর-আনের তাফসীর হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ফিকাহের প্রাচীন কিতাবসমূহও পাঠ করেছি। আমি জানি, নব্যযুগের শিক্ষার্থীদের মন মগজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে সেসব কিতাবে এ কাঁটা উঠানোর কেবলমাত্র কোনো যে উপকরণ নেই তা নয় বরং এসমস্ত কিতাবের সর্বত্র এমন সব জিনিষ পাওয়া যায় যা নব্য শিক্ষিতদের মনে আরো বেশী সংশয়ের সৃষ্টি করে দেয়। অনেক সময় এ কারণে একজন সন্দেহ প্রবণ লোক সন্দেহের সীমারেখা অতিক্রম করে অস্বীকার ও অজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত পৌছে যায়। আমি এটাও জানি যে, এসব আধুনিক বিদ্যাপিঠে সেকেলে ধরণের দ্বীনিয়াতের শিক্ষকগণ প্রাচীন পদ্ধতিতে পুরানো ভাণ্ডার থেকে দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে নিজে উপহাসযোগ্য হওয়া এবং দ্বীনকেও মর্যাদাহীন করা ছাড়া আর কোনো খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেনি। এসব জিনিষ আমার দৃষ্টিতে এসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আমার দৃষ্টি-ভংগী হলো যতোক্ষণ পর্যন্ত এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যে কুরআনের এমন তাফসীর হাদীসের এমন ব্যাখ্যা তৈরী না হবে যার মধ্যে নূতন শিক্ষার্থীদের মনে সৃষ্ট সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে; ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট কিতাব সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না করা। বরং সন্ধান করে এমন শিক্ষক নিয়োগ করা যিনি কুরআন হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। তাফসীরের কোনো কিতাব পড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি কুরআনের দরস দেয়া এবং হাদীসের কোনো শরাহ পড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি নবীর হাদীসের শিক্ষা দেয়া যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের সেসব আলোচনার সম্মুখীন হতে না হয় যা তাদের জন্যে প্রথমতঃ অনিবার্যরূপে বিব্রতকর হয়ে থাকে।

www.priyoboi.com

বর্তমানে তো কলেজের পরিবেশ ও পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু যে সময় আমি "তানকীহাতে" উল্লেখিত "আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটি এবং" মুসলমানদের জন্যে নূতন শিক্ষা পলিসি ও কর্মপদ্ধতি" এই প্রবন্ধ দুটি লিখি (অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল) সে সময়ে তো প্রকাশ্যে দ্বীনের সাথে উপহাস করা হতো। "নিগার" এর মতো প্রচার-পত্র কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাস্তিক্যতা অত্যন্ত ক্ষীপ্রগতিতে প্রচার করতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংক্রামক ব্যাধির মতো যুবক শ্রেণীর মধ্যে সংক্রমিত হতে থাকে। আপনাদের ধর্মীয় মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র কারো এ অবস্থা সম্পর্কে কোনো অনুভূতি ছিলনা। এ ব্যাধির কারণসমূহের প্রতিকার ও প্রতিরোধকের জন্য তারা একটি মুহূর্তও ব্যয় করেননি। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাতের নিদ্রাকে হারাম করে এসব বিষয়ের ওপর চিন্তা গবেষণা করেছি। সমকালীন শিক্ষাবিদদের সামনে তাদের শিক্ষানীতির বিশদ আলোচনা করে আমি তাদের সামনে সেসব কারণসমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি যা নাস্তিক্যবাদের চেয়ে অধিক বিরক্তিকর রাগের আসল কারণ ছিল। এর সাথে আমি তাদেরকে একথাও বলেছি যে, যদি আপনারা এই নাস্তিক্যবাদ সৃষ্টিকে সত্যিই বাধা দিতে ইচ্ছা করেন তাহলে আপনাদের শিক্ষানীতিতে এসব সংশোধনী করুন। এ প্রসংগে কলেজের জন্যে যথোপযোগী দ্বীনি সিলেবাস প্রণয়নের প্রস্তাবনার প্রশ্ন যখন আমার সামনে দেখা দেয় তখন আমি আমার সাধ্যমত কুরআনের তাফসীর হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ফিকাহ ও কালাম (তর্ক শাস্ত্র) বিষয় সম্মলিত জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর দৃষ্টি দিলাম। উর্দু আরবী কিংবা ইংরেজীতে এমন একটি কিতাবও আমার নজরে পড়েনি যেটাকে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রস্তাব করা যায়। সে সময়ের কথা বাদই দিলাম, আমি আজ ঐসব মুফতীর কাছে জিজ্ঞাস করছি এমন একটিমাত্র কিতাবের নাম বলুন যেটা ঐসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্বস্থির সাথে তুলে দেয়া যায়। পরিশেষে এ জটিল সমস্যার সমাধান আমার দৃষ্টিতে এটাই যে, আমাদের সমাজে হাতে গোনা যে কয়জন এমন লোক আছেন যারা কলেজে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামী শিক্ষাদানের উপযোগী তাদেরকে কতিপয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি শিক্ষা দানের জন্যে নিয়োগ

www.priyoboi.com

করার ব্যবস্থা করা। তারপর তাদের শিক্ষাদানের বদৌলতে যে কাফেলা তৈরী হয়ে বের হবে তাদের মধ্য থেকে এমন শিক্ষক তৈরী হওয়ার আশা করা যায় যারা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হতে পারবে এবং কলেজের জন্যে উপযোগী সিলেবাসও তৈরী করতে পারবেন।

আমার এ ব্যাখ্যার পর আপনি তানকীহাতের এ দুটি প্রবন্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবারও একটু পড়বেন। তারপর আপনি আন্দাজ করতে পারবেন যে, আজ ১৩ বৎসর পর এই প্রবন্ধের যে প্রতিদান দেওবন্দ ও মুজাহিরুল উলুমের দারুল ইফতা থেকে আমি পেয়েছি তা কোন্ পর্যায়ের ইলম, দূরদর্শীতা ও আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমার আশ্চর্য লাগে এসব লোক যদি ব্যাপার বুঝতে অসমর্থ হয় তাহলে এগুলির ওপর মন্তব্য প্রকাশ করতে তাদেরকে কে বাধ্য করেছে, আবার মন্তব্যও ফত্ওয়ার আকারে!

রয়ে গেলো তৃতীয় বাক্য। এই বাক্য দ্বারা আপনার মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে এবং দেওবন্দ ও মুজাহিরুল উলুমের মুফতীগণ যে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তার খণ্ডন স্বয়ং সে প্রবন্ধেই হয়ে যেতো যার মধ্যে এই বাক্যটি আছে, তবে শর্ত হলো মনোযোগ দিয়ে পড়া। যদি আপনার কাছে তান্কীহাত থেকে থাকে তাহলে '' তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব '' শিরোনামের লিখাটি বের করে দেখুন, তাতে ইসলামী ফিকাহের কোন্ কিতাব নির্ভরযোগ্য এবং একটি দেশে কোন ফিকাহ কিভাবে প্রচলন হওয়া উচিত আলোচ্য প্রসংগ এ বিষয়ের ওপর অথবা বর্তমান তুরস্কে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণ প্রসারতার কারণ কি, এর উপর? কোনো লেখা পড়ে তার বিষয় বস্তু বুঝার সামান্য সমর্থও যদি কেউ রাখে সে এক নজরেই বুঝবে যে, আমার এ লেখার আসল বিষয় বস্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটি নয়। একটি বিষয় বস্তু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রসংগত অন্য বিষয় সম্পর্কীত একটি বাক্য যদি আমার কলম দিয়ে লেখা হয়ে যায় তাহলে ঐ বাক্যটির ওপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার মতামত কি এ চূড়ান্ত ফয়সালা করা আপনাদের জন্যে কিভাবে জায়েজ হতে পারে? আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো—আপনারা যেসব বাক্য দ্বারা

www.priyoboi.com

আমার মত অভিমতও উদ্ভাবন করেন যার খণ্ডন আমার অনেক লেখা দ্বারা করা হচ্ছে। আপনি যদি এটা জানতে চাইতেন যে, ফিকায় আমার মত কি এবং সলফদের ফিক্হী কিতাব সম্পর্কে আমার রায় কি, তাহলে ফিকাহী বিষয় বস্তুর ওপর লিখিত আমার লেখাসমূহ আপনার দেখা উচিত ছিল। অন্যকিছু না পড়লেও ইসলামী কানুন নামে প্রকাশিত রিসালাখান অন্ততঃ পড়ে নিতেন। তাতে আপনার সেসব সন্দেহের অপনোদন হয়ে যেতো, যেগুলির প্রাসাদ তানকীহাতের শুধুমাত্র একটি বাক্যের ওপর তৈরী হয়েছিল।

যদি আপনি খারাপ মনে না করেন তাহলে এ ব্যাপারে আমি একটি কথা আরজ করবো। সম্মানিত আলেমগণ দ্বীনি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে যতোটুকুই জ্ঞান রাখেন, কিন্তু দু'টি বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

(১) নিকট অতীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কি কি ধরণের দ্বন্দ্ব চলছে, এই দ্বন্দ্বে প্রত্যেক জায়গায় ইসলামের পরাজয় এবং পাশ্চাত্যের প্রসারতার কারণ কি, এমন দুঃখজনক পরিণতি প্রকাশ মুহূর্তে স্বয়ং ওলামা ও দ্বীন রক্ষাকারীগণ নিজেদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে কতটুকু সজাগ এ বিষয়ে তাদের ধারণা মোটেই নেই।

(২) তাঁরা এটাও জানেন না যে, দুনিয়ার বর্তমান সভ্যতার মাঝে যদি আমরা একটি উন্নত ধরণের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা খাঁটী ইসলামী নীতির ওপর পরিচালনা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এসব সমস্যার সমাধানে পূর্ববর্তীদের পরিত্যক্ত ইলমী সম্পদ আমাদের কতটুকু পরিমাণ কাজে আসতে পারে এবং এই পরিমাণের অতিরিক্ত কাজ আমাদের ইজতেহাদ ব্যতীত কেন চলতে পারবেনা ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ দুটি বিষয়ে যদি তাদের বর্তমান অবচেতন অবস্থা না হতো তাহলে আমার অনেক কথা বুঝতে তাদের বর্তমান জটিলতার সম্মুখীন হতে হতোনা। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো,—তাদের জ্ঞানের এই স্বল্পতা অনুভব করতঃ তা দূর করতে চেষ্টা করার পরিবর্তে তারা উল্টো এমন একজন লোকের ওপর গাল ভারী করে বসে আছেন যে একদিকে এই স্বল্পতা দূর করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, অন্যদিকে দ্বীনকে যে ক্ষতি থেকে রক্ষা

www.priyoboi.com

করতে নিমগ্ন যা এই ত্রুটির কারণে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাদের এরূপ আচরণের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। রাশিয়ার তুর্কিস্তানে পরিনতি এই হয়েছে যে, কমিউনিস্টরা এ ধরণের আলেমদেরকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতঃ সেসব সংশোধণবাদদেরকে খতম করে দেয় যারা কমিউনিস্টদের মুকাবিলায় একটি দ্বীনি সফল আন্দোলন চালাতে সক্ষম ছিলেন। তারপর জনগণকে নিজ প্রভাব বলয়ে বশীভূত করে তাদের হাতেই আলেমদেরকেও খতম করে দেয়। আলেমদের সাথে সাথে স্বয়ং দ্বীনেরও জানাযা পড়া হয়। বর্তমানে সে করুণ পরিণতির পুনরাবৃত্তি এখানে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। যারা খৃষ্টান ও কাফেরদের মুকাবিলায় এখানে দ্বীনের পতাকা সমুন্নত রাখতে সক্ষম আলেমদের এমন একটি বিরাট দল তাঁদের মুকাবিলায় ফিরিংগী ও বে-দ্বীনদের শক্তি বৃদ্ধি করতে নিয়োজিত। আল্লাহ না করুন, যদি ইসলাম বিরোধী শক্তি এসব আলেমদের সহায়তায় সে সব লোকদের খতম করতে সফলকাম হয় তাহলে পরবর্তীতে যে পরিণতি সামনে আসবে তা প্রত্যক্ষ করতে আমরা তো থাকবো না কিন্তু এসব ওলামায়ে কিরাম এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ স্বচক্ষে অবলোকন করবে যে, তারা নিজহাতে নিজেদের স্বার্থে এবং এই দ্বীনের স্বার্থে কেমন করে কিছু কাঁটা বপন করেছে।

(তর্জুমানুল কুরআন জামাদিউস সানী, ১৩৭১হিঃ মার্চ, ১৯৫২)

www.priyoboi.com

কতিপয় আলেমের উদ্দেশ্যমূলক বিরোধীতা

প্রশ্ন ঃ

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চিরা চরিতভাবে নূতন ফিৎনার শিকার হচ্ছে। ফত্ওয়াবাজী করা ও বদনাম রটানো যে মহলের বিশেষ পরিচয় ছিল তারা তো নিজেদের গোলাবারুদ শেষ করে পরাস্ত হয়েছে।

এবার স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের দেওবন্দ গোষ্ঠীকে এ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সেখানকার জামায়াতে ইসলামী সমালোচনা ও তাবলীগের কাজে সম্ভবতঃ কিছুটা অসংযত কাজ করে থাকবে এবং তাতে তার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে। সেখানকার ফত্ওয়ার জবাবে এবং এখানে পাকিস্তানের ফত্ওয়ার জবাবেও প্রমাণ ভিত্তিক এবং সতর্ক ও সচেতন হযরতদের ফত্ওয়া প্রকাশ পেতে শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানে আহলে ইলমের বিরাট মহল দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত। তারা সেখানকার ফত্ওয়া দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, স্বাভাবিক আন্দোলনের ওপর এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হওয়াটাও স্বাভাবিক। অতএব আপনি সঠিক পদ্ধতিতে অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন।

সাহারাণপুর দারুল ইফতা থেকে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ফত্ওয়া প্রকাশিত হয়েছে। ফত্ওয়াটির শেষদিকে মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান সাহেব শাহজাহানপুরী এবং মাওলানা এ'জাজ আলী সাহেবের ফত্-ওয়াও আছে। রিসালায়ে দারুল উলুমের ১ম সংখ্যায় হযরত মাওলানা গাংগুহী সাহেবের পৌত্র হাকীম মাহমুদ সাহেবের একটি দীর্ঘ লেখা আছে। যদিও তিনি অত্যন্ত সংযত পদ্ধতিতে এবং ভদ্রজনোচিতভাবে লিখেছেন যা আমার ধারণা মতে বর্ণনা রীতি সাবলীল। কিন্তু তিনিও আন্দোলনকে সাধারণের জন্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর বলেছেন। প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে উত্তেজিত ও অসংযত ফত্ওয়া থেকে এধরণের কথা বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কালকে বাটালার একজন বুযর্গ ----- জিলা থেকে আমার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। বুযর্গ লোকটির সম্পর্ক হযরত গাংগুহীর সাথে ছিল। তারপর তিনি দেওবন্দের সমস্ত বুযর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন

www.priyoboi.com

...রানপুর থেকে হযরত - - - - এর চিঠি এখন পেলাম। তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছেন যে, একটি ঘটনা ভালো করে জেনে আমাকে লিখবেন। "পাকিস্তান থেকে বরাবর চিঠি আসতে থাকে যে, মাওলানা মওদূদী হযরত মাওলানা গাংগুহী এবং হযরত মাওলানা নানুতুবীর নাম নিয়ে তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে থাকেন। দ্বীনের সাথে এসব লোকদের কোনো সাঞ্জষ্য ছিলনা এধরণের কথা বলে বেড়ায়। বিশেষতঃ সারগোধায় বিবৃতির উধৃতি দেয়া হয় যে, সেখানে নামোল্লেখ করে বিরোধীতা করা হয়েছে।" বাটালার বুযর্গ সঠিক ঘটনা সম্পর্কে আমাক জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে জবাব দিয়ে রদ করে দিয়েছি যে এটা মিথ্যা দোষারোপ বৈ আর কিছুনা। স্বয়ং সাহারানপুরের - - -- - হযরতকেও চিঠি লিখেছি। তাসত্বেও আপনি নিজেও এসব অভিযোগ খণ্ডন করে দিন। উপর্যপুরি জবাবদান পদ্ধতি ভুল। আবার শুধুমাত্র মৌনতার ভূমিকা অবলম্বন করলে মানুষের সন্দেহ ঘনীভূত থাকে। এভাবে আসল লক্ষ্য অর্থাৎ ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে ক্ষতি দেখা দেয়। বিশেষতঃ হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, হযরত মাওলানা এ'জাজ আলী সাহেব, হযরত মাওলানা তৈয়্যব সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি কিফায়েতউল্লাহ সাহেব, হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ সায়ীদ সাহেব, হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব, মাওলানা হাফেজ আবদুল লতিফ সাহেব প্রমুখদের কাছে চিঠি-পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে এ পরামর্শ দেয়া যে, যদি আমার কিংবা জামায়াত সম্পর্কে কোনো ফত্ওয়া আপনাদের সামনে উপস্থিত হয় তাহলে জবাব দেয়ার আগে আমার কাছ থেকে প্রকৃত তত্ত্ব মেহেরবাণী করে জেনে নিবেন।

জবাব ঃ

আপনার আন্তরীক পরামর্শের জন্যে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনার পরামর্শানুযায়ী কাজ করতে আমি প্রায় উদ্যত হয়েই গিয়েছি। এমন সময় হঠাৎ করে আপনার চিঠি পাওয়ার দ্বিতীয় দিনেই একজন লোক আমার কাছে মুফতী সায়ীদ আহমদ সাহেবের সত্য উদঘাটন শিরোনামে ছাপানো বিস্তারিত ফত্ওয়া পাঠিয়ে দেয়। এই ফত্ওয়ার সাথে ২।৩ টি বিজ্ঞাগন

www.priyoboi.com

ও পাঠিয়ে দেয় যেগুলির মধ্যে মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাহেব, মাওলা জামিল আহমদ থানবী সাহেব, মাওলানা এ'জাজ আলী সাহেব এবং মুফ মাহদী হাসান সাহেবের ফত্ওয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্তমানে এস বুযর্গদেরকে সম্বোধন করতঃ উপকার পাওয়া এবং যথাযথ হওয়া অবস্থা থেকে তাঁরা অনেক দূরে চলে গেছেন। মাওলানা কিফায়াতুল্লা সাহেবের ওপর আমার সবচেয়ে বেশী আফসুস। কারণ বিগত ৩২ বৎসর যাবত আমি তাঁর বিনয়াবনত থাকি এবং সব সময় তাঁকে সম্মান করতে থাকি। পরিতাপের বিষয় যে, তিনিও দলীয় গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে চোখ বুঝে এই ফত্ওয়া লিখে দিলেন। (১) অবশিষ্ট রইলো অন্যান্য মহোদয়গণ। তাদের প্রদত্ত ফত্ওয়া পাঠ করে আমি অনুভব করলাম যে, যেসময় তাঁরা ফত্ওয়া লিখতেছিলেন সে সময় আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের কাঠগড়ায় জবাবদিহীর অনুভূতি সম্ভবতঃ তাদের কাছেও ঘেষতে পারেনি। বিশেষতঃ মুফতী সাঈদ সাহেবের ফত্ওয়ায় তো সত্য অপলাপের এমন ঘৃন্য উদাহরণ পাওয়া যায় যা দেখলে ঘৃনায় গা রিরি করে। প্রকৃতপক্ষে আমি এসব বুযর্গ সম্পর্কে অত্যন্ত ভালো ধারণা পোষণ করতাম। কিন্তু বর্তমানে তাদের এসব ফত্ওয়ার হিড়িক দেখে আমার তো অনুভূত হচ্ছে যে, বেরলভী মহলের ফত্ওয়াবাজ ও কাফের বানানোকারী মৌলভীগণ থেকে তাঁদের স্থান কিছুমাত্র উর্দ্ধে নয়।

এ ধরণের লেখার জবাব আমি কখনো দেইনা তা আপনি জানেন। সুতরাং এসব ফত্ওয়ার জবাব এখান থেকে কিছু লেখা হবে এবং তাতে কথা বেড়ে যাবে এরূপ আশংকা আপনি করবেন না। তবে এর সাথে এটাও আমার নীতি নয় যে, আমাকে কেবল উত্যক্তই করা হবে আর আমি তা মাথা পেতে বরণ করে যাবো। এমন পন্থা না ঐ কাজের সম্মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমি করে যাচ্ছি না এ পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে দ্বীনেরই কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে। এ সমস্ত মহোদয়গণ যদি সততা ও ন্যায়পরায়নতার হাতিয়ার নিয়ে

(১) আফসুস বর্তমানে তিনি ইহজগত ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ক্ষমা করুক।

www.priyoboi.com

আক্রমণ করতেন এবং আমার অথবা জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ও নিয়ম কানুনের মধ্যে এমন কোনো দোষের কথা বলতেন যা বাস্তবিকই তাদের দলীল দ্যারা প্রমাণিত হতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের কাছে মাথা নত করতাম এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নিজকে সংশোধন করে নিতাম। কিন্তু তাঁরা মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করেছেন এবং আক্রমনে মূর্খতার পন্হা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং আমি তাদের সাথে সে আচরণই করবো যা একজন ভদ্রলোকের করা উচিত। অর্থাৎ اذا مروا باللغو مروا كراما
(অর্থাৎ যখন কোনো বেহুদা বিষয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে হয় তখন শরীফ লোকের মতোই অতিক্রম কর)

দেওবন্দ ও সাহারানপুরের এসব ফত্ওয়াবাজীতে এই দুটি বিদ্যাপিঠের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের ওপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহর নীতি নির্ধারনী অনুযায়ী পরীক্ষা করা জরুরী। বর্তমানে দেওবন্দী ও সাহারানপুরী সমস্ত গ্রুপের জন্যে পরীক্ষার সময় উপস্থিত। দেখতে হবে, তাদের মধ্যে কতজন লোক সত্যপূজারী আর কতজন ব্যক্তিপূজারী। যারা সত্যপূজারী ইনশা আল্লাহ তারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের কাছে আসতে থাকবেন। আর যারা ব্যক্তিপূজা ও দলীয় গোঁড়ামীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ তারা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সাথে কখনো চলবেনা। আমাদের শুধুমাত্র প্রথম প্রকার লোকের প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তারা আলাদা হয়ে গেলেতো আমরা আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবো। আর ভবিষ্যতে আমাদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে তো আরো শুকরিয়া আদায় করবো।

হাকীম মাহমুদ সাহেব গাংগুহীর লেখা এক উপায়ে তর্জুমানুল কুরআনে ছাপানোর জন্যে এসে গেছে। জবাবসহ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও ঐ দলের কেউ যদি আমার কিংবা জামায়াতে ইসলামীর ওপর কোনো ইলমী সমালোচনা করেন তাহলে সেটা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করা হবে এবং জবাব পাওয়ার উপযোগী কথার জবাবও দেয়া হবে।

(তর্জুমানুল কুরআন
জমাদিউল উলা থেকে রজব, ১৩৭০হিঃ
মার্চ থেকে মে ১৯৫১ইং)

www.priyoboi.com

তাবলীগ জামাত ও জামায়াতে ইসলামী

প্রশ্ন ঃ বহুদিন থেকে একটা কথা আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। অনেক সময় এ জন্যে আমি বেশ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ি। আমি আল্লাহর কাছে বিশেষ ভাবে দোয়া করি তিনি যেন মহাজ্ঞানী আলেম ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করে দেন। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের বিশেষ তা'সির। তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের শক্তি অনেক কিছু গড়তে ও অনেক কিছু ভাঙতে পারে। এর ফলে উম্মতের মধ্যে অনেক আভ্যন্তরীন সংস্কার সাধিত হতে পারে। অনেক বিভেদ ও অনৈক্য দূর হতে পারে। গঠন মূলক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। আর বাহ্যত যা কিছু অসম্ভব মনে হয় তাও সম্ভব হতে পারে। এ ধরনের লোক-দের চিন্তা শক্তিকে এক সূত্রে গ্রথিত ও একীভূত করার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি।

যে কথাটি আমি বলতে চাই সেটি অনেক বড় ও বড়ই জটিল। আমার মত স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের পক্ষে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখালেখি করা মোটেই শোভনীয় নয়। কিন্তু একমাত্র আল্লার সাহায্য ও তাঁর রহমতের ওপর ভরসা করে আমি এ কথাগুলি বলতে মনস্থ করেছি। হয়তো এতে কোনো সুফল দেখা দিতে পারে।

আপনার রচনবলীর বিভিন্ন স্থানে আপনি একথা বার বার বলেছেন ঃ এ কাজটা আমি আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা করেই শুরু করেছি। যদি আমি ভুল করে থাকি তাহলে তিনি আমার সংশোধন করে দেবেন। এছাড়াও সত্যপ্রিয়তা ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে সৃষ্ট সব রকমের মতবিরোধ উদার চিত্তে গ্রহণ করার ও সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যও প্রকাশ্য ঘোষণা করেছেন। কাজেই এ ধরনের কোন প্রসংগে আপনি সংকীর্ণমনতার পরিচয় দেবেননা এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

আপনি সম্ভবত জেনে থাকবেন আমি দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান তাবলীগী জামাত থেকেই লাভ করি। এখনো এ জামাতের সাথে আমার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। আল্লাহ এ সম্পর্ক অব্যাহত রাখুন এবং আরো বৃদ্ধি করার তাওফীক দান করুন। কিন্তু এই সংগে জামায়াতে ইসলামীর

www.priyoboi.com

সাথেও আমার গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে আমার বেশীর ভাগ সময় এই জামায়াতের কাজে ব্যয় হয়। আমি গর্ব করছি না বরং এটা এখন একটা বাস্তব সত্য যে জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে একটা জীবন্ত দলে পরিণত হয়েছে এবং দীনদার শ্রেণীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার যেটা সবচেয়ে বেশী দুঃখজনক বলে মনে হয় সেটা হচ্ছে তাবলীগ জামাত ও জামায়াতে ইসলামীর সংঘাত। এ প্রসংগে আমি তাবলীগ জামাতের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আমার ভাই-বন্ধুদের সাথেও আলাপ করেছি। তাদের সামনে দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে আমি এ আপত্তি রেখেছি যে আপনারা অমুসলিমদের হেদায়াত লাভ ও ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করতে পারেন কিন্তু একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর জন্য আপনাদের হৃদয়ে কোনো উদারতার লক্ষণ দেখা যায় না। আপনারা একজন ফাসেক ফাজের মুসলমানের আকীদা ও আমল দুরস্ত করার জন্য সব রকমের মেহনত করেন ও কষ্ট স্বীকার করে থাকেন। তাদের সব রকমের অশালীন ব্যবহার ও আঘাত সয়ে নেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী, যে আপনাদের দৃষ্টিতে গোমরাহ, তার প্রতি নজর দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। জামায়াতের লোকদের সাথে সাক্ষাত করা, তাদের কথা শোনা এবং তারা যা কিছু করছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করাও আপনাদের মতে গোমরাহীকে যেচে ঘরে ডেকে আনার নামান্তর। কিন্তু এই সংগে জামায়াতের ভাই-বন্ধুদের অবস্থাও এদিক দিয়ে ভালো নয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা বলতে পারি যে, তাবলীগের লোকদের দেখলেই তাদের মধ্যে একটা উত্তপ্ত ভাবের সৃষ্টি হয়। আমি বুঝিনা এমনটি কেন হয়? নানাবিধ উপায়ে তাদেরকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, তাবলীগী জামাত তো দীনেরই তাবলীগ করে,.তারাতো কোনো বেদ্বীনী ছড়াচ্ছে না। যদি কেবল কালেমা ও নামাযটুকুর কথাই মেনে নেয়া যায় তাহলে কি এটা দ্বীনের তাবলীগ নয়? এটা কি মৌলিক বিষয় নয়, যা ছাড়া কোনো মুসলমান— সে ইল্‌ম ও আমলের যে কোন পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন জীবিত থাকতে পারে না? তাদের দিবা-রাত্রের মেহনত একমাত্র আল্লাহর জন্য নয় কি? মেনে নিলাম তাদের মস্তিস্কে ব্যাপকতা নেই কিন্তু এক দুর্বল ব্যক্তির দুর্বল মেহনত যা সে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করে থাকে

www.priyoboi.com

তা কি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় ? আমি তো বলবো, একজন স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন সরল ব্যক্তি নিজের যাবতীয় দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতাসহ আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় তা সকল প্রকার ভেজাল ও মিশ্রণ মুক্ত হবার কারণে বেশী মূল্যবান হবে। বিপরীত পক্ষে একজন জ্ঞানবান ও সুযোগ্য ব্যক্তির আখেরাতের সম্পাদিত আমলের মধ্যে মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে। নিজের ইলম ও আমল এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের কারণে কোন ব্যক্তির মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে।

আমি যে কথাটি চিন্তা করি তা হচ্ছে এই যে, এই ধরনের লোকদের মনে যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তা আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। জানিনা আমার এ চিন্তা কতদূর নির্ভুল। এমন একটি নিঃস্বার্থপর দল যারা এই দুনিয়ায় বাস করেও দুনিয়ার ভোগ লালসায় লিপ্ত হয় না বরং চিন্তা ও আমল করে একমাত্র আখেরাতের জন্য তাদের চাইতে উপযোগী রেডিমেড মানুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে। অবশ্যি আমি এর উপর খুব জোর দিতে পারিনা কিন্তু আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মোতাবিক আমি এ চিন্তাটিকে অধিকতর নির্ভুল মনে করি যে, এ ধরণের লোকেরাই খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আমার এ বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যদি তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেই এবং আগে বেড়ে তাদেরকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করি তাহলে এটা কতদূর সহজ ও কল্যাণপ্রদ হবে ?

জামায়াতে ইসলামী অন্য দলের সাথে একীভূত হয়ে যাক, আমি একথা বলতে চাই না। বরং প্রত্যেকে নিজের মতো কাজ করে যাবে যেমন এখন করে যাচ্ছে। নিজেদের সীমার মধ্যে অবস্থান করেই আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবো এবং তারা আমাদের জন্য দোয়া করবে। মুসলমানদের দুটি দলের মধ্য থেকে মতবিরোধ খতম করে যাওয়াটাই হচ্ছে বড় কথা।

জওয়াব ঃ অন্য দ্বীনি দলগুলো সম্পর্কে আমি হামেশা এ দৃষ্টিভংগী পোষণ করে এসেছি এবং মাঝে মধ্যে একথা প্রকাশও করেছি যে, যারা যে

www.priyoboi.com

পর্যায়ে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করছে তা অবশ্যি মর্যাদা লাভের যোগ্য দ্বীন বিরোধী আন্দোলনগুলোর মোকাবিলায় যারা দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছে তারা প্রত্যেকে আসলে পরস্পরের সাহায্যকারী এবং তাদের পরস্পরকে সাহায্যকারী মনে করা উচিত। হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব একমাত্র সেখানেই জাগতে পারে যেখানে আমরা আল্লাহর নামে দোকানদারী করবো। এ অবস্থায় অবশ্য প্রত্যেক দোকানদার চাইবে এ বাজারে তার দোকান ছাড়া যেন আর কারো দোকান না দেখা যায়। কিন্তু যদি আমরা দোকানদারী না করে থাকি এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করে থাকি তাহলে আমরা ছাড়া আরো লোক একই আল্লাহর কাজ করছে একথায় আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। যদি কেউ কালেমা পড়াবার কাজ করে থাকে, তাহলে সেও এই পথে একটি খেদমত করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার সাথে তার বা তার সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোথায় এবং আমরা একে অন্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করি কেন? যারা শয়তানের কালেমা প্রচার করে বেড়ায় তাদের মোকাবিলায় যারা মানুষকে কালেমা তাইয়্যেবা পড়ায় তারাই আমার কাছে প্রিয় হওয়া উচিত। অন্যদিকে ফাসেকী ও অশ্লীলতা প্রচারকারীদের মোকাবিলায় শরীয়াতের আহকাম শিক্ষাদান কারীরাও আমার কাছে প্রিয় হওয়া উচিত।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যে আমি হামেশা এ মনোভাবটি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এসেছি। এর বিপরীত অন্য কোন মনোভাব ও দৃষ্টিভংগীকে আমি কখনো পছন্দ করিনি। যদি আপনি কোথাও জামায়াতের মধ্যে এর থেকে ভিন্ন কোন মনোভাব ও কর্ম দেখে থাকেন তাহলে স্থান ও ব্যক্তি নির্দেশ সহকারে আমাকে জানান, যাতে আমি তা সংশোধন করতে পারি।

বিশেষ করে আপনি তাবলীগী জামায়াতের উল্লেখ করেছেন। তাই আমি আরজ করছি, এ জামাতটির ব্যাপারে আমি সব সময় আমার মনে সদিচ্ছার মনোভাবকেই স্থান দিয়ে এসেছি এবং আমার মুখ ও কলমের সাহায্যে এর জন্য ভালো কথাই বলে ও লিখে এসেছি। মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের জীবদ্দশায় আমি নিজে তাঁর কাছে গিয়েছি। মেওয়াত এলাকা সফরে তাঁর সংগী হয়েছি। এভাবে নিকট থেকে তার কর্মধারা অধ্যয়ন

www.priyoboi.com

করেছি। অতপর তাঁর কাজের যে সব অংশ কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ মনে করেছি সেগুলো সম্পর্কে "তরজুমানুল কুরআন" পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর যে সব অংশে আমি কিছু অভাব বোধ করেছি সেগুলি নীরবে কেবল মরহুম মওলানার খেদমতে আরজ করেই ক্ষ্যান্ত হয়েছি (দেখুন, তরজুমানুল কুরআন, অক্টোবর, ১৯৩৯)। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই জামায়াতের বিরুদ্ধে বা এর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কখনো কোন একটি কথা বলেছি বা লিখেছি অথবা জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা কোথাও এদের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করেছে বলে কোনো একটি দৃষ্টান্তও পেশ করা যাবে না। কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমার ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তাবলীগী জামাতের দৃষ্টিভংগী এ থেকে অনেক ভিন্নতর দেখা গেছে। এ দলটির কেবল সাধারণ কর্মীরাই নয়, নেতৃবৃন্দও জামাতের সাথে বিভিন্ন সময় এমন ব্যবহার করেছেন যে জন্য একবার আমাকে লিখিত আকারে অভিযোগও জানাতে হয়েছে (দেখুন রিসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড ৫৯২–৬০০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এরপরও তাঁরা কোন সংশোধন করেননি। সম্প্রতি এই দলটির একজন বিশিষ্ট নেতা তাঁর পত্রিকায় আমার ও জামায়াতে ইসলামীর ওপর একের পর এক যেসব মেহেরবানী করেছেন সেগুলোও নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন। কিছুদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে দেওবন্দের ওলামায়ে কিরামের ফতোয়া সম্বলিত পুস্তিকা বিপুল পরিমাণে ছড়িয়েছেন। অথচ সেখানকার বর্ধিত বেদ্বীনীর স্রোত ঠেকাবার জন্যে জামায়াত যে সব প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল দ্বীনের কোনো শুভাকাংখী যদি তাদের সে প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে সক্ষম না হতেন তাহলে অন্তত বেদ্বীনের মুকাবিলায় এ সময় তাদেরকে আঘাত না করাইতো উচিত ছিল। এসব ঘটনার পর আপনি আমাকে বলেছেন, আমি কেন তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিনা? শত্রুতার হাত তো ওদিক থেকে বাড়ছে এবং এখনো বেড়েই চলছে, তাহলে বন্ধুত্বের হাত গিয়ে কোথায় কার সাথে মিলবে? দুঃখের বিষয়, তাঁদের 'একরামে মুসলেম' ও ফাসেকী ও

www.priyoboi.com

অশালীন কার্যকলাপের পতাকাবাহীদের জন্য, আমার জন্য নয়। আর কিছুই না পারলে তারা তো অন্তত এতটুকু চিন্তা করতে পারেন যে, যে ভাবে তারা আমার ও জামায়াতে ইসলামীর নিন্দা করে আসছেন এমনিভাবে আমরাও যদি তাদের নিন্দা করতে শুরু করি, তাহলে এর পরিণামটা কি দাঁড়াবে? এর ফলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে কি আমরা উভয় দলই অনির্ভরযোগ্য হয়ে দাঁড়াবোনা? এ অবস্থায় দ্বীনের কাজ করার যোগ্যতা আমাদের থাকবেনা, তাদেরও থাকবেনা। দ্বীনী দলগুলোর পরস্পরের ওপর আক্রমণ করার ও পরস্পরের শিকড় কাটার প্রচেষ্টা চালাবারও এই একই পরিণতি হ'তে বাধ্য। এর নীট ফল দাঁড়াবে, সামগ্রিকভাবে জনগণের চোখে ইসলামপন্থীদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি আস্থা খতম হয়ে যাবে এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনগুলো এ থেকে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চালাবে। এ কারণে আমি ধৈর্য সহকারে আমার ওপর যে সব আক্রমণ করা হয় সেগুলো উপেক্ষা করে যাই এবং জামায়াতের লোকদেরকে সবর করার নির্দেশ দেই। অন্যথায় আমি যদি তাদের নিন্দা করতে শুরু করি, তাহলে তারাও অহীর ভাষায় কথা বলেন না, তাদের পাকড়াও করার বহু সূত্র বের হয়ে আসবে

(সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, তর্জুমানুল কুরআন)

www.priyoboi.com

তাবলীগী জামায়াতের আমীরের অভিযোগ ও জবাব ঃ

প্রশ্ন ঃ

বিগত দিনে শুক্করে তাবলিগী জামায়াতের একটি বিরাট ইজতেমা হয়ে গেল। এই জলসায় পাকিস্তান ও ভারতের তাবলীগী জামায়াতের আমীর জনাব মাওলানা ইউসুফ সাহেব (মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের ছেলে ও গদ্দিনশীন) নিজে তশরীফ এনেছিলেন। এ উপলক্ষে জলসা গাহের সীমার মধ্যেই শুক্করের জামায়াতে ইসলামী নিজেদের একটি বুকস্টল করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যবস্থাপকদের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করে নেয়া হয় যে, তাতে তাদের কোনো আপত্তি তো থাকবেনা। তাদের একজন দায়িত্বশীল বুযর্গ জবাবে বললেন, এতে আপত্তি করার আর কি আছে। আপনারা সানন্দে আপনাদের বুকস্টল তৈরী করুন। তারপর বুকস্টলের জন্য জায়গাও নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় শুক্করের জামায়াতে ইসলামীর আমীর ফজলে মুকীম সাহেব যখন সেখানে গিয়ে বুকস্টল লাগানোর জন্যে এন্তেজাম শুরু করলেন তখন হঠাৎ তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হল। কারন জিজ্ঞাসা করলে একজন দায়িত্বশীল জবাবে বললেন ঃ "আমাদের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত হলো— আমরা আপনাদেরকে লাই-ব্রেরী খোলার অনুমতি দেব না এবং আপনাদের কোন ধরনের সহযো-গিতাও গ্রহণ করবো না; এর একমাত্র কারণ হলো আপনারা একটি রাজনৈতিক দল।" জবাব এবং কর্ম পদ্ধতিতে তো আশ্চর্য হয়েছি। তবে আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সেখানে অন্যান্য কয়েকটি বুকস্টল ছিল। সেগুলির উপর ঐসব ভদ্রলোকদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা হলো সভাস্থল থেকে এক মাইলের মধ্যেও যেন তাদের লাইব্রেরী নজরে না পড়ে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১১ই এপ্রিল সিন্ধু প্রদেশের আমীর ডঃ সলীমুদ্দীন সাহেব শুক্করের আমীর ফজলে মুকীম সাহেব এবং রোকন মৌলবী কুরবান আলী সাহেব মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ সাহেবের খেদ-মতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "এ পর্যন্ত তো আমরা মনে করে

www.priyoboi.com

আসছি, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন ; শুধু কর্ম-পদ্ধতি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের সাথে যে আচরণ করা হলো তা এই পারস্পারিক নিষ্ঠা ও সহযোগিতা যা দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত এই উভয় জামায়াতের মধ্যে এ পর্যন্ত আছে এবং সব সময়ের জন্য থাকা উচিৎ — জন্য ক্ষতিকর। "আপনি কি সত্যিই আমাদেরকে একটি নিছক রাজনৈতিক দল মনে করেন ?" তাতে হযরতজী (মাওলানা ইউসুফ সাহেব এনামেই স্মরণীয় হয়ে থাকেন) বললেন ঃ

"আমি লাইব্রেরী ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। মানুষের পকেট থেকে পয়সা লাভ করার একটি ফন্দি হিসেবে লোকেরা কিতাব লিখে। কিতাব লিখার এই ইল্‌ম এ সমস্ত দোষ ত্রুটি সৃষ্টি করেছে। ঝগড়া ফাসাদের মূল এটাই। কিতাব লিখা, সংবাদ-পত্র ছাপা এবং এ ধরনের কাজ করার আমি ঘোর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এসব জিনিষ মুসলমানদেরকে বে-আমল বানিয়েছে। আর এগুলো মুজাহিদের বদল হতে পারে না।"

এ বাণী শুনে আমাদের বিস্ময়তা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এক, এজন্য যে, যদি হযরতজী লাইব্রেরীর এতোই কঠোর বিরোধী হন তাহলে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্যান্য লাইব্রেরী কেন সহ্য করা হল ? দ্বিতীয় এ কারণে যে, কিতাব ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশনী এবং মূল্য দিয়ে এগুলোর ক্রয় করার গুনাহ তো দেওবন্দ, সাহারানপুর ও থানাবুনের বুযর্গগণ করে থাকেন। বরং স্বয়ং তাবলিগী জামায়াতের কতিপয় বুযর্গও এই গুনায় লিপ্ত। তারপর এটা কেমন কথা যে, একই কাজ তারা করলে খেদমতে দ্বীন আর অন্যেরা করলে তা শুধু পয়সার স্বার্থ ? তারপর "ইকরামে মুসলিম" এর এই আজব চিত্র আমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে তোলে যে, ফিস্‌ক ও ফাজেরীর পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলাতো ইকরামে মুসলিমের খেলাফ কিন্তু দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত একটি জামায়াতের কাজ ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যে হেয় করা এবং তার নিয়তের উপর পর্যন্ত আক্রমণ করা চাক্ষুস ইকরামে মুসলিম কি ?

www.priyoboi.com

তারপর হযরতজী বললেন ! আপনারা তো ক্ষমতা চান। আপনারা এমন জিনিস চান যা মারদুদ। রসূলে মকবুল (সঃ-এর কাছে-সাম্রাজ্য পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা অগ্রাহ্য কারেন, প্রত্যাখ্যান করেন এবং আনুগত্যের নবুয়্যত কবুল করেন। হুকুমত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেলে ইসলাম যিন্দা হয়ে যাবে আপনাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন জালেম বাদশার সামনে সত্য কথা বলা (كلمة الحق عند سلطان جائر) এর অর্থ কি এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ এটা সে সময়ের জন্য যখন সমগ্র সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সরকারের মধ্যে খারাবী দেখতে পাওয়া যাবে। সে সময় সত্য কথা বলা ঠিক হবে যাতে করে, যে ত্রুটি এখন শুধু সরকার পর্যন্ত সীমিত আছে তা অগ্রসর হতে না পারে। এটা উচিত কথার সময় নয়।

কথোপকথনের এক পর্যায়ে হযরতজী এটাও বললেন, বর্তমানে যারা ক্ষমতাশীন আছেন তারা আপনাদের চেয়েও ভাল। ঈমানে, কাজ-কর্মে, কলা-কৌশলে এবং উপযুক্ততায় তারা আপনাদের চেয়েও উত্তম। তাদের পরিবর্তে আপনারা কাদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন ?

বর্তমানে প্রশ্ন হলো এই জামায়াত সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হবে ? প্রশ্ন এ কারণে দেখা দিল যে, যদি দু'চার জায়গায় এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তাহলে উভয় জামায়াতের মধ্যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার যে সম্পর্ক এখন পর্যন্ত বজায় আছে তার মধ্যে যেন ফাটল না ধরে। অতএব এ প্রসংগে জামায়াতের কর্মীদের স্বচ্ছ ও বিস্তারিত হেদায়াত পাওয়া উচিত।

জবাবঃ

জামায়াতে ইসলামীর কতিপয় দায়িত্বশীল কর্মী আমাদের কাছে এই বিবরনী পাঠিয়েছেন। এটা পড়ে বাস্তবিকই বড় ব্যাথা পেলাম। মাওলানা মুহাম্মদ ইউছুফ সাহেবের স্বয়ং উপস্থিতিতে তাবলিগী জামায়াতের

www.priyoboi.com

মজলিসে শূরার এই ফায়সালা করা তারপর মাওলানা সাহেব সেটাকে সমর্থন করায় প্রতীয়মান হয় যে, এটা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্রিক তৎপরতা নয় বরং একটি সামষ্টিক প্রয়াস। আফসুস ও পরিতাপ করা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি!

যা হোক জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা এটাকে খারাপ মনে করা ঠিক নয়। এখন সহ্য করতে না পারলেও কোন সময় ইন্‌শাআল্লাহ্‌ এই হযরংদের কর্ম পদ্ধতির ভুলের বোধোদয় হবে। দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক দল স্ব-স্ব প্রক্রিয়া মুতাবিক কাজ করতে পারে। একে অপরের পদ্ধতির সাথে মত পার্থক্যও করতে পারে। কিন্তু এ কথাটা আমরা বুঝতে পারছিনা যে, যে কোন দলই এই মাঠে পরিশেষে কেবল মাত্র নিজেদেরকেই দেখতে চায়, অপরের অস্তিত্ব সহ্য করে না কেন? দ্বীনের খেদমত তো কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য নয় যে, একজন খাদেম অন্যকে নিজের প্রতিযোগী মনে করবে। প্রতিযোগিতাতো দোকানদারীর মধ্যে হয়ে থাকে। দোকানদারী হিসেবে যদি আমরা এ কাজ করে থাকি তাহলে আমাদের উপর এবং আমাদের এ কারবারের উপর সহস্রবার অভিশাপ। আর যদি এটা আন্তরিকতার ভিত্তিতে দ্বীনের খেদমত হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই খুশী হওয়া উচিত যে, এ কাজ একাকী তারাই করছেনা অন্যান্যরাও একাজে নিয়োজিত। সুতরাং যদিও কেউ আমাদেরকে প্রতিযোগী মনে করে দূরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে আমরা তাকে প্রতিযোগী মনে না করা এবং বার বার তার কাছে আসা যাওয়া করা উচিত যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তার অন্তরকেও বদলীয়ে দেন।

একথাও আমরা বুঝতে পারছিনা যে, কতিপয় আলেম, সরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য দল তাদের প্রভাবিত এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য যেন না পৌছতে পারে এজন্য দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছে। কোথাও কোথাও এগুলোর পঠন পাঠন নিষিদ্ধ হয়েছে। কোথাও লাইব্রেরী ও পাঠাগারে এগুলোর আগমন বাধা পাচ্ছে। কোথাও সেসব লোকদেরকে মাদ্রাসা থেকে চাকুরীচ্যুত করা

www.priyoboi.com

হচ্ছে, যাদের কাছে এসব সাহিত্য পাওয়া গেছে। কোথাও লোকেরা যেন এই সাহিত্যের সাথে আদৌ পরিচয় না হতে পারে এজন্য অন্যান্য প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করা হচ্ছে। বরং কোথাও তো এটা বলা হচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামীর কোনকিছু শুনা পর্যন্ত যাবেনা। আমাদের আশ্চর্য লাগে, অবশেষে চক্ষু কর্ন বন্ধ করার এই কলা-কৌশল কি কারনে করা হচ্ছে? আমাদের মনে এধরনের ধারনা পর্যন্ত আসে না যে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা কার কথা পড়বে আর কার কথা শুনা থেকে বিরত থাকবে। জামায়াতের কর্মী ও সহযোগীরা সব ধরনের বই-পুস্তক পড়ে থাকে। প্রত্যেকের কথা খোলা মন ও খোলা কানে শুনে। এই সংগঠনের লোকেরা দুনিয়ার সব কিছু পড়ুক ও শুনুক এ প্রচেষ্টা স্বয়ং জামায়াত করে যাচ্ছে যাতে করে তারা দূরদর্শী হতে পারে এবং অত্যন্ত ভালো করে মত প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী হয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে যে সব পক্ষ থেকে যা কিছুই লেখা হয় তার সবগুলিই জামায়াতের শাখায় স্বাধীন ভাবে পড়া হয়। তারপর আমাদের অন্যান্য ভাইদের পরিবেশে কি হয়েছে যে তারা আমাদের ব্যাপারে চোখ কান বন্ধ করার নীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? তারা নিজেরাই আমাদের তৎপরতার সরলতা ও তাদের তৎপরতার দূর্বলতা অনুভব করতে পারছে। এটা কি একথারই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি নয়? তারা নিজেদের পরিমণ্ডলে অবস্থিত লোকদেরকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখতে চায় এর পরিস্কার তাৎপর্য কি এটা নয় এবং তারা মনে করে এ সব লোক শুধু মাত্র ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রভাবে থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের বানানো আশ্রয়স্থলে আবদ্ধ থাকবে। যে সব লোক নিজেদের ওস্তাদ পীর ও নেতাদের ছক্‌বাধা গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজী হয় তারা আদৌ এ চিন্তা করেনা যে একটি উত্তম ও মজবুত তৎপর লোক কবে আবার এ কথায় ভয় পায় যে অন্য কারো দলীল শুনেই তার প্রভাবাধীন লোক টলটলায়মান হয়ে যাবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে আমরা এই খারাপ ধারনা পোষণ করি না যে, তিনি আমাদের দাওয়াত ভালরূপে পড়ার

www.priyoboi.com

পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন "আমরা নিছক রাজত্ব চাই।" আমাদের ধারনা বেচারা নিজেই এমন দুর্গে আটকা পড়েছেন যা ধর্মীয় খান্দানের মধ্যে লালিত হওয়া ব্যক্তিদের আশে পাশে সাধারণ ভাবে তৈরী করা হয়। তাই দুর্গে অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের কোনো কিতাব পড়া না পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব তিনি করেননি। কেবল মাত্র শ্রুত কথার উপর ভিত্তি করেই আমাদের দাওয়াতের এই আজব সারাংশ উদঘাটন করেছেন। যদি তিনি একজন আন্তরীক শুভাকাংখীর অনুরোধের প্রতি মনোযোগ দেয়া উপযুক্ত মনে করেন তাহলে তার কাছে অনুরোধ করা যায় যে, যদি মত প্রকাশ করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে তবে যার উপর আপনি রায় প্রকাশ করতে চান সে সম্পর্কে মত প্রকাশের আগে পাস্পরিক অবহিতি থাকা দরকার। আর যদি আপনার ততটুকু অবকাশ না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা আপনার জন্য শ্রেয়।

(তর্জুমানুল কুরআন
রজব শাবান – ১৩৭১
এপ্রিল-মে – ১৯৫৫)

www.priyoboi.com

মাহদী দাবী করার মিথ্যা অপবাদ

প্রশ্ন ঃ মাদ্রাসায়ে আত্তাবীয়ার নাযেম মাওলানা সাহেবের - - - - সাথে জামায়াতে ইসলামীর বিষয় বস্তুর উপর আলাপ আলোচনার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি মাহদী হওয়ার অপবাদ আপনার উপর আরোপ করলেন এবং নিজের সাক্ষাৎকারের আলোচনা করলেন। তাতে উপস্থিত কতিপয় লোকদের মনে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। আপনি মাহদী আলাইহিস সালামের প্রকাশ পাওয়ার আকীদাগুলো নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন কি? তাদের বার বার তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিতভাবে অস্বীকার করুন অথবা স্বীকারকে তুলে নিন। মেহেরবানী করে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে প্রদান করবেন।

জবাব ঃ মাওলানা - - - - এবং তার দলের আলেমগণ আমার বিরুদ্ধে যে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করেছেন সে সম্পর্কে আমি অনবহিত নই। তবে এটা আমার কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয়। বার বার এ ধরনের লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা আমার বিরুদ্ধে রটানোর চেষ্টা করে আসছে। আমি সব সময় ধৈর্য ধারণ করেই তাদের মুকাবিলা করছি। আজ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা হলো আল্লাহ্ তায়ালা মিথ্যাকে কখনো সফলতা দান করেন না।

উল্লেখিত মাওলানা ও তার সাথীগণ এখানে এসে আমার সাথে যে কথা বলেছেন এবং ফিরে গিয়ে যে বিপদ ঘণ্টা বাজিয়েছেন এই উভয়ের পার্থক্যের মধ্যে যখন আমি চিন্তা করি তখন আমার অনুভূত হয় যে, এ সব লোকদের মনে আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতে জবাব দিহীর ভয় মোটেই নেই। তারা মনে করেন এই দুনিয়াটাই সব কিছু নিজের কর্ম-কাণ্ডের হিসাব দিতে হবে এমন আর কিছুই যেন নেই।

www.priyoboi.com

আমি সব সময় এই নীতি অবলম্বন করে আসছি এবং ভবিষ্যতেও পালন করে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি যে, যাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি পাবো না এবং যারা সততা ও বিশ্বস্ততা থেকে বেপরওয়া তাদের কথার জবাব কখনো দেই না। আমি মনে করি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালাই তাদের থেকে বদলা নিতে পারেন। আমার ধারনা এটাও যে, তাদের আরোপিত মিথ্যা রদ করা আমার প্রয়োজন নেই। তাদের পর্দা ইনশা আল্লাহ দুনিয়াতেই উন্মোচিত হবে। সুতরাং তাদের জবাবে আমার কোনো বর্ণনা বিবৃতি কোন সংবাদ-পত্রে পাঠিয়ে দেবো এমন আশা আপনি আমার কাছ থেকে করতে পারেন না।

আমার কিতাব "ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন" এর কতিপয় বাক্যের ভুল অর্থ করে আমাকে মাহদী হওয়ার দাবীদার ঘোষণা করা হচ্ছে। আজ এ কিতাবটি তো আর নতুন কোন রচনা নয়। আজ থেকে দশ বৎসর আগে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে এবং এখনো প্রত্যেক জায়গায় আপনি পেতে পারেন। আপনি নিজেই কিতাবটি দেখুন— দু'চার লাইন কিংবা কতিপয় প্রবন্ধই নয় সম্পূর্ণ কিতাব পড়তে হবে। আপনি নিজেই জানতে পারবেন, আমি সেখানে মাহদী অথবা মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেছি নাকি যারা দাবী করেছে তাদের দাবীকে খণ্ডন করেছি।

(তর্জমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল রবিউস-সানী -- ১৩৭০ হিঃ, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী – ১৯৫১)

www.priyoboi.com

কতিপয় মিথ্যা অপবাদ

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর দ্বীনের প্রচারে যে কাজ আমরা নিজের সাধ
নুযায়ী আঞ্জাম দিয়ে আসছি তার প্রসারে আপনার কতিপয় কি
যেমন দীনিয়াত, খোৎবাত ইত্যাদি অনেক সাহায্য করছে এবং এগুলো
চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে এসব কিতাব প্রতিপক্ষে
বিশেষ লক্ষ্যস্থলেও পরিণতি হচ্ছে। কোন কোনো বাক্য কাট
করে ভুল অর্থ প্রচার করা এবং আমাদের বদনাম করা তা
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চালু আছে। এমনকি বস্তবাদী মুফতী সাহেব
এসব বাক্যের ভিত্তিতে আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দেয়া পর্যন্ত
করে দিয়েছেন। এসব বিরোধী আলোচনার প্রধান উৎস হলো আপ
কতিপয় বিশেষ বাক্য। সে বাক্যগুলো এই — হাকীকত সিরিজের চ
অধ্যায়ের শেষ ভাগে আপনি লিখেছেন "এই পাঁচটি আকীদা যার উ
ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। এই পাঁচটি আকিদার সারাংশ শুধু
একটি কলেমার মধ্যেই নিহীত আছে। "তারপর পঞ্চম অধ্যায়ে লি
আছে" পূর্ব অধ্যায়ে তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ মোস্ত
(সঃ) পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার শিক্ষা দিয়েছেন। অ
সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে لقدر و خيره و شره
হাদিসের এই অংশ সহ ছয়টি বিষয়ের সমন্বিত বস্তুকে ঈমান ঘো
করা হয়েছে, ৫টি নয়। অভিযোগ কারীগণ এ দ্বারা এই ত্রুটি
করার প্রয়াস পেয়েছে যে, মওদূদী ফির্কা তো (কদর) ভাগ্যের উ
বিশ্বাস রাখেনা। যারা ভালোমন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার অ
কার করে তারা কাদীরীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। হাদীসে উল্লেখ অ
তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক। এই দলীলের ভিত্তিতে শুধুমাত্র মি
অপবাদের বেসাতিই চলছে না ববং আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে কা
বলা হচ্ছে এবং আমাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চল
কতিপয় স্থানে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগীদেরকে মসজিদে প্র
করতে বাধা দেয়া হয়েছে। স্বর্থান্বেসী আলেমগণ জনগণের ক
ওয়াজ করে বেড়ায় "খবরদার! এরাই আমাদের ঈমান চুরি কবে
তাদেরকে যতোই কষ্ট দেয়া হোক তা কম।" এই অভিযোগের জব

www.priyoboi.com

আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, আমরা কদরের উপর ঈমান রাখি কিন্তু হাকীকত সিরিজে শুধু ৫টি জিনিসের উপর ঈমান শামিল একথা বলা হয়েছে। কেননা ভাগ্যের উপর ঈমান লওয়া আল্লাহর উপর ঈমান লওয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আমরা এ জবাবের সমর্থনে "মাসয়ালায়ে জবর ও কদর বইখানা পেশ করি। কিন্তু অভিযোগকারীগণ আপনার জবাবের জন্যে পিড়াপীড়ি করছে।

(২) দ্বিতীয় অভিযোগ হলো— খুৎবাতে আপনি ---

وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ ---

এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা সাধারণ মুফাসসিরদের থেকে স্বতন্ত্র। আপনি لَئِنْ اَقَمْتُمْ কে اِنِّىْ مَعَكُمْ এর জবাব বলেছেন। অথচ সাধারণ তাফসীরকারীগণ اِنِّىْ مَعَكُمْ কে আলাদা বাক্য বলেছেন। لَئِنْ اَقَمْتُمْ এর জবাব لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ বলেছেন। আপনিতো কেবল মাত্র لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ এর জবাবই লেখেননি বরং খুৎবাতে আয়াতের শেষাংশ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। অভিযোগকারীদের দাবী হলো ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে اِنِّىْ مَعَكُمْ কিছুতেই لَئِنْ اَقَمْتُمْ এর জবাব হতে পারে না। কেননা এ দু'য়ের মধ্যে ওয়াকফে জায়েজ আছে। অথচ শর্ত ও জবাবের মধ্যখানে জায়েজ হতে পারে না। আমরা এ অভিযোগের কোন জবাব দিতে গেলে আলেমগণ তৎক্ষনাৎ এ কথা বলে আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে যে, আমরা মওদূদী সাহেবের অন্ধানুকরণকারী। ব্যাকরণ শাস্ত্র নীতি লংঘণ করেও তার তাফসীর বিররায় মন গড়া তাফসীর এর সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করি। মেহেরবাণী করে সুস্পষ্ট করে বলুন।

www.priyoboi.com

আপনার তাফসীর সঠিক হলে তা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে? প্রথম যুগের মধ্য থেকে কেউ এমন তাফসীর করেছেন কি? যদি না করে থাকেন তাহলে আপনি কি কারণে এমন নতুন তাফসীর লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন? বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় এর কোনো নজীর থাকলে সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবেন।

(৩) খুৎবাতে ইবাদতের উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে এ অভিযোগ উথ্যাপন করা হয়েছে যে, আপনি শুধুমাত্র পার্থিব উপকারার্থে ইবাদতের আলোচনা করেছেন, এবং এর গুরুত্বারোপ করেছেন। পারলৌকিক জীবনের ফায়দার জন্যে ইবাদতের আলোচনা আপনি আদৌ করেননি। আর যদি করে থাকেন তাহলে সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যদায় গুরুত্বহীন-ভাবে। আমরা আমাদের জ্ঞানানুযায়ী এর জবাবও সুস্পষ্ট ভাবে দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু অভিযোগকারীগণ আমাদের জবাবে পরিতৃপ্ত নয়। যাহোক এসব বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা সাধারণ ভাবে দাবী করা হয় এবং আমাদের মতেও স্বয়ং আপনার ব্যাখ্যা অধিক ফলপ্রদ হবে। বরং কিতাবের ঐ সব বাক্যগুলো যথাশীঘ্র সংশোধন করা জরুরী।

পরিশেষে আপনাকে এ শুভ সংবাদও দিচ্ছি যে, অন্ধ বিরোধীতার ঝড় স্বতই বাড়ছে আমাদের দ্বীনি দাওয়াতও তার সাথে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।

জবাব, আপনি মালাবারে যে ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন, আমরা এখানে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ও প্রচন্ড বিরোধীতার শিকার হয়েছি। তবে ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে যাওয়া এবং আপন সাধ্যানুযায়ী সরল পথ আকড়িয়ে ধরা ছাড়া আমাদের জন্যে আর কোনো গতি নেই। যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যেই আমাদের বিরোধিতা করতে চায় করুক। কিন্তু পরিশেষে সে আল্লাহ্‌ই ফয়সালা করবেন যিনি আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তাদের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কেও অবগত আছেন।

www.priyoboi.com

(২) হাকিকত সিরিজের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে, যেখানে একথাটুকু লেখা আছে "এই পাঁচটি আকীদা যার উপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত" সেখানে আমার পক্ষ থেকে এ টীকা লিখে দিতে হবে। আমি এখানে ঈমানদার হওয়ার সংখ্যা বর্ননা করেছি। এই সংখ্যা কুরআনের ভাষায় ঃ

(বাকারা ৪০) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ - এবং

(নেসা ১৯) وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ

উপর নির্ভরশীল। এতে সন্দেহ নেই যে, হাদীসে والقدر خيره وشره কেও ঈমানদার হওয়ার মধ্যে গণনা করা হয়েছে। এই ভাবে মৌলিক আকিদা পাঁচ এর পরিবর্তে ছয় হয়। কিন্তু ভাগ্যের উপর ঈমান রাখা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর ঈমান রাখার একটি অংশ বিশেষ। কুরআন এই আকীদাকে সে মর্যাদায় বর্ননা করা হয়েছে। এ কারণে আমিও এই আকীদাকে তাওহীদ আকিদার ব্যাখ্যার শামিল করে দিয়েছি। ঠিক এমনিভাবে কোনো কোনো হাদীসে বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত মিজানকে আলাদা আকীদা হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এগুলো সবই আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখার অংশ সমূহ।"

মালাবারের কোনো কোনো আলেম আমার এসব বাক্যের কদর্য অর্থ করে অযথা এ কথা প্রচার করতে শুরু করেছে যে, আমি তাকদীরের অস্বীকারকারী একথা জেনে আমার আফসুস হলো। অথচ যদি তারা সে কিতাবেই "মানব জীবনে তাওহীদ আকীদার প্রভাব" শিরোনামে যে আলোচনা হয়েছে তা পড়তেন, তাহলে তারা জানতে পারতেন ভালমন্দ তাকদীর আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে এ কথা আমি সর্বান্তকরণে স্বীকার করি। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্যের দিকে ভুল আকীদার সম্বোধন করা এবং জোর করে তাদের গোমরাহ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা এবং এ ধরনের অপবাদের দরুন আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হওয়ার কিছুমাত্র ভয় না করা খুবই পরিতাপের বিষয়।

www.priyoboi.com

(২) আয়াত وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ এর তাফসীরে আমি 'সংগ সাহায্য' এর অর্থ করেছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝেছি যে, এই সাহায্যে জন্য সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এর অর্থ ইত শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু যদি اِنِّىْ مَعَكُمْ করা হ

ى معكم بالعلم والقدرة فاسمع كلامكم وارى افعالكم واعلم ضمائركم واقدر على ايصال الجزاء اليكم

(অর্থাৎ আমি আমার ইল্ম ও শক্তির তুলনায় তোমাদের সাথী হ তোমাদের কথাবার্তা শুনি, তোমাদের আমল দেখি; তোমাদের উদ্দে জানি এবং তোমাদের শাস্তি-শান্তি দেয়ার ব্যাপারে আমি পূর্ণ ক্ষমতাবান তাহলে নিঃসন্দেহে এ অংশটুকু নিজেই একটি পূর্ণ আলাদা অংশ হবে এ প্রসংগে যেহেতু দু'টি তাফসীর করার অবকাশ আছে। কেনন اِنِّىْ مَعَكُمْ এর পরে ওয়াকফে জায়েজ আছে 'লাযেম' নেই এবং ও ক্ষেত্রে 'আসল' (পূর্বের সাথে মিলানো) নিষিদ্ধ নয়।

যারা আমার তাফসীরকে তাফসীর বির্‌রায় বলেন তারা তাফসীর বিররায় এর অর্থ জানেন না। তাফসীর বিররায় এর অর্থ আগেকার মুফাসিরদের সাথে মতবিরোধ করা নয়। বরং এমন তাফসীর করা যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের খেলাফ হয় এবং যা অভিধান নীতির খেলাফ হয়।

আপনি কিসের উদাহরণ চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। যদি শর্ত ও জবাবে শর্তের মধ্যে অগ্র পশ্চাতের উদাহরণ দরকার হয় তবে তার উদাহরণ অগনিত। স্বয়ং কুরআনে আছে

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ

(আরাফ – ৯১) আর যদি শর্ত ও জবাবে শর্তের মধ্যখানে ওয়াকফ হওয়ার উদাহরণ চান তাহলে এর উদাহরণ পেশ করা আমার কর্তব্য

www.priyoboi.com

নয়। কেননা এ ধরনের কথার সমর্থন আমি কখন করেছি? আমি তো নিজেই বলেছি فی صدکم। এর পরে ওয়াকফ সে অবস্থাতেই জায়েজ হতে পারে যখন এটাকে আলাদা বাক্যরূপে গ্রহণ করা হবে তাহলে ওয়াকফ জায়েজ নয়।

(৩) 'খুৎবাত' এ ইবাদতের ইহলৌকিক নয় বরং নৈতিক ফায়দাকে আমি বেশী গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছি। এর কারণ এটা নয় যে, আমি পরকালীন ফায়দার সমর্থক নই। অথবা পরকালকে আমি গুরুত্ব কম দিয়ে থাকি বরং এর কারণ হলো বর্তমান যুগের মানুষদের দৃষ্টি থেকে ইবাদতের নৈতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক উপকারীতা অগোচরে চলে গেছে। উপকারীতা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার কারণে লোকেরা এসব ইবাদত সম্পর্কে অচেতন হতে থাকে। এ কারণে আমি এদিকটাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। যে জিনিষ সুপ্ত থাকে অথবা যা থেকে লোক অবচেতন থাকে সে জিনিসই প্রকাশ করতে হয়। যা লোকেরা প্রথম থেকেই জানে তার নয়। পরিশেষে, দোয়া করছি আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সাহায্য করুণ এবং ফেৎনাবাজদের চক্রান্ত থেকে আপনাদেরকে হেফাজত দান করুণ। নবী মোস্তফা (সঃ) এমন ক্ষেত্রে এ দোয়া পড়তেন।

اللهم انا نجعلك فی نحور هم و نعوذ بك من شرورهم-

আমিও এ দোয়াই করছি।

যারা নিছক স্বার্থ, গোঁড়ামী ও হিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে এবং যে সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আমরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সে পথ শুধু মাত্র ব্যক্তিগত জিঘাংসার কারণে বন্ধ করতে চায় তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই এবং আল্লাহ্‌র কাছেই দরখাস্ত করছি তিনি যেন এসব অনিষ্টতা তাদের কাছ থেকে মিটিয়ে দেন।

(তর্জুমানুল কুরআন জমাদিউল আওয়াল রজব ১৩৭০ মার্চ থেকে মে-১৯৫১)

www.priyoboi.com

SCANNED by

Sotto Konthho

send books at this address
priyoboi@gmail.com

pdf by ttorongo